NAEEM

তিনটি
বই একত্রে

ওয়েস্টার্ন

প্রতিযোগী
কাজী শাহনূর হোসেন

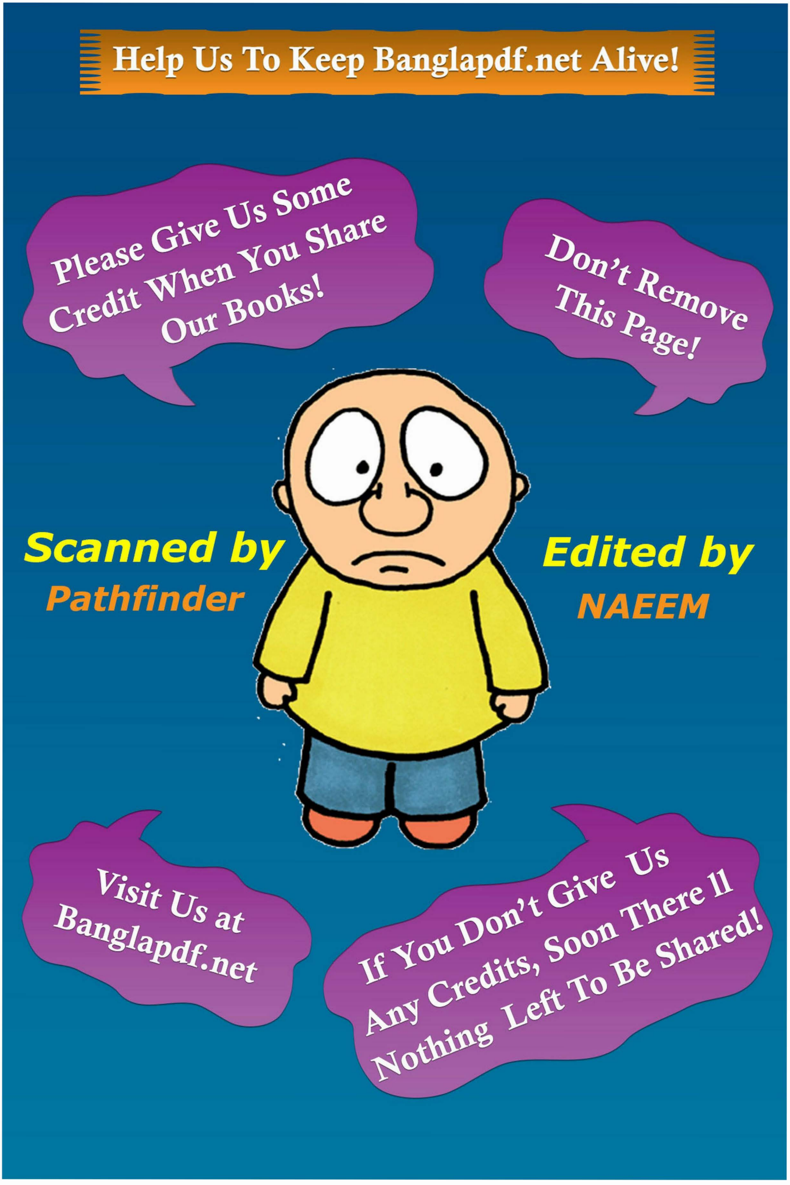
কূটচাল
কাজী মায়মুর হোসেন

মাশুল
গোলাম মাওলা নঈম



সেবা প্রকাশনী

Pathfinder


Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
Scanned by Pathfinder
Edited by NAEEM
Visit Us at Banglapdf.net
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

ওয়েস্টার্ন

প্রতিযোগী + কূটচাল + মাশুল

Scanned by: Kamrul Ahsan (Pathfinder)
Edited by: Aiub Talukder (Naeem)

Website
www.Banglapdf.net

Facbook Page
www.facebook.com/Banglapdf.net

Facebook group
www.facebook.com/groups/we.are.bookworms

প্রকাশিত কয়েকটি ওয়েস্টার্ন

কাজী শাহনূর হোসেন

স্বর্ণসন্ধানী-১ ২৬/-
স্বর্ণসন্ধানী-২ ২৬/-
বদলা ২৬/-
কারসাজি ২৬/-
শয়তানের চক্র ২৬/-
লোভের ফাঁদে ২৬/-
মৃত্যুপ্রতীক্ষা ২৬/-
নির্জন প্রান্তর ২৯/-
জাতশত্রু ২৭/-

তাহের শামসুদ্দীন

শ্যেনদৃষ্টি ২৬/-

কাজী মায়মুর হোসেন

ওয়েস্টার্ন/রক বেনন ভলিউম-১ ৩৪/-
(দস্যু বেনন+সীমান্তে সাবধান)
উৎখাত ২৭/-
লুটেরা ২৭/-
প্রত্যাবর্তন ২৮/-
শায়েস্তা ২৭/-
অদৃশ্য ঘাতক ২৮/-
ধাওয়া ২৮/-
দুর্গম যাত্রা ২৮/-
প্রহসন ২৬/-
দূরের পথ ২৬/-
সমন-২ ২৭/-

ইফতেখার আমিন

প্রায়শ্চিত্ত ২৭/-

টিপু কিবরিয়া

অশুভ চক্র ২৬/-

মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ

ভবঘুরে ২৬/-
যমদূত ২৮/-

মাসুদ আনোয়ার

আশ্রয় ৩০/-

গোলাম মাওলা নঈম

দুঃসাহস+শোধ+ত্রাস ৯৮/-
লড়াকু ১০৩/-
দাবদাহ ১০০/-

ইসমাইল আরমান সম্পাদিত

মুক্তবাতাস ৬৫/-
দেশান্তর ৯৩/-

শওকত হোসেন

দমন+নিষিদ্ধ প্রান্তর ৭৩/-

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া; কোনভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা; এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

প্রতিযোগী

প্রথম প্রকাশ:১৯৯৩

এক

কোল্ড ক্রীক পেরোনর সময় যথারীতি লাগাম টেনে ধরল রয় সলটার। বক্স ডব্লিউ-এর ফোরম্যান সে। একত্রিশ বছর বয়স, দীর্ঘদেহী, শক্তসমর্থ।

এ জায়গাটা খুব পছন্দ ওর। এখানেই কোথাও ছোট্ট একটা কাঠের বাড়ি বানাবে সে। সংসার পাতবে। ইচ্ছেটা বহুদিনের তার, মেয়েও ঠিক করে রেখেছে মনে মনে। সে উদ্দেশ্যে গত তিন বছর ধরে বেতন আর বোনাসের একাংশ জমিয়ে চলেছে।

ওয়াগনারের র‍্যাঞ্চে বছর ছয়েক যাবৎ ফোরম্যানের দায়িত্ব পালন করছে সলটার। ওর বাবা মারা যাওয়ার পর থেকেই। এ র‍্যাঞ্চের এক পাল গরু অ্যাবিলেন-এ নেয়ার পথে মারা যান তিনি।

জর্জ ওয়াগনার নতুন ফোরম্যান নিয়োগ করার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র মাথা ঘামাননি। বাবার মৃত্যুর পর ছেলের কাঁধে তুলে দিয়েছেন দায়িত্ব। তাঁকে হতাশ করেনি রয় সলটার। লোকের কাছ থেকে কিভাবে কাজ আদায় করতে হয় জানা আছে তার। সবাই পছন্দও করে ওকে। সেজন্যে কৃতজ্ঞ সে সবার কাছে।

বাফেলো ফ্ল্যাটের দিকে আবার রওনা দিল ও। নীল চোখ দুটো সরু হল বিরক্তিতে। জর্জ ওয়াগনারের ছেলে জোহানকে খুঁজে আনার জন্যে শহরে চলেছে সে। প্রায়ই যেতে হয়। গত রাতে আবারও ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে গেছে জোহান। বাপের সঙ্গে ঝগড়া করে। র‍্যাঞ্চের বর্তমান পরিস্থিতির কথা ভেবে দীর্ঘশ্বাস চাপল সলটার। জর্জ ওয়াগনার বদলে গেছেন কেমন যেন। ছেলে বড় হলে একটু-আধটু অবাধ্য তো হতেই পারে। কিন্তু সেটা কিছুতেই মানতে পারছেন না ওয়াগনার। ওয়াগনারের মেয়ে তানিয়ার কথা মনে পড়তেই চোখজোড়া আরও সরু হল সলটারের। তানিয়াকে পছন্দ করে সে। বিয়ে করতে চায়। গত তিন বছর ধরে বলব বলব করেও ওকে বলা হয়নি কথাটা।

জর্জ ওয়াগনার ওকে বলেছিলেন ভবিষ্যতে কোল্ড ক্রীকে হেডকোয়ার্টার বানাতে পারে সে। প্রায় একশো ষাট একর চারণভূমি রয়েছে জায়গাটার চারপাশে। নতুন র‍্যাঞ্চ শুরু করতে পারে—'বক্স এস' নাম দিয়ে।

তানিয়া সব সময়ই পছন্দ করত ওকে। খুব ঘনিষ্ঠ ছিল ওরা। একসাথেই বড় হয়েছে। সলটারের বাবা তখন এ র‍্যাঞ্চের ফোরম্যান ছিলেন। কিশোর সলটারের পিছু ছাড়ত না কিশোরী তানিয়া। নিজেকে ছেলে ভাবতে পছন্দ করত সে। ও

কথা ভেবে এখন হাসি পেল সলটারের। বেশ ভালভাবেই কেটে যাচ্ছিল। তারপর ঘটল সেই দুর্ঘটনা। গরুর পাল নিয়ে বেরোনর ঠিক পাঁচ দিন পরেই লাশ হয়ে ফিরে এলেন বাবা। খুব ভোরবেলা কে যেন গুলি করে তাঁকে। তন্ন তন্ন করে খুঁজেও হত্যাকারীকে বার করতে পারেনি ওরা। বাবার মৃত্যুতে প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছে সলটার।

বাবার মৃত্যুশোক সামলে ওঠার আগেই তানিয়া চলে গেল পুবে। তিন বছর পর ফিরে এল সম্পূর্ণ নতুন এক মেয়ে। আগের সেই চপলা কিশোরীটিকে খুঁজে পাওয়া গেল না তার মাঝে।

সলটারের ধারণা ছিল যতই বদলে যাক ওকে ভুলতে পারেনি তানিয়া। কিন্তু হঠাৎ কোত্থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসল উইলবার অসকার। কিনে নিল জেমস হার্বার্টের র‍্যাঞ্চ। 'র‍্যাফটার ও' নাম দিল ওটার।

তানিয়ার সঙ্গে ক্যানসাস সিটিতে পরিচয় হয়েছিল অসকারের। র‍্যাঞ্চ কিনলেও সেদিকে মোটেও মন নেই তার। ফোরম্যান ম্যাকগ্র-র হাতে র‍্যাঞ্চ ছেড়ে দিয়ে সময় কাটাতে লাগল তানিয়ার সঙ্গে। ঘনিষ্ঠতা বাড়ল ওদের। কপাল কুঁচকে উঠল সলটারের।

তানিয়ার চেয়ে বছর দশেকের বড় হবে অসকার। মেয়ে পটানর বিদ্যা ভালই জানা আছে তার। ইতোমধ্যেই প্রচুর টাকা উড়িয়েছে। তানিয়াকে দেখিয়েছে তার টাকার জোর।

বাফেলো ফ্ল্যাট এখান থেকে বারো মাইল দূরে। দ্রুত ঘোড়া দাবড়াল সলটার। কেমন যেন অসহিষ্ণু লাগছে ওর। তিক্ততায় ভরে আছে মন। যে-কোন কিছু পেতে হলে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়, ভাবল সে। হোক সে মেয়েমানুষ বা র‍্যাঞ্চ। সবাই তো আর অসকারের মত ভাগ্য নিয়ে জন্মায়নি। দাঁতে দাঁত পিষল সলটার।

অসকার লেন কাউন্টিতে আসার পর থেকে তানিয়ার সঙ্গে ওর দূরত্ব বেড়ে গেছে কয়েক যোজন। সরাসরি কিছু বলেনি তানিয়া। সলটারের সঙ্গ এখনও উপভোগ্য তার কাছে। তবে ওর কথা বলার ভঙ্গি আর চাহনি বলে দেয় অনেক কিছু। পাত্র হিসেবে অসকার ওর চেয়ে অনেক বেশি যোগ্য। এমনকি জর্জ ওয়াগনার পর্যন্ত ওর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার ব্যাপারে এখন আর কিছু বলেন না। কোল্ড ক্রীকে বাড়ি বানাবার কথা সলটার ছাড়া আর কারও যেন মনেই নেই। সে-ও ঠিক করেছে যোগ্যতা অর্জনের পর তানিয়াকে প্রস্তাব দেবে, তার আগে কখনই নয়।

হঠাৎ গুলির শব্দে চিন্তার জাল ছিঁড়ে গেল ওর, বেশ দূর থেকে এসেছে শব্দটা। ভ্রূ কুঁচকে উঠল সলটারের। চাইল চারদিকে। মনে হয় শিকার করছে কেউ।

ঘোড়ার পেটে স্পার দাবাল সে। শহরে যেতে হবে। ও ছাড়া আর কারও সাধ্য নেই জোহানকে ফিরিয়ে আনে। খানিক দূর এগোতেই পরপর কয়েকটা গুলি হল। দীর্ঘক্ষণ ধরে প্রতিধ্বনি তুলল শব্দগুলো। লাগাম টেনে ধরল সলটার। শিকারি নয়। কেউ বোধহয় বিপদে পড়েছে। দুটো অস্ত্র থেকে গুলিবর্ষণ চলছে। কোল্ট আর উইনচেস্টার। গুলির শব্দ লক্ষ্য করে ঘোড়া ছোটাল সে। এই অঞ্চলে গত কয়েক মাস ধরে গরু চুরি যাচ্ছে। আশেপাশের প্রত্যেকটা র‍্যাঞ্চই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জর্জ ওয়াগনারের র‍্যাঞ্চও বাদ যায়নি। শেরিফ রজার হার্পার চোর ধরার জন্যে মাথার ঘাম পায়ে ফেলেও কিছু করতে পারছে না।

হ্যাটটা খানিক সামনে টেনে দিল সলটার। গোলাগুলি চলছে এখনও। প্রায় ডজন দুয়েক গুলির শব্দ কানে এসেছে ইতোমধ্যেই। কেউ নিশ্চয় ভীষণ বিপদে পড়েছে।

কুরুক্ষেত্রের দিকে ঘোড়া দাবড়াল সলটার। অসকার আর ফ্লিন্ট উডককের র‍্যাঞ্চের মধ্যবর্তী সীমানায় রয়েছে এখন সে। গত পাঁচ সপ্তাহ ধরে ফ্লিন্টের গরু ক্রমাগত চুরি যাচ্ছে। হয়ত গণ্ডগোলটা সেজন্যেই, ভাবল সলটার। দুটো র‍্যাঞ্চের মাঝখানের ক্রীকটা পেরোল সে। তীরবেগে ঘোড়া ছোটাল পাহাড় চূড়ার দিকে। চূড়ায় পৌঁছে দেখতে পেল তিন ঘোড়সওয়ার ছুটে আসছে তার দিকে। সঙ্গে গরুর পাল। ওদের পিছু ধাওয়া করছে আরেকজন অশ্বারোহী। বেশিরভাগ গুলি সে-ই ছুঁড়ছে।

স্যাডল বুট থেকে নিজের উইনচেস্টারটা তুলে নিল সলটার। উজ্জ্বল সূর্যালোক চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে তার। তিন ঘোড়সওয়ার এখন দু'শ গজ দূরে। সোজা ধেয়ে আসছে। তাদের শ'খানেক গজ পেছনে চতুর্থ অশ্বারোহী। তার লম্বা-পাতলা শরীরটা দেখে চিনতে পারল সলটার। ফ্লিন্ট উডকক। রাইফেলে কার্তুজ ভরল সলটার। ফ্লিন্টের শত্রু মানে তারও শত্রু। ফাঁকা গুলি করল সে। গুলির শব্দে লোক তিনটি চমকে তাকাল ওর দিকে। লাগাম টেনে ধরল। পরক্ষণেই ওর রেঞ্জের বাইরে ঘোড়া ছোটাল। ওকে লক্ষ্য করে দু'জন গুলি ছুঁড়ল। সলটারের কাছে-পিঠেও এল না ওগুলো। তৃতীয়জন ওদিকে গুলি চালাতে শুরু করেছে পেছন দিকে। ফ্লিন্টকে লক্ষ্য করে। হঠাৎই লাগাম থেকে হাত ছুটে গেল ফ্লিন্টের। ছিটকে পড়ল সে ঘোড়া থেকে। মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে রইল সে। নিথর। ওর ঘোড়া ওকে ফেলেই ছুটল। ঢাল বেয়ে।

হতচকিত হয়ে গেল সলটার। পরমুহূর্তেই সংবিৎ ফিরে পেয়ে তিন অশ্বারোহীর উদ্দেশে গুলি চালাতে লাগল সে। বুঝতে পারল না ওদের কারও গায়ে গুলি লেগেছে কিনা। তবে ও রিলোড করার আগেই পানি ছিটিয়ে ক্রীক পেরোল ওরা। চলে গেল রেঞ্জের বাইরে।

তখুনি ঘোড়ায় চাপল সলটার। রাইফেলটা বুটে রেখে ধাওয়া করল

লোকগুলোকে। এ মুহূর্তে অনেকখানি দূরে চলে গেছে ওরা। ঘোড়ার গতি দ্রুত হল সলটারের গোড়ালির খোঁচায়। স্যাডলবুট থেকে রাইফেলটা তুলে নিল ও। প্রায় আওতার বাইরে চলে যাওয়া আবছা শরীরগুলোকে লক্ষ্য করে পরপর কয়েকটা গুলি করল সে। তবে তার কোন প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। এযাত্রা আসলে বেঁচে গেছে লোকগুলো। হাল ছেড়ে দিল সলটার, আরে! ওদিকে ফ্লিন্ট আহত অবস্থায় পড়ে রয়েছে, হঠাৎ মনে পড়ল ওর। ঘোড়ার মুখ ফেরাল দ্রুত। তীব্রগতিতে ছুটছে এখন ওটা। ফ্লিন্টের কাছে শিগগিরই ফিরে এল ও। চাইল ওর অসাড় দেহের দিকে। বারুদের গন্ধ মিলিয়ে যায়নি এখনও।

ফ্লিন্টের ঘোড়াটা মালিকের কাছে ফিরে এসেছে তখন, নিজের ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নামল সলটার। হাঁটু গেড়ে বসল ফ্লিন্টের পাশে। ধীরে ধীরে চিত করে শোয়াল ওকে। ফ্লিন্টের ফ্যাকাসে মুখের দিকে চাইল সে। র‍্যাঞ্চার চোখ মেলল এসময়।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচল সলটার। ওর দিকে শূন্যদৃষ্টিতে চাইল ফ্লিন্ট। যেন বুঝতে পারছে না কিছু।

'কোথায় লেগেছে, ফ্লিন্ট?' প্রশ্ন করল সলটার। জবাব দিল না ফ্লিন্ট। উঠে বসল বহুকষ্টে। ওর ডান কাঁধ ভেসে যাচ্ছে রক্তে। ভিজে লাল হয়ে গেছে শার্ট। ওকে আবার শুইয়ে দিল সলটার।

'গরু চোরের দল,' কাঁপা গলায় বলল ফ্লিন্ট। 'চিনেছ কাউকে?' প্রশ্ন করল সে।

'নাহ্,' ফ্লিন্টের শার্ট খুলতে খুলতে বলল সলটার। ক্ষতস্থানটা বেরিয়ে পড়তে চমকে উঠল সে। 'জলদি ডাক্তার রবসনকে দেখানো দরকার। তুমি বাড়িতে শুয়ে অপেক্ষা করবে নাকি আমার সঙ্গে শহরে যাবে?'

'যাব,' বলল ফ্লিন্ট। ওঠার চেষ্টা করছে। বছর পঞ্চাশেক বয়স ওর। রুক্ষ মুখটা সাদা হয়ে গেছে। রাগী দু'চোখে এখন বেদনা ফুটে উঠেছে। 'এলাকার কারও হাত আছে এর পেছনে, আমার বিশ্বাস,' বলল ফ্লিন্ট।

র‍্যাঞ্চারের গলা থেকে রুমালটা খুলে নিল সলটার। ক্ষতস্থান বাঁধল ওটা দিয়ে।

'ওদেরকে আগে কখনও দেখেছ এখানে?' জিজ্ঞেস করল সে।

'জানি না, আমি গুলি ছুঁড়তেই ব্যস্ত ছিলাম। চেহারা দেখিনি।'

'ওদের দেখলে কখন?'

'সকালে গিয়েছিলাম বাথানে। দেখি প্রায় খালি করে ফেলেছে। সঙ্গে সঙ্গে পায়ের চিহ্ন দেখে ধাওয়া করলাম।'

'তোমার লোকেরা জানে?'

'হুঁ,' বলল ফ্লিন্ট। 'হাঁক দিয়ে এসেছি।'

এসময় ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে পেল ওরা। ফ্লিন্টের কাউবয়রা আসছে। বড় দেরি করে ফেলেছে এরা।

ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হয়ে গেলে স্যাডলে অতি কষ্টে চেপে বসল ফ্লিন্ট। যন্ত্রণায় বিকৃত হল মুখ। ঘোড়ায় চেপে ওর পাশাপাশি চলতে লাগল সলটার। চারদিকটা পর্যবেক্ষণ করল সে।

ফ্লিন্টের কাউবয়দের দু'জন এসময় চলে এল ওদের কাছে।

'বসের কি হয়েছে?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করল একজন। 'কোথায় যাচ্ছেন?'

'কাঁধে গুলি লেগেছে।' বলল সলটার। 'শহরে যাচ্ছি, ডাক্তার দেখাব।'

'তোমরা গরুগুলো র‍্যাঞ্চে নিয়ে যাও। সবাইকে বলবে চিন্তার কিছু নেই, শিগগিরই ফিরছি আমি,' কোনমতে বলল ফ্লিন্ট। কাউবয় দু'জন অন্যদের সঙ্গে যোগ দিতে চলে গেল। গরু ফিরিয়ে নেবে র‍্যাঞ্চে।

'রাসলাররা নিশ্চয়ই চিহ্ন রেখে গেছে। শহর থেকে ফিরেই খুঁজতে বেরোব। এভাবে চলতে পারে না। গত পরশু রাতে আবারও চুরি হয়েছে আমাদের র‍্যাঞ্চে। এবার গেছে একশটা। অসকার কাল রাতে এসেছিল। ওর নাকি পঞ্চাশটা গেছে,' কঠিন গলায় বলল সলটার।

'ভালই চালাচ্ছে শালারা,' দাঁতের ফাঁকে বলল ফ্লিন্ট, 'কিন্তু গরুগুলো বেচছে কোথায়? এ এলাকায় নয় নিশ্চয়। এখানকার কোন র‍্যাঞ্চারই ওদের সঙ্গে কারবার করবে না। গরু তাড়িয়ে নিচ্ছে অথচ তার কোন চিহ্ন নেই কেন?'

'নিশ্চয়ই আছে,' শহরের ট্রেইল ধরে এগোতে এগোতে বলল সলটার। 'গাফিলতি তো করছ তোমরা। আমি জর্জকেও বলেছি সব র‍্যাঞ্চার মিলে এর সমাধানের জন্যে কাজ করতে। আমার কথা কানেই তোলেনি। আসলে তোমরা প্রত্যেকেই আলাদাভাবে লড়াই করতে চাও, এভাবে হবে না, সবাই মিলে বসে একটা কিছু বুদ্ধি বার কর। দেখবে সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যেই চোর ধরা পড়ে গেছে।'

'হয়ত তোমার কথাই ঠিক,' বলল ফ্লিন্ট। 'তবে আমার বিশেষ কিছু করার নেই, আমি ছোট র‍্যাঞ্চার। জর্জ ওয়াগনার আর অসকার ব্যবস্থা নিক। আমরা তো আছিই।'

'জর্জ বদলে গেছে,' দ্রুত বলল সলটার। 'জোহানের সঙ্গে তার গোলমাল লেগেই আছে। আসলে ছেলেকে মাথায় তুলেছে সে। অকর্মার ধাড়ি একটা। র‍্যাঞ্চের কোন কাজেই আসে না।'

'আসল সমস্যা অন্যখানে,' ডানদিকে খানিকটা ঝুঁকে বসে বলল ফ্লিন্ট। 'বাজে লোকের পাল্লায় পড়ে গেছে ছোকরা। অসকারের ফোরম্যান ম্যাকগ্র আর অন্যান্যদের সঙ্গে মিশে গোল্লায় যাচ্ছে। মদ-জুয়া ধরে ফেলেছে।'

'জানি,' ঠাণ্ডা গলায় বলল সলটার। আবেগ ঝেড়ে ফেলতে চাইল গলা

থেকে। পারল না।

ম্যাকগ্র আগে জর্জ ওয়াগনারের র‍্যাঞ্চে ছিল। সলটারের বাবা মারা যাওয়ার পর সবার ধারণা ছিল সে-ই এবার ফোরম্যান হবে। ম্যাকগ্র সব সময়ই গোমড়ামুখো কঠোর চরিত্রের লোক। দুর্ব্যবহারে অভ্যস্ত। রয় সলটার ফোরম্যানের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর লোকের সঙ্গে ওর দুর্ব্যবহারের মাত্রা আরও বেড়ে যায়। তবে বক্স ডব্লিউ তখনও ছাড়েনি ও, তারপর অসকার এখানে র‍্যাঞ্চ কেনার পর কিভাবে যেন ওর ফোরম্যানের চাকরিটা বাগিয়ে নেয় সে, বক্স ডব্লিউ ছেড়ে চলে যায়। এরপর সলটারের সঙ্গে আর কখনও কথা বলেনি ও।

'তোমার বাবা মারা যাওয়ার সময় থেকেই গণ্ডগোলের শুরু,' ফ্লিন্ট বলল।

'বাবা মারা যায়নি,' দৃঢ়তার সঙ্গে বলল সলটার। 'তাকে মারা হয়েছে।'

'কিন্তু এতদিনেও তো জানা গেল না কিছু। তোমার কি মনে হয়? কেউ শিকার করতে গিয়ে ভুল করে—'

'অসম্ভব,' বলল সলটার। 'শিকারি হলে গুলি করার পর অবশ্যই ভুল বুঝতে পারত। লাশ নিয়ে আসত।'

'তা ঠিক। তাকে সম্ভবত খুন করা হয়েছিল,' সোজা হয়ে বসল ফ্লিন্ট। ব্যথায় কুঁকড়ে উঠল সে।

'কিন্তু বাবা তো কখনও কারও ক্ষতি করেনি,' ফ্লিন্টের দিকে চেয়ে বলল সলটার।

'ক্ষতি না করলেও শত্রু জন্মায়। কে যে কখন কি ভাবে শত্রু হয়ে যাবে বোঝার উপায় নেই।'

বেশ অনেকদূর চলার পর ঘোড়া থামাল ফ্লিন্ট। স্যাডল থেকে ইচ্ছে করে পিছলে পড়ল ঘাসে। হাত পা ছড়িয়ে, চোখ বুজে শুয়ে রইল। সলটার ঘোড়া থেকে নেমে ওর ওপর ঝুঁকতেই খানিকক্ষণ বিশ্রাম নেয়ার কথা বলল ফ্লিন্ট। ওর দুর্দশা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সলটার। তাই বলল, 'তুমি বরং এখানেই শুয়ে থাক। আমি ডাক্তার আর ওয়াগন নিয়ে ফিরে আসছি।'

'দরকার নেই। আমাকে স্যাডলে তুলে দাও,' কোনক্রমে উঠে দাঁড়াল ফ্লিন্ট।

আবার এগিয়ে চলল ওরা। খানিক বাদেই দেখা গেল শহর। বাফেলো ফ্ল্যাট। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সলটার। ওরা মেইন রোড ধরে চলেছে এখন। একপাশে কাত হয়ে রয়েছে ফ্লিন্ট। ওর পাশে ঘোড়া নিয়ে এল সলটার। ফ্লিন্টকে পড়ে যেতে দেখলেই ধরে ফেলবে।

সবে বিকেল হয়েছে। প্রচুর লোকজন এখন রাস্তায়। এসময় স্যালুনের সামনের দিক থেকে ডাকল কে যেন। সলটার চেয়ে দেখল পরিচিত এক লোক। হাত তুলল সে। তবে থামল না। ফ্লিন্টকে যত দ্রুত সম্ভব ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে। জেলখানা পেরোল ওরা। ল অফিসের দরজায় শেরিফ রজার হার্পার

দাঁড়িয়ে ছিল। মাঝবয়সী লোকটি কঠোর হলেও ন্যায়পরায়ণ। ফ্লিন্টের এ অবস্থা দেখে এগিয়ে এল সে।

'কি খবর, হার্পার? আমরা ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি। যাবে নাকি? আবার রাসলারদের উপদ্রব,' বলল সলটার।

দীর্ঘ পদক্ষেপে ওদের কাছে পৌঁছে গেল শেরিফ। 'ওরা গুলি করেছে?'

'ওরাই তো করবে। আমি নিজেকে গুলি করব নাকি?' প্রায় চিৎকার করে উঠল ফ্লিন্ট।

চুপ করে রইল শেরিফ।

সলটার পৌঁছে গেল ডাক্তারের বাড়ির সামনে। দ্রুত নেমে পড়ল স্যাডল থেকে। ধীরে ধীরে ঘোড়া থেকে নামার চেষ্টা করল ফ্লিন্ট। ওর সব শক্তি আর সহ্যক্ষমতা যেন শেষ হয়ে গেছে। দ্রুত ওর দু'পাশে পৌঁছে গেল সলটার আর শেরিফ। দু'পাশ থেকে ধরে ওকে নামাল। নিয়ে চলল ডাক্তারের বাড়ির দিকে।

'মারাত্মক জখম?' প্রশ্ন করল শেরিফ।

'কাঁধে লেগেছে, খুব মারাত্মক কিছু নয়। তবে রক্ত পড়েছে প্রচুর,' সলটার বলল।

ডাক্তারের সার্জারিতে নিয়ে যাওয়া হল ফ্লিন্টকে। বসানো হল গদিওয়ালা কাউচে। শেরিফ গেল ডাক্তার ডাকতে। এই ফাঁকে ফ্লিন্টকে শুইয়ে দিল সলটার। গায়ে কম্বল চাপা দিল। শেরিফ ডাক্তার নিয়ে ফিরে এল। ডাক্তার তার সরঞ্জাম ধোয়ার কাজ শুরু করতেই হার্পার বলল, 'পুরো ঘটনাটা খুলে বল তো, সলটার, তুমি এতে জড়ালে কিভাবে?'

সলটার নিজের দেখা আর ফ্লিন্টের মুখে শোনা সব ঘটনা খুলে বলল। মন দিয়ে শুনল শেরিফ। সব শোনা হলে পর বলল, 'ওদের কাউকে চিনতে পেরেছ?'

'একশ গজ দূর থেকে দেখেছি। চেনার প্রশ্নই ওঠে না। ঘোড়াগুলোও অপরিচিত,' জবাব দিল সলটার।

'আমি বুঝি না গরু চোরের দল আসে কোত্থেকে, আবার চুরি করে পালায়ই বা কোথায়। চেষ্টার ত্রুটি তো করছি না আমি। ফল পাচ্ছি কই?' অসহিষ্ণু গলায় বলল শেরিফ।

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সলটার। 'ওদের সাহস দিনকে দিন বেড়েই চলেছে। গুলি করতেও দ্বিধা করছে না ওরা। দেখি, র‍্যাঞ্চে ফিরে জর্জের সঙ্গে কথা বলব। অবশ্য ইদানীং কোন ব্যাপারেই মন নেই তার। হয়ত বয়স একটা কারণ,' বলল সলটার।

'কত আর বয়স! আমার মতই হবে,' দ্রুত বলল শেরিফ। মুচকি হাসল সলটার। শেরিফের আঁতে ঘা লেগেছে।

'জর্জের ব্যাপারটা আলাদা, ও তো আর তোমার মত একা নয়। দু'দুটো

উঠতি বয়সের ছেলেমেয়ে সামলাতে হয় তাকে। তানিয়াকে নিয়ে অবশ্য চিন্তা নেই তার। ওকে আসলে ভোগাচ্ছে জোহান।'

'ছোকরাটাকে প্রায়ই শহরে দেখি,' বলল শেরিফ। 'জর্জ আমার পুরানো বন্ধু, ওকে ভালমতই চিনি আমি। মনে হয় ছেলেকে লাইনে আনতে পারবে সে।'

'পারলেই ভাল,' বলল সলটার। চোখ জোড়া সরু হল এক মুহূর্তের জন্যে। ওর দৃষ্টি গেল ফ্লিন্টের কাঁধে। ক্ষতস্থান থেকে সরু লম্বা একটা যন্ত্র বার করছে ডাক্তার। দলা পাকানো একটা সীসের টুকরো চিমটের মত যন্ত্রটায় আটকে রয়েছে। শিউরে উঠল সলটার। কিন্তু ফ্লিন্টের কোন ভাবান্তর নেই। আবার শেরিফের দিকে দৃষ্টি দিল সে।

'জোহানের সঙ্গে স্যালুনের মেয়েটার কি সম্পর্ক? জান কিছু?'

'হেলগার কথা বলছ?' বলল শেরিফ। 'মেয়েটা ম্যাকগ্র-র বান্ধবী। ওর সঙ্গে মাখামাখি করছে জোহান। আশ্চর্য ব্যাপার, ম্যাকগ্র কিছুই বলছে না, অথচ গত বছর একজনকে খুন করতে বসেছিল সে। হেলগার প্রতি নাকি অতিরিক্ত আগ্রহ দেখাচ্ছিল লোকটি।'

'হুঁ,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল সলটার। 'ম্যাকগ্রর মতলবটা জানা দরকার আমার।'

'আমি জানতে চাই রাসলারদের রহস্য,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল শেরিফ।

'ওই তিন রাসলারের ট্র্যাক পরীক্ষা করে দেখতে পার,' সলটার বলল। 'আমার সঙ্গে আজই চল, আমি জায়গামত নিয়ে যাব। অসকারের রেঞ্জের ওপর দিয়ে পালিয়েছে ওরা। কাজেই খুঁজে বার করতে অসুবিধে হবে না।'

'আমিও তাই ভাবছিলাম,' বলল শেরিফ। 'কিন্তু এখন গিয়ে কি আর লাভ হবে? ট্র্যাক মুছে দেয়া ওদের জন্যে অসম্ভব কিছুই নয়। এর আগে কয়েকবার রেড রিজ পর্যন্ত রাসলারদের ধাওয়া করে গিয়েছিলাম। তারপর আর খুঁজে পাইনি।'

'ওপথেই গরু পাচার হচ্ছে,' বলল সলটার, 'তারমানে প্রতিবারই অসকারের র‍্যাঞ্চ পেরোচ্ছে ওরা।'

'অসকারের লোকজন এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে মনে করছ তুমি? তা না-ও হতে পারে। কারও না কারও র‍্যাঞ্চের ওপর দিয়ে তো গরু তাড়িয়ে নিতে হবেই। অসকারের র‍্যাঞ্চের ওপর দিয়ে নিচ্ছে। এতে কিছু প্রমাণিত হয় না,' শেরিফ বলল।

'তা হয়ত হয় না। তবে নজর রাখতে তো আর ক্ষতি নেই। আমি জর্জকে বলব পাহারা বসাতে। আমাদের লোকেরা পাহারা দিলে কিছু না কিছু জানা যাবেই।'

'ওদের সঙ্গে আমি থাকতে পারলে ভাল হত,' বলল শেরিফ। 'কিন্তু জানই

তো একজন মাত্র ডেপুটি আমার। তা-ও আবার ভরসা করার মত নয়। তাই সব কিছুতেই হাজারবার ভাবতে হয়।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল সলটার।

শেরিফের ডেপুটি ডিক উইলসনকে দু'চোখে দেখতে পারে না সে। তানিয়ার সঙ্গে দেখা হলেই ব্যাটা ঘেঁসাঘেঁসি করতে চায়। তানিয়ার আশপাশে কাউকেই সহ্য করতে পারে না ও।

'দেখি জোহানের খোঁজ করি গিয়ে,' দরজার দিকে এগোতে এগোতে বলল সলটার। 'তুমি স্পটে যেতে চাইলে তোমাকে নিয়ে আধ ঘণ্টার মধ্যে রওনা দেব আমি। জোহানকে তো স্যালুনেই পাওয়া যাবে। কি বল?' শেরিফকে প্রশ্ন করল সলটার।

'হ্যাঁ। কাল সারারাত ওখানেই ছিল সে। আজ সকালেও যেতে দেখেছি।'

'একটা ব্যাপার বুঝি না,' দরজার কাছে পৌঁছে বলল সলটার, 'ম্যাকগ্র আর আমি একই কাজ করি, দু'জনেই ফোরম্যান। ও এত অবসর পায় কিভাবে? আমার তো কাজের চাপে ঘুম প্রায় হারাম।'

'মানুষে মানুষে তফাৎ আছে। সবাই তো আর তোমার মত নয় যে কাজ নিয়ে পাগল। তাছাড়া ম্যাকগ্রর বস্ র‍্যাঞ্চে থাকে না। জানই তো কেন,' বলল শেরিফ।

চুপ করে রইল সলটার, জবাব দিল না।

'তুমি একা ফিরতে পারবে, ফ্লিন্ট? নাকি আমি পৌঁছে দেব?' প্রশ্ন করল সলটার।

'পারব, সলটার,' বলল ফ্লিন্ট। 'ছেলেরা আমার খোঁজে শহরে আসবেই।'

দুই

স্যালুন খোলা থাকে সারাদিনই। মাঝে মধ্যে অবশ্য পোকার জমে উঠলে রাতেও খোলা রাখা হয়। ব্যাট উইং ডোর ঠেলে স্যালুনের চৌকাঠে দাঁড়াল এসে সলটার। ভেতরটা অস্পষ্ট। খানিকক্ষণ ওখানে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল সে। চোখ সইয়ে নিল। বারটেণ্ডার দাঁড়িয়ে রয়েছে বারের পেছনে। জনা দুয়েক লোককে গেলাস হাতে দেখা গেল সেখানে। কোণের দিকে একটা চারকোনা টেবিলে বসে রয়েছে কয়েকজন। জোহানকে চিনতে পারল সলটার। ম্যাকগ্র আর অসকারের র‍্যাঞ্চের আরও কয়েকজনকেও টেবিলে দেখতে পেল সে।

বেশ শোরগোল চলছে টেবিলটাতে। সেদিকে এগোল সলটার। জোহান হারছে বুঝতে বাকি রইল না তার। ও বাপের কাছ থেকে হাতখরচের জন্যে যে টাকা পায় তার বেশিরভাগটাই যায় ম্যাকগ্রর পকেটে। জুয়া খেলে আদায় করে

নেয় সে। বাকিটা মদ খেয়ে ওড়ায় জোহান। সঙ্গে ম্যাকগ্র তো থাকেই। ম্যাকগ্রর সঙ্গে মিশে নিজের ভবিষ্যৎ ঝরঝরে করছে জর্জ ওয়াগনারের বোকা ছেলেটা, ভাবল সে।

টেবিলটার কাছে পৌঁছল সলটার, দাঁড়াল জোহানের ঠিক উল্টোদিকে। উত্তেজনায় টানটান অবস্থা ছেলেটার। মাত্র বিশ বছর বয়স ওর। অথচ ভাব ভঙ্গিতে যেন বিরাট বীরপুরুষ। কাউকে পরোয়া করে না। এর জন্যে সবচেয়ে বেশি দায়ী ওর বাবা। অতিরিক্ত লাই দিয়ে মাথা খেয়েছে ছেলেটার। এখন আর সামলাতে পারছে না।

জোহানের ডানপাশে বসেছে ম্যাকগ্র। বছর চল্লিশেক বয়স। লম্বা। পেশীবহুল শরীর। গোল মুখটাতে অসংখ্য ভাঁজ। চোখ দুটো থেকে যেন সবকিছুর প্রতি বিতৃষ্ণা ঝরে পড়ছে।

হঠাৎ চোখ তুলে চাইল সে। চোখাচোখি হল সলটারের সঙ্গে। ম্যাকগ্রর মুঠো শক্ত হল হাতের কার্ডগুলোতে। পরক্ষণেই চোখ নিচু করে আবার খেলায় মন দিল সে।

'জোহান, তোমার সাথে কথা আছে,' নরম গলায় ডাকল সলটার।

ওর দিকে চাইল জোহান। ক্ষণিকের জন্যে বিরক্তি দেখা দিল তার চোখে। তারপর মৃদু হাসল।

'কি খবর, সলটার? বাবা পাঠিয়েছে?'

'কাজে এসেছিলাম। ভাবলাম খোঁজ নিয়ে যাই,' বলল সলটার।

বাবা-ছেলের বিবাদ মেটাতে মেটাতে বিরক্ত হয়ে গেছে সে। সলটার নিজে নির্বিরোধী লোক। পারিবারিক অশান্তি মোটেও পছন্দ নয় তার। তবু জড়িয়ে পড়তে হয় এসবে। বাবা-ছেলের বিবাদকে কাজে লাগাচ্ছে ম্যাকগ্র। উৎসাহিত করছে ওর অর্ধেক বয়সী জোহানকে। মাঝখান থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বক্স ডব্লিউ-এর প্রত্যেকে।

'তুমি বারে গিয়ে ড্রিংক নাও। আমার কথা বললেই হবে। আমি আসছি,' ওর দিকে না চেয়েই বলল জোহান।

'থ্যাংকস,' বারের দিকে হাঁটা দিল সলটার। এ সময় কানে এল ম্যাকগ্রর গলা। নিচু গলায় বলল কি যেন। ওকে উদ্দেশ্য করে বলেছে বুঝতে পারল সলটার। লাল হয়ে উঠল তার মুখ। শক্ত হল মুঠো। তবে ফিরল না সে। এগিয়ে গেল বারটেণ্ডারের দিকে। বিয়ারের অর্ডার দিল। বারের পেছনের আয়নাটায় চোখ গেল ওর। দেখল ওর দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে ম্যাকগ্র। ওর স্যাঙাৎরা হাসছে। কেবল মাথা নিচু করে বসে রয়েছে জোহান। অস্বস্তি বোধ করছে সে।

রাগে গা জ্বলে গেল সলটারের। বহুকষ্টে নিজেকে সংযত করল সে। ফালতু ঝামেলায় জড়ানো ঠিক হবে না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল ও। মৃদু চুমুক দিচ্ছে

বিয়ারের ক্যানে। এসময় বারের কাছে এল জোহান।

'বিশটা ডলার হবে, সলটার?' প্রশ্ন করল সে।

'অত টাকা নিয়ে ঘুরি না আমি।'

'মিথ্যে বল না, বক্স ডব্লিউতে তুমি আমার একমাত্র বন্ধু। অথচ বিশটা ডলার ধার দিতে পারছ না?'

'তোমাকে ধার দিলে টাকাটা যাবে ম্যাকগ্রর পকেটে। কাজেই দেব না।'

'ঠিক আছে। তোমাকে চিনলাম—' বলল জোহান।

'আমার কিছু করার নেই, জোহান। তোমাকে আমি ঘোড়া আর অস্ত্র চালাতে শিখিয়েছি। কিন্তু ভাল-মন্দের পার্থক্য এখনও শেখাতে পারিনি। আবার বলছি, জোহান এই লোকগুলো ভাল নয়। এদের সঙ্গে মিশে নিজেকে নষ্ট কর না। নিজেকে পুরুষ ভাবছ তুমি। অথচ সেটা প্রমাণ করতে পারছ না।'

'থাক আর শুনতে চাই না। এসব কথা অনেক শুনেছি। তোমরা সবাই এক,' চিৎকার করে উঠল জোহান। স্যালুনের সবার চোখ এখন ওদের দিকে। একদৃষ্টে এ দিকেই চেয়ে রয়েছে ম্যাকগ্র আর তার সাঙ্গ-পাঙ্গরা।

আবার শোনা গেল জোহানের চিৎকার। 'বাবার সঙ্গে জাহান্নামে যাও তুমি। দালাল কোথাকার। আমার পৌরুষ নিয়ে কথা বলে আবার আমার বোনের পিছে ঘুরঘুর করে। কাপুরুষ। সাহস থাকলে তানিয়ার মুখোমুখি দাঁড়াও গিয়ে যাও।'

ঝলসে উঠল সলটারের ডানহাত। প্রচণ্ড ঘুসিটা লাগল জোহানের বাঁ গালে। ছিটকে পড়ল সে।

কয়েকটা চেয়ার সরানর আওয়াজ কানে এল সলটারের। এগিয়ে আসছে ম্যাকগ্র, ধীর পদক্ষেপে। পেছনে তার দলের লোকেরা। ওর উদ্দেশ্য স্পষ্ট বুঝতে পারছে সলটার। দীর্ঘদিন ধরে বোধহয় এমন একটা সুযোগের অপেক্ষাতে ছিল সে।

'কাজটা ভাল করলে না, সলটার,' কর্কশ কণ্ঠে বলল ম্যাকগ্র। এগিয়ে এসেছে সে বারের কাছে।

'জোহান ওয়াগনার আমাদের বন্ধু। আমি থাকতে ওর গায়ে টোকা পড়তে পারে না।'

'পড়ল তো, বেয়াদবি করলে ভবিষ্যতেও পড়বে,' নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল সলটার। স্যালুনে এখন পিন পতন নিস্তব্ধতা। কেবল জোহানের জোরে জোরে শ্বাস নেয়ার শব্দ ছাড়া কিছু কানে আসছে না। হাঁটু গেড়ে বসে রয়েছে সে। 'ওর বাপ হলেও একই কাজ করত,' বলল সলটার।

'তুমি ওর বাপ নও। অথচ ভাবটা এমন যেন বক্স ডব্লিউ তোমার।'

'বক্স ডব্লিউ আমার হোক আর যারই হোক তোমার এত লাগে কেন? তুমি ওটার ফোরম্যান হতে পারনি, সেজন্যে?'

'বাজে কথা বলবে না,' রেগে উঠল ম্যাকগ্র। সলটার বুঝল জায়গামত খোঁচা দিয়েছে সে। এক কদম এগিয়ে এল ম্যাকগ্র। হাত চলে গেছে কোমরে। পিস্তলের বাঁটে। ওকে কভার দিচ্ছে স্যাঙাৎরা।

বিপদ আঁচ করল সলটার। ওর ডান হাত নেমে এল কোল্ট ·৪৪ এর বাঁটে। ম্যাকগ্রর দিক থেকে চোখ সরাল না সে।

'ঝামেলা করতে চাও?' কঠিন গলায় প্রশ্ন করল সলটার।

এক মুহূর্তের নীরবতা। এসময় উঠে দাঁড়াল জোহান।

'না,' বলল সে। চাইল ম্যাকগ্রর দিকে। 'তুমি কথা দিয়েছিলে। মনে নেই?'

'কিসের কথা দেওয়া-দেওয়ি?' সলটারের কণ্ঠে উৎকণ্ঠা। 'এরা তোমাকে কি কথা দিয়েছে, জোহান?'

কয়েকজন বয়স্ক লোক এসময় উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে। জুয়া খেলছিল। ওদের উঠে যেতে দেখে বুঝল সলটার, গোলমাল এড়ানো যাবে না। না যাক, যে কোন কিছুর জন্যেই প্রস্তুত রয়েছে সে।

'জোহান, দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন? বার্নে যাও। আমি আসছি,' বলল সলটার।

ওকে লক্ষ্য করে ঘুসি ছুঁড়ল জোহান। সাঁৎ করে মুখ সরিয়ে নিল সলটার। লাগাতে না পেরে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল জোহান। ওর বাঁ কাঁধে সজোরে ধাক্কা দিল সলটার। আবার মাটিতে পড়ে গেল সে।

'গত কবছরে বড় বেশি বাড় বেড়েছে তোমার। তোমাকে সাইজে আনতে হবে,' চেঁচিয়ে উঠল ম্যাকগ্র। 'চেষ্টা করে দেখ,' পাল্টা বলল সলটার। 'মানা করেছে কে?'

ম্যাকগ্রর মুখে কথা সরল না। সলটারের চেহারা রাগে থমথম করছে। ম্যাকগ্রর সঙ্গের লোকগুলো পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। কোনমতে উঠে দাঁড়াল জোহান। টলতে টলতে এগোল সলটারের দিকে।

'সোজা গিয়ে ঘোড়ায় চাপ। আমার সঙ্গে র‍্যাঞ্চে ফিরবে তুমি,' হুকুমের ভঙ্গিতে ওকে বলল সলটার। কিছু একটা বলার জন্যে মুখ খুলল জোহান। 'যা বলছি কর। তুমি কি চাও কেউ মারা যাক?' প্রশ্ন করল সলটার।

'কে মরবে? তুমি না আমি?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল ম্যাকগ্র। চোখ দুটো তার ধকধক করে জ্বলছে। সলটার বুঝল যে-কোন মুহূর্তে আক্রমণ হতে পারে।

'সেটা ভাল করেই জান,' শান্ত কণ্ঠে বলল সে।

'তোমাকে মজা দেখাতাম,' ধীরে ধীরে বলল ম্যাকগ্র। 'কেবল আইন অমান্য করতে চাই না বলে—' ওকে কথা শেষ করতে দিল না সলটার।

'আইনের কথা তোমার মুখে আগে কখনও শুনিনি,' শান্তস্বরে বলল সে। 'সত্যি কথাটা স্বীকার করতে লজ্জা কিসের? আসলে আমাকে ভয় পাও তুমি।'

মুঠো পাকিয়ে তেড়ে এল ম্যাকগ্র। সলটারের চেয়ে অনেকখানি লম্বা সে।

ওজনেও বেশি। কিন্তু সেজন্যে মোটেও ভীত নয় সলটার। প্রস্তুত সে। ম্যাকগ্রর ডান হাতের ঘুসিটা আসতেই বাঁ হাত তুলল সলটার। হাতুড়ির বাড়ি পড়ল যেন হাতে। পরক্ষণেই পাল্টা আঘাত হানল সে। চোয়ালে প্রচণ্ড ঘুসি খেয়ে টলতে টলতে কয়েক কদম পিছিয়ে গেল ম্যাকগ্র। সুযোগটা পুরোপুরি কাজে লাগাল সলটার। সামান্য এগিয়ে এসে আরও গোটা কয়েক ঘুসি বসাল ওর নাকে মুখে। চেয়ার আঁকড়ে ধরল ম্যাকগ্র, চোখে আঁধার দেখছে। মুহূর্ত পরেই ধেয়ে এল সে, গোঁয়ারের মত। বোধ বুদ্ধি প্রায় লোপ পেয়েছে তার। সামান্য সরে গেল সলটার। তার ডান হাতের প্রচণ্ড ঘুসিটা লাগল ম্যাকগ্রর চোয়ালে। আর দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব হল না ম্যাকগ্রর পক্ষে। আর্তনাদ করে উঠল সে। দড়াম করে পড়ে গেল স্যালুনের মেঝেতে। ঠোঁট আর নাক ফেটে রক্ত গড়াচ্ছে, ফুলে উঠেছে চোয়াল। হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে রইল ও। বিশাল বুকটা হাপরের মত ওঠা-নামা করছে।

'আর কেউ আছে?' দর্শকদের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল সে। শক্ত দেখাচ্ছে তার মুখ। কেউ টুঁ শব্দটি করল না। র‍্যাফটার ও-র লোকগুলো হতবাক হয়ে গেছে বিশালদেহী ওস্তাদের দুরবস্থা দেখে। 'ঠিক আছে,' বলল সলটার। খানিকটা স্বাভাবিক হয়ে এল সে। জোহানের দিকে চেয়ে বলল, 'এখনও দাঁড়িয়ে আছ? তোমাকে ঘোড়া রেডি করতে বলেছিলাম না?'

ওর কথায় মাথা নেড়ে সায় জানাল জোহান। মেঝেতে শুয়ে থাকা ম্যাকগ্রর দিকে একবার দেখে নিয়েই প্রায় ছুটে বেরোল স্যালুন থেকে।

'বক্স ডব্লিউ-এর লোকজনের সঙ্গে লাগতে এস না। সবাইকে সাবধান করে দিচ্ছি,' অসকারের র‍্যাঞ্চের লোকগুলোর উদ্দেশ্যে বলল সলটার।

ঘুরে দাঁড়াল কথা শেষ করেই। বুটের শব্দ তুলে বেরিয়ে গেল স্যালুন ছেড়ে। ঘোড়ার কাছে পৌঁছে স্যাডলে চেপে বসল। স্যালুনের দরজার দিকে এক ঝলক চাইল সে। নাহ্‌ কোন সাড়াশব্দ নেই। পিস্তলের বাঁট থেকে হাত সরিয়ে নিল ও। ঘোড়া ছোটাল আস্তাবলের দিকে। দ্রুতবেগে। আস্তাবলে ঢুকে জোহানকে ঘোড়ায় স্যাডল পরাতে দেখল সে। শেরিফও রয়েছে খানিকটা দূরে। ঘোড়া রেডি করছে। ওদের সঙ্গে যাবে।

'মাফ করে দিয়ো সলটার,' বলল জোহান। 'আমার ভুলের জন্যে সত্যিই কেউ মারা যেতে পারত। আমি ভাবতেও পারিনি ওরা আমার পক্ষ নেবে।'

'ওরা তোমার পক্ষ নেয়নি, জোহান,' হালকা ভাবে বলল সলটার। 'ম্যাকগ্র বহুদিন ধরে সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। আমাকে শায়েস্তা করতে চায়। তোমার অজুহাতে সুযোগটা কাজে লাগাতে চাইছিল।'

'ভাল শিক্ষা পেয়েছে ম্যাকগ্র,' বলল জোহান। 'জীবনেও ভুলবে না।'

'তাই?' শ্রাগ করল সলটার। শেরিফ এগিয়ে এল এসময়। ওদের কথা কানে গেছে তার। 'আজকের ব্যাপারটা তোমাকে একটু ভেবে দেখতে অনুরোধ করছি,'

জোহানকে বলল সলটার।

'কি হয়েছে, সলটার?' প্রশ্ন করল শেরিফ। 'কোন গোলমাল?'

'সব দোষ আমার,' মাথা নিচু করে বলল জোহান। শেরিফকে খুলে বলল পুরো ঘটনাটা। সলটার লক্ষ করল শক্ত হয়ে উঠল শেরিফের মুখের পেশীগুলো।

'সলটার, ম্যাকগ্রকে তো চেনই। ও তোমাকে ছেড়ে দেবে না। যেভাবেই হোক এই অপমানের প্রতিশোধ নিতে চেষ্টা করবে,' বলল শেরিফ।

'আমি ওর প্রতি লক্ষ রাখব,' দাঁতের ফাঁকে বলল সলটার। 'আমি ফোরম্যান হওয়ার পর থেকেই আমার ওপর খেপে রয়েছে ও। জোহান, দেখলেই তো ওরা কেমন। দোহাই তোমার, ওদের কাছ থেকে দূরে থাক।'

'সে আর বলে দিতে হবে না,' বোদ্ধার মত বলল জোহান। 'চল, রওনা দিই, বাবার সঙ্গে কথা আছে আমার।'

শেরিফও যোগ দিল ওদের সঙ্গে। তিনজনে বেরিয়ে এল রাস্তায়। চলল শহর ছেড়ে। কেউ কথা বলছে না। তবে সলটারের মাথায় কেবল ঘুরপাক খাচ্ছে স্যালুনের ঘটনাটা। ম্যাকগ্রর চোখের দৃষ্টি ভাল লাগেনি ওর। কি ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছে কে জানে। আচ্ছা, বাবাকে কি ম্যাকগ্রই মেরেছে? বাবার সঙ্গে সেদিন ম্যাকগ্রও বেরিয়েছিল। ভাবনাগুলো খোঁচা দিচ্ছে মনে। ব্যাপারটা তলিয়ে ভেবে দেখতে হবে।

'আপনি কোথায় চলেছেন?' জোহান জিজ্ঞেস করল শেরিফকে। 'রেঞ্জে কিছু হয়েছে?'

'হ্যাঁ,' শেরিফ র‍্যাঞ্চের ঘটনা খুলে বলল জোহানকে।

'আমি আপনাদের পাশে আছি,' বলল জোহান। ওর বলার ভঙ্গিতে এমন একটা দৃঢ়তা আছে যার ফলে ওর দিকে চমকে তাকাল সলটার। কিন্তু ওর চেহারা দেখে কিছু আন্দাজ করতে পারল না সে।

'ওই তিনজন কারা হতে পারে?' প্রশ্ন করল জোহান।

'জানি না,' জবাব দিল সলটার। 'তবে আমরা ট্র্যাক অনুসরণ করব। তুমিও থাকতে পার আমাদের সাথে। হয়ত কিছু বেরিয়েও যেতে পারে। ডজন খানেক রাসলার আছে এ দলে, কোন সন্দেহ নেই। আর ওদের হেডকোয়ার্টারও রয়েছে এ রেঞ্জেই। আমি পাহারার ব্যবস্থা করতে চাই। অবশ্য সব র‍্যাঞ্চারের সঙ্গে আলাপ করেই যা করার করব। রাসলাররা ধরা না পড়া পর্যন্ত পাহারার ব্যবস্থা থাকবে।

'আমিও থাকতে চাই,' বলল জোহান।

যেখানটাতে ফ্লিন্টকে গুলি করা হয়েছিল সেখানে এসে পড়ল ওরা। শেরিফ নজর বোলাল চারপাশে। তারপর রাসলারদের ট্র্যাক অনুসরণ করে অসকারের র‍্যাঞ্চে চলে এল ওরা। এ পথ দিয়েই রেড রিজের দিকে পালিয়েছে গরু চোরের

দল।

'কাজটা কঠিন,' বলল শেরিফ। 'আরও লোক লাগবে।'

'সে তোমার ব্যাপার,' পাল্টা বলল সলটার। 'আমি কাজ চালিয়ে যাব। জোহান, তুমি র‍্যাঞ্চে ফিরে যাও। তোমার বাবাকে সব কথা বলবে। আর জো, মার্টিন আর বেটকে নিয়ে ফিরে আসবে।'

'ওরা আসতে চাইবে না,' জোহান বলল। 'আজ রবিবার। ওরা হয়ত শহরে যেতে চাইবে। সবাই তো আর তোমার মত নয়।'

'তবে তুমি লোক নিয়ে এস গে,' শেরিফকে বলল সলটার। 'আমি আর জোহান থেকে যাই। কি বল?' প্রশ্ন করল সে।

'আগে জানা দরকার ট্র্যাকগুলো কোথায় গেছে,' গম্ভীর স্বরে বলল শেরিফ। চিন্তিত। 'অসকারের বাড়ি এখান থেকে সাত মাইল দূরে। এপথ ধরে গেলে লয়েডের র‍্যাঞ্চের কাছাকাছি পৌঁছব আমরা। তাই না?'

'হ্যাঁ,' বলল সলটার।

ঘোড়া দাবড়াল ওরা। ঘণ্টাখানেক পরে রেঞ্জ পেরিয়ে গেল তিনজনে। রিজ কাণ্ট্রির পাহাড়গুলোর কাছে পৌঁছল ওরা। রুক্ষ জমি। ভাঙা-চোরা। ঘাস প্রায় চোখেই পড়ে না এখানে। বিশাল সব পাথর পড়ে রয়েছে এখানে ওখানে।

আকাশের দিকে চাইল সলটার। রোদ মরে এসেছে। খুব বেশিদূর আজ আর এগোনো যাবে না। এখনও ট্র্যাক অনুসরণ করছে ওরা। চারদিক নিঃশব্দ। ঘোড়ার খুরের শব্দ ছাড়া আর কিছু কানে আসছে না।

'এখানেই থামা যাক,' আচমকা বলল শেরিফ। রুক্ষ জমিতে দীর্ঘায়িত হচ্ছে ওদের ছায়া। 'সারা রাত এভাবে চললেও বোধ হয় পথ ফুরোবে না। রাসলাররা বোকা নয়। ওরা সরাসরি আস্তানায় ফেরেনি। পসি অনুসরণ করতে পারে, সেই ভয়ে। খুব সম্ভব আশপাশের কোন শক্ত জমিতে ট্র্যাক নষ্ট করে দিয়েছে ওরা। তারপর ফিরে গেছে নিরাপদ আশ্রয়ে।'

'হতে পারে,' ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নামল সলটার। সতর্ক দৃষ্টিতে চাইল মাটির দিকে। কলোরাডো সীমান্তের কাছাকাছি এসে গেছে তারা। যে কোন মুহূর্তে পাথুরে জমিতে ট্র্যাক হারিয়ে ফেলতে পারে। তবে আশা ছাড়ল না সে।

'এখন কি করতে চাও?' অসহিষ্ণু গলায় সলটারকে প্রশ্ন করল জোহান। 'সূর্য ডুবে যাচ্ছে। খানিকবাদে আর ট্র্যাক দেখা যাবে না। সঙ্গে লোকও নেই যে ক্যাম্প করব। আপনি কি বলেন, শেরিফ?'

'কি আর বলব। সব সময় যা করি এবারও তাই করতে হবে। ফিরে যাব,' হতাশ গলায় বলল শেরিফ। 'এপর্যন্ত এসে বারবারই ব্যর্থ হয়েছি আগেও।'

'না,' তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল সলটার। 'কিছুতেই না, ট্র্যাক ফুরানো না পর্যন্ত যাব আমরা। তিনজন আছি, তিনদিকে যাব।'

'খামোকা সময় নষ্ট করছি আমরা। তারচেয়ে বরং ফিরে গিয়ে পসি বাহিনী পাঠাই। পুরো এলাকা চষে চোরদের খুঁজে বার করবে। আমি বলছিলাম কি, সলটার, এখনকার মত ফিরে যাই চল,' মিনমিন করে বলল শেরিফ।

'তুমি চাইলে ফিরে যেতে পার,' বলল সলটার। আবার রওনা দেয়ার প্রস্তুতি নিল সে। 'জোহান, তুমি র‍্যাঞ্চে গিয়ে লোক নিয়ে এস। যত দ্রুত সম্ভব। সাথে ক'দিন চলার মত খাবার আর পানিও আনবে। দেখ আবার শহরে চলে যেয়ো না।'

'কি যে বল না তুমি,' অভিমান ঝরে পড়ল জোহানের কণ্ঠে। 'শহরে আর যাই কিনা সন্দেহ।'

'না গেলেই ভাল,' দৃঢ়তার সঙ্গে বলল সলটার। 'এখন চটপট রওনা হয়ে যাও। আমি চিহ্ন রেখে এগোব। তুমি ওদের নিয়ে ঠিক এখানটাতে ফিরে আসবে। তোমরা আসার আগেই রাত হয়ে যাবে। কাজেই ক্যাম্প করে কাল ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পার। তারপর আমাকে অনুসরণ করবে।'

'আপনি কি করবেন?' শেরিফের দিকে চেয়ে জানতে চাইল জোহান।

'তুমি গিয়ে লোক নিয়ে এস। আমি সলটারের সঙ্গে যাব। কাল দেখা হবে আশা করি,' বলল শেরিফ।

মাথা ঝাঁকাল জোহান, উজ্জীবিত হয়ে উঠেছে সে। ঘোড়া ছোটাল। সেদিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে লাগাম ঝাঁকাল সলটার। চলতে শুরু করল ঘোড়া। শেরিফ সঙ্গ নিল ওর।

সন্ধে ঘনিয়ে এসেছে। পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে সূর্য। এখনও অবশ্য সলটারের চোখে পড়ছে ট্র্যাক। রিজ কান্ট্রির দিকে এগোল ওরা।

ঘন কালো ছায়া এখন ওদের চারপাশে। চুপ করে রয়েছে শেরিফ, ফলে কেমন যেন একটা একাকীত্ব ছেঁকে ধরেছে সলটারকে।

'দাগ চোখে পড়ছে, সলটার?' প্রশ্ন করল শেরিফ। 'তোমার চোখ তো আমার চেয়ে ভাল।'

'দাগ-টাগ পরে। আগে একটা ভাল জায়গা চোখে পড়ে কিনা দেখি,' জবাবে বলল সলটার। 'রাতটা কাটাতে হবে। কাল খুব ভোরে আবার খুঁজতে শুরু করব।'

স্যাডল থেকে নামল ওরা। চারদিকে পাথরের স্তূপ। সলটার বুঝতে চেষ্টা করল কোথায় রাত কাটাবে।

'আমার তৈরি হয়ে আসা উচিত ছিল,' বলল শেরিফ। 'বোঝা উচিত ছিল বাইরে রাত কাটাতে হতে পারে। আসলে রাসলারদের দোষ নেই। সব দোষ আমার। এই বুড়ো গর্দভের।'

'কথাগুলো মিথ্যে সেটা তুমি নিজেও জান,' মৃদু হেসে বলল সলটার। 'তোমার যোগ্যতা সম্বন্ধে কারও কোন সন্দেহ নেই। দোষ আমাদের কপালের।'

হঠাৎ সচকিত হল সলটার। কি যেন নড়ে উঠেছে। চোখের কোণে দেখতে পেয়েছে সে। সোজা হল ও। ঘুরে দাঁড়াল।

কতগুলো পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল এক মুখোশধারী। হাতে উইনচেস্টার।

'কে ওখানে?' ভারী গলায় প্রশ্ন করল শেরিফ। সলটারের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে সে। ওদের দু'জনের হাতই চলে গেছে পিস্তলের বাঁটে।

'কোন চালাকি চলবে না,' হুমকি দিল আগন্তুক। 'হাত তুলে দাঁড়াও। শেরিফ, তুমিও।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও আদেশ পালন করল ওরা। আঁধার ভেদ করে দেখার চেষ্টা করল লোকটিকে। কিন্তু মুখোশের কারণে কিছুই চোখে পড়ল না তার।

খিস্তি করল হার্পার। শেষ মুহূর্তে তার হাত ঝলসে উঠল কোল্টের বাঁটে। চিৎকার করে সতর্ক করল সলটার। কিন্তু শুনল না শেরিফ। পরমুহূর্তেই গুলি খেয়ে আর্তনাদ করে উঠল সে। ছিটকে পড়ল। গুলির প্রতিধ্বনি ঢেকে দিল তার আর্তচিৎকার। সলটার একবার কেঁপে উঠতে দেখল শেরিফের দেহ। তারপর স্থির হয়ে গেল শেরিফ।

তিন

'আইনের লোকদের সেন্স বলে কিছু নেই,' কর্কশ কণ্ঠে বলল আগন্তুক। 'তবে তোমার আছে। তুমি কে? ঐ বুড়োটার সাথে এখানে কি করছ?'

'আমি রয় সলটার। বক্স ডব্লিউ-এর ফোরম্যান। রাসলারদের ট্র্যাক অনুসরণ করে এসেছি আমরা। বোধহয় পেয়েও গেছি তাদের একজনকে।'

'ও, তুমিই সলটার? তোমাকেই তো খুঁজছি। রাসলারদের উৎপাতে বিরক্ত হয়ে উঠেছ, তাই না?'

বিদ্রূপের হাসি হাসল লোকটি, দাঁতে দাঁত পিষল সলটার। সে ভাল করে লক্ষ করতে চেষ্টা করল মুখোশধারী লোকটিকে। পরে হয়ত কাজে আসতে পারে।

মাঝারি উচ্চতা লোকটির। কাউবয়দের মত পোশাক তার পরনে। আলোর অভাবে রঙটা দেখতে পেল না সলটার।

'খুঁজতে খুঁজতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছ নিশ্চয়ই! আমি শিগগির তোমার বিশ্রামের ব্যবস্থা করছি,' আবার বলল লোকটি।

বিপদ আঁচ করল সলটার। পেশীগুলো শক্ত হল তার। যে-কোন মুহূর্তে গুলি

ছুঁড়তে পারে আগন্তুক। শরীরের ভেতর অদ্ভুত এক অনুভূতি হচ্ছে ওর। অস্বস্তি। তবে সেটা বুঝতে দিল না লোকটিকে।

'তোমার কথা বুঝতে পারলাম না,' বলল সে। সময় নিচ্ছে আসলে। প্রস্তুত করছে নিজেকে। মরার আগে অন্তত একটা কামড় দিয়ে মরতে চায় ও। তবে বিপক্ষও সম্পূর্ণ তৈরি রয়েছে বুঝতে পারল সে। দাঁড়িয়ে রয়েছে সলটার। এ অবস্থায় খুব একটা সুবিধে করতে পারবে না ও। তবে চেষ্টা করতে তো আর দোষ নেই।

'আমার কথা বোঝার দরকার নেই,' হা হা করে হেসে উঠল লোকটি। রাইফেল তুলল। পরক্ষণেই বুকে প্রচণ্ড বাড়ি খেল সলটার। কয়েক পা পিছিয়ে গেল সে। দুহাত বাড়িয়ে বাতাস আঁকড়ে ধরতে চাইল। চেতনা লোপ পেতে বসেছে ওর। নানা ধরনের আলোর খেলা দেখতে পাচ্ছে চোখের সামনে। তারপর সব অন্ধকার।

কিসের শব্দে যেন জ্ঞান ফিরল সলটারের। বুকে প্রচণ্ড ব্যথা। চোখ পিটপিট করে চাইল ওপর দিকে। তারাভরা আকাশ। এখন রাত। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। শীতে কাঁপতে লাগল সলটার। কিছুই মনে করতে পারছে না সে। উঠে বসার চেষ্টা করল। হঠাৎই সব মনে পড়ে গেল ওর। এদিক-ওদিক চেয়ে শেরিফ রজার হার্পারকে খুঁজল ও। দেখতে পেল ঠিক পাশেই পড়ে রয়েছে শেরিফের দেহ। গুঙিয়ে উঠল হার্পার।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সলটার। ব্যথায় বিকৃত হল মুখ। অতিকষ্টে শেরিফের শরীরের ওপর ঝুঁকে পড়ল সে। এই সামান্য পরিশ্রমেই মাথা ঘুরতে লাগল ওর। মনে হল জ্ঞান হারাবে আবার।

বুকে হাত দিল সলটার, বাঁ দিকে কাঁধের ঠিক নিচে লেগেছে গুলিটা। রক্ত শুকিয়ে এসেছে প্রায়। শার্টের ভেতর ডান হাত ঢোকাল সে। মৃদু চাপ দিয়ে পরীক্ষা করল ক্ষতস্থান। দাঁতে দাঁত পিষে সহ্য করল ব্যথাটা। শার্ট খুলতেই দেখল বাঁ কাঁধের মাংস ছিঁড়ে বেরিয়ে গেছে গুলিটা। গুলির সময় দ্রুত পাশ ফিরেছিল সে। তাতেই বেঁচে গেছে।

বাঁ হাত অকেজো হয়ে গেছে এ মুহূর্তে। শেরিফের শরীরের ওপর আবার ঝুঁকল সে। এখনও গোঙাচ্ছে বেচারা। ডান হাত দিয়ে ওর শার্টের বোতামগুলো খোলার চেষ্টা করতে লাগল সলটার। শার্ট খুলে আঙুল দিয়ে ক্ষতস্থান খুঁজতে লাগল ও। বুকের বাঁ দিকে পাওয়া গেল গর্তটা। পাঁজরের ওপর দিকে লেগেছে গুলিটা। বুঝল শেরিফ গুরুতর আহত। পুরো ঘটনাটাই ঘটানো হয়েছে ঠাণ্ডা মাথায়। লোকটির মুখ আর শরীর স্মরণ করার চেষ্টা করল ও। কিন্তু চেতনা অসাড় হয়ে আসায় ব্যর্থ হল সে।

'শেরিফ, আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?' ফ্যাঁসফেঁসে গলায় প্রশ্ন করল ও। গুঙিয়ে উঠল শেরিফ। ব্যথা সহ্য করে কোনমতে উঠে দাঁড়াল সলটার। ক্ষতস্থানে হাত চলে গেল আবার। বার করে এনে দেখল রক্তপড়া বন্ধ হয়ে গেছে। খানিকটা স্বস্তি পেল সে। রক্ত শুকিয়ে জমে গেছে। ফলে বন্ধ হয়ে গেছে ফুটো, কিন্তু বেশি নড়াচড়া করলে যে-কোন মুহূর্তে আবার রক্তপাত শুরু হতে পারে।

ওদের ঘোড়া দুটো দাঁড়িয়ে রয়েছে তখনও, ব্ল্যাংকেট রোল দুটো শেরিফের কাছে নিয়ে আসতে কঠোর পরিশ্রম করতে হল ওকে। দীর্ঘ সময় ধরে ব্ল্যাংকেট রোল দুটো খুলল ও। তারপর চাপা দিল শেরিফের গায়ে।'

পরে চারদিকটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল ও। বুঝে পেল না রাসলারদের গোপন আশ্রয়ে এসে পড়েছে কিনা। যদি তাই হয় তবে সেই গানম্যান নিশ্চয়ই ওদের গার্ড। এবং ওরা এখনও বাঘের ঘরে রয়েছে। এ মুহূর্তে এখান থেকে পালানো অসম্ভব। দু'জনেই আহত ওরা।

হঠাৎ কি মনে হতে হাঁটু গেড়ে বসল ও। মাটিতে খানিক হাতড়াতেই হাতে লাগল শক্ত একটা জিনিস। ওর সিক্সগান। ওটা তুলে নিয়ে হোলস্টারে ভরল সে। আবার উঠে দাঁড়াল ও। ধীর পায়ে সামনে এগোল, এলাকাটা রাসলারদের কিনা সেটা বোঝা দরকার।

শেরিফ যেখানে পড়ে রয়েছে তার চারপাশ দিয়ে অনেকখানি জায়গা জুড়ে ঘুরে এল সে। রাসলারদের চিহ্ন দেখা গেল না। শেরিফের কাছে ফিরে এল আবার। দেখল জ্ঞান ফেরেনি তার। বেচারা বাঁচে কিনা সন্দেহ, ভাবল সে। অসম্ভব দুর্বল লাগছে সলটারের। আস্তে আস্তে শুয়ে পড়ল সে শেরিফের পাশে। চোখ বুজল। কখন ঘুমিয়ে পড়েছে নিজেও জানে না।

ঘুম ভাঙতে দেখে চারদিকে আবছা আলো। ডান দিকে গড়িয়ে হাঁটু গেড়ে বসল ও। খানিকবাদেই ভোর আসছে। শেরিফের কথা মনে হতেই ঝুঁকে পরীক্ষা করে দেখল তাকে। যা ভেবেছিল তাই। মারা গেছে শেরিফ রজার হার্পার।

শেরিফের মৃতদেহের দিকে খানিকক্ষণ বিমূঢ় হয়ে চেয়ে রইল সলটার। তারপর সংবিৎ ফিরে পেয়ে টলতে টলতে এগোল ঘোড়া দুটোর কাছে।

নিজের ঘোড়াটার স্যাডলে চেপে বসল ও। লাগাম চেপে ধরে ঘোড়ার পেটে স্পার দাবাল। এ কাজটুকু করতে হাঁপিয়ে উঠল সলটার।

সূর্য উঠে গেছে ইতোমধ্যে। ছুটে চলেছে সলটারের ঘোড়া। স্যাডলে বসে থাকার জন্যে রীতিমত কসরৎ করতে হচ্ছে ওকে। প্রায় শুয়ে পড়েছে সে ঘোড়ার পিঠে। ঘোড়ার কেশর আঁকড়ে ধরেছে ডান হাতে। প্রতি ঝাঁকুনিতেই ব্যথা ছড়িয়ে পড়ছে সারা দেহে।

এ সময় দূরে শোনা গেল গুলির শব্দ, থমকে দাঁড়াল ঘোড়া। বহুকষ্টে স্যাডলে বসে রইল সলটার। খিস্তি করল। খানিক বাদেই শুনতে পেল ঘোড়ার খুরের শব্দ।

হোলস্টারে হাত চলে গেল ওর। সরিয়ে নিল পরক্ষণেই। এদের সঙ্গে এদেরই এলাকায় পারা সম্ভব নয়। মাথা ঘুরে উঠল ওর। ছিটকে পড়ল ঘোড়া থেকে। জ্ঞান হারাল সে।

ক্ষতস্থানে হাতের চাপ পড়তে জ্ঞান ফিরল ওর। চোখ মেলে দেখতে পেল একটি পরিচিত মুখ। তার বস্। জর্জ ওয়াগনার। মৃদু হাসল জর্জ। ওর চোখে উদ্বেগের ছায়া।

'যাক, জ্ঞান ফিরেছে তাহলে,' গম্ভীর গলায় বলল র‍্যাঞ্চার। 'কি ঘটনা বল তো। হার্পার কোথায়?'

সলটার দেখতে পেল জর্জের কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি দিচ্ছে আরও কয়েকজন। জোহান রয়েছে ওদের মাঝে। বাকিরা বক্স ডব্লিউ-এর কাউহ্যাণ্ড। অনেকখানি স্বস্তি পেল এবার ও। দুর্বল গলায় সব ঘটনা খুলে বলল। ওকে বসিয়ে দেয়া হয়েছে এখন। একজন হুইস্কির ফ্লাস্ক ধরেছে মুখের কাছে। ক'ঢোক গিলে কাশতে লাগল ও। চোখ পিটপিট করছে।

কয়েকজন লোক ঘোড়ায় চাপার জন্যে যাচ্ছিল। রাসলারদের খোঁজে যাবে। জর্জ ফেরাল তাদের।

'বোকামি কোরো না,' দ্রুত বলল সে। 'রাসলাররা সংঘবদ্ধ। ঠাণ্ডা মাথায় সবকিছু করছে তারা। কোনরকম ঝুঁকিতে যাব না আমরা। র‍্যাঞ্চের সবাইকে জড়ো করতে হবে এখানে। তারপর সবাই মিলে খুঁজতে শুরু করব। বেট, তুমি আর বিলি সলটারের ট্র্যাক অনুসরণ করে শেরিফের মৃতদেহ নিয়ে এস। টমলিন, তুমি শহরে গিয়ে ডেপুটি শেরিফকে সব জানাও আর পসি বাহিনী নিয়ে তাকে এখানে আসতে বল। আমি এখানে অপেক্ষা করব। মার্টিন, তুমি যাবে অসকারের কাছে। তাকে সব বলবে। আমার কথা বললেই সঙ্গে লোক দিয়ে দেবে সে। এবার সবাই মিলে কাজ করব আমরা। দেখি কি করা যায়।'

গলায় হুইস্কি পড়ায় খানিকটা ভালবোধ করছে এখন সলটার। এক কাপ কফি দেয়া হল ওকে। সে সঙ্গে ঠাণ্ডা খাবার। গোগ্রাসে গিলল ও। বোঝা গেল ব্যথার চেয়ে খিদেই বেশি রকম কাহিল করেছে ওকে। গোটা কয়েক কম্বল জড়িয়ে দেয়া হল ওর গায়ে। শুয়ে পড়ল সে। শুনতে পেল মিলিয়ে যাচ্ছে খুরের শব্দ। যে যার হুকুম পালন করতে ঘোড়া ছুটিয়েছে। মাত্র কয়েকজন রইল এই অস্থায়ী ক্যাম্পে। এসময় জর্জ এল তার আহত ফোরম্যানের কাছে।

'সলটার,' ডাকল সে, 'খুব কষ্ট হচ্ছে?'

কেবল হাতটা তুলল সলটার।

'জোহান আমাকে সব বলেছে। আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। আমি যা করতে পারিনি তুমি তাই করেছ। এর দরকার ছিল। আমার গাধাটার কারণে মারাও যেতে পারতে তুমি। ম্যাকগ্রকে শুইয়ে দিয়েছিলে শুনলাম?'

হাসার চেষ্টা করল সলটার। বিকৃত দেখাল হাসিটা।

'ও সুবিধের লোক নয়,' বলল জর্জ। 'কখন কি করে বসে বলা যায় না। আচ্ছা, এই গানম্যানকে ও-ই পাঠায়নি তো?'

বসের কথাগুলো ভেবে দেখল সলটার। গতকালকের আগন্তুক বলেছিল ওকেই খুঁজছে সে। ফ্লিন্ট উডকক গুলি খাওয়ার আগে রাসলারদের বিরুদ্ধে, সরাসরি কোন অ্যাকশনে যায়নি সলটার। তবে কি—

'জর্জ, তোমার কথাগুলো ভেবে দেখার মত,' শান্ত স্বরে বলল সলটার। 'কিন্তু ম্যাকগ্র শেরিফকে খুন করবে কেন?'

'শেরিফ পিস্তল ড্র না করলে তাকে হয়ত কিছুই বলত না। শুধু তোমাকে মেরে রেখেই চলে যেত।'

'হুঁ,' বলল সলটার।

'ওকে আমি ছাড়ছি না, যে করে হোক খুঁজে বার করবই,' বলল জর্জ। তারপর যোগ করল, 'সলটার, তুমি র‍্যাঞ্চে ফিরে যাও। তোমার বিশ্রাম দরকার।'

'ঠিকই বলেছ,' দুর্বল কণ্ঠে বলল সলটার। ওঠার চেষ্টা করল সে। 'আমাকে স্যাডলে তুলে দাও। কদিন বিশ্রাম নিয়ে ফিরে আসব আমি। আসতেই হবে।'

'জোহানকে সঙ্গে নাও,' বলল জর্জ। 'নয় মাইল মুখের কথা নয়। অসুস্থ শরীরে তোমার একা যাওয়া ঠিক হবে না।'

ঘাড় নেড়ে সায় জানাল সলটার।

জোহান কোন প্রতিবাদ করল না। খুশি মনে সলটারের পাশাপাশি বক্স ডব্লিউ-এ ফিরে চলল। সলটারকে সাহায্য করার জন্যে এ মুহূর্তে ব্যাকুল হয়ে রয়েছে সে। পৌঁছে গেল র‍্যাঞ্চে।

'তানিয়া,' উঠন পেরনর সময় চেঁচিয়ে ডাকল জোহান। স্যাডলে সোজা হয়ে বসল সলটার। চাইল এপাশ-ওপাশ। বারান্দায় বসে রয়েছে তানিয়া। পাশে অসকার। প্রথমে ঈর্ষা তারপর রাগে জ্বলে গেল ওর শরীর। বারান্দার কাছে স্যাডল থেকে নামল সলটার। এক মুহূর্ত চেপে ধরে রইল স্যাডল হর্ন।

'কি হয়েছে?' ছুটে এল তানিয়া। উৎকণ্ঠিত। লম্বা-পাতলা মেয়েটিকে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে। আরও একবার মুগ্ধ হল সলটার। কোঁকড়ানো চুল হলুদ ফিতে দিয়ে বেঁধেছে ও।

'সলটার গুলি খেয়েছে,' ত্বরিত বলল জোহান। 'শেরিফ মারা গেছে।'

সলটারের দৃষ্টি অসকারের দিকে। এই মারত্মক দুঃসংবাদ শুনেও কোনরকম ভাবান্তর হল না তার। অসকারের চোখ দেখে মনে হল সলটারের দুর্দশায় যথেষ্ট খুশি হয়েছে সে। তবে আরও খুশি হত ও শেরিফের দলে যোগ দিলে। একটি কথাও বলল না অসকার। সলটারের দিকে সাহায্যের হাত বাড়াল না। টলতে টলতে বারান্দার দিকে একাই এগোল ও।

দ্রুত নেমে এল তানিয়া। সলটারের ডান কনুই বাঁ হাতে পেঁচিয়ে ধরল সে।

'অসকার, প্লীজ, ধর ওকে,' অনুনয় করল তানিয়া।

নড়ল না অসকার। বসে থেকে যেন মজা উপভোগ করছে সে।

'খুব লেগেছে, সলটার? কষ্ট হচ্ছে?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করল তানিয়া।

'ভেব না,' মুখ বিকৃত করে ব্যথা সহ্য করল সলটার।

'এত সহজে ভূত হচ্ছি না।'

'অসকার,' ডাকল তানিয়া, 'দেখছ না ওর কষ্ট হচ্ছে? একটু ধর না।'

ঝাড়া দিয়ে নিজেকে সরিয়ে নিল সলটার। 'দরকার নেই,' বলল সে। 'বিছানা পর্যন্ত যেতে পারব।'

'আমি ধরছি তোমাকে,' জোহান বলল। বোনের জায়গায় এসে গেছে সে। খুশি হল সলটার। ছেলেটা কোন ক্ষোভ পুষে রাখেনি। ওর গায়ে হাত তোলার পরও ওকে বিন্দুমাত্র দোষারোপ করেনি জোহান বা ওর বাবা। আসলে সলটার শুধুমাত্র এ র‍্যাঞ্চের ফোরম্যান নয়। এ পরিবারের সাথে তার সম্পর্ক তারচেয়ে অনেক বেশি গভীর। জোহান আর তানিয়ার সঙ্গে ওর সম্পর্ক খুবই আন্তরিক। জোহানকে ছোট ভাইয়ের মত স্নেহ করে সে, জোহানও কোনদিন বড় ভাইয়ের অভাব অনুভব করেনি, সমীহ করে ওকে। বাবার মৃত্যুর পর জর্জ ওয়াগনারকে বাবার আসনে বসিয়েছে সলটার।

সিঁড়ি বেয়ে ধাপে ধাপে উঠতে লাগল ওরা। পেছনে তানিয়া। সর্বক্ষণ জোহানকে বকা-ঝকা করে গেল সে। 'আস্তে উঠতে পারিস না, গাধা কোথাকার! এহ্ হে, লাগিয়ে দিলি তো।'

সলটারের বাঁ কাঁধ বার দুয়েক বাড়ি খেল দেয়ালে। পড়ে যেতে যেতে কোনমতে সামলে নিল ও। শেষ ধাপে পৌঁছনর পর পা কাঁপতে লাগল ওর। শরীরের ভার পুরোপুরি ছেড়ে দিল জোহানের ওপর। ঘরে ঢুকল ওরা। সোজা বিছানায় গিয়ে পড়ল সলটার।

'তুমি পানি আর পরিষ্কার কাপড় নিয়ে এস গে,' বোনকে নির্দেশ দিল জোহান। 'জখমটা খুলে গেছে বোধহয়। আমরা যদ্দূর যা পারি করব। তারপর ঘোড়া নিয়ে শহরে চলে যাব। ডাক্তার আনতে হবে।'

চোখ বুজে শুয়ে রইল সলটার। ওর কাপড় খুলে দিল জোহান। যতখানি পারল তাকে সাহায্য করল সে। চাদর দিয়ে গলা পর্যন্ত ওকে ঢেকে দেয়ার পর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সলটার। ব্যথা আর অবসাদে আবার জ্ঞান হারাল ও।

দুদিন অচেতন অবস্থায় রইল সলটার। তৃতীয় দিন সকালে চোখ মেলল সে। কাঁধে প্রচণ্ড ব্যথা। কিন্তু কেন সেটা মনে করতে পারল না ও। ওর বিছানার পাশে বসে ছিল তানিয়া। দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। চকিতে ওর দিকে চাইল সলটার। ক্লান্ত, চিন্তিত একটা মুখ। দেখে মনে হচ্ছে প্রায় সপ্তাহখানেক ধরে নির্ঘুম কাটিয়েছে।

কিছু একটা বলার জন্যে মুখ খুলল সলটার। কিন্তু শুকনো ঠেকল জিভ আর গলা। কথা বেরোল না। ওর দিকে এক মুহূর্ত চেয়ে থেকে মৃদু হাসল তানিয়া।

'কটা দিন খুব চিন্তায় ছিলাম, সলটার। খুব ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে।'

কথা বলতে চেয়ে আবারও ব্যর্থ হল সলটার। ওর অবস্থা দেখে উঠে গেল তানিয়া। এক গ্লাস পানি নিয়ে ফিরে এল। উঠে বসার চেষ্টা করল সলটার। পারল তো না-ই বরং টনটন করে উঠল ব্যথাটা। ওকে ধরে ধরে বসাল তানিয়া। ঠোঁটের কাছে গ্লাসটা ধরতেই তৃষ্ণার্ত সলটার এক চুমুকে শেষ করল পানি।

'আহ্,' বলল সে। 'কতক্ষণ হল শুয়ে রয়েছি?'

'আজ বুধবার। সকাল,' বলল তানিয়া। 'তুমি রবিবার বিকেলে র‍্যাঞ্চে ফিরেছিলে।'

'তারমানে তিন দিন,' বিড়বিড় করে বলল সলটার।

ডাক্তার ঘরে ঢুকলেন এসময়।

'জ্ঞান ফিরেছে ওর,' বলল তানিয়া।

'গুড,' বললেন ডাক্তার। সলটারের কাছে এসে বসলেন। ক্ষতস্থানটা পরীক্ষা করে দেখলেন।

'তানিয়া,' বললেন তিনি, 'একটু গরম পানি লাগবে যে।'

'যাচ্ছি,' উঠে চলে গেল তানিয়া। রান্নাঘরে পানি গরম করার জন্যে।

'তোমার কপাল ভাল হে,' বললেন ডাক্তার।

তাঁর দিকে চাইল সলটার, জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে।

'মেয়েটি যেভাবে তোমার সেবা করেছে,' বললেন ডাক্তার। 'তাতেই বেঁচে গেছ তুমি। আমি তো ভেবেছিলাম ইনফেকশন হয়ে যাবে। দিন নেই রাত নেই যখনই এসেছি, বিছানার পাশে বসে থাকতে দেখেছি ওকে।'

তানিয়া খানিক বাদে পানি গরম করে নিয়ে এল। কাজে লেগে গেলেন ডাক্তার।

তানিয়ার দিকে চাইল সলটার। অনেকখানি নিশ্চিন্ত দেখাচ্ছে মেয়েটিকে। দারুণ আবেগ অনুভব করল সলটার, প্রকাশ করতে পারল না।

'রাসলারদের ধরা গেল?' প্রশ্ন করল ও।

'না,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল তানিয়া। 'গত রবিবার থেকে বাইরে রয়েছেন বাবা, চিহ্ন খুঁজছেন। তবে পাননি কিছু। ওদিকে শেরিফের মৃত্যুতে গোটা শহরে তোলপাড় পড়ে গেছে। ডিক উইলসনকে বরখাস্ত করা হয়েছে। ম্যাকডারমট এখন নতুন শেরিফ। রাদারফোর্ড তার ডেপুটি। পসি বাহিনী নিয়ে চষে বেড়াচ্ছে ওরা। তবে কাউকে ধরতে পারেনি। রাসলাররা আপাতত গা ঢাকা দিয়েছে।'

তানিয়ার কথাগুলো ভাবতে লাগল সলটার। ডাক্তারের কাজ শেষ। তিনি ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। পরে আসবেন আবার। তানিয়া

সলটারের জন্যে খাবার আনতে গেল। ঘরে এখন একা ও। গানম্যানের মুখোমুখি হওয়ার ঘটনাটা মনে পড়ল ওর। ডান হাতের মুঠো শক্ত হয়ে উঠল। খুনীদেরকে খুঁজে বার করবে সে, করবেই। বাবার খুনী, শেরিফের খুনী কাউকে ছাড়বে না।

শেরিফের খুনী রাসলারদের লোক না-ও হতে পারে। কিন্তু তাহলে শেরিফকে গুলি করার পর ওকে গুলি করল কেন? পুরো ঘটনাটাই ইচ্ছাকৃতভাবে এবং ঠাণ্ডা মাথায় ঘটানো হয়েছে। ওরা রাসলারদের খুঁজছে সেটা জেনেই কি গানম্যান পাঠানো হয়েছে নাকি সবটাই ব্যক্তিগত আক্রোশের পরিণতি? লোকটা কেন বলল সলটারকে খুঁজছে সে? ব্যক্তিগত আক্রোশ যদি থেকেই থাকে তবে সেটা কার প্রতি? শেরিফ নাকি সলটার? যে করে হোক প্রশ্নগুলোর উত্তর জানতেই হবে তাকে। সমাধান করতে হবে এই রহস্যের। গানম্যান ওকে খুন করতে চাইলে একবার গুলি করেই চলে যেত না। ও মারা গেছে, নিশ্চিত হতে চাইত। সেক্ষেত্রে আর বেঁচে থাকার কথা নয় ওর। যাই হোক, এখন থেকে সতর্ক থাকবে সলটার, প্রস্তুত থাকবে। ওর কেন যেন মনে হচ্ছে বাবার হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে এ ঘটনার কোথাও কোন যোগসূত্র রয়েছে।

সলটারের চিন্তার জাল ছিন্ন হল তানিয়ার ডাকে। 'ওঠ, খেয়ে নাও।'

ওকে ধরে ধরে বিছানায় বসাল তানিয়া। তারপর মুখে তুলে দিল খাবার। সেটুকু খেয়ে নিয়ে মুখ খুলল সলটার। 'আমার জন্যে অনেক করেছ তুমি। আমি কৃতজ্ঞ।'

'আরে, ছাড় ওসব কথা,' খানিকটা বিরক্তির সঙ্গে বলল তানিয়া। 'জলদি সুস্থ হয়ে গরুর পালের সঙ্গে মিশে যাও। র‍্যাঞ্চ, কাউবয় আর গরু ছাড়া আর তো কিছু বোঝ না, ওদেরকেই কৃতজ্ঞতা জানিয়ো।'

মৃদু হাসল সলটার।

চার

আরও দুদিন কেটে গেল। অনেকখানি শক্তি ফিরে পেয়েছে এখন সলটার। তানিয়ার সেবা-শুশ্রূষা পেয়ে মানসিক ভাবেও যথেষ্ট সুস্থ বোধ করছে।

নাস্তার টেবিলে প্রচুর খাবার-দাবার সাজানো রয়েছে তার জন্যে। এতদিন পর আজই টেবিলে খেতে এসেছে সে। অকারণেই ওর আশপাশে ঘুরঘুর করল তানিয়া। এগিয়ে দিল এটা ওটা। ব্যাপারটা উপভোগ করল সলটার।

সেদিন সকালটা বারান্দার বেঞ্চিতে বসে কাটাল সে। দুপুরের ঠিক আগে জর্জ ওয়াগনার আর র‍্যাঞ্চের অন্যেরা ফিরে এল। ক্লান্ত, অবসন্ন, মলিন দেখাচ্ছে

তাদের।

'কেমন আছ?' প্রশ্ন করল জর্জ। স্যাডল থেকে লাফিয়ে নামল সে। 'আরও সপ্তাহখানেক বিশ্রাম দরকার তোমার। চেহারা তাই বলছে।'

'কোন কিনারা হল?' প্রশ্ন করল সলটার।

'ধুর!' হতাশ শোনাল জর্জের কণ্ঠ। ঘাড় ফিরিয়ে সঙ্গের লোকগুলোর দিকে চাইল সে। ঘোড়া থেকে স্যাডল খুলছে ওরা। বিশ্রাম নিতে যাবে।

'পুরো এলাকাটা তন্নতন্ন করে খুঁজেছি আমরা। রাসলারদের টিকিটিও দেখলাম না। শহর থেকে পসি বাহিনী এসেছে। এছাড়া অন্যান্য র‍্যাঞ্চের লোকেরা তো ছিলই। সব মিলিয়ে জনা পঞ্চাশেক লোক ছিলাম আমরা। সব পরিশ্রমই পানিতে গেল।'

'ঠিক মত খোঁজনি তোমরা,' সলটার দৃঢ়স্বরে বলল।

'কি বললে?' রেগে উঠল জর্জ। ক্লান্তি আর হতাশায় লাল হয়ে গেছে মুখ। 'বললাম না তন্নতন্ন করে খুঁজেছি।'

'তা তো বুঝলাম, কিন্তু তবু যে রাসলারদের খোঁজ পাওয়া গেল না এর কারণটা অন্যখানে।'

'বল শুনি কি কারণ,' কর্কশ কণ্ঠে বলল জর্জ।

'রাসলাররা তোমার সাথেই ছিল।'

'কি যা তা বলছ! গুলি খেয়ে মাথার ঠিক নেই তোমার।'

'জর্জ, তুমি খেয়ে দেয়ে বিশ্রাম নাও,' বলল সলটার, 'পরে এ ব্যাপারে কথা আছে তোমার সঙ্গে।'

জবাব দিল না জর্জ। ঘুরে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে এক কাউবয়কে ডাকল। তার ঘোড়াটা নিয়ে যাওয়ার জন্যে। তারপর কোনদিকে না তাকিয়ে সোজা ঘরে চলে গেল।

জনা ছয়েক লোক এসময় এগিয়ে এল বারান্দার কাছে। এ র‍্যাঞ্চের কাউবয়।

'কেমন আছ, সলটার?' জানতে চাইল জো। বাকিরা জবাব শোনার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

'সেরে উঠছি,' উত্তর দিল সলটার। এদের সঙ্গে চমৎকার সম্পর্ক তার। বেশিরভাগই পুরানো লোক এরা। র‍্যাঞ্চের প্রতি বিশ্বস্ত, অনুগত। তাকেও জান দিয়ে ভালবাসে, সমীহ করে।

'অসম্ভব খেটেছ তোমরা। আমি তোমাদের জন্যে গর্বিত। নেহাত কপাল খারাপ আমাদের। তাই এখনও খোঁজ পেলাম না রাসলারদের। তবে আমাকে একটা সপ্তাহ সময় দাও আমি কিছু একটা করবই,' বলল সলটার।

'এর পেছনে কারা আছে মনে হয় তোমার?' প্রশ্ন করল মার্টিন।

'এখনও জানি না তবে বার করে ফেলব। তোমরা বিশ্রাম নাওগে যাও।'

'ম্যাকগ্রর সাথে কি হয়েছিল, সলটার? আমাদের জানা থাকা দরকার,' বলল একজন। 'জোহান বলেছে যদিও, তবু তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই।'

'তেমন কিছু না,' মৃদু হেসে বলল সলটার। 'জোহানকে খুঁজতে স্যালুনে গিয়েছিলাম, ব্যাপারটা পছন্দ হয়নি ম্যাকগ্রর। সে আমাকে মারতে আসাতে শুইয়ে দিয়েছিলাম মাটিতে।'

'ব্যাপারটা এত সহজে ও ভুলবে না, সলটার,' বলল মার্টিন। 'ওকে তো তুমি চেনই। ভাগ্যিস অসকার এই কাউন্টিতে এসেছিল। ম্যাকগ্র দূর হওয়াতে বেঁচেছি আমরা।'

'ও এখান থেকে দূর হলেও আমার ওপর থেকে রাগ দূর হয়নি ওর,' ধীরে ধীরে বলল সলটার।

চুপ করে ওর কথাগুলো শুনল অন্যেরা। বেট ডান হাত দিয়ে ঘুসি মারল নিজের বাঁ হাতে।

'খুনীটাকে কি ওই শালাই পাঠিয়েছিল?' ক্রুদ্ধ শোনাল তার কণ্ঠস্বর।

'আগে আমাকে প্রমাণ পেতে দাও। তারপর তোমরা তো সব জানবেই। এক সঙ্গেই যা করার করব আমরা।'

এ কথায় অনেকখানি শান্ত হল ওরা। ফিরে চলল বাঙ্ক হাউসে। জর্জের ঘোড়াটা নিয়ে চলল একজন। বেঞ্চে আবার আরাম করে বসল সলটার।

'সলটার, একটা বালিশ দেব? পিঠে আরাম পাবে,' তানিয়ার কণ্ঠ। চকিতে ঘাড় ফেরাল সলটার। সুন্দর মুখটা অসম্ভব টানে তাকে। চুম্বকের মত। এ মুহূর্তে প্রচণ্ড ভালবাসা অনুভব করল সে মেয়েটির প্রতি।

'দরকার নেই, তানিয়া,' সহজ গলায় বলল সে। এগিয়ে এল তানিয়া। বেঞ্চিতে ওর পাশে বসে পড়ল। 'আমাকে একেবারে রোগী বানিয়ে ফেলেছ তোমরা,' বলল সলটার। 'কালই আবার স্যাডলে চাপব আমি।'

'পাগল নাকি!' রেগে উঠল তানিয়া। 'কাল ডাক্তার আসবেন। তুমি উল্টো-পাল্টা কিছু করলে সব দোষ পড়বে আমার ঘাড়ে; সেটা হচ্ছে না। কোনরকম ঘাড় তেরামি চলবে না তোমার।'

'ঘাড় তেরামি?' হেসে প্রশ্ন করল সলটার। 'আমি আবার ঘাড় তেরামি করি নাকি?'

'করই তো,' তানিয়ার কণ্ঠে কপট রাগ।

'আমার তো ধারণা ছিল আমি ঠাণ্ডা স্বভাবের লোক,' বলল সলটার।

'সবাই নিজেকে তাই মনে করে,' হেসে ফেলল তানিয়া। 'ইদানীং তোমাকে আমার কেমন যেন ভয় করে। যেমন গোমড়ামুখো হয়ে গেছ তুমি, ভয় করবে না? কি হয়েছে, সলটার? তুমি তো এমন ছিলে না।'

'কিছু হয়নি,' তানিয়ার দিক থেকে চোখ না সরিয়েই বলল ও। বুকটা ফেটে

যাচ্ছে ওর। মেজাজের কারণ, তানিয়ার প্রতি তার বুক ভরা ভালবাসার কথা বলে ফেলতে পারলে হালকা হতে পারত সে। মুখ খুলতে গিয়েও অসকারের কথা ভেবে চুপ করে গেল ও। ওকে লক্ষ করল তানিয়া। বুঝল প্রসঙ্গটা অস্বস্তিতে ফেলেছে সলটারকে।

'নিজের প্রতি তোমার খেয়াল নেই, সলটার,' বলল তানিয়া। উঠে পড়ল বেঞ্চি থেকে। 'থাকলে বুঝতে কতখানি বদলে গেছ তুমি। কেন বদলেছ সে তুমিই জান।'

জবাব দিতে পারল না সলটার, চলে গেল তানিয়া। সেদিকে চেয়ে রইল সে, দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরল। ছোট হল চোখ। মেয়েটিকে বড় বেশি ভালবেসে ফেলেছে সে। কিন্তু প্রকাশ করতে পারেনি। রয়ে গেছে পর্দার আড়ালে। ওদিকে ধীরে ধীরে তানিয়ার হৃদয়ে স্থান করে নিচ্ছে অসকার। লোক যেমনই হোক সে, টাকা তো আছে।

তিক্ততায় ছেয়ে গেল সলটারের মন। যে কোন কিছু মোকাবেলা করতে পিছপা নয় সে। কিন্তু অসকারের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। তানিয়ার পছন্দের লোকের কোন ক্ষতি করতে পারবে না ও।

র‍্যাঞ্চের চারদিকে চাইল সে। এটাই ওর বাড়ি। বাবা ওর তিন বছর বয়সে এখানে নিয়ে এসেছিলেন ওকে। তারপর থেকে এখানেই রয়েছে ও, ওয়াগনারদেরকে পরম আত্মীয় বলে জেনেছে। ও জানে তানিয়া ওকে পছন্দ করে। তবে সেটা নিছকই বন্ধুত্ব। তবে তানিয়ার কাছে ভালবাসার কথা প্রকাশ করবে সে। সেজন্যে সময় চাই তার। আগে যোগ্যতা অর্জন, তারপর অন্য ভাবনা। নিজের জন্যে একটা র‍্যাঞ্চ গড়ে তুলতে হবে। র‍্যাঞ্চ 'এস' নাম হবে ওটার। তারপর প্রস্তাব দেবে তানিয়াকে। অবশ্য ততদিনে যদি অসকারের সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠতা আরও বাড়ে বা যদি বিয়েই হয়ে যাবে তবে এতসব ভাবনা সবই বৃথা। তাতে আপত্তি নেই সলটারের। তানিয়া সুখী হলেই খুশি ও।

সেদিন বিকেলে আবার বারান্দার বেঞ্চিতে গিয়ে বসল সলটার। গনগনে রোদ এখন বাইরে। চোখ বুজে ভাবতে লাগল সলটার। কল্পনায় দেখতে পেল গুলি খাওয়ার দৃশ্যটা। আবার কি সিক্সগানটা ব্যবহার করতে পারবে সে? নাকি সেদিনের সেই গুলিটা মনের জোর কেড়ে নিয়েছে ওর?

হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দ হল। গুলি। চমকে উঠল সলটার। ঠিক মাথার পেছনের কাঠে লেগেছে গুলিটা, বাঙ্ক হাউসের পাশ দিয়ে তাকাল ও। প্রায় শ'তিনেক গজ দূরে আবছা ধোঁয়া মিলিয়ে যেতে দেখল সে। পরমুহূর্তেই মেঝেতে শুয়ে পড়ল সলটার, ঝাঁকি খেল কাঁধ। ফলে ককিয়ে উঠল সে। খানিক বাদেই ঝনঝন শব্দে ভেঙে পড়ল জানালার কাঁচ।

জোহানকে এসময় দেখা গেল দরজায়। চেঁচিয়ে ওকে ভেতরে যেতে বলল সলটার। রাইফেল আনার জন্যে। জোহান যেন ওর কথা বুঝতে পারেনি। ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করল সে। সলটার দেখল দরজার কাঠের খানিকটা অংশ ছিটকে পড়ল। এবার আর কিছু বলতে হল না জোহানকে। অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

আরও কয়েকটা গুলি এল। দু'বার অল্পের জন্যে বেঁচে গেল সলটার। গানম্যান পজিশন বদলেছে, বুঝতে পারল। তবে নড়ল না ও। বাঙ্কহাউসের সামনে থেকে সম্মিলিত কণ্ঠের চিৎকার শুনতে পেল। মুহূর্ত পরেই কমপক্ষে ছ'টা রাইফেল থেকে গুলিবর্ষণ শুরু হল। গুলির শব্দে পুরো র‍্যাঞ্চটা প্রকম্পিত হয়ে উঠল।

দৌড়ে বেরিয়ে এল জর্জ। হাতে রাইফেল। সলটারের পাশে চলে এল সে। সলটার ততক্ষণে উঠে দাঁড়াতে শুরু করেছে।

'গুলি লাগেনি তো?' প্রশ্ন করল জর্জ।

'না,' দৃঢ় স্বরে বলল সলটার। ভেতরটা কেমন যেন করছে তার। ওকে টার্গেট করেছে কেউ। কে?

'এতবড় সাহস! ওরা শেষ পর্যন্ত র‍্যাঞ্চে হামলা করল?' ক্রুদ্ধ জর্জ বলল।

জবাব দিল না সলটার। বসে পড়ল বেঞ্চিতে। আহত স্থানে চাপ দিল ডান হাত দিয়ে। দপদপ করছে ব্যথাটা। বুকের ভেতর জ্বলছে আগুন। 'তুমি ভাবছ লোকটা রাসলার। তাই না, জর্জ?'

'তাই তো। তোমার কোন সন্দেহ আছে?' উঠে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল জর্জ। র‍্যাঞ্চের কজন লোক ঘোড়ায় স্যাডল চাপিয়ে ধাওয়া করল গানম্যানকে। আরও কজন বেড়ার কাছে দাঁড়িয়ে এলোপাতাড়ি গুলি ছুঁড়তে লাগল।

'সলটার। রাসলাররা স্থানীয় লোক, এ ধারণা তোমার এখনও রয়েছে?'

'অবশ্যই।' অসহিষ্ণুভাবে বলল সলটার। 'দয়া করে আমার কথা শোন। প্রথমেই যদি শুনতে তবে সকলেরই ভাল হত। পুরো কাউন্টি তো খুঁজেছ তোমরা, তাই না?'

'হ্যাঁ। কিন্তু রাসলারদের চিহ্ন পাইনি কোথাও,' দ্রুত বলল জর্জ। জোহান আর তানিয়াকে এ সময় দেখা গেল দরজায়। 'ভেতরে যাও,' ওদের দেখে ধমকাল জর্জ। 'মরার শখ হয়েছে?'

হাসি চাপল সলটার। জর্জের ধমকে জোর আছে। সুড়সুড় করে ভেতরে চলে গেল দু'ভাই-বোন। আবার ওর দিকে ফিরল জর্জ।

'তোমার ধারণা কি?' প্রশ্ন করল জর্জ। 'তোমার সিদ্ধান্ত বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সঠিক হয়। স্বীকার করতে দোষ নেই।'

'সিদ্ধান্ত নয়, সন্দেহ বলতে পার,' বলল সলটার। 'রাসলারদের খোঁজ

মেলেনি এবং তারা এ কাউন্টি ছেড়েও যায়নি। কাজেই নিশ্চয় স্থানীয় লোকজন এর সঙ্গে জড়িত। আমার ধারণা তারা আশপাশের র‍্যাঞ্চেই আছে। এবং তারাও রাসলারদের খোঁজার ভান করছে। মুখ দেখে তো আর বোঝার উপায় নেই কে রাসলার, যদি না গরু সহ ধরা পড়ে।'

'তোমার কথা হয়ত সত্যি,' ভারী গলায় বলল জর্জ। 'ওরা কোন র‍্যাঞ্চের লোক সেটা তো বললে না।' বাইরে উঠনের দিকে চাইল জর্জ। তার র‍্যাঞ্চের লোকজনেরা রয়েছে ওখানে। 'আমাদের লোকেরা নয় তো?'

'না, আমি বিশ্বাস করি না। তবে যদি হয় সেটা নেহাত দুর্ভাগ্য। যা হোক কোন্ পথে গরু তাড়িয়ে নেয়া হয় সেটা বল।'

'সবগুলো ট্র্যাক চলে গেছে রেড রিজ কাণ্ট্রির দিকে, যেখানে তোমরা গুলি খেয়েছ।'

'রেড রিজ যেখান থেকে শুরু অসকারের র‍্যাঞ্চ সেখানেই শেষ।'

'তুমি বলতে চাও এই রাসলিং-এর পেছনে অসকারের হাত আছে?' জর্জের কণ্ঠে বিস্ময় আর অবিশ্বাস।

'আমি তা বলছি না। অসকার বেশিদিন হয়নি এসেছে এখানে। ওর পক্ষে এরকম একটা পরিকল্পনা করা এত সহজ নয়। আমি বলছি ম্যাকগ্রর কথা। র‍্যাঞ্চ 'ও'-র মালিক বলতে গেলে সে-ই। অন্তত ওর কাজ-কর্মে তাই মনে হয়। শনিবার বিকেলে ওর সঙ্গে শহরে গোলমাল হল আমার। ক'ঘণ্টা পরেই গুলি খেলাম আমি, আর শেরিফ মারা গেল।'

'যে লোক গুলি করেছে সে ম্যাকগ্র নয়। তুমিই বলেছ।'

'আমি আমার সন্দেহের কথা বলছি। ম্যাকগ্র ভাল লোক নয়, সে তুমি ভালই জান। ওর স্বভাব এমন যে সহকর্মীদের বুকে অস্ত্র ধরতেও দ্বিধা করবে না। আমার বাবার হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে ও নিশ্চয়ই কিছু জানে।'

'মাথা ঠাণ্ডা কর, সলটার। আসলে ম্যাকগ্রর প্রতি ব্যক্তিগত আক্রোশ রয়েছে তোমার। তুমি ধরেই নিচ্ছ ফোরম্যান হওয়ার জন্যে তোমার বাবাকে খুন করেছে ও।'

'সেটা কি একেবারেই অসম্ভব?'

'না। ওর সত্যিই ইচ্ছে ছিল ফোরম্যান হওয়ার। তোমাকে ফোরম্যান করায় প্রচণ্ড রেগে গিয়েছিল সে। তোমার বাবার খুনের ব্যাপারে ওকে যদি সন্দেহ করিও তবু রাসলিং-এর সঙ্গে ও জড়িত রয়েছে সেটা ভাবতে পারছি না আমি।'

'পারবে।'

'কিভাবে?'

'ফাঁদ পাতব আমরা। দেখি ও ধরা দেয় কিনা।'

'খুলে বল।'

'সময় হলে বলব,' জবাব দিল সলটার। 'আমার ধারণা ভুল নয়। এইমাত্র যে গোলাগুলি হয়ে গেল এটা কোন সাধারণ রাসলারের কাজ হতে পারে না।'

'সে তুমি জান,' বলল জর্জ। ওর কথায় অসন্তুষ্ট।

'ওরা ফিরে এসেছে।'

উঠে দাঁড়াল সলটার। চেয়ে দেখল তিনজন অশ্বারোহী ফিরে আসছে। সাথে বাড়তি ঘোড়া নেই। তারমানে গানম্যান ধরা পড়েনি। পালিয়েছে। জো লাথি মারল ঘোড়ার পেটে। বারান্দার কাছে চলে এল ঘোড়া।

'কপাল খারাপ, বস্,' হতাশ ভঙ্গিতে বলল সে। 'শালা পালিয়েছে। খুব বেশি ক্ষতি হয়েছে নাকি?'

'না। তেমন কিছু না। একটা জানালা ভেঙেছে কেবল,' জবাব দিল সলটার। 'ধন্যবাদ, জো।'

'আমরা ঘোড়ায় চেপে পাহারার কথা ভাবছিলাম,' বলল জো।

'দরকার নেই,' বলল জর্জ। 'তবে কাউবয়দের বল গোটা কয়েক ঘোড়ায় স্যাডল পরিয়ে তৈরি রাখতে। যে কোন সময় দরকার পড়তে পারে। নিজেরাও সতর্ক থাকবে।'

'অবশ্যই,' দৃঢ়স্বরে বলল জো। ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল সে।

'ভেতরে এস। বাইরে থাকা ঠিক নয়,' সলটারকে বলল জর্জ। মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল সলটার। ধীরে ধীরে এগোল দরজার দিকে।

তানিয়া রয়েছে রান্নাঘরে। দুপুরের খাবার তৈরিতে ব্যস্ত। সলটারের দিকে বড় বড় চোখে চাইল সে। খাবার টেবিলে যথারীতি উত্তেজিত হয়ে উঠল জোহান, আজকের ঘটনার ব্যাপারে। ওকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করল সলটার। ছেলেটা ম্যাকগ্রদের সাথে বেশ কিছুদিন মেলামেশা করেছে। ও কি জানে কিছু? হয়ত ওদের দু'একটা কথা কানে এসেছে জোহানের—কিন্তু গুরুত্ব দেয়ার প্রয়োজন মনে করেনি সে। ওকে জিজ্ঞেস করা দরকার। খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল সলটার।

'জোহান,' শান্ত কণ্ঠে বলল সে। 'ম্যাকগ্রদের সঙ্গে ইদানীং প্রচুর মেলামেশা করেছ তুমি।'

'করেছিলাম। তবে আর নয়,' বলল সে।

জর্জ টেবিল ছেড়ে উঠে যাচ্ছিল। কিন্তু সলটারের উদ্দেশ্য বুঝে বসে পড়ল। সরু চোখে চাইল ছেলের দিকে। অস্বস্তি বোধ করছে জোহান।

'ভাল,' বলল সলটার। 'ম্যাকগ্রর সঙ্গে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল তোমার। এমনকি ওর প্রেমিকার সাথে তোমাকে মিশতে দিতেও দ্বিধা করেনি সে। তাই না?'

লাল হয়ে উঠল জোহানের মুখ। বাপের দিকে এক ঝলক তাকিয়েই মাথা

নিচু করল সে।

'সলটারের প্রশ্নের জবাব দাও,' মৃদুকণ্ঠে বলল জর্জ।

'কি জানতে চাও বল,' সলটারকে বলল জোহান।

'ম্যাকগ্রর কথা জানতে চাই। ওকে বা ওর কোন লোককে কখনও এ এলাকার রাসলিং-এর ব্যাপারে কিছু বলতে শুনেছ?'

'না,' জবাব এল। সলটারের মনে হল এত শীঘ্রি প্রশ্নটা করে বসা উচিত হয়নি।

'শোন সলটার। ম্যাকগ্র খারাপ লোক নয়। লোকে ওকে ভুল বোঝে,' বলল জোহান।

'কথা গোপন করছ কেন?' প্রশ্ন করল জর্জ।

'করছি না, বাবা। গোপন করার কি আছে?'

'আমাকে বল,' নরম স্বরে বলল জর্জ। 'আমি তোর বাবা। মুখ দেখে আমি তোর মনের কথা বলে দিতে পারি। তুই কিছু একটা গোপন করতে চাইছিস। কি সেটা? ম্যাকগ্র কি এই রাসলিং-এর হোতা? ওদের কাউকে চুরির ব্যাপারে কিছু বলতে শুনেছিস?'

'না, বাবা। ভুল চিন্তা করছ তোমরা, ম্যাকগ্র এর সাথে জড়িত নয়।'

'বিশ্বাস করি না,' কর্কশ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল জর্জ। 'মিথ্যে বলছিস তুই। মনে রাখিস শেরিফকে খুন করা হয়েছে। নতুন শেরিফ অপরাধীকে ছেড়ে দেবে না। খুঁজে বার করবেই। তোর কোমরে দড়ি পড়বে না তো?'

'না,' চিৎকার করে উঠল জোহান। চেয়ার ঠেলে দরজার দিকে হাঁটা দিল সে। ওর বাবা প্রায় লাফিয়ে এসে চেপে ধরল ছেলের বাহু। 'ছেড়ে দাও আমাকে,' প্রায় ধমকে উঠল জোহান। 'আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলাচ্ছ তোমরা। আগেই বলেছি আমি এসবের কিছুই জানি না। ছাড়।' ঝাড়া দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল জোহান। বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

'ও এতে জড়িয়ে গেছে,' কঠিন গলায় বলল জর্জ। 'তবে কিভাবে জড়াল আমাকে জানতে হবে।'

পাঁচ

'এভাবে হবে না,' বলল তানিয়া। মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে জর্জ আর সলটারের। 'আমার ওপর ছেড়ে দাও। আমি সত্যি কথাটা বার করে ফেলব।' তারপর যোগ করল, 'অনেকদিন ধরেই আমার মনে হচ্ছে অসকারের র‍্যাঞ্চের লোকগুলো

সুবিধের নয়।'

'কিভাবে বুঝলি?' জানতে চাইল জর্জ। 'আর বুঝে থাকলে ওর সঙ্গে মেলামেশা করছিস কেন? ওকে মোটেও পছন্দ নয় আমার। ব্যাটা খালি টাকার গরম দেখায়।'

'ওটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার,' তীব্র কণ্ঠে প্রতিবাদ জানাল তানিয়া। 'যাই হোক না কেন, অসকার ভদ্রলোক। সে জানে কিভাবে মেয়েদের সম্মান করতে হয়। তুমি নিশ্চয়ই চাও না আমি কোন কাউহ্যাণ্ডকে বিয়ে করি?'

কথাগুলো বলার সময় চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠল তানিয়ার। ওর প্রতিটি কথা যেন ছুরির মত বিঁধল সলটারের হৃদয়ে। জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট চাটল সে। চোখ দুটো জ্বলে উঠল তার। তবে সে আগুন বড় ম্লান। ওর দিকে চকিত দৃষ্টি দিল জর্জ। তারপর ফাঁকা হেসে বলল, 'আমিও কাউহ্যাণ্ড ছিলাম। সেখান থেকেই আজকের অবস্থায় এসেছি। টাকা ছাড়া আর কি আছে অসকারের যা একজন কাউহ্যাণ্ডের নেই? ও তো মানুষই না। কুটোটা পর্যন্ত সরায় না সে। এতবড় একটা বিপদের মোকাবেলা করছি আমরা অথচ সেদিকে কোন খেয়ালই নেই তার। যা খুশি তাই করে বেড়াচ্ছে ওর ফোরম্যান ম্যাকগ্র।'

'তোমার কেন মনে হল বক্স ও-র লোকেরা ভাল নয়?' সলটার প্রশ্ন করল তানিয়াকে। 'অসকার এ ব্যাপারে কিছু বলেছে কখনও?'

'না। ও এ ব্যাপারে কিছু জানে না। জানলে একটা ব্যবস্থা নিতই। তুমি ভাবছ ও এতে জড়িত, তাই না?'

জবাব দিল না সলটার। তানিয়ার গলার স্বরে বুঝতে পারল যুক্তির পরিবর্তে আবেগ দিয়ে সবকিছু বিচার করছে সে।

'রাসলিং-এর সঙ্গে অসকারের জড়ানর প্রয়োজন পড়ে না,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল জর্জ। 'ওর টাকার অভাব নেই।' সলটারের দিকে ফিরল সে। 'বসন্ত আসার আগেই যা করার করতে হবে আমাদের। তুমি রেডি হও।'

'আমি রেডিই আছি,' দৃঢ়তার সঙ্গে বলল সলটার। চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াল সে। 'জনা কয়েক লোক লাগবে আমার। আবার নতুন করে শুরু করব।'

'তোমাকে তো বলেইছি পুরো কাউন্টি চষে এসেছি আমরা। কোন লাভ হয়নি।'

'আমার লাভ হয়েছে,' মৃদু হেসে বলল সলটার। 'রাসলাররা জানে তাদের সন্দেহ করছি না আমরা। ফলে সুবিধে হবে আমার। আমাকে অবিশ্বাস করবে না ওরা। বন্ধু ভাববে।'

'দেখ কি করতে পার,' দরজার দিকে এগোতে এগোতে বলল জর্জ।

সে বেরিয়ে যেতেই তানিয়ার দিকে চাইল সলটার। ওর দিকে চেয়ে রয়েছে মেয়েটি। একটু আগে বলা ওর কথাগুলো মনে পড়তে ঠোঁট কামড়াল সলটার।

তানিয়া আজ সরাসরি বলে দিয়েছে যা বলার। বুঝিয়ে দিয়েছে সলটার ওর যোগ্য নয়। মেয়েটা বড় নিষ্ঠুর। কতখানি, সে নিজেও জানে না বোধহয়।

'সলটার, সাবধানে থেক,' বলল তানিয়া। 'এত তাড়াতাড়ি আবার ঘোড়ায় না চাপলেও পারতে। রাসলারদের কথা বলছি না আমি। ভয় সেই গানম্যানকে।'

'আমার জন্যে তোমার চিন্তা না করলেও চলবে,' কর্কশ কণ্ঠে বলল সলটার।

'তুমি আসলে অসকারকে সহ্য করতে পার না। কেন তা জানি না আমি। ও তো খারাপ লোক নয়।'

'আমি তো বলিনি খারাপ,' বলল সলটার। 'তোমার বন্ধু-বান্ধবদের ব্যাপারে আমার নাক না গলানই ভাল। তুমি তো ছোট খুকী নও। আমার চেয়ে কম বোঝ না তুমি।'

এত কড়াভাবে কথাগুলো বলতে চায়নি সলটার। কিন্তু তানিয়ার ব্যবহার উত্তেজিত করে রেখেছে তাকে। জর্জের সঙ্গে তানিয়ার কথোপকথন কিছুতেই ভুলতে পারছে না সে। সলটার পা বাড়াল দরজার দিকে।

বারান্দায় বেরিয়ে এসে দাঁড়াল সে। চাইল চারদিকে। জোহান রয়েছে করালে। স্যাডল পরাচ্ছে ঘোড়ায়। জর্জ ওয়াগনার উঠন পেরিয়ে করালের দিকে এগোল। দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়াল সলটার। সে নিশ্চিত, বিপদে পড়েছে জোহান। খুব সম্ভব ওকে ব্ল্যাকমেইল করছে ম্যাকগ্র।

ছেলের পাশে পৌঁছে গেল জর্জ। কি যেন কথা হল বাপ-বেটার মধ্যে। শুনতে পেল না সলটার। তার পরপরই বিস্ময়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল সে। ছেলের গালে বিরাশি সিক্কা ওজনের প্রচণ্ড এক চড় বসিয়েছে বাপ। ছিটকে মাটিতে পড়ে গেছে ছেলে।

দ্রুত এগোতে গিয়ে কাঁধে ঝাঁকি খেল সলটার। বারান্দার পোস্ট-ধরে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। মাটিতে বার কয়েক গড়াগড়ি খেল জোহান। তারপর ওঠার চেষ্টা করতেই সামনে এগোল জর্জ। একটানে ছেলেকে দাঁড় করিয়ে ফেলল। রাগী কণ্ঠস্বর কানে ভেসে এল সলটারের। সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল সে। এগোল করালের দিকে। এসময় ঝাড়া দিয়ে সরে গেল জোহান। লাফিয়ে ঘোড়ায় চাপল সে। বেরিয়ে গেল তীরবেগে। আরেকটু হলেই ধাক্কা খেত সলটার। জোহানের দুগাল বেয়ে অশ্রু গড়াচ্ছে।

বেড়ায় হেলান দিল সলটার। দেখল বসকে। রাগে লাল হয়ে রয়েছে জর্জের মুখ।

'আবার গোলমাল বাধালে?' ওকে শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করল সলটার।

'ঠিকই আছে। গাধাটাকে বললাম ম্যাকগ্রদের সঙ্গে মিশিস না। আর আমাকে বলে কিনা নিজের চরকায় তেল দিতে। কত বড় স্পর্ধা।'

'আমি হলেও তাই বলতাম,' সহজ গলায় বলল সলটার। 'এভাবে বাগে

আনতে পারবে না ওকে।'

'বড় দেরি করে ফেলেছি,' রাগত স্বরে বলল জর্জ।

'তা তো অবশ্যই। এখন মেজাজ দেখিয়ে লাভ কি বল। আমি বরং ওকে ধরে আনিগে।'

'না। যাবে না তুমি,' অন্যরকম শোনাল জর্জের গলা। 'যথেষ্ট বড় হয়েছে ও। আমার কাছ থেকে সরে থাকতে চাইলে থাকুক। ওকে আনতে যাওয়ার কোন দরকার নেই। এর আগে প্রতিবারই ওকে ফিরিয়ে আনার জন্যে পাঠিয়েছি তোমাকে। তাতেই মাথায় উঠে গেছে ও। ওর যা মন তাই করুক গে।'

'জর্জ, পরিস্থিতিটা একটু বোঝার চেষ্টা কর,' নরম গলায় বলল সলটার। 'জোহানকে মুঠোয় পেয়েছে ম্যাকগ্র। এ ব্যাপারে আমি মোটামুটি নিশ্চিত। কিভাবে পেল সেটাই জানতে হবে আমাদের। এখন জোহানকে এভাবে ছেড়ে দেয়ার অর্থ হচ্ছে ওকে ম্যাকগ্রর দিকে আরও বেশি করে ঠেলে দেয়া। ম্যাকগ্র সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে ছাড়বে না। পরে আপসোস করব আমরা সকলে। আমি দেখতে চাই ও কোথায় যায়, কি করে।'

'তুমি অসুস্থ, সলটার,' প্রতিবাদ করল জর্জ। 'তোমার যেতে হবে না। যখন দেখবে তুমি যাওনি তখন ও নিজেই ফিরে আসবে।'

'তা হয় না,' সলটার বলল। ঘুরল সে। বার্নের কাছে জোকে দেখতে পেল। ডাকল তাকে। 'জো, আমার শোবার ঘর থেকে গানবেল্টটা নিয়ে এস। রাইফেলও আনবে। আর কাউকে বল আমার ঘোড়ায় স্যাডল চাপিয়ে দেবে।'

'বাইরে যাবে?' জো-র কণ্ঠে উদ্বেগ।

'হ্যাঁ।'

'তোমার যাওয়া ঠিক হবে না, সলটার,' নিচু গলায় বলল জর্জ। 'আমার কথা শোন।'

'আমি তোমার ছেলে নই, জর্জ। ফোরম্যান,' গম্ভীর স্বরে বলল সলটার। 'আমার কাজ আমাকে করতে দাও।'

'ছেলে বলেছে নিজের চরকায় তেল দিতে, আর এখন ফোরম্যান কথা শুনছে না; তবে আমার আর এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কি লাভ?' হতাশ ভঙ্গিতে কথাগুলো উচ্চারণ করল জর্জ। বারান্দার দিকে হাঁটা ধরল সে। সিঁড়ি বেয়ে উঠে ঘরে ঢুকে পড়ল। তার পিছনে প্রচণ্ড জোরে বন্ধ হল সদর দরজা।

'এরপরও যাবে তুমি?' জিজ্ঞেস করল জো। তার কালো চোখ জোড়া জ্বলজ্বল করছে।

'হ্যাঁ, জো। তুমিও যাচ্ছ আমার সঙ্গে।'

এবার উৎসাহিত হল জো। 'আরও কয়েকজনকে নিয়ে নিই?'

'শুধু মার্টিন, আর কাউকে নয়। ওকে তৈরি হতে বল। তুমি আমার ঘোড়ায়

স্যাডল পরাও, আমি রাইফেল নিয়ে আসছি।'

'ইয়েস, স্যার।' বাঙ্কহাউসের দিকে লম্বা পা বাড়াল জো। সেদিকে খানিক চেয়ে থেকে ঘুরে ঘরের দিকে এগোল সলটার। স্যাডলে চাপার মত সুস্থ এখনও হয়নি সে, কিন্তু কিছু করার নেই। এ রহস্যের কিনারা করতে চাইলে ঘরে বসে থাকলে চলবে না। কাজ করতে হবে এখন থেকেই।

সলটার বারান্দায় উঠতেই দেখা হয়ে গেল তানিয়ার সঙ্গে। দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে সে। ওকে পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকতে চাইল সলটার। কিন্তু দুপাশে হাত বাড়িয়ে ঢোকার পথ আটকে দিল তানিয়া।

'সর,' কর্কশভাবে নির্দেশ দিল সলটার। 'ভেতরে যেতে হবে। রাইফেল নেব।'

'কি শুরু করেছ তোমরা বল তো। তিনজন বয়স্ক লোক ছেলেমানুষের মত কাজ-কারবার করেই চলেছ। তুমি বাইরে যেতে চাইলে যাও, কিন্তু আবার অসুস্থ হয়ে পড়লে আমাকে পাবে না।'

লম্বা শ্বাস টানল সলটার। এতখানি আশা করেনি সে। তানিয়া তখনও দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওর কাঁধে হাত রাখল সলটার। খানিকটা কুঁকড়ে গেল তানিয়া। ওর চোখের দিকে চাইল সে। রাগ করেছে কিনা বোঝা গেল না। দীর্ঘশ্বাস ফেলল সলটার। মেয়েটি বড় সুন্দর। ওকে সামান্য ঠেলা দিল সে। পিছে হেলে গেল তানিয়া। তবে ভারসাম্য হারানর আগেই ওকে ধরে ফেলল সলটার। ওর ডান কাঁধ আঁকড়ে ধরল তানিয়া। দুজনের মুখের ব্যবধান এখন মাত্র ইঞ্চি কয়েক। জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলছে তানিয়া। স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে সলটার। ওকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করল না মেয়েটি। অনেকটা আচ্ছন্নের মতই ঝুঁকল সলটার। চুমু খেল ওকে।

তানিয়া অবাক হলেও প্রতিবাদ করল না। সলটারের নিষ্ঠুর ঠোঁটজোড়া কেবলমাত্র একবার স্পর্শ করল তানিয়ার গাল। দ্রুত ঘুরে দাঁড়াল সলটার। নেমে গেল সিঁড়ি বেয়ে।

ঠোঁটজোড়া পুড়ে যাচ্ছে ওর, যেন আগুনের ছ্যাঁকা দিয়েছে কেউ। বুকে আবেগের বান।

তানিয়া সরে গেছে দরজা থেকে। খানিক বাদে নিজের ঘরে চলে এল সলটার। সরু কোমরে গানবেল্টটা পরে নিল। বাঁ হাত এখনও অকেজো প্রায়। ফলে ওটা ব্যবহৃত হল সামান্যই। সিক্সগানটার গুলি পরীক্ষা করে হোলস্টারে ভরল। এগোল কোণের দিকে। রাইফেলগুলো রয়েছে ওখানে। উইনচেস্টার আর কোল্ট দুটোর জন্যে বাড়তি কার্তুজ রয়েছে স্যাডলব্যাগে। বার্ন থেকে ব্যাগগুলো নিয়ে নিলেই হল। দ্রুত পায়ে সে বেরিয়ে এল ঘর ছেড়ে। নেমে এল নিচে। রান্নাঘরে। কাজে ব্যস্ত ছিল তানিয়া। পায়ের শব্দ শুনে ঘুরে তাকাল। কেমন যেন

অপরাধবোধ হচ্ছে সলটারের। মনে হচ্ছে মস্ত অন্যায় করে ফেলেছে।

'আমি দুঃখিত, তানিয়া,' বলে বসল সে। 'হঠাৎ কি যে হয়ে গেল—'

ওকে কথা শেষ করতে দিল না তানিয়া। 'একটা ব্যাগে করে তোমার খাবার দিয়ে দিচ্ছি।' ওর দিক থেকে চোখ সরাল না সে। প্রচণ্ড অনুতাপ হচ্ছে সলটারের। কিন্তু কাউহ্যাণ্ডকে বিয়ে করার ব্যাপারে বলা তানিয়ার কথাগুলো মনে পড়তেই শক্ত হল। সে তো ভদ্রলোক নয়! কাজেই অভদ্রের মত কাজ তো সে করতেই পারে। একজন কাউহ্যাণ্ডের পক্ষে এটাই স্বাভাবিক। চোয়াল শক্ত হল ওর।

তানিয়া খাবারের ব্যাগ আনা অবধি অপেক্ষা করল সলটার। তারপর ব্যাগটা নিয়ে ধন্যবাদ জানিয়ে দরজার দিকে এগোল। দরজার কাছে পৌঁছতেই পিছু ডাকল তানিয়া। থমকে দাঁড়াল সলটার।

'সাবধানে থেক,' বলল সে। 'পারলে বাবা আর জোহানের বিবাদটা মিটিয়ে দাও।'

'সব সময় তো তাই-ই করি,' নিজের কানেই কর্কশ ঠেকল সলটারের গলা। কালো হয়ে গেছে তানিয়ার মুখ। জঘন্য! ভাবল ও। সামান্য একজন কাউহ্যাণ্ড ছাড়া কিছুই নয় সে। উইলবার অসকারের মত ভদ্রতা বা মার্জিত ব্যবহার ওর কাছ থেকে আশা করা যায় না। সারাটা জীবন র‍্যাঞ্চেই কাটিয়েছে সে। লেখাপড়ার সুযোগ পায়নি অসকারের মত। সে অভদ্রতা করবে না তো করবেটা কে? ক্রুদ্ধ সলটার ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। বারান্দায় বেরিয়ে এসে দেখল ওর ঘোড়া নিয়ে আসছে জো। ওদিকে করালে স্যাডল পরাতে ব্যস্ত মার্টিন।

'তুমি তৈরি?' প্রশ্ন করল জো, 'কষ্ট হবে কিন্তু, সলটার।'

'হোক,' বলল সলটার। 'খাবার নিয়েছ তো?'

'হ্যাঁ,' বলল জো। 'তুমি এক কাজ কর, সলটার। বাইরে বেরুনর আগে স্যাডলে চেপে একটু প্র্যাকটিস করে নাও।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানাল সলটার। উইনচেস্টারটা রাখল স্যাডলবুটে। রেকাবে বাঁ পা রাখল সে। স্যাডলহর্ন চেপে ধরে উঠে বসল স্যাডলে। দাঁত চেপে ব্যথাটা সহ্য করল ও। গত কদিন করালে আটকা ছিল ঘোড়াটা। ফলে মনের আনন্দে তিড়িং বিড়িং করে নাচতে লাগল ওটা। দ্রুত ঘোড়াটাকে নিয়ন্ত্রণে আনল সলটার। করালের দিকে ঘোড়া ছোটানর সময় কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমল তার।

বাঙ্কহাউসের কাছে লাগাম টেনে ঘোড়া থামাল সে। ওকে লক্ষ্য করছে কয়েকজন কাউহ্যাণ্ড, বাঙ্কহাউসের দরজায় দাঁড়িয়ে।

'কেমন বুঝছ, সলটার?' প্রশ্ন করল বিলি।

'পারব,' জবাব দিল সে। 'তোমরা তৈরি থেক। সাহায্যের দরকার পড়লে

জোকে পাঠাব।'

'আমরা এখনই তোমার সঙ্গে গেলে অসুবিধে আছে?' বলল টমলিন।

'সময় হোক, নিশ্চয়ই যাবে,' সকলের উদ্দেশ্যে বলল সলটার। 'তোমরা ধৈর্য হারাচ্ছ কেন বুঝছি না আমি। রাসলারদের সঙ্গে হঠাৎ গোলাগুলি শুরু হলে আমরা অনেকেই মরব। তোমরা সবাই একসাথে মরতে চাও নাকি?'

ওরা জবাব দিল না কেউ। ঘোড়ার মুখ ঘোরাল সলটার। মার্টিন আর জোকে ঘোড়ায় বসা অবস্থায় দেখতে পেল সে।

গেটের দিকে ঘোড়া ছোটাল সলটার। মরিয়া হয়ে চেপে ধরল লাগাম। তীরবেগে ছুটল ঘোড়া। মুখে বাতাসের ঝাপটা লাগছে সলটারের। কানে আসছে খুরের শব্দ। রক্ত গরম হয়ে উঠল ওর। এ মুহূর্তে ব্যথাটা অনেক কম বোধ করছে সে। খোলা র‍্যাঞ্চ ধরে ছুটছে ঘোড়া। জোহানের পথ অনুসরণ করে। ওর পিছু নিল জো আর মার্টিন।

খানিক বাদেই সলটারের মনে হল ভুল করেছে সে। র‍্যাঞ্চে বিশ্রাম নেয়াই উচিত ছিল তার। কিন্তু পরক্ষণেই ভেতর ভেতর প্রচণ্ড দৃঢ়তা অনুভব করল। জোহানের ট্র্যাক চলে গেছে শহরের দিকে। তারমানে বাফেলো ফ্ল্যাটে যাচ্ছে ওরা, ভাবল সলটার। গত শনিবার যেখানে শেষ করেছিল আজ আবার সেখান থেকে শুরু করতে হবে।

লাগাম টেনে ধরল সলটার। যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়েছে সে। কাউবয় দুজন চলে এল তার কাছে। তাদের ধূলিমলিন চেহারায় উদ্বেগের ছাপ।

'তুমি ফিরে যাও, সলটার,' বলল জো। স্যাডলে সোজা হয়ে বসেছে সে। 'আমাদের ওপর ভরসা রাখতে পার। জোহানের সঙ্গে যথেষ্ট ভাল সম্পর্ক আমাদের। আমরাই ফিরিয়ে আনতে পারব তাকে।'

'আমাকে নিয়ে চিন্তা কোরো না। আমি পারব। যেতে আমাকে হবেই,' দৃঢ় স্বরে বলল সলটার।

'জানি তোমাকে বুঝিয়ে কাজ হবে না,' শ্রাগ করল জো। 'আমরা সবাই তোমার পাশে আছি, সলটার।'

'ধন্যবাদ, জো,' সন্তুষ্ট হয়ে বলল সলটার। 'চল রওনা দিই। শহরে গিয়ে সন্ধে পর্যন্ত অপেক্ষা করব আমরা। তারপর ঢুকব স্যালুনে।'

দ্রুতবেগে ছুটল তিন ঘোড়সওয়ার। পুরো যাত্রাটা সলটারের কাছে দুঃস্বপ্নের মত ঠেকল। শহরের কাছাকাছি পৌঁছে বাফেলো ফ্ল্যাট চোখে পড়তে আবার লাগাম টেনে ধরল সলটার।

'সময় নষ্ট করে লাভ নেই,' বলল সে। 'শেরিফের সঙ্গে দেখা করব আমি। জো, আমি চলে যাওয়ার পর পায়ে হেঁটে আশপাশটা ঘুরে দেখবে তুমি। জোহানকে দেখার চেষ্টা করবে। ও নিশ্চয়ই স্যালুনে কিংবা হেলগা ডিকসনের

কেবিনে রয়েছে। খেয়াল রাখবে ও যেন তোমাকে দেখতে না পায়। ও কোথায় আছে, কি করছে জানতে হবে আমাদের।'

'ঠিক আছে, বস্,' বলল জো।

'আমার কাজটা কি?' জানতে চাইল মার্টিন। 'আমি বেকার বসে থাকব?'

'না, আমাকে অনুসরণ করবে তুমি। আমি বেঁচে থাকি এটা চায় না অনেকেই। সামনের দিকটা সামলাব আমি। কিন্তু পেছনটা তো আর দেখতে পাচ্ছি না সর্বক্ষণ। তুমি খেয়াল রাখবে। পারবে না?'

'অবশ্যই,' হোলস্টারে হাত রেখে বলল মার্টিন। 'গুলি করছে কোন্ হারামজাদা? তোমার কোন ধারণা আছে?'

'মনে হয় আরেকবার দেখলে চিনে ফেলব,' সলটার বলল ধীরে ধীরে। 'ওর মুখ দেখতে পাইনি আমি। কিন্তু শরীরের কাঠামোটা স্পষ্ট চোখের সামনে ভাসছে। কেবল আরেকবার দেখতে পেলেই হল।'

'দেখলে আমাদেরও জানাবে,' চারদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে বলল জো, 'উচিত শিক্ষা দিয়ে দেব।'

শহরে পৌঁছে গেল ওরা। কাউবয় দুজনকে রেখে একাই চলল সলটার। আস্তাবল পেরনর সময় মনে পড়ে গেল হার্পারের কথা। এখান থেকেই দুর্ঘটনার দিন বেরিয়েছিল সে, হার্পার আর জোহান। মাত্র এক সপ্তাহ আগের কথা। অথচ মনে হচ্ছে যেন কত যুগ পেরিয়ে গেছে। শেরিফের অফিসের সামনে ঘোড়া থামাল সে।

নতুন শেরিফ অফিসেই ছিল। তাকে ভালমতই চেনে সলটার। ম্যাকডারমট বুড়ো হলেও আইনের মারপ্যাঁচ ভাল বোঝে। এক সময় এলসওয়ার্থ আর ডজ সিটির টাউন মার্শাল ছিল সে। দায়িত্ব পালন করেছে যোগ্যতার সঙ্গেই। ওকে দেখে শেরিফ উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে। লম্বা লোকটা সামান্য ঝুঁকে পড়েছে বয়সের ভারে। চোখা মুখটাতে বুদ্ধিমত্তার ছাপ। সরু চোখ। ক'গোছা সাদা চুল, টাক ঢাকার জন্যে আঁচড়েছে সামনের দিকে।

'সলটার, তোমাকে দেখে খুব ভাল লাগছে। কিন্তু জখম না সারতেই আবার বেরিয়ে পড়লে?'

'কেমন আছ, ম্যাক,' বলল সলটার। 'ব্যথা নিয়েই শহরে আসতে হল। তাই ভাবলাম তোমার সঙ্গে দেখা করে যাই। গত শনিবারের ঘটনার স্টেটমেন্ট লাগবে না?'

'হ্যাঁ। আসলে ধাক্কা সামলে ওঠার জন্যে সময় দিচ্ছিলাম তোমাকে,' নতুন শেরিফ বলল, 'আমি অবশ্য কাজে নেমে পড়েছি। জান তো, রাদারফোর্ড আমার ডেপুটি। ঘটনাস্থলে রয়েছে এখন সে, ট্র্যাক খুঁজছে, অনুসরণ করছে। আমি বলেছি যতদিন লাগে লাগুক, খুনী কোথায় গেছে খুঁজে বার করা চাই।'

'ওটাই একমাত্র উপায়,' সম্মতি জানাল সলটার। 'আমি ব্যাটাকে স্পষ্ট দেখতে পাইনি। ঘটনাটা খুব দ্রুত ঘটে গিয়েছিল। আমাদের জন্যে যেন ওঁৎ পেতেই ছিল ও। দুটো গুলি করে আমাকে আর শেরিফকে শুইয়ে দিয়েছিল।'

'ঠাণ্ডা মাথার খুনী!' ম্যাকডারমট রাগতস্বরে বলল। 'তবে ধরা ওকে পড়তেই হবে।'

'আজ বক্স ডব্লিউতে একদফা গোলাগুলি হয়ে গেছে। আমাকে লক্ষ্য করে গুলি করেছে। ভাগ্য ভাল লাগেনি কারও। জানালার কাঁচ ভেঙেছে কেবল, আর কটা ফুটো হয়েছে দরজায়।'

'তোমার পিছে লেগেছে কেউ,' জ্বলে উঠল শেরিফের চোখজোড়া। 'কে, সলটার?'

'জানলে তো ভালই হত,' চেয়ারে বসে পড়ে বলল সলটার। 'মুশকিল হচ্ছে ওরা আচমকা হামলা করছে, আমার মুখোমুখি হতে চাইছে না। আমি তো তৈরিই আছি।'

'গত শনিবার কি হয়েছিল?' ঠাণ্ডা গলায় প্রশ্ন করল শেরিফ। তবে সলটার বুঝল কি বলতে চায় সে। 'ম্যাকগ্রর সঙ্গে তোমার লাগালাগির ব্যাপারটা জানি আমি। ওকে সন্দেহ হয়?'

'প্রমাণ ছাড়া কাউকে অভিযুক্ত করি কিভাবে বল?'

'তা তো অবশ্যই। প্রমাণ লাগবে। শুধু গত শনিবারের ঘটনাই না, তোমার বাবার হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারটাও ভুলিনি আমি। আমার দায়িত্ব নেয়ার একটা কারণ সেটাও। রহস্যটা উদ্ঘাটন আমি করবই।'

'আমিও ভুলিনি,' বলল সলটার। 'বাবার খুনীকে যে করে হোক খুঁজে বার করবই। অবশ্য যদি সে এর মধ্যে মারা গিয়ে না থাকে।'

'আমিও আছি তোমার সঙ্গে। যাই হোক, তুমি শহরে কি জন্যে এসেছ?'

জর্জ ওয়াগনার আর তার ছেলের ঝগড়ার কথা সলটার খুলে বলল শেরিফকে। তবে শহরে জোহানের আনাগোনা আর ম্যাকগ্রর সঙ্গে বন্ধুত্বের কারণ সম্বন্ধে ওর নিজের সন্দেহগুলো প্রকাশ করল না। পুরো সন্দেহটাই অনুমান নির্ভর। এ ব্যাপারে খামোকা শেরিফকে প্রভাবিত করা উচিত নয়।

'জোহান জমে গেছে এখানে,' ম্যাকডারমট স্বীকার করল। 'ওকে জড়িয়ে অনেক গুজব কানে এসেছে আমার। তার মধ্যে নিশ্চয় কিছু সত্যতা আছে। তোমার জায়গায় আমি হলে ওকে বাফেলো ফ্ল্যাট থেকে হিঁচড়ে নিয়ে গিয়ে বক্স ডব্লিউতে বেঁধে রেখে দিতাম।'

'প্রয়োজন পড়লে তাই করব,' সলটার বলল। 'স্টেটমেন্টের ব্যাপারটা?'

'এখন না,' জবাব দিল নতুন শেরিফ। 'আগে আরও চেকিং হোক; তারপর।'

'ঠিক আছে। আমি চলি তবে,' বিদায় নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল সলটার।

একপাশে দাঁড়িয়ে ইতিউতি চাইল। কাছেই কোথাও ঘাপটি মেরে রয়েছে হয়ত রজার হার্পারের খুনী। ওর দিকে হয়ত রাইফেল তাক করে রেখেছে এ মুহূর্তে। কেবল ট্রিগার টেপার অপেক্ষা! ভাবনাটা মাথায় আসতেই হোলস্টারে হাত চলে গেল সলটারের।

ছয়

আকাশের দিকে চাইল সলটার, আঁধার ঘনিয়ে আসছে। জোহানকে খুঁজে বার করে তার সঙ্গে কথা বলতে হবে। জর্জ ওয়াগনারের ওপর খেপে উঠল সে মনে মনে। জোহানের সঙ্গে এমন ব্যবহার না করলেও চলত। জোহানকে দিয়ে সত্যি কথা বলিয়ে নেয়ার সুযোগটা নষ্ট করে দিল জর্জ। তবে হাল ছাড়ার পাত্র নয় সলটার। সুযোগ সে বার করবেই।

স্যালুনের দিকে হাঁটা ধরল ও। ওর পেছনে দেখতে পেল মার্টিনকে। নিশ্চিন্ত হল সে। বিপদের সম্ভাবনা দেখলেই সতর্ক করে দেবে মার্টিন।

স্যালুন খোলাই ছিল। গোটা দুয়েক প্রদীপ জ্বলছে ভেতরে। ব্যাটউইং ডোরের ওপর দিয়ে তাকাল সলটার। বারের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে জো। তবে জোহানকে দেখা গেল না ভেতরে। সলটার ঢুকে পড়ল স্যালুনে। মুহূর্ত পরেই ওকে অনুসরণ করে ঢুকল মার্টিন। নিজেদের জন্যে বিয়ার কিনল সলটার। বারের কাছে দাঁড়িয়ে গল্প করতে লাগল ওরা।

'জোহানের টিকিটিও দেখলাম না,' জো বলল। 'আস্তাবলের বাইরে হিচিং রেইলে রয়েছে ওর ঘোড়া। বোধহয় শহরে বেশিক্ষণ থাকার ইচ্ছে নেই। টেণ্ডার বলেছে গত শনিবার তুমি জোহানকে স্যালুন থেকে নিয়ে যাওয়ার পর আর দেখেনি ওকে।'

'হেলগা ডিকসন,' বলল সলটার। 'ওখানেই রয়েছে সে। আমি চিনি ওকে। বাপের সঙ্গে ঝগড়া করে এসেছে। কাজেই এখন সহানুভূতি দরকার ওর।'

'কিন্তু ম্যাকগ্র দেখে ফেললে বিপদ আছে,' জো বলল।

'তুমি জান না, জো,' বলল সলটার। 'ম্যাকগ্র জোহানকে উৎসাহিত করছে মেয়েটির সঙ্গে সময় কাটানর জন্যে। কেন, সেটাই রহস্য।'

জো-র রুক্ষ মুখে বিস্ময় লক্ষ করে হেসে ফেলল সলটার। 'প্রথমে শুনে আমিও বিশ্বাস করিনি। চল, হেলগার কেবিনে গিয়ে দেখি জোহান রয়েছে কিনা।'

বিয়ার শেষ করে বেরিয়ে এল ওরা। ছায়া দীর্ঘায়িত হচ্ছে। দূরের চূড়াগুলোর আড়ালে অদৃশ্য হয়েছে সূর্য।

'তুমি পিছন থেকে আমাদের কভার দাও, মার্টিন,' রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে পড়ে

নির্দেশ দিল সলটার। মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানাল মার্টিন। ওদের এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেয়ার জন্যে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। ওরা খানিকদূর এগোতেই পিছু নিল। চোখজোড়া সদাসতর্ক। প্রয়োজনের মুহূর্তে সিক্সগানটা টেনে বার করার জন্যে তৈরি রয়েছে হাত।

সলটার দাঁড়িয়ে পড়ল হঠাৎ, চাইল চারপাশে। বাফেলো ফ্ল্যাট নিস্তব্ধ। আজ শুক্রবার। এসময়ে প্রচুর লোক থাকার কথা স্যালুনে। আশপাশের বাড়িঘর-গুলোতে আলো জ্বালানো হয়েছে। ডান দিকে মোড় নিল সলটার। হেঁটে চলল ফুটপাথ ধরে। এসে থামল এক সারি বাড়ির সামনে। শহরের এ এলাকায় স্বল্প আয়ের লোক-জন বাস করে। গোটা ত্রিশেক বাড়ি রয়েছে এখানে।

'ওইটাতে স্যালুনের মেয়েরা থাকে,' একটা কেবিনের দিকে আঙুল তাক করল জো। অন্যান্য বাড়িগুলোর চেয়ে খানিকটা তফাতে রয়েছে ওটা।

'তুমি জানলে কিভাবে?' প্রশ্ন করল মার্টিন। তবে জবাব শোনার জন্যে অপেক্ষা করল না। হেসে উঠল দু'জনেই।

এগোল সলটার। লণ্ঠন জ্বলছে কেবিনে। সে আশা করল জোহানকে পাবে ওখানেই। কেবিনের কাছে পৌছে থেমে দাঁড়াল সলটার। ফিরল দুই সহযাত্রীর দিকে।

'আড়াল নাও তোমরা। চোখ-কান খোলা রাখবে,' বলল সে। 'জোহানের সঙ্গে আমার একা কথা বলাই ভাল।'

'দেখো, ভাল্লুকটার খপ্পরে পড়ো না যেন,' বলল জো। 'ম্যাকগ্র সম্ভবত শহরেই আছে। এবং এ জায়গাটাই সবচেয়ে পছন্দ তার।'

'আমাকে চিনতে বাকি নেই ওর,' ঘোষণা দিল সলটার। ঘুরল সে। পৌছে গেল কেবিনের দরজার কাছে। টোকা দিল বার কয়েক। কয়েক সেকেণ্ডের বিলম্ব, তারপর ছিটকিনি খোলার শব্দ হল ভেতর থেকে। খুলে গেল দরজা। সামনে দাঁড়ানো মেয়েটিকে চেনে সলটার। হেলগা ডিকসনের বয়স বড় জোর বাইশ। লম্বা, সোনালি চুলগুলো ছড়িয়ে রয়েছে কাঁধের ওপর। নিঃসন্দেহে সুন্দরী। হেলগার তাকানর ভঙ্গি দেখে মনে হল যেন সলটারের জন্যেই অপেক্ষা করছিল সে।

'কি খবর তোমার?' অভ্যস্ত কণ্ঠে বলল সে। 'কুকুর হারিয়েছ আবার?'

মৃদু হাসল সলটার। জোহানকে বারবার বক্স ডব্লিউতে ফিরিয়ে নিয়ে যায় সে। ফলে ব্যাপারটা সবার কাছেই তামাশা হয়ে দাঁড়িয়েছে এখন।

'ও আছে এখানে? থাকলে একটু ডেকে দাও। পাঁচ মিনিটের বেশি সময় নেব না,' বলল সলটার।

'এখানে নেই, ডিয়ার,' জবাব দিল মেয়েটি। 'আমি ম্যাকগ্রর জন্যে অপেক্ষা করছি। তবে চাইলে ভেতরে আসতে পার। গত শনিবারের ঘটনা শুনেছি আমি।

তোমার পক্ষেই সম্ভব। সেদিনের পর ম্যাকগ্রর সব কিছুর ওপরে তোমার অধিকার এসে গেছে। এমনকি আমার ওপরেও।'

'ধন্যবাদ,' সলটারের হাসি দু'কানে গিয়ে ঠেকল। 'জোহানকে খুব দরকার আমার। ওকে সত্যিই দেখনি?' প্রসঙ্গ পাল্টাল সে।

'এসেছিল। ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছি। বলেছি ম্যাকগ্র আসছে।'

'ও,' ঘুরে রওনা দেয়ার সময় আবার দাঁড়িয়ে পড়ল সলটার। 'জোহান কোথায় গেছে বলেছে কিছু?'

'উঁহুঁ। আমাকে কিছু বলে না ও।'

'তাই? আমি ভেবেছিলাম তোমরা খুব ঘনিষ্ঠ,' কথা আদায়ের চেষ্টা করল সলটার। কিন্তু ওর ফাঁদে পা দেয়ার মেয়ে হেলগা নয়। চরে খায় সে। বিদ্রূপাত্মক হেসে সলটারের মুখের ওপর দড়াম করে দরজা বন্ধ করল ও। ছিটকিনি লাগিয়ে দিল।

ঠোঁট চাপল সলটার, ক্ষতস্থান ব্যথা করছে। কাউবয় দুজনের কাছে ফিরে এল সে। 'নেই,' হতাশ কণ্ঠে বলল সে। 'এসে চলে গেছে। হেলগা বলল আজ রাতে ম্যাকগ্র আসবে। হয়ত ওর সঙ্গে দেখা করার জন্যে শহরের বাইরে গেছে জোহান।'

'আমার তা মনে হয় না, খুব সম্ভব ম্যাকগ্রর জন্যে কোথাও ঘাপটি মেরে অপেক্ষা করছে সে,' জো বলল।

'হতে পারে,' সলটার বলল। 'জো, তুমি এক কাজ কর। আস্তাবলে গিয়ে লুকিয়ে বসে থাক। ম্যাকগ্র নিশ্চয়ই একা আসবে না। সঙ্গে লোকজন থাকবে। ওদের সঙ্গে কথা বলবে সে, তুমি আড়ি পেতে শুনবে কি বলে। কিছুতেই ধরা পড়া চলবে না কিন্তু। বুঝেছ?'

সজোরে মাথা ঝাঁকাল জো। ঘুরে রওনা দিল। মার্টিন রইল সলটারের সঙ্গে। নির্দেশের অপেক্ষা করতে লাগল সে। চুপ করে রয়েছে সলটার। ভাবছে। জোহানকে না পাওয়া পর্যন্ত কিছুই করার নেই ওদের, সতর্ক থাকা ছাড়া। খুনীর টার্গেট হওয়ার কোন ইচ্ছে নেই ওর। তারচেয়ে সরাসরি সাক্ষাৎ হওয়াই ভাল। খুনী ম্যাকগ্র নিজে বা ওর র‍্যাঞ্চের আর কেউ হতে পারে। শহরে এসে সলটারকে ঘুরে বেড়াতে দেখলে মাথা খারাপ হয়ে যাবে ম্যাকগ্রর। হয়ত আবার খুন করার বা করানর চেষ্টা করতে পারে। সলটারকে পেছন থেকে মার্টিন কভার দিলে খুনী আর তার চান্স সমানই বলতে হবে। মার্টিনকে পরিকল্পনার কথা জানাতেই প্রবল আপত্তি করল সে।

'বোকামি কোরো না, সলটার,' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মার্টিন। 'তুমি মারা পড়লে নিজেকে কোনদিন ক্ষমা করতে পারব না আমি। যদি ওকে দেখতে না পাই তবে? যদি পিস্তল ড্র করতে দেরি হয়ে যায় আমার? না, এতবড় ঝুঁকি কিছুতেই

নেব না আমি।'

'আমার জান গেলে যাক,' বলল সলটার। 'ঝুঁকি আমি নেবই।'

'ব্যাপারটা আমার পছন্দ হচ্ছে না, সলটার,' অসন্তোষভরে বলল মার্টিন। 'তুমি আমার বস্, যা বলবে তাই করতে বাধ্য আমি। তবে একটা অনুরোধ করব, নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে চলবে। নইলে কভার করতে পারব না।'

হেসে সায় দিল সলটার। হাঁটা ধরল মেইন রোডের দিকে। রাস্তার আলোয় জোর শরীরটা চোখে পড়ল ওর। রাস্তার উল্টোদিকে চলে গেল সলটার। ছোট স্যালুনগুলো চেক করার জন্যে। পুরো রাস্তাটা হেঁটে এল সে। তার পিছে সর্বক্ষণ লেগে রইল মার্টিন।

ছোট শহরটা সম্পূর্ণ খোঁজার পর বিরক্ত হয়ে পড়ল সলটার। জোহান নেই কোথাও। রাস্তার এক কোণে থামল সে। তার কাছে ঘেঁষে এল মার্টিন। কয়েকটা নিশ্চুপ মুহূর্ত কাটল। তারপর সলটার ঘুরে হাঁটা দিল আস্তাবলের দিকে। ম্যাকগ্রর আসার সময় হয়ে এল বোধহয়, ভাবল সে।

উঠনে যখন প্রবেশ করল ওরা তখন আলো নেই আস্তাবলে। একটা ওয়াগনে গাদা করা রয়েছে খড়, সেটার ছায়ায় এসে দাঁড়াল সলটার। জো ভেতরে রয়েছে। কাজেই ওদের ঢোকার কোন দরকার নেই। ওয়াগনের ছায়ায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল ওরা। দূরের স্যালুনগুলো থেকে ভেসে আসছে হৈ-হল্লার ক্ষীণ শব্দ। এভাবে কতক্ষণ কেটে গেছে জানা নেই সলটারের। হঠাৎ খুরের শব্দে সচকিত হল ওরা। দু'জনে খানিকটা চেপে এল ওয়াগনের গায়ে। চার অশ্বারোহী উঠন পেরিয়ে ঢুকল ভেতরে। তারপর এল আস্তাবলের দিকে।

ব্যথা ভুলে গেল সলটার। সতর্ক হয়ে গেছে। চারজনের প্রথমজন বক্স ও-র ফোরম্যান ম্যাকগ্র। সলটারের ঠিক উল্টোদিকে, ওয়াগনের অন্যপাশে ঘোড়া থামাল সে।

'শোন,' সহযাত্রীদের উদ্দেশে বলল, 'আমি কোন গোলমাল চাই না, কথাটা আবার বলে রাখছি। নতুন শেরিফ হার্পারের চেয়েও বদমাশ। কার্টলি, তুমি শহরের খবরাখবর জোগাড় করবে। জানা দরকার এখানকার কি অবস্থা। সলটার শহরে এসেছিল কিনা বা এখনও রয়েছে কিনা জানতে হবে।'

'আচ্ছা,' দ্রুত ঘোড়া ছোটাল একজন। বাকি দু'জন ম্যাকগ্রর কাছাকাছি হল।

'জোহান ওয়াগনার সম্ভবত শহরেই রয়েছে,' ওদের উদ্দেশে বলল ম্যাকগ্র, 'ওকে খোঁজ। জরুরি কথা আছে। হেলগার কেবিনে যেতে বলবে ওকে। আমি ওখানেই থাকব।'

লোক দু'জন নেমে ঘোড়া নিয়ে ঢুকল আস্তাবলে। সোজা হল সলটার। দেখল উঠন পেরিয়ে গেল ম্যাকগ্র। মার্টিনের দিকে চাইল সে। ঝলসে উঠতে দেখল কাউবয়-এর সাদা দাঁত।

'হেলগার কেবিনে গেল ম্যাকগ্র। আমাদেরও যাওয়া দরকার,' কঠোর গলায় বলল মার্টিন। 'মনে হচ্ছে জোহানের সঙ্গে বোঝাপড়া করবে ম্যাকগ্র।'

'হ্যাঁ। কিন্তু জোহান কোথায়? শহর ছেড়ে চলে গেল নাকি?'

'নাহ্। ম্যাকগ্র হাজির হয়েছে, কাজেই জোহানের দেখা মিলতে দেরি হবে না,' বলল মার্টিন। 'আমাদের তৈরি থাকতে হবে।'

হঠাৎ হুড়োহুড়ির শব্দ শোনা গেল আস্তাবলে। কানখাড়া করল সলটার। একটা ঘোড়া খুর দাপাল। সঙ্গে সঙ্গে অন্যগুলোও তাল মেলাল। চাপা আওয়াজ করল কে যেন। আস্তাবলের দিকে পা বাড়াল মার্টিন। ওর হাত চেপে ধরল সলটার।

'দাঁড়াও,' বলল সে। 'জো না-ও হতে পারে লোকটা। সাবধানে চল, দেখি গিয়ে।'

ওয়াগনের আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এল ওরা। আস্তাবলের এক পাশের ফাঁকা জায়গা পেরোল। সামনের দিকের এক কোণে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। লণ্ঠনের আলো বেরিয়ে আসছে কাঠের ফোকর দিয়ে। একটা কাঠের ফুটোয় চোখ রাখল সলটার। বার্নের দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে রয়েছে ম্যাকগ্রর সেই দুই স্যাঙাৎ। ঘরের অন্ধকার কোণের দিকে চেয়ে রয়েছে তারা। লণ্ঠনের আলো পৌঁছেনি এ অংশে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একই লক্ষ্যে তাকাল সলটারও। খিস্তি করল এক লোক। জো, তবে দেখা গেল না তাকে। এদিকে দরজায় দাঁড়ানো দু'জনের মধ্যে একজনের হাতে এখন সিক্সগান।

'জলদি বেরিয়ে এস,' অস্ত্রধারী গর্জাল। 'দেরি করলে ঝাঁঝরা করে দেব। কে তুমি? এখানে লুকিয়ে কি করছ?'

অধীর হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল সলটার আর মার্টিন। দু'জনেরই হাত চলে গেছে কোমরে। হোলস্টারে। ক' মুহূর্ত বাদে আলোয় বেরিয়ে এল জো। পোশাক থেকে খড়কুটো ঝাড়তে ঝাড়তে। 'হচ্ছেটা কি এখানে?' বিরক্ত কণ্ঠে জানতে চাইল সে।

'বক্স ডব্লিউ-এর রাইডার,' বলল একজন। 'লুকিয়ে বসে করছটা কি এখানে?'

'লুকিয়ে থাকব কেন?' পাল্টা প্রশ্ন করল জো, 'চোখটা লেগে এসেছিল। বিয়ার পেটে পড়েছে কিনা।'

'শহরে কি করছ?'

'তোমার তাতে কি দরকার?' কর্কশ কণ্ঠে কথাগুলো বলল জো। শঙ্কিত হল সলটার। এমুহূর্তে গোলমাল চায় না সে।

'দরকার আছে,' বলল সিক্সগানওয়ালা। 'পিস্তলটা ফেলে দাও। নইলে বাপের নাম ভুলিয়ে দেব।'

এবার বার্নের সামনের দিকে এগোল সলটার। তার পিছনে মার্টিন। শুনতে পেল ভেতরে তর্ক করে চলেছে জো। দ্রুততর হল সলটারের চলার গতি। লোক দু'জনের ঠিক পেছনে এসে দাঁড়াল সে। ওরা ততক্ষণে প্রায় পৌঁছে গেছে জো-র কাছে। একজনের হাতে অস্ত্র।

'দাঁড়াও,' তীক্ষ্ণকণ্ঠে আদেশ করল সলটার। পাঁই করে ঘুরল ওরা। কোল্টের বাঁটে সলটারের হাত, কিন্তু ড্র করার চেষ্টা করল না সে। লোক দুটোর পেছনে জো এর হাতে পিস্তল এসে গেছে তখন।

'ও, সলটার। তারমানে সুস্থ হয়ে উঠেছ।' অস্ত্রধারীর কণ্ঠে রাজ্যের বিরক্তি ঝরে পড়ল।

'দুঃখ পেয়েছ মনে হয়,' বিদ্রূপ করল সলটার। 'আমার লোককে হুমকি দিচ্ছ কেন?'

'ও এখানে আড়ি পেতেছিল।'

'তাতে ক্ষতি কিসের?' দ্রুত প্রশ্ন করল মার্টিন। 'জো তোমাদের কথা শুনে ফেলেছে? অসুবিধে কি? তোমরা নিশ্চয়ই ষড়যন্ত্র করছিলে না।'

'হ্যাণ্ডগান ফেলে দাও,' লোক দুটোর পেছন থেকে বলল জো।

'বাদ দাও, জো,' বলল সলটার। দরজা ছেড়ে দাঁড়াল সে। লোক দু'জনকে চলে যেতে ইঙ্গিত করল। দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে উঠন পেরোল ওরা। তারপর রাস্তায় পৌঁছে দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেল।

'মুশকিলে ফেলে দিলে, জো,' বলল সলটার, 'ওরা এরপর তৈরি হয়ে থাকবে।'

'তৈরি ওরা হয়েই রয়েছে। ম্যাকগ্রর কথাতে বোঝনি?' শান্ত অথচ জোরালভাবে কথাগুলো বলল মার্টিন। 'আমাদের কাজ এখন জোহানকে খুঁজে বার করা।'

'ঠিক,' ঘুরল সলটার। 'এই লোক দুটো এক্ষুণি গিয়ে ম্যাকগ্রকে সব জানাবে। আমাদের কথা জেনে যাবে ম্যাকগ্র। আচ্ছা, জো, তুমি তো আলাদা হয়ে গিয়েছিলে, জোহানকে দেখেছ?'

'না, এবার কোথায় লুকিয়েছে কে জানে।'

'ম্যাকগ্রও হন্যে হয়ে খুঁজছে তাকে। কেন কে জানে,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল মার্টিন। সলটারের পিছু পিছু বেরিয়ে এল বার্ন থেকে।

মেইন রোডে আবছা অন্ধকার। র‍্যাঞ্চ ও-র লোক দুটোকে দেখা গেল না কোথাও। স্যালুনগুলো পেরনর সময় জোহানকে আরেকবার করে খুঁজে গেল সলটার। নেই। খুব সম্ভব র‍্যাঞ্চে ফিরে গেছে সে। তবে পরক্ষণেই বুঝল এটা কষ্ট কল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়। জোহানের জন্যে দুশ্চিন্তা বাড়ছেই তার।

'মার্টিন,' বলল সে। 'তুমি হেলগার কেবিনে ফিরে যাও। লোক দুটো

ম্যাকগ্রকে কি বলে লুকিয়ে শোনার চেষ্টা করবে। জো, তুমি ফলো কর আমাকে।' রওনা দিল মার্টিন। রাতের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল সে।

জোকে নিয়ে হাঁটা ধরল সলটার। ম্যাকগ্রর কথা ভাবছে সে। নতুন কি ফন্দি আঁটছে র‍্যাঞ্চ ও-র ফোরম্যান? কার্টলি নামের এক লোক এ মুহূর্তে রয় সলটারের খোঁজ করছে শহরে। কেন?

শেরিফের অফিসের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ভেতরে চাইল সলটার। ডেস্কে বসে রয়েছে ম্যাকডারমট। দেখে মনে হল চিন্তামগ্ন।

খানিক দূর যেতেই এক লোককে হেঁটে আসতে দেখা গেল ওদের দিকে। লোকটা থেমে দাঁড়িয়ে উঁকি দিল একটা স্যালুনে। বেঁটে-খাটো গড়ন। মার্টিন নয়। ম্যাকগ্রর সেই চর নয় তো?

'যে লোকটা এদিকে আসছে,' জোকে বলল সলটার, 'মনে হয় ম্যাকগ্রর লোক সে। আমাকে খুঁজছে।'

অস্ফুটে কিছু বলল জো। তারপর ফুটপাথের দিকে সরে গেল। আগুয়ান লোকটাকে এখন তাদের দু'জনের মাঝ দিয়ে পেরোতে হবে। ধীর পদক্ষেপে হাঁটতে লাগল ওরা। লোকটা এসময় দেখে ফেলল ওদের। চিনতে চেষ্টা করল। রাস্তার আলো পড়েছে সলটারের মুখে। আগন্তুকের চেহারাও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এখন। এই লোকই ম্যাকগ্রর সঙ্গে আস্তাবলের উঠনে গিয়েছিল। অবয়ব দেখে চিনতে পারল সলটার।

'তুমি রয় সলটার না?' ফুটপাথে দাঁড়িয়ে পড়েছে লোকটা। জোর দিকে একবার তাকিয়েই চোখ ফেরাল সলটারের চোখে।

'হ্যাঁ, কিন্তু তোমাকে তো চিনলাম না,' হোলস্টারে হাত চলে গেল সলটারের। র‍্যাঞ্চ ও-তে বেশ কজন নতুন লোক নেয়া হয়েছে। এ লোকটা তাদের একজন।

'এ কাউন্টিতে নতুন এসেছি আমি। তবে গত সপ্তাহের ঘটনা শুনেছি। তোমাকে সুস্থ দেখে ভাল লাগছে। বেচারা রজার হার্পার! খুব ভাল লোক ছিল নাকি—'

'ঠিকই শুনেছ,' কর্কশ কণ্ঠে বলল জো।

'এ কাউন্টিতে বড় গোলমাল, তাই না?'

'সবে তো শুরু,' সলটার বলল। 'জোহানকে দেখেছ এদিকে কোথাও?'

'না,' দ্রুত জবাব এল। 'চলি।' ফুটপাথ ধরে এগোল লোকটা।

'নতুন লোক হিসেবে বড় বেশি জানে ব্যাটা,' জো মন্তব্য করল।

'হুঁ।'

কিছু একটা বলার জন্যে মুখ খুলেছিল জো। কিন্তু বলা আর হল না। হঠাৎ

গুলির শব্দে কেঁপে উঠল ওরা। পরপর কয়েকটা গুলি হল। তবে ধারে কাছে এল না ওদের। মাজল লাইটের লালচে শিখা চোখে পড়ল সলটারের। মাথা নিচু করে দ্রুত পা চালাল সেদিকে। মার্টিনের জন্যে চিন্তা হচ্ছে। সে রয়েছে ওদিকটাতেই। জোর মাথাতেও একই চিন্তা। অসুস্থ সলটারকে পিছনে ফেলে রেখেই এগিয়ে গেল সে।

সাত

'জো, দাঁড়াও,' প্রায় চিৎকার করে ডাকল সলটার। জোর নাগাল পাওয়ার জন্যে মরিয়া হয়ে চেষ্টা করল ও। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে কাঁধের ব্যথাটা চেগিয়ে উঠল। জো ততক্ষণে মিলিয়ে গেছে চোখের সামনে থেকে। এপথ ধরেই হেলগার কেবিনের কাছে গিয়েছিল মার্টিন। সম্ভবত র‍্যাঞ্চ ও-র লোকেরা দেখে ফেলেছে ওকে। তারপরই এই গুলির ঘটনা ঘটেছে।

মোড়ে পৌঁছে সলটার দেখল জো ঝুঁকে পড়েছে একটা পতিত শরীরের ওপর। সলটারের বাঁ কাঁধটা দপদপ করছে। সেখানটায় হাত চাপা দিল সে।

'মার্টিন?' ঢোক গিলে প্রশ্ন করল সলটার।

'হ্যাঁ,' ফ্যাসফেঁসে শোনাল জোর কণ্ঠ। সিধে হল সে। 'মারা গেছে।'

'বার্ন,' কোনমতে বলল সলটার। 'র‍্যাঞ্চ ও-র লোক দুটো একাজ করে থাকলে ঘোড়ার জন্যে আস্তাবলে গেছে। পালাবে। শিগ্‌গির চল।'

কথা কটা বলেই ঘুরে দৌড় শুরু করল সলটার। প্রাণপণে। ব্যথার পরোয়া করল না। মুহূর্ত পরেই ওকে রেসের ঘোড়ার মত অতিক্রম করে গেল জো। তার ডান হাতে শক্ত করে ধরা রয়েছে বিশাল সিক্সগান।

গুলির কারণ জানার জন্যে বেরিয়ে এসেছিল অনেকে। ওদের দুজনকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে দেখে লাফিয়ে সরে গেল তারা।

'দাঁড়াও,' চেঁচিয়ে নির্দেশ দিল কে যেন। 'নইলে গুলি করব।'

নতুন শেরিফের গলা, চিনতে পারল সলটার। তবে ছোটা থামাল না সে। পেছনে তাকিয়ে চিৎকার করে বলতে লাগল, 'আমি সলটার। মার্টিনকে গুলি করে মেরে ফেলেছে। মোড়ে পড়ে রয়েছে লাশ। খুনী বোধহয় বার্নে গেছে।'

আর কিছু বলল না শেরিফ। ছুটে চলল সলটার। জোকে দেখতে পাচ্ছে না সে। ও এগিয়ে রয়েছে অনেকখানি। আস্তাবলের গেটে এসে থামল। হেলান দিল একটা পোস্টে। পিস্তল ড্র করল। প্রচণ্ড হাঁপিয়ে গেছে সে। জোর পাচ্ছে না পায়ে। মনে হচ্ছে যেন হাঁটু মুড়ে পড়ে যাবে। বহুকষ্টে বার্নের দিকে চলল

সলটার। এ সময় কানে এল গুলির শব্দ। বার্নের ছায়ায় আড়াল নিল সে।

আরও দুবার গুলি হল। বার্নের ভেতরে দরজার কাছে পৌঁছে গেল সলটার। দেখল দরজার পোস্ট ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে লম্বা একটা শরীর। জো। ওর কাঁধে হাত রাখল সে।

'কি ব্যাপার, জো?' অতিকষ্টে কথা কটা উচ্চারণ করল সলটার।

'ওরা বার্নের ভেতরে রয়েছে,' ক্রুদ্ধস্বরে বলল জো। 'আমি দরজার কাছে পৌঁছতেই গুলি শুরু করল। তারপর ঢুকে পড়েছে। পেছন দিক থেকে তাড়িয়ে আনতে হবে শালাদের।'

'এক মিনিট। ওদের চ্যালেঞ্জ করে দেখি,' সলটার বলল। 'আমি জানতে চাই ওরা কারা।'

'ওদের খুন করি আগে, তারপর জেনো,' ভয়ঙ্কর শোনাল জোর কণ্ঠ। 'ওরা খুনী, কোন সন্দেহ নেই। একজন দরজায় পাহারা দিচ্ছিল, আরেকজন ছিল ভেতরে। ঘোড়ার ব্যবস্থা করছিল।'

'তোমার মনের অবস্থা বুঝতে পারছি, জো,' সলটার বলল। 'মার্টিন তোমার প্রিয় বন্ধু ছিল। কিন্তু এ লোক দুটোকে জ্যান্ত ধরা উচিত। তাতে খোলাসা হবে অনেক রহস্য। প্লীজ।'

'ঠিক আছে। এখান থেকে কথা বলে দেখ ওদের সঙ্গে,' হাঁটা দিল জো। 'আমি পেছন দিকে যাচ্ছি।'

মাথা ঝাঁকাল সলটার। জো চলে গেলে পর খানিকটা সহজ হল সে। হাতে পিস্তল নিয়ে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করল। জোকে পজিশন নেয়ার সুযোগ দেয়ার জন্যে। বার্নের ভেতরে এখন কোন সাড়াশব্দ নেই।

'বার্ন ঘেরাও করা হয়েছে,' চেঁচিয়ে বলে উঠল সলটার। 'তোমরা মাথার ওপর হাত তুলে বেরিয়ে এস।'

পরপর কয়েকটা গুলি করে জবাব দিল ওরা। সলটারের মাথার কাছের কাঠে লাগল সেগুলো। কাঠের টুকরো ছিটকে পড়ল ওর মাথায়। মাটিতে শুয়ে পড়ল সলটার। পিস্তলের বাঁটে শক্ত হল হাত। ক্রল করে আস্তাবলের ভেতর দিকে এগোল সে। আবার এক ঝাঁক গুলি বেরিয়ে গেল দরজা দিয়ে। মুহূর্ত পরে তৃতীয় একজন গুলি ছুঁড়তে শুরু করল। প্রথম দুজন তার প্রত্যুত্তর দিল না। নিশ্চুপ রইল।

গুলি চালাচ্ছে জো। ব্যাপারটা পছন্দ হল না সলটারের লোক দুটোকে গোলাগুলি ছাড়া ধরতে পারলে প্রমাণ করা যেত অনেক কিছু। সদ্য ব্যবহৃত অস্ত্রসহ ওদের ধরতে পারলে আইনের চোখে সহজেই দোষী প্রমাণিত হত ওরা। কিন্তু সে আশা ভেস্তে গেছে। হতাশা ঘিরে ধরল ওকে।

'গুলি বন্ধ কর,' উঠনের দিক থেকে চিৎকার করে উঠল কর্কশ একটা কণ্ঠ।

নতুন শেরিফ, ম্যাকডারমট। দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে সে। হাতে পিস্তল।

'জো,' চেঁচাল সলটার। 'গুলি থামাও।' বন্ধ হয়ে গেল গোলাগুলি। অস্বস্তিকর নীরবতা ফিরে এল আবার।

'গণ্ডগোলের কারণটা কি? গুলি শুরু করেছে কে?' চেঁচিয়ে জানতে চাইল শেরিফ।

'মার্টিন মারা গেছে বলেছি তোমাকে,' রাগতস্বরে বলল সলটার। 'ওর খুনীদের ধরার জন্যে এখানে এসেছি আমরা।'

'খুনীরা বার্নের ভেতরে রয়েছে?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল সলটার। তার কানে এল খুরের শব্দ। খুব সম্ভব লোক দুটো পালানর চেষ্টা করবে। মনে মনে তাই চাইল সলটার। তাতে ওদের বিরুদ্ধে যুক্তি খাড়া করা যাবে।

'বার্নের ভেতর কেউ থেকে থাকলে বেরিয়ে এস। আমি শেরিফ ম্যাকডারমট। জলদি।'

'গাধা দুটোকে গুলি করতে মানা কর। আমরা আসছি,' জবাব এল। 'ঘোড়া নিতে এসে গুলির মুখে পড়লাম। মগের মুল্লুক নাকি?'

'সলটার, পিস্তল ঢোকাও,' চিৎকার করে বলল শেরিফ। 'তোমরা বেরিয়ে এস।'

উঠে দাঁড়িয়ে হোলস্টারে পিস্তল ভরল সলটার। পরমুহূর্তে বেরিয়ে এল লোক দুজন। আবছা আঁধারে অস্পষ্ট তাদের মুখ।

'গুড,' বলল শেরিফ। 'আমার অফিসে চল। তোমাদের নাম?'

'জিওফ হাওয়ার্থ,' বলল একজন।

'বব হ্যারিসন,' জবাব দিল অন্যজন।

'এরা র‍্যাঞ্চ ওর লোক,' আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে বলল জো, 'খানিক আগে মার্টিনকে খুন করেছে।'

'ওর মাথার ঠিক নেই,' হ্যারিসন বলল। 'আমি আর জিওফ শহরের বাইরে যাচ্ছিলাম। ঘোড়া নেয়ার জন্যে এসেছি এখানে। আর অমনি এ দুজন গুলি ছুঁড়তে শুরু করেছে।'

'বাজে কথা বলবে না,' রেগে উঠল জো। 'এরা মার্টিনের খুনী। আমি জানতে চাই কেন খুন করা হয়েছে তাকে।'

'প্রশ্ন করার দায়িত্ব আমার,' ম্যাকডারমট বলল।

'আমার লোকেরা নির্দোষ,' কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠল এক লোক। চমকে তাকাল সবাই। ছায়ার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল ম্যাকগ্র। 'জো, তোমার ধারণা এরা মার্টিনকে মেরেছে?'

'হ্যাঁ,' জোরাল গলায় জবাব দিল জো।

'বেশ, প্রমাণ কর,' চাবুক কষাল যেন ম্যাকগ্র। 'এদের গুলি করতে দেখেছ?'

'না, আমি আর সলটার তখন গজ ত্রিশেক দূরে ছিলাম। গুলির শব্দে ছুটে গিয়ে দেখি পড়ে রয়েছে মার্টিনের মৃতদেহ। সঙ্গে সঙ্গে চলে এসেছি বার্নে। আমাকে দেখেই এদের একজন গুলি ছুঁড়ল। তারপরও বলতে চাও এরা নির্দোষ?'

'সবাই আমার অফিসে চল,' ম্যাকডারমট বলল। 'তোমাদের কারও কথাতেই সন্তুষ্ট নই আমি। সলটার, আমি ভেবেছিলাম তুমি এসবের বাইরে থাকবে।'

'উপায় ছিল না,' সংক্ষিপ্ত জবাব দিল সলটার। 'এদের ঠেকিয়েছি আমরা। নইলে পালাত। গত সপ্তাহের খুনীকে ধরতে পারিনি। এবারের খুনীদের পেরেছি।'

'কোর্টে প্রমাণ করা অত সহজ হবে না,' ভারী গলায় বলল ম্যাকগ্র। 'হাওয়ার্থ, তুমি মার্টিনকে গুলি করেছ?'

'না, বস্।'

'হ্যারিসন, তুমি?'

'আমি খুনী নই, বস্।'

'ব্যস। আমি এতেই সন্তুষ্ট। শেরিফ, তুমি কি বল? এদের আটকে রাখার কোন যুক্তি আছে? রাস্তার মোড়ে খুন করে এসে এখানে আবার জোকে গুলি করা এক কথায় অসম্ভব। এরা তো পাখি নয় যে উড়ে আসবে।'

'ঠিক আছে,' ক্লান্ত গলায় বলল শেরিফ। 'কাল দেখা যাবে। তোমরা দুজন আমার অনুমতি ছাড়া কাউন্টি ছেড়ে নড়বে না। সলটার, তুমি আর জো মাথা ঠাণ্ডা রাখ। আর ঝামেলা বাড়িয়ো না।'

'সলটারকে জেলে ঢোকানো উচিত,' সহজ গলায় বলল ম্যাকগ্র। 'সে-ই ঝামেলা পাকাচ্ছে।'

র‍্যাঞ্চ ও-র ফোরম্যান তার লোকদের ইঙ্গিত করল। তারা পিছু নিল ওর। সদম্ভে উঠন পেরোল ম্যাকগ্র। অনেক লোক জড়ো হয়েছে গেটে। তারা পথ ছেড়ে দিল ওদের।

দাঁতে দাঁত চাপল সলটার। শুনতে পেল দীর্ঘশ্বাস ফেলল জো। অসহিষ্ণুর মত পায়চারি করতে লাগল শেরিফ।

'জো, সব দোষ তোমার,' দাঁতের ফাঁকে বলল সলটার। 'তুমি গুলি না করলে ওরাও করত না। ওদের পিস্তল চেক করতে পারত শেরিফ।'

'তোমাকে তো বলেছি, গুলি আমি শুরু করিনি,' ক্ষোভের সঙ্গে বলল জো। 'এক কথা কবার বলব?'

'রাস্তায় যখন আমি ডেকেছিলাম, তখন যদি থামতে; তবে তোমাদের সঙ্গে আসতাম আমি। ওদের চ্যালেঞ্জও করতে পারতাম। আইন অমান্য করতে সাহস পেত না ওরা। এখন দেখলে তো—'

'ওদের পালাতে দিতে চাইনি আমরা। দেরি করলে ঠিকই পালাত,' সলটার

বলল।

'পালাত মানে? পালিয়ে তো গেলই। ওদের বিরুদ্ধে আর খুনের চার্জ আনা যাবে না। কোন প্রমাণ নেই। তারচেয়ে চল মার্টিনের লাশ দেখে আসি। যদিও কোন লাভ হবে না তাতে। তোমাদের আর ওদের কথা পরস্পর বিরোধী। মার্টিনকে গুলি করতে দেখেনি কেউ।'

'তাই বলে দোষ করেও পার পেয়ে যাবে?' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল জো।

'রাগ-ঝাল করে তো আর মার্টিনকে ফিরে পাবে না,' বলল ম্যাকডারমট। উঠনের দিকে এগোল। 'চল, একবার রাস্তার মোড় থেকে ঘুরে আসি।'

রাস্তায় বেরিয়ে এল ওরা। ওদের পিছু নিল জনতা। ইতোমধ্যেই ঘটনাস্থলে লণ্ঠন নিয়ে হাজির হয়ে গেছে লোকজন। মোড়ে পৌঁছে গেল ওরা। মৃতদেহের চারপাশে খানিকটা ফাঁকা জায়গা রয়েছে। ভিড় ঠেলে মৃতদেহের একপাশে চলে এল ওরা। উত্তেজিত গলায় আলোচনা করছে লোকে। রাগে গা জ্বলে গেল সলটারের।

'তামাশা দেখতে এসেছ? ভাগ এখান থেকে,' চিৎকার করে বলে উঠল সে।

ওর ধমকে কাজ হল। চুপ করে গেল সকলে। চারদিকে চাইল একবার শেরিফ।

'কেউ খুনের ঘটনাটা দেখেছ? জান কিছু?' প্রশ্ন করল সে। 'জানা থাকলে বলে ফেল। ভয়ের কিছু নেই।'

'তোমার অফিসের দিক থেকে দুজন লোক এদিকে ছুটে এসেছিল,' বলল কেউ একজন।

'সে সময় তুমি কোথায় ছিলে?' প্রশ্ন করল ম্যাকডারমট।

'ওই যে ওদিকে,' উল্টো দিকে আঙুল দেখাল সে। 'স্যালুনের দিকে যাচ্ছিলাম আমি। দুটো পিস্তল দিয়ে পেছন দিক থেকে গুলি করেছিল একে। এও পাল্টা গুলি করেছিল কিন্তু টিকতে পারেনি দুজনের বিরুদ্ধে।'

'পিস্তল দুটো ছিল?' জানতে চাইল কৌতূহলী শেরিফ। 'লোক ছিল কজন? একজন না দুজন? দুটোই একজনের হাতে ছিল না তো?'

'না। দুজন লোক। পিস্তল দুটোর ব্যবধান দশ ফুটের মত ছিল। গুলির শব্দ মিলিয়ে যেতেই শুনলাম দুজন লোক ছুটে পালাচ্ছে।' লোকটি অর্ধেকখানি ঘুরে অন্ধকার যে রাস্তাটা দেখাল সে রাস্তাতেই রয়েছে হেলগা ডিকসনের কেবিন। 'তারপর এল এই লোক দুটো। লাশ দেখেই ঘুরে দৌড়াল। কিছুক্ষণ পরে বার্নে গোলাগুলি শুনলাম।'

'তোমাকে ঠিক এ কথাগুলোই বলেছিলাম আমরা,' শেরিফকে উদ্দেশ্য করে বলল সলটার। 'খুনীরা দেখতে কেমন?' লোকটিকে প্রশ্ন করল সে।

'দেখতে পাইনি। আলো ছিল না। শুধু ছুটতে দেখেছি।'

'তোমার নাম?' প্রশ্ন করল শেরিফ। 'স্টেটমেন্ট লাগবে।'

'কার্ল হুপার,' জবাব এল। 'স্টেজ অফিসে আছি আমি। সারাদিনই পাবে ওখানে।'

লোকজন সরে যেতে শুরু করেছে। বুঝে ফেলেছে উত্তেজনা ফুরিয়ে গেছে।

'আমাদের কথা বিশ্বাস হল এবার?' শেরিফকে জিজ্ঞেস করল সলটার।

'অবশ্যই,' জবাব দিল সে। 'কিন্তু এতে প্রমাণিত হয় না যে হাওয়ার্থ আর হ্যারিসন খুনী।'

'লাশের একটা ব্যবস্থা করতে হয়,' কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠল কেউ।

সলটার ঘুরে তাকাল। তাদের পেছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে ফ্রেড। আণ্ডারটেকার।

মাথা ঝাঁকাল সলটার। পাশে দাঁড়ানো অন্য লোকটিকে কার্ট নিয়ে আসতে নির্দেশ দিল ফ্রেড। আর সে নিজে এগিয়ে এল লাশ পরীক্ষা করার জন্যে।

'খরচ দেবে বক্স ডব্লিউ,' বলল সলটার।

'কাজটা কার?' প্রশ্ন করল ফ্রেড।

'জানি কাদের কিন্তু প্রমাণ করতে পারছি না,' জো বলল। 'তবে ওদের ছাড়ব না আমি।'

'তুমি তদন্ত কর,' শেরিফকে বলল সলটার। 'চল, জো, র‍্যাঞ্চে ফিরে যাই। জোহানকে তো পেলাম না। মাঝখান থেকে মার্টিনকে হারালাম। জর্জকে জানাতে হবে সব।'

'সলটার, ঝামেলা এড়িয়ে চলবে,' সে হাঁটা ধরতেই বলল শেরিফ।

জবাব দিল না সলটার।

'কি ভাবছ, সলটার?' খানিকদূর আসার পর প্রশ্ন করল জো। 'নিশ্চয়ই র‍্যাঞ্চে ফিরছ না? তোমার নির্দেশ পালন করতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছে মার্টিন। ওর লাশ মাড়িয়ে ফিরব না কিছুতেই।'

'প্রশ্নই ওঠে না। শেরিফকে শোনালাম কেবল।'

'তবে এত কি ভাবছ?'

'হাওয়ার্থ আর হ্যারিসন ম্যাকগ্রর সঙ্গে বেরিয়ে গেছে। ঘোড়া নেয়নি। আমার ধারণা শহরেই রয়েছে ওরা তিন-জন। সুযোগের অপেক্ষা করছে। চরম কিছু ঘটাতে চায়।'

'সেই ভাল। একটা এসপার ওসপার হয়ে যাওয়া দরকার।'

'হুঁ। ওদের তিনজনের কাছ থেকে কথা বার করতে পারার প্রশ্নই ওঠে না,' নিচু গলায় বলল সলটার। চিন্তামগ্ন। ওর দিকে চাইল জো।

'তবে?'

'হেলগা নিশ্চয়ই ম্যাকগ্র আর জোহানের কাজ-কারবার সম্বন্ধে জানে,' ফ্যাঁসফেঁসে শোনাল সলটারের গলা। 'ওর সঙ্গে কথা বলব আমরা।'

'হেলগা যদি মুখ না খোলে?' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল জো। 'আমাদের দেখে চেঁচামেচি জুড়ে দিতে পারে।'

'সেটাই চাই আমি,' কঠিন গলায় বলল সলটার। 'ম্যাকগ্র জানুক হেলগার কাছে গিয়েছি আমরা। যা হওয়ার সামনাসামনি হোক।'

সলটার ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার রাস্তার মোড়ের দিকে রওনা হল। ওকে অনুসরণ করল জো।

'সলটার,' ডাকল জো। 'হেলগাকে এসবে না জড়ালে হয় না? হাজার হোক, মেয়ে মানুষ।'

'উপায় নেই, এখন ও-ই ভরসা।'

নিচু গলায় খিস্তি করল জো। সলটার চলে গেল কেবিনের কাছে। জানালার পাতলা পর্দা ভেদ করে আলো আসছে। পর্দার ফুটোয় চোখ রাখল সলটার। খাটে বসে ম্যাগাজিন পড়ছে হেলগা।

'একাই রয়েছে ও,' ফিসফিস করে জোকে বলল সে। বিড়বিড় করে কি যেন বলল জো। বুঝল না সলটার। 'তুমি বাইরে থাক, লক্ষ রাখবে; ম্যাকগ্রকে দেখলেই সতর্ক করবে আমাকে।'

'ঠিক আছে,' দৃঢ় গলায় বলল জো।

দরজার কাছে গিয়ে বার কয়েক মৃদু আঘাত করল সলটার। চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি বোলাল। খুলে গেল দরজা। উঁকি দিল হেলগা।

'কি চাও?' প্রশ্ন করল সে। 'কেটে পড়। ম্যাকগ্র আসার আগেই,' সলটারের মুখের ওপর দরজা টেনে দিল সে। তবে লাগানর আগেই ডান কাঁধ দিয়ে প্রচণ্ড ধাক্কা দিল সলটার। দড়াম করে খুলে গেল দরজা। ধাক্কার চোটে কয়েক পা পিছিয়ে গেল হেলগা। সলটার শুনতে পেল অন্ধকার কোণ থেকে খিস্তি করল জো।

ভেতরে ঢুকল সলটার। ভেজিয়ে দিল দরজা।

'কি চাও?' ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করল হেলগা।

'তোমাদের মতলবটা কি জানতে চাই,' দ্রুত জবাব দিল সলটার। হেলগা প্রতিবাদ করতে যেতেই হাত তুলল সে। 'ম্যাকগ্রর ব্যাপারে জানি আমি,' ভাঁওতা দিল সলটার, 'কাজেই ওর কথা না বললেও চলবে। জোহানকে নিয়ে কি করতে চায় সে?'

'আমি কি জানি? জোহান শহরে নেই,' বলল সে। 'জানতে না?'

'আন্দাজ করেছিলাম। কিন্তু নেই কেন? ম্যাকগ্র ওকে কাজে লাগাতে পারেনি?'

'মানে? তুমি কিছু জান নাকি?' উত্তেজনা ধরা পড়ল মেয়েটির কণ্ঠে। চোয়াল শক্ত হল সলটারের। জানা থাকলে তো কথাই ছিল না। কিন্তু প্রকাশ করল না সেটা। হেলগার কাছ থেকে খবর বার করতে হবে, যে ভাবে হোক।

'যতটুকু জানি তা তোমাকে জেলে পোরার জন্যে যথেষ্ট। কটা বছর থেকে আসবে নাকি?'

'সব তোমার চাপাবাজি,' ফাঁকা হেসে বলল হেলগা।

'তবে ভয় পাচ্ছ কেন?' জোর করে হাসল সলটার। 'ভেবেছিলাম তুমি জোহানের বন্ধু। এখন দেখছি তা নয়। ম্যাকগ্রর নির্দেশ পালন করে গেছ শুধু। ওরা যদি জোহানকে খুন করে তবে তার দায় তোমার ঘাড়েও বর্তাবে।'

ফ্যাকাসে হয়ে গেল হেলগার মুখ। জেদি মেয়ের মত দুপাশে মাথা নাড়ল সে।

'ম্যাকগ্র কি করবে না করবে সে তার ব্যাপার। আমি সেজন্যে দায়ী হতে যাব কেন?'

'সব জেনেশুনে চুপ করে থাকলে দায়ী হবে না?' বলল সলটার। 'ম্যাকগ্রর দুজন লোক মার্টিনকে খুন করেছে। আমি র‍্যাঞ্চে ফিরে খবরটা জানালেই দু'র‍্যাঞ্চে যুদ্ধ বেধে যাবে। তুমি কি তাই চাও? আমাকে সব খুলে বল। একশ ডলার পাবে।'

'বেরোও এখান থেকে,' চেঁচিয়ে উঠল হেলগা। 'তোমার যা ইচ্ছে করগে যাও।'

'ঠিক আছে, যাচ্ছি। তোমার ভালর জন্যেই বলেছিলাম,' শ্রাগ করে বলল সলটার। 'এখন শেরিফকে সব জানানো ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই।' দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল সে। মনে আশা এই বুঝি পিছু ডাকবে হেলগা। কিন্তু চুপ করে রইল মেয়েটি। আশা নিভে গেল সলটারের। তার ধোঁকায় কাজ হয়নি। দরজাটা ভিড়িয়ে দিয়ে জো এর দিকে কয়েক পা এগিয়েছে কেবল এসময় আচমকা খুলে গেল দরজা।

'আমি রাজি। কারও জন্যে জেল খাটব না আমি। তবে কথা রাখতে হবে তোমাকে। পুরো টাকা চাই।'

'পাবে,' দ্রুত বলল সলটার। 'আমি চাই এ শহরের একজন লোক নিজের কানে তোমার সব কথা শুনুক।'

'শেরিফ?' প্রশ্ন করল হেলগা। 'উফ্!'

'প্রমাণ দরকার শেরিফের। আমার নয়। কাজেই ওকে বাদ দেয়া যায় না।'

'আমি পরিস্থিতির শিকার,' তিক্ত কণ্ঠে বলল মেয়েটি। 'ঠিক আছে, সব জানাব আমি। তবে ম্যাকগ্রর হাত থেকে আমাকে রক্ষা করার দায়িত্ব তোমার। মনে থাকে যেন।'

আট

হেলগাকে নিয়ে শেরিফের অফিসের দিকে রওনা দিল সলটার। সঙ্গে জোও রয়েছে। এতক্ষণের উত্তেজনায় ব্যথার কথা ভুলেই গিয়েছিল সলটার। এখন আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে সেটা।

কী ঘটতে যাচ্ছে জানা নেই ওর। মেয়েটি কতখানি জানে? যতটুকু জানে তাতে ম্যাকগ্রদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ করতে পারবে শেরিফ?

হেলগা নার্ভাস হয়ে পড়েছে। চাইছে এদিক-ওদিক। পেছন দিকে সতর্ক নজর রেখেছে সলটার। কার্টলির কথা ভোলেনি ও। এখনও শহরে রয়েছে সে। দৃষ্টি রাখছে সলটারের ওপর। তবে একটা ব্যাপারে ইতোমধ্যে নিশ্চিত হয়ে গেছে সে। কার্টলি শেরিফ রজার হার্পারের হত্যাকারী নয়। হত্যাকারীর গলা এবং অবয়ব এ লোকের সঙ্গে মেলে না।

শেরিফের অফিসের দরজার কাছে পৌঁছে দাঁড়াল ওরা। ইশারায় জোকে পেছন থেকে কুভার দিতে বলল সলটার। অফিসের সামনের জানালায় আলো জ্বলছে। কিন্তু দরজা খুলতে ব্যর্থ হল সলটার। বন্ধ। অসহিষ্ণুভাবে গুঙিয়ে উঠল হেলগা।

পেছন ফিরল সলটার। 'জো, খুব সম্ভব খুনের জায়গায় রয়েছে শেরিফ। তুমি শিগ্‌গির খুঁজে আন তাকে। বলবে খুব জরুরি দরকার। আমি হেলগাকে নিয়ে রইলাম এখানে।'

'আমার ভয় করছে,' জো সরে যেতেই উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল হেলগা। 'ম্যাকগ্রর লোকেরা নজর রাখছে তোমার ওপর। শুধু তোমাকে মেরেই থামবে না ওরা। আমাকেও মারবে।'

'ভয় পেয়ো না, আমি তো আছি। আচ্ছা, প্রথমবার আমি তোমার কেবিন থেকে ফেরার পর কি ঘটল বল তো। খুব কৌতূহল হচ্ছে আমার।'

'খানিক বাদেই ম্যাকগ্র এল, ওকে বললাম জোহানকে খুঁজতে এসেছিলে তুমি। তারপর ওর দুজন লোক এসে তোমাদের সঙ্গে বার্নে দেখা হওয়ার কথা জানাল। ম্যাকগ্র বলে দিল বক্স ডব্লিউ-এর প্রত্যেকটা লোকের ওপর নজর রাখতে। আর সুযোগ পেলেই প্রাণে মারতে। লোক দুটো চলে গেল। তার ক'মুহূর্ত পরেই গোলাগুলির শব্দ শুনলাম।'

'লোক দুটো কারা?'

'জিওফ হাওয়ার্থ আর বব হ্যারিসন।'

'গুড, সব জানাবে শেরিফকে, তোমার আর চিন্তা নেই। ম্যাকগ্র ঝামেলা পাকাচ্ছে কেন জান কিছু?'

'ক্ষমতার জন্যে,' বলল মেয়েটি। 'বক্স ডব্লিউ-এর ক্ষমতা পাওয়ার জন্যে তোমার বাবাকে খুন করেছে সে।'

'কি বললে? আবার বল,' হেলগার কাঁধ ধরে ঝাঁকাল সে।

'ছাড়। ব্যথা লাগে।'

মাফ চাইল সলটার। হাত সরিয়ে নিল ওর কাঁধ থেকে। মেয়েটি রাস্তার দিকে চেয়ে সেঁটে এল সলটারের শরীরে। ওর কাঁধের ওপর দিয়ে চাইল সলটার। একটা ছায়ামূর্তি এগিয়ে আসছে। আরও কাছে আসতে চিনতে পারল সে। কার্টলি। অবশ্য ওদের দেখতে পায়নি ও। পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল। হেলগা প্রচণ্ড ভয় পেয়েছে, বুঝল সলটার। পিস্তলের বাঁটে হাত চলে গেল তার। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

'ঈশ্বর বাঁচিয়েছে,' লোকটি চোখের আড়াল হতে বলল হেলগা। 'আমাকে মারতে চাও নাকি? চল আমার কেবিনে ফিরে যাই। শেরিফকে নিয়ে এস তুমি। ওখানেই কথা হবে। এখানে আর এক মুহূর্ত দাঁড়াচ্ছি না আমি।'

'একটু অপেক্ষা কর। এখন কেবিনে ফেরা আরও বিপজ্জনক। ম্যাকগ্র আমার বাবাকে মেরেছে বলছ, কিন্তু তুমি জানলে কিভাবে? ও নিশ্চয় বলেনি তোমাকে?'

'এক রাতে পাঁড় মাতাল হয়ে এসেছিল,' বলল মেয়েটি। 'ঘুমের মধ্যে সব বলেছে। এও বলেছে তোমাকে চরম ঘৃণা করে ও।'

'কিন্তু কেন?' প্রশ্ন করল সলটার। 'আমি ওর কি ক্ষতি করেছি?'

'তোমার বাবাকে মারল কেন?' পাল্টা প্রশ্ন করল হেলগা। 'ফোরম্যান হওয়ার জন্যে। পারল কই? সে দায়িত্ব তো নিলে তুমি। ব্যাপারটা কিছুতেই মানতে পারেনি সে।'

'আমাকে তখন খুন করার চেষ্টা করল না কেন?'

'তক্কে তক্কে ছিল। এসময় এল উইলবার অসকার। ওর র‍্যাঞ্চের ফোরম্যান হল ম্যাকগ্র। কিন্তু তোমার প্রতি ঘৃণা দূর হয়নি তার। দায়িত্ব পেয়ে প্রতিশোধের নেশা আরও বাড়ল বরং। জর্জ ওয়াগনারকেও একই রকম ঘৃণা করে সে, ওকে ফোরম্যান করেনি বলে। তোমাদের দুজনের ওপরই প্রতিশোধ নিতে চায় সে। তোমাকে খুন করে, আর জর্জকে ধ্বংস করে।'

'গত সপ্তাহে ও-ই কি আমাকে খুন করার চেষ্টা করেছিল?'

'না। ঘটনাটা ঘটায় অন্যদের মত ও-ও অবাক হয়ে গিয়েছিল। যে কোন কিছু প্ল্যান করলেই আগে আমাকে জানায় সে। রাসলিং ঘটাচ্ছে সে-ই। জর্জ ওয়াগনারকে পথে বসানর দুটো রাস্তা বার করেছে ম্যাকগ্র। এক রাসলিং আর দুই

জোহান ওয়াগনারকে নষ্ট করা।'

'জোহানকে কিভাবে নষ্ট করছে সে?'

'জোহানকে রাসলিং-এ ঢুকিয়ে পেছন থেকে কলকাঠি নাড়ছে ম্যাকগ্র। জোহানকে দিয়ে তোমাকে খুন করাতে চেয়েছিল। পারেনি। আমার সঙ্গে জোহানের মেলামেশায় বাধা দেয়নি ও। যাতে ওকে পুরোপুরি মুঠোয় পেয়ে যায়।'

'জোহান রাসলিং-এ জড়াল কিভাবে?' জানতে চাইল সলটার।

'জুয়া,' বলল হেলগা।

'তারমানে?'

'জুয়া খেলে প্রচুর টাকা হেরেছে জোহান। আর ওকে দুহাতে ধার দিয়েছে ম্যাকগ্র। ছেলেটা এখন নাক পর্যন্ত ডুবে আছে দেনায়। সে সুযোগটা কাজে লাগাচ্ছে ম্যাকগ্র। ইদানীং ওকে টাকার জন্যে চাপ দিতে শুরু করেছে। দিশেহারা হয়ে পড়েছে জোহান। ওকে বুদ্ধি বাতলে দিয়েছে ম্যাকগ্র। রাসলিং। বাপের গরু চুরি করে জুয়ার ধার শোধ করছে ছেলে। তবে কিছুদিন যাবৎ ম্যাকগ্রকে বিরক্ত করছে জোহান। ওর খপ্পর থেকে বেরোতে চাইছে। ম্যাকগ্র প্রচণ্ড রেগে রয়েছে ওর ওপর।'

'জোহান এখন কোথায়?' প্রশ্ন করল সলটার। 'শহরে নেই। সবখানে খুঁজেছি আমি।'

'মাইল দুয়েক দূরে একটা শ্যাক আছে,' বলল হেলগা। 'রাসলাররা ওখানেই জড়ো হয়। ওদের অনেকে র‍্যাঞ্চ ও-র লোক। সেটা অবশ্য জানে না অসকার। জোহান বলছিল দিন দুয়েক ওখানেই কাটাবে।'

রাস্তার দিকে চাইল সলটার, জো বা শেরিফ কারও দেখা নেই। এখনই রওনা দেয়া দরকার। কিন্তু হেলগাকে একা রেখে যেতে সাহস করল না সে। হেলগার মুখে সব কথা শোনা দরকার শেরিফের। ম্যাকগ্র শহরে রয়েছে, ভাবনাটা মাথায় আসতেই চোখ চকচক করে উঠল সলটারের। খুনীটার মুখোমুখি হওয়ার সময় হয়ে এসেছে প্রায়। আপন মনে হাসল সে।

বুটের শব্দে সচকিত হল সলটার। ঘাড় ফেরাতেই দেখল ফিরে আসছে কার্টলি। উত্তেজনায় টানটান হল ওর শরীর। হাত চলে গেল পিস্তলের বাঁটে।

'প্রথম সুযোগেই তোমাকে খতম করবে ও,' চাপা গলায় বলল মেয়েটি। 'ম্যাকগ্র তাই বলছিল। ওর ধারণা তোমাকে যে-ই খুন করুক না কেন দোষ পড়বে হার্পারের খুনীর। কারণ সেদিন তোমাকে গুলি করেছিল সে।'

'চুপ,' ফিসফিসিয়ে বলল সলটার। হেলগার গলা কানে গেছে কার্টলির। জেলখানার দিকে তখুনি মাথা ফেরাল সে। সলটার আশা করল শেরিফের জানালার আলো গানম্যানকে ধোঁকা দেবে। জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট ভেজাল সে। আরও খানিকটা এগিয়ে এসেছে এখন কার্টলি। এ মুহূর্তে ওদের পাশ কাটাল সে।

এবারও তার চোখ এড়িয়ে গেল ওরা। হেলগার কাঁধে বাঁ হাত রাখল সলটার। ডান হাত শক্ত হল পিস্তলের বাঁটে।

ল অফিস ছাড়িয়ে প্রায় গজ বিশেক এগিয়ে গেছে কার্টলি। তীক্ষ্ণ চোখে ওকে নজর করছে সলটার। সামান্য উঁচু হল গানম্যানের ডান কাঁধ। অভিজ্ঞ সলটার বুঝতে ভুল করল না। কাঁধে চাপ দিয়ে হেলগাকে বসিয়ে দিল সে। কোল্ট চলে এল সলটারের হাতে। দেখতে পেল দ্রুত

ফিরে আসছে কার্টলি। তবে ভুল করে ফেলল সে। সম্পূর্ণ ঘোরার আগেই পিস্তল বার করল। ইতোমধ্যে অনেকখানি কাছে চলে এসেছে সে। লণ্ঠনের আলোয় অস্পষ্ট ছায়ামূর্তির মত লাগছে তাকে।

'সলটার?' চেঁচিয়ে জানতে চাইল সে।

'হ্যাঁ, আমি।' পিস্তল কক করল ও। গানম্যানের ডান হাত এখন ওর দিকে তাক করা। ভয়ে আর্তচিৎকার করে উঠল হেলগা। ধপ করে এক হাঁটুর ওপর বসে পড়ল সলটার। লালচে আলো চোখে পড়ল তার। প্রচণ্ড শব্দে গুলি এল। লাগল ঠিক ওর পাশের দেয়ালে। পিস্তলটা ঝাঁকি খেল সলটারের ডান হাতে। আগের গুলির প্রতিধ্বনি মিলিয়ে গেল এবার। চোখ পিটপিট করে দেখার চেষ্টা করল সলটার। আবার গুলি করল কার্টলি। তবে সলটারের ধারে কাছে এল না সেটা। বাতাসে গানস্মোক, তারই মাঝ দিয়ে গানম্যানকে এক ঝলক দেখতে পেল সে। উপুড় হয়ে পড়ে যাচ্ছে লোকটা। পিস্তল কক করল সলটার।

খানিক অপেক্ষার পর উঠে দাঁড়াল। অবসাদগ্রস্ত। গুলির মিলিয়ে আসা প্রতিধ্বনি শুনল কান পেতে। হঠাৎই লাফিয়ে উঠে দৌড়াতে চেষ্টা করল হেলগা। ওর হাত চেপে ধরল সলটার।

'বোকা কোথাকার,' ধমকাল সে। 'তোমার জন্যে এখানটাই সবচেয়ে নিরাপদ।'

ওকে দরজার দিকে ঠেলে দিয়ে কার্টলির দিকে এগোল সে। ফুটপাথে পড়ে রয়েছে গানম্যান। তার প্রাণহীন দেহটা পিস্তল দিয়ে কভার করল সলটার। নিশ্চিত হল, মারা গেছে কার্টলি। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সলটার। ফিরে এল হেলগার কাছে। লোকজন জমতে সময় লাগবে না। আর তাদের মাঝে ম্যাকগ্র থাকলে তো কথাই নেই। ওর সঙ্গে হেলগাকে দেখলেই সব বুঝে ফেলবে সে। প্রাণে মরবে হেলগা, কেউ ঠেকাতে চাইলে তাকেও ছাড়বে না ম্যাকগ্র। জন সলটারের মত রয় সলটারকে হয়ত জীবন দিতে হবে ওর গুলিতে।

বুটের শব্দ কানে এল সলটারের। লম্বা একটা মূর্তি ছুটে আসছে এদিকে। জো। তার পেছন পেছন দৌড়াচ্ছে ম্যাকডারমট। হাঁপ ছাড়ল সলটার।

'কি হয়েছে?' ব্যগ্র প্রশ্ন করল জো। থেমে দাঁড়াল মৃতদেহের কাছে।

'বলছি,' দ্রুত বলল সলটার। শেরিফ ওর কাছে পৌঁছলে বলল, 'অফিস

খোল, ম্যাক। হেলগা তোমার সঙ্গে কথা বলবে। আমি চাই না কেউ দেখে ফেলুক ওকে।'

দরজা খুলল ম্যাকডারমট। হেলগাকে নিয়ে ভেতরে ঢুকল সলটার। তাদের পেছনে ঢুকল জো আর শেরিফ। হেলগাকে সেলের দিকে ঠেলে নিয়ে চলল সলটার।

'একে আপাতত আটকে রাখ,' পরামর্শ দিল সে। 'লোকে ভরে যাবে এ জায়গাটা। ম্যাকগ্র ওকে দেখে ফেললে অসুবিধে হবে। খুন করবে নির্ঘাত।'

'তুমি কথা দিয়েছিলে, আমাকে রক্ষা করবে,' ভয়ে কেঁপে উঠল হেলগার গলা।

'তাই-ই করছি,' পাল্টা বলল সলটার। 'দেরি কোরো না, ম্যাক।'

'এসব কি হচ্ছে? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না,' অবাক হয়ে জানতে চাইল শেরিফ, ডেস্ক থেকে বড় একগোছা চাবি নিল সে।

'সব বলব তোমাকে। আগে যা বলছি কর,' সলটার বলল, 'ম্যাকগ্র আর তার দুই চামচাকে ধরতে চাও তুমি। খুন আর রাসলিং এর অভিযোগে। সে ব্যবস্থাই করছি আমি।'

'ম্যাকগ্র শহরে রয়েছে,' দ্রুত বলল জো। 'বড় স্যালুনটায় দেখেছি।'

মাথা নাড়ল ম্যাকডারমট। বুঝতে পারছে না কি ঘটছে। সেল খুলে হেলগাকে ভেতরে ঢোকাল। তালা মেরে দিল দরজায়। যখন ফিরে এল তখনও চোখ মুখ থেকে বিস্ময় কাটেনি তার। অসহিষ্ণু বোধ করছে সলটার। দরজার দিকে এগোল সে। কিন্তু থমকে দাঁড়াতে হল শেরিফের ডাকে।

'এসব পছন্দ হচ্ছে না আমার,' বলল শেরিফ। 'সব জানতে চাই আমি।'

'একটা লাশ পড়ে রয়েছে বাইরে,' সলটার বলল। 'ম্যাকগ্রর লোক। আমাকে গুলি করেছিল। আমাকে খুন করতে চায় ম্যাকগ্র, আবার প্রমাণিত হল সেটা। তাছাড়া হেলগা জানিয়েছে ছ'বছর আগে বাবাকে খুন করেছে সে-ই,' হেলগার সঙ্গে ওর আলোচনা সংক্ষেপে শেরিফকে জানাল ও। তবে প্রতিটি মুহূর্ত উৎকর্ণ রইল বাইরের শব্দ শোনার আশায়। কানে এল লোকজনের চাপা গলার কথাবার্তা।

'এতে হবে না,' সব শুনে বলল শেরিফ। 'আমি নিজে জিজ্ঞাসাবাদ করব ম্যাকগ্রকে। এবং এক্ষুণি। ওই মেয়ের কথায় কোন অভিযোগ প্রমাণিত হয় না।'

'আমার ওপর ব্যাপারটা ছেড়ে দাও। আমি স্যালুনে গিয়ে ম্যাকগ্রর সঙ্গে কথা বলব। তুমিও থাকবে আমার সঙ্গে। কার্টলিকে মেরে ফেলেছি জানলেই ওর প্রতিক্রিয়া দেখতে পাবে তুমি। ও কি করে তখন নিজের চোখে দেখবে।'

'আইন ওভাবে কাজ করে না,' প্রতিবাদ জানাল শেরিফ। 'তোমাকে নেব না আমি। একাই যাব। এখানে নিয়ে আসব ওকে। ওর বক্তব্য শুনব। তুমি আর জো

এসবের বাইরে থাকবে।'

'তোমার যা ইচ্ছে,' ঠাণ্ডা গলায় বলল সলটার। 'আমি তবে আমার কাজে যাব। খুব সম্ভব বিপদে পড়েছে জোহান। জো, তুমি র‍্যাঞ্চে ফিরে যাও। যত দ্রুত সম্ভব। ছেলেদের জড়ো কর। আমি প্রথমে যাব শ্যাকে। সেখান থেকে সোজা স্যাডল ব্ল্যাঙ্কেট ক্রীক-এ। জর্জকে বলবে ছেলেদের নিয়ে ওখানে চলে যেতে। আমার জন্যে অপেক্ষা করবে। তারপর সকলে মিলে অসকারের র‍্যাঞ্চে যাব। দেখব কি বলে সে।'

'আমার মনে হয় ভুল করছ তুমি, সলটার,' সতর্ক করল ম্যাকডারমট।

'তুমি তোমার কাজ কর। আমার ব্যাপারে না ভাবলেও চলবে,' কর্কশভাবে বলল সলটার। 'হেলগার যেন কোন ক্ষতি না হয়। ওকে আশ্বাস দিয়েছি আমি। আর ম্যাকগ্রকে ধরতে চাইলে রওনা দাও এখুনি। স্যালুন থেকে বেরিয়ে গেলে, পরে খুঁজে বার করতে অসুবিধে হবে।'

'আমি বরং তোমার সঙ্গে যাই,' বলল জো। 'শ্যাকে গণ্ডগোল বাধলে সাহায্যের দরকার পড়তে পারে।

'সাহায্য দরকার পড়বে র‍্যাঞ্চ ও-তে যাওয়ার সময়। এখন নয়,' শান্তস্বরে বলল সলটার। 'এখন যা বলেছি কর।'

'ওকে,' বলল কাউবয়। 'র‍্যাঞ্চে ফিরছি আমি। মাঝরাতের দিকে স্যাডল ব্ল্যাঙ্কেট ক্রীক-এ দেখা হবে।'

'ওখানে থাকব আমি,' বলল সলটার। জো'র পিছে পিছে বাইরে বেরিয়ে এল সে। এসময় শেরিফের ডাকে থামতে হল তাকে। চলে গেল জো।

'সলটার, আমার সঙ্গে চল তুমি,' গম্ভীরস্বরে শেরিফ বলল। 'তুমি সোজা স্যালুনে ঢুকবে। ম্যাকগ্রকে বলবে তুমি জেনে গেছ সে তোমার বাবার হত্যাকারী। তারপর দেখি কি করে ও।'

'বুদ্ধিটা মন্দ নয়,' বলল সলটার। শেরিফকে নিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে। মৃতদেহের চারপাশ ঘিরে ভিড় জমেছে ততক্ষণে। ওরা হাঁটতে শুরু করতেই কিছু কৌতূহলী লোক পিছু নিল ওদের।

'মাথা ঠাণ্ডা রাখবে,' পরামর্শ দিল শেরিফ। 'গোলাগুলি চাই না আমি। ম্যাকগ্র অপরাধী হলে আমি চাই সে তার দোষ স্বীকার করুক।'

'আমাকে দেখলেই সম্ভবত ড্র করবে সে,' কঠিন শোনাল সলটারের কণ্ঠ। 'আমিও নিশ্চয় দাঁড়িয়ে থাকব না তখন।'

রাস্তা পেরোল ওরা। নিঃশব্দে। এগিয়ে চলল স্যালুনটার দিকে। চারপাশে চাইল সলটার। অনুমান করতে চেষ্টা করল আরও কোন বিপদ ওঁৎ পেতে রয়েছে কিনা। হাওয়ার্থ আর হ্যারিসন কি তাদের ফোরম্যানের সঙ্গে রয়েছে? থাকুক, পরোয়া করে না সলটার। ক্রোধে জ্বলছে সে ভেতর ভেতর। বাবার খুনীর সঙ্গে

দেখা হবে সামান্য পরেই। মার্টিনকেও খুন করিয়েছে ম্যাকগ্র। মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে, খুনীটাকে দেখেও। পারবে তো?

গত শনিবারের সেই গানম্যান কে? তার পরিচয় কি? ম্যাকগ্র হেলগাকে বলেছে সেদিনের ব্যাপারে কিছু জানে না সে। মিথ্যে বলবে না ও। সব পরিকল্পনার কথা মেয়েটিকে জানায় ম্যাকগ্র। কাজেই ও ব্যাপারেও স্বীকার না করার কোন কারণ নেই।

'দরজার কাছ থেকে নজর রাখব আমি,' বলল শেরিফ। ব্যাট-উইং-এর কাছে পৌঁছে গেছে ওরা। সায় জানাল সলটার। এগিয়ে গিয়ে ডান কাঁধ দিয়ে দরজায় আঘাত করল সে। তারপর সদর্পে ঢুকে পড়ল ভেতরে। চারদিকে চেয়ে ম্যাকগ্রকে খুঁজল সে। যে কোন কিছুর জন্যে মানসিকভাবে প্রস্তুত রয়েছে।

ম্যাকগ্র নেই। হতাশ হল সলটার। হয়ত র‍্যাঞ্চে ফিরে গেছে। অপেক্ষা করছে কার্টলির জন্যে। সুখবর নিয়ে আসবে সে। এমনিতেই মার্টিন মারা গেছে; তার ওপর সলটার মারা পড়লে হাঙ্গামা হতে পারে; এই ভেবেই হয়ত শহর ত্যাগ করেছে সে।

একটা বিয়ার অর্ডার দিল সলটার। আরেকবার ভাল করে দেখল স্যালুনটা। টেণ্ডারকে জিজ্ঞেস করল, 'খানিক আগে ম্যাকগ্র ছিল এখানে, চলে গেছে নাকি?'

'হ্যাঁ।' স্যালুনটা এক ঝলক দেখে নিল টেণ্ডার। 'কয়েকজন রাইডারকে নিয়ে এখানে ছিল সে। চলে গেছে এই তো আধ ঘণ্টার মত হবে। ও বেরোনর পরপরই গুলি হতে শুনলাম। ওর র‍্যাঞ্চের কে বলে মারা গেছে। তারপর আর ফেরেনি ম্যাকগ্র।'

ঘুরে বিয়ার হাতে বারের দিকে এগোল সলটার। এক কোণে পরিচিত এক লোককে বসে থাকতে দেখল। সেদিকে এগোল সে।

'কি খবর, ডায়াস,' হাসিমুখে বলল সলটার। 'একটা ড্রিঙ্ক নেবে?'

বয়স্ক লোকটি ওকে চিনতে পেরে এগিয়ে এল। শরীরের কাঠামো মজবুত এখনও তবে ঝুলে পড়েছে চামড়া।

'কেমন আছ, সলটার?' পাল্টা জিজ্ঞেস করল লোকটি। 'বাপের চেহারা পাচ্ছ দিনকে দিন। শুনলাম গুলি খেয়েছ। তা আছ কেমন এখন?'

'ভাল,' বলল সলটার। ইশারায় এক গ্লাস বিয়ার আনার জন্যে অর্ডার করল টেণ্ডারকে। বসে পড়ল দুজনে। চারদিক একবার জরিপ করে মুখ খুলল, 'ডায়াস, তুমি তো বাবার বন্ধু ছিলে। বাবার খুনীকে খুঁজে পাওয়া যায়নি জানই তো। আজ রাতে সে কিন্তু তোমার চোখের সামনেই ছিল।'

'চোখের সামনে? এখানে?' বিস্ময়ে ভ্রূ কোঁচকাল ডায়াস। 'কে সে?'

'ম্যাকগ্র।' কঠোর শোনাল সলটারের গলা। আবার চাইল চারপাশে। দেখল ব্যাট উইং-এর ওপর দিয়ে উঁকি দিচ্ছে শেরিফ। 'শুনেছি অনেক গোপন কথা জানা

আছে তোমার। সত্যি?'

ফাঁকা হাসল লোকটি। ক'মুহূর্ত সলটারের দিকে চেয়ে থেকে মাথা ঝাঁকাল।

'হুঁ,' বলল সে। 'ইদানীং এসব খবর বেচে পেট চালাতে হচ্ছে। বয়স তো আর কম হল না। কাজকর্মে শক্তি পাই না আগের মত। রজার হার্পারকেও সাহায্য করতাম আমি, খবর সরবরাহ করে।'

'তাই নাকি?' অবাক হল সলটার। 'কখনও শুনিনি তো। যা হোক দশ ডলার রোজগার করতে চাইলে মুখ খোল। কি হচ্ছে এখানে? গত সপ্তাহে আমাদের গুলি করল কে?'

'গত সপ্তাহের খুনী র‍্যাঞ্চ ও-র লোক,' বলল বুড়ো। 'এক ঢিলে দু'পাখি মারতে চেয়েছিল সে। তোমাকে আর শেরিফকে পেয়েও গিয়েছিল এক সঙ্গে।'

'নাম কি তার?'

'তা জানি না। ভাড়া করে আনা হয়েছিল তাকে। এতদিনে কোথায় গায়েব হয়ে গেছে কে জানে। এ কাউন্টির লোক নয় সে।'

'যে কাউন্টিরই হোক,' বলল সলটার, 'আমাকে মারার জন্যে আবারও চেষ্টা চালিয়েছে সে। বক্স ডব্লিউতে গুলি করেছে আমার ওপর।'

'হতে পারে। এখন কি ম্যাকগ্রকে খোঁজ করছ?'

'হ্যাঁ। তবে তার আগে জোহানকে পেতে হবে। নইলে বড় কোন বিপদ ঘটে যাবে ওর।' সলটারের কাঁধের ব্যথাটা চাগাল আবার।

'আজ রাতে কথা বলতে শুনেছি ওদের,' বলল ডায়াস, 'পাশের টেবিলে ছিল ওরা। কোন ব্যাপারে খুব উদ্বিগ্ন ছিল ম্যাকগ্র। আমাকে পর্যন্ত খেয়াল করেনি।' হাসল সে। 'ওরা জানে আমার কানের ক্ষমতা।'

'কিছু শুনেছ?'

'ম্যাকগ্রর সঙ্গের দুজন লোক একটা খুনের কথা আলাপ করছিল। আজ কাকে যেন মেরেছে ওরা।'

'হাওয়ার্থ আর হ্যারিসন। চিনি ওদের। ওদের কথা থাক। ম্যাকগ্র কি বলল?'

'শহরের বাইরে ওদের পাঠিয়েছে ম্যাকগ্র। কোন একটা শ্যাকে যেন। আরেকজন ছিল। বার কয়েক এসে ম্যাকগ্রর সঙ্গে কথা বলে গেছে সে। তোমার নাম শুনেছি ওদের মুখে। তবে কি বলেছে বুঝতে পারিনি। শেষবারের মত ও লোকটা চলে যেতে বসে রইল ম্যাকগ্র। মনে হয় অপেক্ষা করছিল কোন কিছুর জন্যে। ওকে খুব উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল। তারপর খানিক আগে গুলির শব্দ কানে যেতেই লাফিয়ে উঠল সে। বেরিয়ে গেল। আর ফেরেনি।'

'এতেই চলবে।' বুক পকেট হাতড়ে কখানা রোল করা নোট বার করল সলটার। ডায়াসকে নোটগুলো দিয়ে উঠে পড়ল। বেরিয়ে এল ব্যাট উইং ঠেলে। শেরিফ অপেক্ষা করছিল বাইরে। তাকে খুলে বলল সব কথা।

'তবে এক্ষুনি চল,' বলল শেরিফ। 'স্যাডল ব্ল্যাঙ্কেট এ।'

'জোহান সম্ভবত মারা পড়েছে,' সলটার বলল। 'আজ রাতে চরম পরীক্ষা আমাদের। চল রওনা দিই। আগে শ্যাকে যাব। এখান থেকে দু'মাইল।'

'সঙ্গে লোক নিয়ে নেব?'

'না। অত সময় নেই। এখন লোক লাগবে না। আমরা দুজনই যথেষ্ট। আর র‍্যাঞ্চ ও অপারেশনে বক্স ডব্লিউ-এর সবাইকে তো পাবই।'

আস্তাবলে একসঙ্গে গেল ওরা। ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে এল দ্রুত। ক্লান্তিবোধ করছে সলটার। বড্ড জ্বালাতন করছে জখমটা।

রাতটা বড় নিঝুম। আকাশে মেঘ নেই। অসংখ্য তারা উঠেছে আজ। শেরিফের ঘোড়ার সঙ্গে পাল্লা দিতে খানিকটা অসুবিধেই হচ্ছে সলটারের। শ্যাকের কাছাকাছি আসার পর লাগাম টেনে ধরল ওরা। উঁচু একটা টিবির ওপর এসে দাঁড়িয়েছে। স্যাডল থেকে নেমে পড়ল সলটার। একটা গাছের কাছে টেনে নিয়ে গেল ঘোড়া। তারপর হেলান দিল গাছের গায়ে।

'তুমি ঠিক আছ তো, সলটার?' উদ্বিগ্ন গলায় প্রশ্ন করল শেরিফ। 'যেতে পারবে? ঘোড়া নেয়া কিন্তু উচিত হবে না। ওরা শব্দ শুনে ফেলতে পারে।'

'হুঁ,' বলল সলটার। কপাল থেকে ঘাম ঝাড়ল সে। পা দুটো কাঁপছে ওর। মনে হয় আজ রাতে বড় ভোগাবে। এখানকার কাজ সুষ্ঠুভাবে শেষ করে যেতে হবে স্যাডল ব্ল্যাঙ্কেট ক্রীক। তারপর র‍্যাঞ্চ ও অভিযান তো বাকিই রয়েছে। টিকতে পারবে তো সে? ঘোড়া দুটো গাছের সঙ্গে বাঁধল শেরিফ। বাঁধা শেষে দুজনে নেমে আসতে লাগল টিবি থেকে।

শ্যাকটা কোথায় জানে দুজনেই। ওখানে পৌঁছনর অনেক আগেই আলো চোখে পড়ল ওদের। একটা জানালায় জ্বলছে। রুক্ষ জমিতে দ্রুত পা চালাতে চেষ্টা করল ওরা। শ্যাক থেকে শ'খানেক গজ দূরে আড়াল নিল। হাঁপাচ্ছে দুজনেই। জখমের কারণে সলটার আর বয়সের ভারে শেরিফ। তবে কথা যখন বলল তখন দৃঢ় শোনাল শেরিফ ম্যাকডারমটের গলা।

'তোমার ধারণা এটা রাসলারদের আড্ডাখানা? যদি তাই হয় তবে যাই করি না কেন বুঝে শুনে করতে হবে।'

'হ্যাঁ, চল গোপনে ঢুকে পড়ি। কটা ঘোড়া আছে গুনতে হবে। জানালা দিয়েও উঁকি মারব। হাওয়ার্থ আর হ্যারিসন এখানে এসে থাকলে জোহানের বারোটা বাজিয়েছে হয়ত।'

শ্যাকের দিকে এগোল ওরা। দুজনের হাতেই পিস্তল। সলটার জরিপ করল চারপাশটা। ম্লান আলোয় বুঝতে চাইল গার্ড রয়েছে কিনা। পা টিপে টিপে শ্যাকের এক কোণে চলে এল ওরা। ছায়া পড়েছে এখানটাতে। এ সময় উঠনটা আলোকিত হয়ে উঠল। কর্কশ গলায় কথা বলল কেউ। দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল

দরজা। আবার অন্ধকার।

'দশ মিনিটের মধ্যে হাওয়া হব আমি। তারপর গুলি করবে ওকে।'

শেরিফের হাত শক্ত করে চেপে ধরল সলটারের ডান কনুই। মাথা ঝাঁকাল সলটার। পরিচিত কণ্ঠস্বর। ম্যাকগ্রর। মুহূর্ত কয়েক বাদেই স্যাডলে চাপল র‍্যাঞ্চ ও-র ফোরম্যান। বেরিয়ে গেল দ্রুত। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরল সলটার। কিন্তু পরক্ষণেই বুঝ দিল নিজেকে। ম্যাকগ্রর সঙ্গে পরেও বোঝাপড়া করা যাবে। তারচেয়ে অনেক বড় দায়িত্ব এখন ওর কাঁধে। খানিক বাদেই খুন হবে কেউ। কে হতে পারে মোটামুটি আন্দাজ করতে পারছে সে। কেবিনের দিকে এগোল সে। সঙ্গে শেরিফ।

নয়

শ্যাকের সামনের দিকের এক কোণে চলে গেল সলটার। তার পাশে শেরিফ। কোণ ঘুরে চলে এল ছোট একটা জানালার কাছে। পর্দা নেই। উঁকি দিল সে। ঝুলে পড়ল চোয়াল যখন দেখল জোহান বসে রয়েছে ফায়ারপ্লেসের পাশে। হাতে সিক্সগান নিয়ে তার পেছনে দাঁড়ানো হাওয়ার্থ। আরেকজন আছে ঘরে। হ্যারিসন। দম আটকে এল সলটারের। আজ সন্ধ্যায় মার্টিনকে খুন করেছে এরা। এখন তৈরি হচ্ছে জোহানকে খুন করার জন্যে। দরজার দিকে এগোল সে। কিন্তু তার হাত আঁকড়ে ধরল শেরিফ।

'জোহান,' ডাকল হ্যারিসন। 'আমরা হুকুমের দাস। ম্যাকগ্রর কথা শুনতে হবে। তোমাকে না মেরে উপায় নেই।'

'মার্টিনকে যেমন মারতে হল,' হাওয়ার্থ বলল। হাসল নিষ্ঠুরভাবে। 'বক্স ডব্লিউর বিরুদ্ধে আজ রাতে যুদ্ধ ঘোষণা করছি আমরা। সকালের আগেই মারা পড়বে সলটার শালা। কার্টলিকে মেরেছে সে।

'মারুক। কোন আপত্তি নেই আমার,' বলল জোহান। মদে চুর হয়ে রয়েছে সে, বুঝল সলটার। 'আমি ম্যাকগ্রর বন্ধু। আমাকে মারবে কেন তোমরা?'

'তোমার বাবাকে পঙ্গু করার জন্যে। ম্যাকগ্র একদিন না একদিন বক্স ডব্লিউ হাতাবেই। তোমাকে আর সলটারকে মেরে আপাতত পথের কাঁটা দূর করছে সে। পরে জর্জের ব্যাপারে ব্যবস্থা নেবে।

'চুক্তি তো সেরকম ছিল না,' বলল জোহান। মনের দুঃখে মাথা নাড়াল সে। 'ম্যাকগ্রকে সাহায্য করেছি নিজেদের র‍্যাঞ্চের স্টক চুরি করে। আমার সঙ্গে এমন করাটা ঠিক নয়। না না ম্যাকগ্র অমন করতেই পারে না।'

'দশ মিনিট হয়ে এল প্রায়,' বলল হ্যারিসন। শ্রাগ করল সে। 'ঝামেলা চুকাবে কে? তুমি না আমি?'

'আমি,' বলল হাওয়ার্থ। 'মার্টিন খুব সম্ভব তোমার গুলিতে মরেছে। কাজেই তোমার দায়িত্ব শেষ।'

অর্ধেকটা শরীর ঘোরাল সলটার। পিস্তলের মাজল দিয়ে খোঁচা দিল শেরিফের কাঁধে। ইশারায় দরজা দেখাল। মাথা ঝাঁকাল শেরিফ। ঘুরল দ্রুত। আবার ঘরের ভেতর দৃষ্টি দিল সলটার। পিস্তল তুলছে হাওয়ার্থ। বদলে যাচ্ছে তার চেহারার ভাঁজ। গুলি করতে প্রস্তুত সে।

'না,' জোহান বলল। 'মের না, তোমাদের দু'জনকেই একশো ডলার করে দেব আমি।'

হিংস্রভাবে হেসে উঠল ওরা। তখুনি পিস্তল তুলল সলটার। মাজলের আঘাতে ভেঙে ফেলল কাঁচ। চাপ দিল ট্রিগারে। প্রচণ্ড বিস্ফোরণ কাঁপিয়ে দিল পুরো বাড়িটাকে। গুলি খেয়ে কয়েক পা পিছিয়ে গেল হাওয়ার্থ। টালমাটাল অবস্থায় ট্রিগার চাপল। গুলি বিঁধল জোহানের ডান পায়ের কাছে। মেঝেতে।

হ্যারিসন লাফিয়ে চলে এল দরজা বরাবর। পিস্তল এসে গেছে তার হাতে। ওদিকে শেরিফ ঢুকে পড়েছে দরজা দিয়ে। একসঙ্গে গুলি করল ওরা। দড়াম করে পড়ে গেল হ্যারিসন। দুটো গুলি বুক ফুটো করে দিয়েছে তার। নিথর পড়ে রইল সে। শেষ।

বুক ভরে নিশ্বাস নিল সলটার। জানালা থেকে সরে এসে কেবিনে ঢুকল। শেরিফ তখন পরীক্ষা করছে লোক দুটোকে। ফায়ারপ্লেসের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে জোহান। মুখে লাজুক হাসি। মাতলামি ছুটে গেছে তার।

'সলটার, তোমাকে দেখে যে কী খুশি লাগছে—'

জোহানের কাছে গিয়ে কষে এক চড় কষাল সলটার। 'উফ' বলে মাথা ঘুরে পড়ে গেল জোহান। সতর্ক চোখে সলটারকে পর্যবেক্ষণ করল শেরিফ। ঝুঁকল সলটার। টেনে দাঁড় করাল জোহানকে। ঠেলে নিয়ে চলল দরজার দিকে।

'সোজা র‍্যাঞ্চে ফিরে যাও,' কঠিন গলায় বলল সলটার। 'একটু এদিক ওদিক করলে হাড় গুঁড়ো করে দেব।'

টলতে টলতে বেরিয়ে এল জোহান। অন্ধকারে মিশে গেল সে। দীর্ঘশ্বাস ফেলল শেরিফ। এসে দাঁড়াল সলটারের পাশে।

'ও দুটো মরেছে,' মন্তব্য করল সে। 'মার্টিনের আত্মা শান্তি পাবে। জোহান রাসলিং-এর সঙ্গে জড়িত, একথা ভাবতেও অবাক লাগছে। ওর বাবাকে জানাবে না?'

'আমি জানাব না। যা বলার জোহানই বলবে,' বলল সলটার। 'চল রওনা দিই। স্যাডল ব্ল্যাঙ্কেট ক্রীকে দ্রুত পৌঁছতে হবে। লোকজন নিয়ে র‍্যাঞ্চ ও

অপারেশনে যাব।'

'অসকার অবাক হয়ে যাবে, যখন শুনবে ওর লোকেরা গরু চুরিতে জড়িত।'

'আজ রাতে অবাক হওয়ার মত আরও ঘটনা ঘটবে,' দাঁতের ফাঁকে বলল সলটার। বেরিয়ে এল বাইরে। প্রচণ্ড দুর্বল লাগছে কিন্তু সেটাকে প্রশ্রয় দিল না সে। অনেক কাজ বাকি রয়েছে এখনও।

ঢিবির ওপর উঠে এল ওরা। কাহিল হয়ে পড়ল সলটার। ঘেমে উঠল। অতি কষ্টে নিজেকে স্যাডলে টেনে তুলল সে। ওর অবস্থা দেখে ওকে সাইড দিল শেরিফ। ঢাল বেয়ে সমতল জমিতে নেমে এল ওরা। ঘোড়া দাবড়াল দ্রুত গতিতে। লক্ষ্য তাদের স্যাডল ব্ল্যাঙ্কেট ক্রীক। ওখানে অপেক্ষা করছে বক্স ডব্লিউ-এর কাউবয়রা। জো'র মুখে মার্টিনের মৃত্যু সংবাদ শুনে নিশ্চয় রক্ত গরম হয়ে গেছে ওদের। র‍্যাঞ্চ ও-এর দিকে রওনা দেয়ার আগে সব কিছু ভাল করে বুঝিয়ে দিতে হবে সবাইকে। ব্রিফ করতে হবে। ঘণ্টাখানেক পেরিয়ে গেছে। চাঁদ উঁকি দিচ্ছে আকাশে। আরও এক ঘণ্টা একটানা চলার পর থামল ওরা। ঘোড়া দুটোকে বিশ্রাম দেয়ার জন্যে। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল জীব দুটো। ওদের নিশ্বাস ভারি করে তুলল রাতের বাতাস। স্যাডলে প্রায় শুয়ে পড়ল সলটার। কাছে এসে ওর কাঁধে হাত রাখল শেরিফ।

'পারবে তো, সলটার?' প্রশ্ন করল সে। 'না পারলে কোন অসুবিধে নেই। বক্স ডব্লিউতে ফিরে যাও। আউটফিটদের নিয়ে আমি একাই যেতে পারব। তুমি অনেক করেছ। এবার ফিরে গিয়ে বিশ্রাম নাও। ভোরের আগে র‍্যাঞ্চ ও-তে যাব না আমরা। তার এখনও ছ'ঘণ্টা বাকি। এতক্ষণ কষ্ট করতে পারবে না তুমি। চলে যাও, এখন আমরাই সব সামলাতে পারব।'

'ঠিকই বলেছ,' মাথা তুলে বলল সলটার। 'ফিরেই যাব।'

'তবে চলি আমি,' স্যাডলে চাপল গিয়ে শেরিফ। ঘোড়া ছোটাল। শেরিফকে যতক্ষণ দেখা গেল ততক্ষণ চেয়ে রইল সলটার।

তারপর সিধে হয়ে বসল সে। ঘোড়াটাকে মন্থর গতিতে এগিয়ে নিল। এভাবে চললে বক্স ডব্লিউতে পৌঁছতে ঘণ্টা দুয়েক মত লাগবে তার। লাগুক, কোন তাড়া নেই। পরিস্থিতিটা ভাবতে চেষ্টা করল সে। মনের গভীর থেকে ফোরম্যানের কাজটা ছেড়ে দেয়ার তাড়না অনুভব করছে সে। এই রেঞ্জ ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাবে সে। নতুন করে আবার সব শুরু করবে। এখানে অনেকগুলো ভূত জ্বালাতন করছে তাকে। বাপের ভূত তো রয়েছেই, তার ওপর আবার প্রেমের ভূত। অসহ্য কষ্ট!

হঠাৎ গুলির শব্দে বাস্তবে ফিরে এল সে। ওর ডান পাশ দিয়ে গিয়েছে গুলিটা। তবে বহুদূর দিয়ে। এর অর্থ কী? ঘোড়া থামিয়ে কান পাতল সলটার। অল্প খানিকক্ষণ বাদে আবার গুলি হল, তারপর আবার। চিবুক ঘষল সে। র‍্যাঞ্চ

ও-তে ফিরে থাকলে ওপথেই গিয়েছে ম্যাকগ্র। কিন্তু গুলি করছে কাকে?

জোহান! হঠাৎ মনে পড়ল ওর। গুলির শব্দ লক্ষ্য করে ঘোড়া ছোটাল সে। জোহান জেনেছে ম্যাকগ্র তাকে খুন করার নির্দেশ দিয়েছে। ওকে র‍্যাঞ্চে ফিরে যেতে বলেছে সলটার। কিন্তু সত্যি ফিরে গেছে কি সে? নাকি ম্যাকগ্রর ওপর প্রতিশোধ নেয়ার পরিকল্পনা করেছে? গোলাগুলি হচ্ছে এখনও। দীর্ঘ বারো ঘণ্টা ধরে প্রচণ্ড টেনশনে রয়েছে সলটার। তার সঙ্গে পরিশ্রম। ফলে শরীর আর চলতে চাইছে না। এ মুহূর্তে নিরবচ্ছিন্ন বিশ্রাম বড় প্রয়োজন তার। কেবল মাত্র মনের জোরে এগিয়ে চলল সে।

শ্যুটিং স্পটের ধারে কাছে আসতেই নিস্তব্ধ হয়ে গেল জায়গাটা। এতক্ষণ যাই ঘটুক না কেন শেষ হয়ে গেছে ঘটনা। এদিক ওদিক চাইল সে। গুলির কারণ বুঝতে চাইল। আচমকা গুলি হল আবার। লালচে শিখা দেখে লাফিয়ে নামল সে স্যাডল থেকে। মাটিতে শুয়ে সামান্য মাথা জাগিয়ে দেখতে লাগল যুদ্ধ। দুটো পিস্তল থেকে গুলিবর্ষণ হচ্ছে। যোদ্ধাদের দূরত্ব কয়েক গজ মাত্র। শুয়ে থেকেই লোক দুটোর পরিচয় বোঝার চেষ্টা করল সে। বোঝা গেল না। ঠিক করল চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করবে। তবে তার আর প্রয়োজন হল না। কর্কশভাবে চেঁচিয়ে উঠল একজনঃ 'কে ওখানে?'

জমে গেল যেন সলটার। কণ্ঠস্বরটা অতি পরিচিত। র‍্যাঞ্চ ও-র ফোরম্যান ম্যাকগ্র! পিস্তল ড্র করল বক্স ডব্লিউ-এর ফোরম্যান।

কিন্তু প্রশ্নটার জবাব না দিয়ে চুপ করে অপেক্ষা করতে লাগল। আশা করল উত্তর দেবে ম্যাকগ্রর প্রতিপক্ষ। জবাব আসতে আপন মনেই মাথা নাড়ল সে।
'শালা বদমাশ, আমি জোহান। ভোরের আগেই তোরা সব শালা মরবি নয় ধরা খাবি।'

'ও তুই? বেঁচে আছিস এখনও?' আবার গুলি করতে শুরু করল ম্যাকগ্র। পাল্টা গুলি ছুঁড়ল জোহান। পরবর্তী ক'মুহূর্ত কেবল গুলির শব্দই শোনা গেল। খানিক বাদে

পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হলে ডাক ছাড়ল সলটার, 'থাম তোমরা, আমি রয় সলটার। জোহান, শিগ্গির দূর হও এখান থেকে। আর ম্যাকগ্র পিস্তল ড্র কর। আমি তোমাকেই খুঁজছি।'

পিনপতন নিস্তব্ধতা। প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়েছে ম্যাকগ্র। মৃদু হাসল সলটার। ম্যাকগ্রর মাথায় খেলা করছে পরিকল্পনা, স্পষ্ট বুঝতে পারল সে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে গুলি ছুঁড়ে পাল্টা জবাব দিল র‍্যাঞ্চ ও-র ফোরম্যান। তার সঙ্গে তাল মেলাল সলটার। গুলির শব্দে কেঁপে উঠল জায়গাটা। সলটারের শরীরের আশপাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে সীসা। তবে গা করল না সে। রোখ চেপে গেছে তার। পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেয়ার বাসনা উন্মত্ত করে তুলেছে তাকে। ওদিকে ম্যাকগ্র এলোমেলো

গুলি চালাচ্ছে। ওকে এক ঝলক দেখার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল সলটার। সুযোগটা পেতেই দুটো সীসে ঢুকিয়ে দিল শত্রুর শরীরে। মুহূর্তে থেমে গেল প্রতিপক্ষের আক্রমণ। ম্যাকগ্রর তীক্ষ্ণ আর্তনাদে ভেঙে পড়ল রাতের নীরবতা।

'মরেছে,' চেঁচিয়ে উঠল জোহান। খোঁড়াতে খোঁড়াতে বেরিয়ে এল সে। ছুটে গেল ম্যাকগ্রর কাছে। মাটিতে পড়ে রয়েছে ও। চিৎকার করে ওকে সাবধান করল সলটার। কিন্তু গায়ে মাখল না জোহান।

পরমুহূর্তে কোল্টের শব্দ শুনল সলটার। দেখতে পেল ঝাঁকি খেল জোহানের শরীর। যেন ধাক্কা খেয়েছে শক্ত পাথরের সঙ্গে। পড়ে গেল সে। ম্যাকগ্রকে উঠতে দেখা গেল এ সময়। চাঁদের আলোয় চকচক করছে হাতের অস্ত্রটা। সলটারের দিকে ফিরল ও। তাক করল কোল্ট।

'তোমাকে আর বাঁচতে হচ্ছে না, সলটার,' হিংস্র শোনাল ম্যাকগ্রর গলা। 'আজই শেষ দিন তোমার।'

পিস্তল ঝলসে উঠল সলটারের হাতে। প্রথম গুলিতে পেট ফুটো হয়ে গেল ম্যাকগ্রর। মাটিতে বসে পড়ল সে। পরবর্তী গুলিতে ওর কপাল থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোল। প্রাণ হারাল ম্যাকগ্র। দ্রুত জোহানের দিকে এগোল সলটার। মাটিতে পড়ে রয়েছে সে। সলটারের আশঙ্কা মারা গেছে জোহান। কিন্তু ওকে দেখে কথা বলে উঠল ছেলেটি।

'সলটার, আমাকে ক্ষমা করে দিয়ো, বন্ধু।'

হোলস্টারে পিস্তল ঢুকিয়ে হাঁটুতে ভর দিয়ে ওর পাশে বসে পড়ল সলটার।

'কোথায় লেগেছে?'

'হার্টে। আমি গেছি,' কাশতে লাগল জোহান। কাশির দমকে নিশ্বাস আটকে আসছে তার। ওর মাথাটা সামান্য তুলে ধরল সলটার। 'বড় দেরি হয়ে গেল,' ধীরে বলল জোহান। 'একটা অনুরোধ রাখবে, সলটার? বাবাকে রাসলিং-এর কথা কিছু জানিয়ো না, প্লীজ। বাবা কষ্ট পাবে।'

'কথা বল না, জোহান। চুপ করে শোও আমি দেখছি।'

'লাভ নেই,' বিড়বিড় করে বলল জোহান। 'আমি তোমাদের কাছে ক্ষমা চাই, সলটার। করবে?'

'নিশ্চয়ই। তোমার বাবাকে জানাব ম্যাকগ্রকে খুঁজে বার করতে আমাকে সাহায্য করেছ তুমি।'

'ধন্যবাদ,' অতিকষ্টে বলল জোহান। 'সলটার, তানিয়া তোমাকে ভালবাসে, ওকে আর কষ্ট দিয়ো না।'

'বল কি তুমি! তবে অসকার?'

'অসকারের সঙ্গে মিশে তোমার মধ্যে ঈর্ষা জাগাতে চায় ও,' কথা কটা বলতে যেন প্রাণ বায়ু বেরিয়ে গেল জোহানের।

বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেল সলটার। বিস্ময় কাটলে দেখল জোহানের মুখে কথা নেই। মারা গেছে সে। ওর শরীরটা ধরে বারকয়েক ঝাঁকি দিল সলটার। ফাঁকা লাগছে বুকের ভেতরটা। জোহান নেই! আর ভাবতে পারল না ও। ডুকরে কেঁদে উঠল। খানিক পরে নিজেকে অনেকটা সামলে নিল সলটার। চোখ মুছে জোহানের ঘোড়াটা খুঁজতে লেগে গেল। খানিক খুঁজতেই পাওয়া গেল ওটাকে। কোনমতে জোহানের মৃতদেহটা স্যাডলে চাপাল সলটার। হাঁপাতে লাগল সে। এবার নিজের ঘোড়ায় চাপল ও। ম্যাকগ্রর নিষ্প্রাণ দেহ পিছনে ফেলে বক্স ডব্লিউ-এর দিকে এগোল। জর্জের ওপর রাগ হচ্ছে ওর। জোহানের মৃত্যুর জন্যে সে-ই দায়ী। ছেলেকে কেন বশে রাখতে পারল না? তানিয়ার কথা ভাবল ও। একমাত্র ভাইটাকে হারাল মেয়েটি। একথা ওকে কি করে জানাবে সলটার?

নিশুতি রাতে একা চলেছে সে। পাশের ঘোড়ায় মৃত জোহান। সলটারের ওপর দিয়ে প্রচণ্ড ধকল গেছে। তার মনে হচ্ছে যে কোন মুহূর্তে জ্ঞান হারাতে পারে সে। অর্ধ সচেতন অবস্থায় পেরিয়ে এল কয়েক মাইল। শেষ পর্যন্ত উঁচু একটা টিলায় উঠে এল সে। এখান থেকে স্পষ্ট চোখে পড়ে বক্স ডব্লিউ। জানালা দিয়ে হলদে আলো এসে উঠনে পড়ছে। নিশ্চুপ বসে থেকে সেদিকে চেয়ে রইল সে। মাঝরাত পেরিয়ে গেছে; নিশ্চিত ও। মার্টিনের মৃত্যু সংবাদ র‍্যাঞ্চে নিয়ে আসার পর কি ঘটেছে কে জানে। সবাই নিশ্চয় ছুটে গেছে স্যাডল ব্ল্যাঙ্কেট ক্রীক-এ। অপেক্ষা করেছে সলটারের জন্যে। কিন্তু দেরি দেখে রওনা দিয়েছে নিজেরাই। র‍্যাঞ্চ ও-র দিকে।

ঢাল বেয়ে ঘোড়া দুটো নিয়ে নেমে এল সলটার। শ্লথ গতিতে এগোল র‍্যাঞ্চের দিকে। উঠনে ঢুকে স্যাডল থেকে নেমে পড়ল ও। হেলান দিল করাল ফেন্সে। ঝাপসা চোখে চাইল। মনে হল বারান্দায় বসে আছে দু'জন মানুষ। বারান্দার দিকে এগোল সে। জোহানের মরদেহবাহী ঘোড়াটা নিয়ে। প্রথম ধাপের কাছে এসে থামল। বারান্দার বেঞ্চিতে বসে রয়েছে তানিয়া আর উইলবার অসকার। এখানে বসে করছেটা কি লোকটা? ওর র‍্যাঞ্চে তো এখন গোলমাল চলার কথা। ওকে দেখে চিৎকার করে উঠল তানিয়া।

'সলটার, কোথায় ছিলে?' ব্যাকুল প্রশ্ন করল মেয়েটি। এক ঝলক চাইল অসকারের দিকে। সলটারের দিকে একদৃষ্টি চেয়ে বসে রয়েছে সে। নিশ্চুপ।

'আর সবাই কোথায়?' প্রশ্ন করল সলটার। জোহানের কথা কিভাবে বলবে ভেবে পাচ্ছে না সে।

'ওরা ঘণ্টা কয়েক হল বেরিয়ে গেছে।' অসকারের দিকে চাইল তানিয়া, 'এবার সত্যি কথাটা বলা যায় তোমাকে। বাবা কাউবয়দের নিয়ে শহরে যাননি। গেছেন স্যাডল ব্ল্যাঙ্কেট ক্রীক-এ। শেরিফ আর সলটারের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্যে। সেখান থেকে তোমার র‍্যাঞ্চে যাবে সবাই। ম্যাকগ্র আর র‍্যাঞ্চ ও-র

লোকেরা রাসলিং-এর সঙ্গে জড়িত এটা এখন আর কারও অজানা নয়।'

অসকারের চেহারা দেখে হাসবে না কাঁদবে বুঝে উঠতে পারল না সলটার। প্রচণ্ড চমকে গেছে অসকার।

'তোমার জন্যে আরও দুঃসংবাদ আছে, অসকার,' শান্ত কণ্ঠে বলল সলটার। 'তোমার লোকের হাতে মারা গেছে আমার ভাই। আমি তোমাকে ছাড়ছি না।'

'কি বললে তুমি?' চেঁচিয়ে উঠল তানিয়া। 'কে মারা গেছে বললে?'

'জোহান,' মৃদু স্বরে বলল সলটার। 'ঘোড়ায় রয়েছে ওর লাশ। ম্যাকগ্রর হাতে মারা গেছে।'

'জোহান মারা গেছে!' চিৎকার করে বারান্দা থেকে নেমে এল তানিয়া। দৌড়ে গেল জোহানের ঘোড়ার কাছে। জাপটে ধরল ভাইয়ের মৃতদেহ। হাউমাউ করে কাঁদছে সে। ওর দিকে একবার চাইল সলটার। কথা সরল না তার মুখে। চোখ ফেরাল অসকারের দিকে।

ওদিকে পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল অসকার। তার চোখ জোড়া সলটারের চোখে।

'জানতাম তানিয়াকে কিছুতেই বিয়েতে রাজি করাতে পারব না,' এই প্রথম মুখ খুলল সে। 'ও তোমাকে ভালবাসে। হাজার চেষ্টা করেও ওর মন পাইনি আমি। আজ রাতে শেষ সুযোগ দিয়েছিলাম মনস্থির করার জন্যে। কথা শুনল না। যাই হোক, ওকে পাচ্ছ না তুমি।' শেষের দিকে গলার স্বর কঠিন হল তার। 'কভারডেল, কোথায় তুমি?'

'ঠিক ওর পেছনে, বস্,' জবাব এল দ্রুত। 'কভার করে রেখেছি।'

জমে গেল সলটার। পরিচিত কণ্ঠ। এ গলা জীবনে কোনদিন ভুলতে পারবে না সে। খুনী। এর হাতেই প্রাণ দিয়েছে শেরিফ রজার হার্পার। আর গুলি খেয়ে আহত হয়েছে ও নিজে।

'গুড,' বলল অসকার। 'কভারডেল এর আগেরবার ভুল করেছিল। তোমাকে খতম না করেই চলে গিয়েছিল। এবার ভুলটা শুধরে নেবে সে।'

'কিন্তু তুমি এসবে জড়ালে কেন?' অসকারকে প্রশ্ন করল সলটার।

'আমি চাই ক্ষমতা। সেজন্যে রাসলিং-এ নেমেছি। জর্জ ওয়াগনারকে ফতুর করার এছাড়া আর কোন উপায় ছিল না,' বলল অসকার। 'অবশ্য তানিয়া আমার কথায় রাজি হলে ক্ষতিটা গায়ে লাগত না ওর বাপের। হাজার হোক জামাই বলে কথা। কিন্তু তোমার জন্যে সে আর হল না। কাজেই মরার জন্যে প্রস্তুত হও তুমি।'

'তানিয়ার কি হবে?'

'মরবে, প্রেমিকের জন্যে। ওর বাপটাও ছাড়া পাবে না। রাসলিং করে কম পয়সা তো আর কামাইনি। দুনিয়াতে মেয়েমানুষেরও অভাব নেই। কি বল?'

সলটারের ইচ্ছে হল অসকারের টুঁটি চেপে ধরে। কিন্তু একেবারেই অবাস্তব কল্পনা সেটা। ওর পিঠে খোঁচা দিচ্ছে পিস্তলের নল।

'ওকে নিয়ে যাও, কভারডেল,' অসকার বলল। 'তুমি ফিরে আসা পর্যন্ত তানিয়াকে দেখে রাখব আমি। চোখের সামনে তার প্রেমিককে মারা ঠিক হবে না। এমনিতেই ভাইটা গেছে।'

ওর পিঠে ধাক্কা দিল গানম্যান। আগে বাড়াল। এভাবে মরতে কিছুতেই রাজি নয় সলটার। শেষ চেষ্টা করতে হবে। গভীর শ্বাস নিল সে দৃঢ় করল মাংসপেশী। মরিয়া হয়ে ঘুরে দাঁড়াবে ও। হয় গুলি খেয়ে মরবে নয় খুনীকে পেড়ে ফেলবে। ঠিকমত মুখে একটা ঘুসি বসাতে পারলেই হল। উল্টে যাবে দাবার ছক। হঠাৎ তানিয়ার চিৎকারে থেমে দাঁড়াল ওরা। তানিয়ার দিকে চাইল সলটার।

ভাইয়ের মৃতদেহের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে মেয়েটি। স্যাডলের পেছন দিকে ব্ল্যাঙ্কেট রোল থেকে একটা হাত উঠতে দেখল সলটার। ঝকঝক করে উঠল সিক্সগানের নল। দাঁতে দাঁতে বাড়ি খেল সলটারের। ওর পেছনের লোকটা আর্তচিৎকার করে উঠল। ঝাঁকি খেয়ে সরে গেল খানিকদূর। আরও দুটো গুলি হল। এবার ভূমিশয্যা নিল সে, চিরদিনের মত। রাতের বাতাসে এখন বারুদের গন্ধ। জোহান গুলি করেছে। তারমানে মরেনি ও। এজন্যেই হঠাৎ চিৎকার করে উঠেছিল তানিয়া। সলটারের নিজেরও চিৎকার করতে ইচ্ছে করছে। খুশিতে।

খিস্তি করল অসকার। তার হাত চলে গেছে হোলস্টারে। চোখের কোণে ব্যাপারটা লক্ষ করল সলটার। অসকারের হাত ওঠার আগেই হোলস্টারমুক্ত হল সলটারের কোল্ট। অসকারের বুক লক্ষ্য করে ট্রিগার টিপল সে। র‍্যাঞ্চ মালিকের সাদা শার্টটার বুক পকেট লাল হয়ে উঠল। গুলি খেয়ে পিছিয়ে গেল অসকার। পিস্তলটা শেষবারের মত ব্যবহার করল সে। ব্যর্থ চেষ্টা। তারপর হাত পা ছড়িয়ে দড়াম করে পড়ে গেল বারান্দার কাঠের মেঝেতে। হাত থেকে ছিটকে পড়ল অস্ত্র। ছুটে এল তানিয়া। নিজেকে ছুঁড়ে দিল সলটারের বুকে। প্রেয়সীকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরতে গিয়ে কাঁধে ব্যথা পেল সলটার। তবে পরোয়া করল না। তানিয়ার মাথার ওপর দিয়ে অসকারের প্রাণহীন দেহটার দিকে চাইল সে। লোকটা অসম্ভব ভুগিয়েছে। ওর বুকে তখন ফুঁপিয়ে চলেছে তানিয়া। প্রেমিকার পিঠে হাত বুলিয়ে দিল সলটার।

'আমি কিন্তু সব দেখে ফেলেছি,' জোহানের কথায় সংবিৎ ফিরে পেল ওরা। ছিটকে সরে গেল দু'দিকে। তারপর দু'জনেই দৌড়ে এল জোহানের কাছে। এখনও স্যাডলে শুয়ে রয়েছে সে। ওই অবস্থাতেই ওকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে লাগল সলটার, গালে-কপালে।

'তুই না বললি হার্টে গুলি লেগেছে?' প্রশ্ন করল সলটার। বিস্ময়ের ঘোর পুরোপুরি কাটেনি তার। স্যাডল থেকে জোহানকে নামাল সে আর তানিয়া।

'ঠিকই তো বলেছি,' বলল জোহান। 'হার্ট কোথায় থাকে যেন? বাঁ দিকে না? আমার তো ওদিকেই লেগেছে।'

'দেখি কোথায় তোর হার্ট,' শার্ট খুলে দেখল সলটার।

'ওরে গর্দভ, হার্ট এখানে থাকে? কাঁধে লেগে বেরিয়ে গেছে গুলি। তেমন কিছুই হয়নি। আর গাধাটা আমাকে পর্যন্ত বোকা বানিয়ে ছেড়েছে।'

তানিয়া আর সলটার দু'জনেই হাসতে লাগল। বড় লজ্জা পেয়েছে জোহান। 'বেশি হেস না,' বলল সে। 'ভুল সবারই হয়।'

জোহানের কথায় হাসির দমক বাড়ল ওদের।

জোহানকে নিয়ে ঘরে ঢুকল ওরা। ওকে শুইয়ে দিল বিছানায়।

'ডাক্তার নিয়ে আসব?' প্রশ্ন করল সলটার।

'দরকার নেই। কাল সকালে আনলেও চলবে। তাছাড়া গুলি খাওয়া রোগীর চিকিৎসায় আমার অভিজ্ঞতাও কিন্তু কম নয়,' চোখ গোল গোল করে বলল তানিয়া।

ওর বলার ধরনে এবার লজ্জা পাওয়ার পালা সলটারের। 'আমি চলি,' দ্রুত বলল সে। 'স্যাডল ব্ল্যাঙ্কেট ক্রীক-এ যাব।'

'যাও,' বলল তানিয়া। 'সাবধান থাকবে কিন্তু।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানাল সলটার। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে রজার হার্পারের খুনীর মৃতদেহ দেখে নিল এক ঝলক। আপন মনেই হাসল সে। তারপর ঘোড়ায় চাপল। লক্ষ্য স্যাডল ব্ল্যাঙ্কেট ক্রীক। ওর হৃদয়টা এ মুহূর্তে দু'টুকরো হয়ে গেছে। একটা টুকরো রয়েছে ওর সঙ্গে, আর অন্যটা তানিয়ার কাছে।

***

কূটচাল

প্রথম প্রকাশ:২০০১

এক

সেলুনের সামনে হিচরেইলে ঘোড়া বাঁধছে এক মাইনার। তার দিকে শহরবাসীর কোন মনোযোগ নেই। হাজারো মাইনারের ভিড়ে সাধারণ একজন মাইনার বলে একে ধরে নিয়েছে সবাই। লোকটার চেহারা দেখে বয়স আন্দাজ করার উপায় নেই, তিরিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে বলে মোটামুটি ধরে নেয়া যায়। মুখে কাঁচা-পাকা দাড়ির ঘন জঙ্গল, কাপড়চোপড় ধুলো জমে এত শক্ত যে খুলে রাখলে আপনি দাঁড়িয়ে থাকবে। বেশির ভাগ পথচারী একবারও তাকাচ্ছে না লোকটার দিকে। তবে শিগ্‌গিরই এই লোক হয়ে উঠবে পুরো শহরের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু–মধ্যমণি।

ঘোড়া বাঁধা শেষে ধুপধাপ পা ফেলে তিনটে ধাপ বেয়ে ফুটপাথে উঠল লোকটা, হেলেদুলে হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে ঢুকল ক্যাসিনো সেলুনে। টুইন স্প্রিংসের সেলুনগুলোর মধ্যে এটাই সবচেয়ে বড়। ভেতরে গিজগিজ করছে মানুষ। কনুইয়ের ঠেলাগুঁতো দিয়ে পথ করে বারকাউন্টারের সামনে চলে এলো সে।

বারটেন্ডারের চোখ ঘুরে গেল মাইনারের ওপর থেকে, স্থির হলো পয়সাওয়ালা এক খদ্দেরের ওপর। তাকে ড্রিঙ্ক দিয়ে কয়েকজন পাঞ্চারের ফরমাশ অনুযায়ী ড্রিঙ্ক দিল বারটেন্ডার, উপেক্ষিত রয়ে গেল মাইনার।

'অ্যাই, কি হলো?' সেলুনের ভেতরে গমগম করে উঠল মাইনারের চড়া গলা, 'একটা বোতল চাইছি, শুনতে পাচ্ছ না! তাড়াতাড়ি দেবে!'

ধীরেসুস্থে তার দিকে এগিয়ে এলো বারটেন্ডার। লোকটা সে দীর্ঘকায়, সব সময়েই অস্থির হয়ে থাকে নিজের শক্তি দেখানোর জন্যে। একই সঙ্গে সেলুনের বাউন্সারের কাজটাও চালিয়ে নেয় সে অনায়াসে। কোন মাতাল ঝামেলা করলে ঘাড় ধরে শূন্যে তুলে নির্দ্বিধায় ছুঁড়ে দেয় সেলুনের বাইরে। মাইনারের সামনে থামল বারটেন্ডার। 'তা কিসের বোতল চাই তোমার?' অবহেলার সঙ্গে জানতে চাইল।

হঠাৎ মনে হলো মাইনার যুবক হয়ে উঠল, চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে গেল। ঠোঁট বাঁকিয়ে ঘড়ঘড়ে গলায় বলল, 'বোর্বোঁ।'

জো মেয়ার্স মাইনারের দৃষ্টি অগ্রাহ্য করে কাউন্টারের ওপর দিয়ে সামনে ঝুঁকল। হাসি হাসি চেহারায় বলল, 'আগে পকেট থেকে পয়সা বের করে দেখাও, বোর্বোঁ পাবে। যদি দেখি অন্যান্য মাইনারের মতো তোমার পকেটও ফাঁকা, তাহলে পোঁদে এক লাথি মেরে সেলুন থেকে বের করে দেব।'

বড় দেরি করে ফেলল বারটেন্ডার বামপাশ থেকে আসা মাইনারের ডানহাতি

ঘুসি এড়াতে গিয়ে। সোজা চোয়ালে হজম করল সে ঘুসিটা। হুড়মুড় করে কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে সামলে নিল নিজেকে, তৈরি হলো আক্রমণে যাবার জন্যে।

গোলমালের গন্ধ পেয়ে সরে গেছে অন্যান্য খদ্দের, সবাই তাকিয়ে আছে মাইনারের দিকে, কারও কারও চেহারায় ফুটে উঠেছে শ্রদ্ধা। বারটেন্ডারের দিকে খেয়াল নেই আর মাইনারের, কোটে তার অনেক পকেট, সে এখন ব্যস্ত হয়ে কোটের পকেটগুলো হাতড়াচ্ছে। ক্যাসিনো সেলুনের মালিক স্টিভ ডেভিস ছিটকে বেরিয়ে এলো তার অফিস থেকে, সন্দিগ্ধ চোখে একবার কর্মচারীর দিকে চেয়ে অসন্তুষ্ট খদ্দেরের দিকে মনোযোগ দিল সে, চোখ বড় বড় হয়ে উঠল মাইনারের পকেট থেকে পেট মোটা একটা টাকার থলে বেরতে দেখে। মাইনারকে থলের চামড়ার ফিতে খুলে কয়েকটা বড় বড় সোনার টুকরো বের করতে দেখে পিনপতন নিরবতা নামল সেলুনের ভেতর। কাউন্টারে সোনার টুকরোগুলো রাখল মাইনার। আশপাশের মাথাগুলো ঝুঁকে এলো সোনার টুকরো ভাল মতো দেখার আশায়। নাদুসনুদুস ভুঁড়ি দুলিয়ে মাইনারের পাশে চলে এলো স্টিভ ডেভিস, চোখে ফুটে উঠেছে শ্রদ্ধার ছাপ। সাধারণ কোন দু'পয়সা দামের মাইনার নয় এ, রীতিমতো পয়সাওয়ালা লোক।

বারের পেছনে হাত বাড়িয়ে জানতে চাইল ডেভিস, 'আপনি তো বুর্বঁ চেয়েছিলেন, তাই না?' একটা বোতল ধরিয়ে দিল মাইনারের হাতে। 'আশা করি এটা আপনাকে সন্তুষ্ট করতে পারবে।'

ছোট্ট করে নড করে থলে থেকে আরও কয়েকটা বড় বড় সোনার টুকরো বের করল মাইনার, তারপর অনাবিল হাসি হেসে সব কয়টা টুকরো পুরে ফেলল থলেতে, একটা টুকরো ছাড়া। থলেটা চলে গেল তার পকেটে।

'আশা করি এতেই উপস্থিত সবার জন্যে ড্রিঙ্কের ব্যবস্থা হয়ে যাবে,' সোনার টুকরোটা দেখিয়ে বোতলের কর্ক খুলতে খুলতে বলল সে। চেহারা গম্ভীর তার, কিন্তু চোখ চকচক করছে আনন্দে।

লোভীর মতো ছোঁ মেরে সোনার টুকরো হাতে তুলে দেখল ডেভিস।

এবার জটলা বাঁধতে শুরু করল জনতা মাইনারকে ঘিরে। বোকা বোকা চেহারায় ডেভিসের হাতের সোনার দিকে তাকিয়ে থাকল মেয়ার্স। বোতল মুখে তুলে চোঁ-চোঁ করে আধ পাইন্ট নামিয়ে দিল মাইনার। কোটের হাতায় মুখ মুছে ঢেকুর তুলল বড় করে। বোতলের বাকি তরলটুকু ধীরেসুস্থে শেষ করল সে, তারপর আরেকটা বোতলের জন্যে মাথা কাত করে ইশারা দিল।

ডেভিস নিজে খুলে দিল একটা বোতলের মুখ, সবাই দেখল তৃষ্ণার্তের মতো গিলছে মাইনার, নিজের দিকে একটুও খেয়াল নেই, মাতাল হয়ে শেষে হয়তো হারাবে সবই কোন ছিঁচকে চোরের হাতে। তবে মাইনার কথা বলতে শুরু করতেই সবার এই ধারণা পাল্টে গেল।

'এখানে কোন ল্যান্ড অফিস* আছে?' জানতে চাইল মাইনার।

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল ডেভিস। 'না। কাছেরটা রলিন্সে, এখান থেকে বিশ-পঁচিশ মাইল দক্ষিণে।'

কনুইয়ের গুঁতো মেরে পথ করে নিয়ে টলতে টলতে দরজার দিকে চলল মাইনার, পাত্তাই দিচ্ছে না চেপে আসা ভিড়কে। সে কয়েক পা এগোতেই পেছন পেছন চলল ডেভিস, চোখে আশার আলো। 'ক্লেইম ফাইল করবেন আপনি?' জানতে চাইল মাইনারের কাঁধের ওপর মুখটা নিয়ে।

জবাব দেয়ার আগে দীর্ঘ সময় নিল মাইনার, উদ্গ্রীব মুখগুলোর ওপর ঘুরে এলো তার ঘোলা চোখের দৃষ্টি। ভাব দেখে মনে হলো ঠিক কতটা বলা উচিত হবে, সেব্যাপারে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে।

'বেশ, মনে হচ্ছে তোমাদের বললে কোন ক্ষতি হয়ে যাবে না আমার,' অবশেষে বলল সে। 'খবরটা এমনিতেই ছড়িয়ে যাবে আমি রলিন্সের ল্যান্ড অফিসে গেলে। তাছাড়া আমাদের ক্লেইমে পাহারা দিচ্ছে আমার বন্ধু।'

মাইনার শ্বাস ফেলতেই আরও চেপে এলো তার চারপাশের ভিড়।

'এত সোনা একবারে আর কোথাও পাওয়া যায়নি, আমি বাজি ধরে বলতে পারি। পাথরের তলায় পুরো পাঁচ মাইল লম্বা একটা স্তরে সোনা আছে। উপত্যকার মাটি ছেঁকে সোনা পাওয়ার কারণ এখন বুঝতে পারছি। স্তরটা দেখে আমার মনে হয়েছে পাহাড়ের তলা দিয়ে ওই পার পর্যন্ত চলে গেছে।'

'কোন্ পাহাড়?' উৎসুক হয়ে জানতে চাইল ডেভিস, তর আর সইছে না তার।

'সেমিনো পীক্, ওই যে উত্তর-পশ্চিমের ওই পাহাড়টা। কত হবে, চল্লিশ মাইল হবে এখান থেকে। এসেক্স আর উইন্ড রিভার পীকের কাছেই।'

'সেমিনো পীক!' বেশিরভাগ মানুষই নিজের মনে উচ্চারণ করল নামটা। গুঞ্জন উঠল সেলুনে।

'ওই পাহাড় তো প্রসপেক্টররা খুঁজে দেখেছে, কিছুই পাওয়া যায়নি,' চোখের সামনে সোনার টুকরোটা ধরে সাবধানে বলল ডেভিস। সোনা চিনতে তার ভুল হয় না। 'জেড অ্যাংগার একবার ধোঁকা খেয়েছিল ওখানে। সোনা ভেবে কি একটা ধাতু নিয়ে রলিন্স শহরের অ্যাসে অফিসে* গিয়ে বোকা বনেছিল।'

'আমি যে জায়গার কথা বলছি সেখানে কেউ খোঁজেনি,' বোতল থেকে আরেক চুমুক খেল মাইনার, 'ক্যাসপার ক্রীক যেখানে নর্থ প্ল্যাট নদীর সঙ্গে মিশেছে, জায়গাটা ওখানে। ওই ক্রীক ধরে উজানে গেলে মাঝ রাস্তায় আরেকটা

---

* যে অফিস থেকে সরকারী জমি ইজারা নেওয়া হয়। বছরে বছরে কত দিতে হয় জমির জন্যে। করের পরিমাণ নির্ভর করে জমির পরিমাণের ওপর।

* ধাতুর গুণাগুণ পরীক্ষা করার অফিস।

ঝর্না আছে। ওটা ক্যাসপারের সঙ্গে মিশেছে। সেই ঝর্নার পাড় ধরে দুই মাইল গেলে পানির উচ্চতার আন্দাজ বিশ ফুট ওপরে, পাহাড়ের গায়ে আছে সোনা। সোনার সরু একটা পাত, পাঁচ মাইল লম্বা।' ঘোলা চোখে চারপাশে তাকাল মাইনার। 'আমার ধারণা সবার জন্যেই যথেষ্ট আছে ওখানে।'

প্রত্যেকে তার কথা শুনেছে। সবাই চেনে জায়গাটা। দ্বিতীয়বার মাইনারকে বলতে হলো না কোথায় সোনা পেয়েছে সে। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত নীরবে কাটল, তারপর একে একে বেরিয়ে গেল সবাই সেলুন ছেড়ে। প্রত্যেকে জানে, এখন সে রসদপত্র নিয়ে রওনা হবে নিজের জন্যে সোনা খুঁড়তে।

'জো, তুমি এদিকটা সামলে নিয়ো,' কর্মচারীর দিকে তাকাল ডেভিস, 'আমি যাচ্ছি আমাদের জন্যে জায়গা দখল করতে।'

বিস্মিত চোখে মেয়ার্স দেখল তার বস্ দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল ব্যাটউইং দরজা ঠেলে। মাইনারের দিকে তাকাল মেয়ার্স। বলল, 'মনে হচ্ছে তোমার ঘুসির কথাটা ভুলে যাওয়া উচিত আমার।' আরেকটা বোর্বোর বোতল মাইনারের হাতে ধরিয়ে দিল মেয়ার্স। 'এটা সেলুনের পক্ষ থেকে।' হাসল লোকটা। 'মনে হচ্ছে এখানে আর কোন কাজ নেই। এবার সেলুন বন্ধ করে দিয়ে আমিও যাব সোনার খোঁজে। আগামী কয়েকদিন সেলুনে কোন লোক আসবে বলে মনে হয় না।'

আস্তে করে মাথা দোলাল মাইনার, সেলুনের বাইরে এসে ঘোলা চোখে দেখল মেয়ার্সও তার বসের পদাঙ্ক অনুসরণ করে হিচরেইলে বাঁধা একটা ঘোড়ার দড়ি খুলছে। সাড়া পড়ে গেছে শহরে, সবাই ব্যস্ত হয়ে জোগাড়যন্ত্র করছে। সন্তুষ্টির একটা ছাপ ফুটে উঠল মাইনারের চেহারায়।

ঘোড়ার পিঠে তাড়াহুড়ো করে বাঁধা স্যাডল রোল চাপিয়ে শহর ছাড়ছে মানুষ। কেউ কেউ ওয়্যাগন বা বাগি ভর্তি করছে খাবার, কাপড় আর কোদাল-শাবল দিয়ে। বিবাহিতরা বউ-বাচ্চাকেও সঙ্গে নিচ্ছে নিরাপত্তার কথা ভেবে। নতুন শহরে কেউ যে থাকবে না সোনার খবর ফাঁস হওয়ার পর, এটা প্রায় নিশ্চিত। ঝপাঝপ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে দোকানগুলোর ঝাঁপ। এরাও কয়েকদিনের জন্যে স্বর্ণসন্ধানী হতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করছে না। রাস্তায় উড়ছে ভারী ধুলোর মেঘ। গড়গড় শব্দে গড়াচ্ছে ওয়্যাগন আর বাগিগুলোর চাকা। খবর দেয়ার আধঘণ্টা পর মাইনার একা দাঁড়িয়ে থাকল টুইন স্প্রিংসের রাস্তায়, তার কাছে মনে হলো সে ছাড়া গোটা শহরে বুঝি আর একজনও নেই।

আবার সেলুনে ঢুকল মাইনার, বার থেকে সংগ্রহ করল কয়েকটা ভাল জাতের মদের বোতল, তারপর সেগুলো কোটের পকেটে ভরে বাইরে এসে ঘোড়ায় চড়ে রওনা হয়ে গেল নিজের পথে। ধীরেসুস্থে দক্ষিণে, রলিন্সের দিকে চলেছে, যেন তাড়া নেই কোন। ব্যাঙ্ক পার হওয়ার সময় হাসল মাইনার, দেখল ভেতরে দু'জন লোক কাজ করছে এখনও। এরা বোধহয় সোনার খোঁজে যাবে না, আশা করছে

সোনাই যথাসময়ে তাদের কাছে আসবে।

রলিন্সের ট্রেইলে কয়েক মাইল এগোনোর পর ট্রেইল ছেড়ে গভীর একটা ক্যানিয়নের ভেতর দিয়ে পথ করে এগোল মাইনার। এঁকেবেঁকে ওপর দিকে উঠেছে ক্যানিয়নের মেঝে, বাঁকগুলো পার হবার সময় তার ভঙ্গি দেখে মনে হলো এখান দিয়ে আগেও বহুবার যাতায়াত করেছে। বড় একটা বাঁক ঘুরতে ক্যানিয়ন শেষ হয়ে গেল। খোলা একটা জমি সামনে। সে দেখল, দুটো মস্ত বোল্ডারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে এক লোক।

'কি খবর, ডেভ,' মাইনারের ঘোড়া থামতেই জানতে চাইল লোকটা। 'সোনার খবরে হিড়িক উঠেছে?'

'উঠেছে মানে! এত দ্রুত কোন শহর খালি হতে আমি দেখিনি, স্লিম। শেষ যখন দেখলাম, কয়েক বছর আগে ওগালায় প্লেগের খবর ছড়িয়ে পড়তে সবাই পালাল, তাতেও কয়েক ঘণ্টা লেগেছিল, টুইন স্প্রিংসের এরা ওদেরও ছাড়িয়ে গেছে।'

হাসল স্লিম, সরে মাইনারকে এগোনোর পথ করে দিল। সামনে বাড়ল মাইনার, একটু পরেই চলে এলো ঘাসে ছাওয়া ছোট্ট একটা উপত্যকায়। উপত্যকার বেশ খানিকটা ভেতরে পাহাড়ের গায়ে ঝুলন্ত একটা মস্ত পাথরের নিচে জ্বলছে একটা আগুন। সেই আগুনটাকে ঘিরে বসে আছে একদল লোক, বিশ্রাম নিচ্ছে, সিগারেট ফুঁকছে, গল্প করছে মৃদুস্বরে। ডেভ তাদের কাছে গিয়ে ঘোড়া থেকে নামতেই বেশির ভাগ লোক উঠে দাঁড়িয়ে তাকে স্বাগত জানাল। একজন একটা কফির মগ দিল মাইনারের হাতে।

'অবস্থা কেমন?'

জানতে যে চেয়েছে সে লম্বা, রোদে পোড়া সুদর্শন চেহারার, চোখ দুটো এত ধূসর যে ওপেক রঙের বলে ভুল হয়। একনজর দেখলেই বোঝা যায় সে এই দলের একচ্ছত্র অধিপতি।

'শহরে এখন দু'জনের বেশি নেই, লিউ। আমার ধারণা তাদের দু'জনের মধ্যে একজন আবার সন্ধের আগেই চলে যাবে সেমিনোর দিকে।'

মাইনারকে দেখে এখন আর মনে হচ্ছে না সে প্রৌঢ়, হাঁটাচলার মসৃণ ভঙ্গি দেখে বোঝা যাচ্ছে রীতিমতো চঞ্চল এক যুবক সে। চেহারায় সেই ঢিলেঢালা ভাব নেই, কঠোর মুখভঙ্গি। যেকোন বিপদের মোকাবিলায় সক্ষম।

'আমার ধারণা ব্যাঙ্কার থাকবে। লোকটা ভাববে ব্যাঙ্কে বসে সোনা নিয়ে আসা লোকজনের সঙ্গে লেনদেন করেই যথেষ্ট টাকা লাভ করতে পারবে সে।'

ডেভের কথা শুনে হাসির একটা হুল্লোড় উঠল। লিউয়ের ঠোঁটেও হাসির একটা রেখা দেখা দিল।

'সেমিনোয় সোনা নেই এটা প্রচার হয়ে যাবার আগেই তাহলে ব্যাঙ্কার

একটা দর্শন দিয়ে আসতে হচ্ছে,' শান্ত গলায় বলল সে। 'সন্ধের সময় রওনা হব আমরা।'

টুইন স্প্রিংসে ঢোকার পর কৌতূহলী হয়ে উঠল দুই রাইডার। কেউ নেই চারধারে, যেন পরিত্যক্ত একটা মৃত শহর। অথচ বাড়িঘর নতুন, সাদা রঙের বেড়াগুলো ঝকঝকে। তাছাড়া রলিন্সের কাছে কোন ভুতুড়ে শহর নেই।

'এই শহরের বাতাসটা আমার ঠিক পছন্দ হচ্ছে না, বেনন,' বলল কানে লোমওয়ালা ত্যাড়াব্যাকা চেহারার বয়স্ক লোকটা। মোটা গোঁফে তা দিয়ে আরেকবার দেখে নিল সে রাস্তার দু'পাশ।

পাশের দীর্ঘদেহী আরোহী আস্তে করে মাথা দোলাল। একেও দেখতে সুদর্শন বলা যাবে না, তবে চেহারায় একটা আলাদা আকর্ষণ আছে। চোখ দুটোতে আছে মায়া। খোলা মনের লোক হলে একে প্রথম দর্শনেই পছন্দ না করে উপায় নেই কারও। মন্ট্যানার বিখ্যাত দস্যু, রক বেনন তার নাম। এখন গভর্নরের ক্ষমার কল্যাণে আইন তাকে ধাওয়া করে না, কাজেই নিশ্চিন্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এটাই তার নেশা। ঠিক করেছে বাঁধনে জড়াবে না কখনও জীবনে। এখানে এসেছে একজনের অনুরোধে, বিশেষ একটা কাজে।

'ঠিকই বলেছ, ব্যাগলে,' অবশেষে মন্তব্য করল বেনন।

'আমি যা বলি ঠিকই বলি,' সন্তুষ্ট স্বরে বলল ব্যাগলে। অসন্তুষ্ট হওয়ার কোন কারণ নেই। এমনকি বেনন বকলেও, কৃতজ্ঞ ব্যাগলে কিছুতেই ভুলতে পারবে না যে বছরে অন্তত দু'বার যেখানেই থাকুক কষ্ট করে তার ফার্মে আসে বেনন, তার বউকে বুঝিয়ে শুনিয়ে ব্যাগলেকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে পনেরো দিনের জন্যে। এই ক'টা দিনের অপেক্ষায় বউয়ের বকা আর বাচ্চা ছেলে-মেয়ে দুটোর সব জ্বালাতন মুখ বুজে সহ্য করে নিতে পারে ও।

'বাড়ির রং দেখে বোঝা যাচ্ছে ভুতুড়ে শহর নয়, অথচ কেউ নেই!' চওড়া কাঁধ ঝাঁকিয়ে শ্রাগ করল বেনন। 'তাতে অবশ্য আমাদের কিছু যায় আসে না, আমরা সেলুনে ড্রিঙ্ক খুঁজে পেলেই খুশি থাকব, কি বলো, ব্যাগলে? গলার ধুলো দূর করা দরকার।'

'ধুলো না থাকলেও দিনে অন্তত দশ ঘণ্টা মাতাল থাকা দরকারি,' গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে বলল ব্যাগলে। তারপর অভিযোগের সুরে যোগ করল, 'ফার্মে ওরা আমাকে এক ফোঁটাও খেতে দেয় না।'

সবচেয়ে বড় সেলুনটার সামনে ঘোড়া থামাল দুই কাউবয়। সাইনবোর্ডে বড় করে লেখা রয়েছে, *ক্যাসিনো সেলুন।* আরেকবার চোখে অস্বস্তি নিয়ে রাস্তায় নজর বুলিয়ে নিল ওরা, তারপর হিচরেইলে ঘোড়া বেঁধে ব্যাটউইং ডোর ঠেলে ঢুকে পড়ল সেলুনের ভেতরে। দু'তিনটে ধেড়ে ইঁদুর ওদের দেখে দৌড়ে গিয়ে লুকিয়ে

পড়ল নিজেদের আস্তানায়।

'দেখে মনে হচ্ছে অনেক লোক সমাগম ছিল এখানে কয়েক দিন আগেও,' বলল বেনন চিন্তিত চেহারায়। আঙুল তাক করে মেঝে দেখাল। ধুলোতে অনেক পায়ের ছাপ। এলোমেলো, বিক্ষিপ্ত, তবে তাজা ছাপ। অনেক কথা বলছে নীরব সেলুনটা। 'দেখেছ,' একটা টেবিল দেখাল বেনন, 'এত তাড়াতাড়ি চলে গেছে যে গ্লাসের ড্রিঙ্কটুকুও শেষ করতে পারেনি।'

'ওরা কী বুঝবে ড্রিঙ্কের কদর,' নাক কুঁচকাল ব্যাগলে, 'ওদের বউ যদি আমারটার মতো হতো তবে টের পেত।'

'তা ঠিক,' দ্বিমত পোষণ করতে পারল না বেনন। লম্বা বারের পেছনে চলে এলো ও, চোখ বোলাল সারি সারি বোতলের ওপর। বোবোঁ? না, অত খরচ করার মতো আর্থিক অবস্থা নেই। রাই হুইস্কি? হ্যাঁ, এটাই তো খুঁজছিল এতক্ষণ। একটা রাই হুইস্কির বোতল নামাল বেনন, দুটো পরিষ্কার গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে একটা গ্লাস বাড়িয়ে দিল ব্যাগলের দিকে। ব্যাগলেকে চোঁ-চোঁ করে গলায় তরলটুকু ঢালতে দেখে চুমুক দিল গ্লাসে, চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিল, তারপর বলল, 'তোমার কি মনে হয়, একসঙ্গে সেলুনের সব লোক বেরিয়ে যাবে এমন কি কারণ থাকতে পারে!'

'সেটাই তো চিন্তা করে বের করতে চাইছি সেই তখন থেকে।'

কাউন্টারের নিচের তাকে চোখ পড়তেই চকচক করে উঠল বেননের চোখ। হাত বাড়িয়ে তুলে নিল গউচো চুরুটের বাক্সটা। পকেট থেকে কয়েন বের করে মদ আর চুরুটের দামটা রেখে দিল বাক্সের জায়গায়। বাক্স চলে গেল পকেটে। একটা চুরুট ধরাল বেনন। ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'মাত্র দুটো কারণে কোন শহর এভাবে খালি হয়ে যেতে পারে, ব্যাগলে। হয় প্লেগের ভয়ে, নাহলে কাছের শহরের বিরাট বড়লোক কেউ মরার আগে ঘোষণা দিয়েছে, এই শহর থেকে যে আগে যাবে তাকেই সমস্ত সম্পত্তি লিখে দেবে।'

'কারণ হতে পারে তিনটে,' নাক কুঁচকে মতামত জানাল ব্যাগলে। 'তুমি যে চুরুট টানছ সেরকম চুরুট যদি বেশ কয়েকজন একসঙ্গে ধরায়, তাহলেও শহর খালি হতে দেরি হবে না।'

বারের কাছ থেকে সরে গেল ব্যাগলে। নির্বিকার চেহারায় ধোঁয়া ছাড়ল বেনন। পা বাড়িয়ে বলল, 'চলো, ঘুরেফিরে দেখি শহরটা।'

রাস্তায় নেমে একধারের বাড়িঘরের সমস্ত দরজা খুলে দেখছে ওরা। সবখানে দ্রুত শহর ছাড়ার চিহ্ন। ব্যাঙ্কে আসার আগে পর্যন্ত দৃশ্যে কোন পরিবর্তন ওদের চোখে পড়ল না।

রাশল্যান্ড ব্যাঙ্ক। বড় একটা সাইনবোর্ড টাঙানো আছে বাড়ির সামনে। ভেতরে ঢুকল ওরা, বুঝতে দেরি হলো না মেঝের ধুলোয় পড়ে থাকা লাশ দুটোর

মধ্যে ভাল কাপড় পরা লোকটাই ছিল রাশল্যান্ড। দু'জনের কোটেই বুকের কাছটা কালচে হয়ে আছে জমাট রক্তে।

বেনন আর ব্যাগলে, দু'জনেই গভীর মনোযোগে লোক দু'জনকে পরীক্ষা করে দেখল। অন্তত একদিন আগে মারা গেছে। প্রত্যেকের বেলায় কেবল একটা করে বুলেট খরচ করা হয়েছে।

চোখে চোখে কথা হয়ে গেল বেনন আর ব্যাগলের, ব্যাঙ্কটা সার্চ করে দেখল ওরা। কার্পেটের নিচে পাওয়া গেল একটা ট্র্যাপ ডোর। ওটা খুলে নিচে নেমে এলো। ছোট্ট একটা ডাগআউট। সেফটা মজবুত ছিল। এখন দরজাটা খোলা। সম্ভবত খুলিয়ে নেয়া হয়েছে রাশল্যান্ড বা কর্মচারীকে দিয়ে। ভেতরে একটা ফুটো পয়সাও নেই।

'একটা ব্যাপার নিশ্চিত,' বলল গম্ভীর বেনন, 'শহরে কেউ একজন রয়ে গিয়েছিল কাজটা সারতে, প্লেগের কারণে শহর খালি হয়নি।'

সিঁড়ি বেয়ে ব্যাঙ্কের অফিসে চলে এলো বেনন। চিন্তিত চেহারায় তাকে অনুসরণ করল ব্যাগলে। পেছন থেকে অনিশ্চিত গলায় বলল, 'আমাদের বোধহয় কেটে পড়া উচিত, বেনন! শিগ্‌গিরই কেউ এসে পড়বে, আর এলেই একের পর এক প্রশ্ন করতে থাকবে। উপযুক্ত জবাব দিতে না পারলে আমাদেরকে ওরা ঝুলিয়ে দিতে পারে।'

জবাব দিল না বেনন। অধৈর্য ব্যাগলে বলল, 'তোমার হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে নড়ার কোন ইচ্ছে নেই।'

'কৌতূহল হচ্ছে, অস্বীকার করব না,' বলল বেনন। 'তবে সেজন্যে হাজারো প্রশ্নের মুখোমুখি হবার কোন ইচ্ছে আমারও নেই। ঠিকই বলেছ, এখানে থাকার আর কোন মানে নেই।' চোখে অস্বস্তি নিয়ে লাশ দুটোর দিকে তাকাল বেনন। 'ওদের ব্যবস্থা শহরের লোকরাই করবে। চলো, কেটে পড়ি।'

ওরা দু'জন ব্যাঙ্কের দরজায় পৌঁছেছে এমন সময়ে স্টেজকোচটা রাস্তার বাঁক ঘুরে ওদের ছাড়িয়ে খানিকটা সামনে থামল। ধুলো থিতিয়ে আসার আগেই লাফ দিয়ে নামল ড্রাইভার, যাত্রীদের মালামাল নামাচ্ছে।

'কথা বলবে না, যা বলার আমি বলব,' নিচু স্বরে ব্যাগলেকে বলল বেনন। বোর্ডওয়াকে এসে দাঁড়াল ওরা।

স্টেজ ড্রাইভারের হুড়োহুড়ির কারণ বোঝা গেল স্টেজ থেকে অপূর্ব সুন্দরী যুবতী মেয়েটা নামতেই। সোনালী চুল মস্ত খোঁপায় আটকানো, নীল একটা পোশাক পরে আছে যুবতী। ঠোঁট দুটো সরু কিন্তু পুরুষ্টু। মুখটা পানপাতার মতো। খাড়া নাক। আত্মসম্মান আছে। ঢিলেঢালা পোশাক তার খাপখোলা যৌবনকে আড়াল করতে পারেনি। পোড়া ঘিয়ের মতো গায়ের রং যুবতীর। একে দেখলে রানী ক্লিওপেট্রা রাগে-দুঃখে লোকসমক্ষে মুখ দেখানো বন্ধ করে দিত।

লজ্জা হতো বিশ্বের দ্বিতীয় সুন্দরী হওয়ায়। যুবতীকে হাত ধরে নামাল সুদর্শন এক যুবক। পেটা স্বাস্থ্য তার, পরনের কাপড় বলে দিচ্ছে টাকার কোন অভাব নেই। এই দু'জনের পরে নামল মোটাসোটা বেঁটে এক লোক। তার কোটের পকেটের ওপর একটা টিনের তারা দেখে বোঝা গেল মার্শাল।

বোর্ডওয়াকে উঠল তিন যাত্রী। বেনন আর ব্যাগলেকে পাশ কাটিয়ে ব্যাঙ্কের দরজার দিকে পা বাড়াল যুবক আর যুবতী। দ্রুত পিছিয়ে ব্যাঙ্কের দরজার সামনে দাঁড়াল বেনন, দু'হাত দুদিকে বাড়িয়ে বাধা দিল তাদেরকে ব্যাঙ্কে ঢুকতে। তার পাশে দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে গেল ব্যাগলে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে কড়া চোখে বেনন আর ব্যাগলেকে দেখল মার্শাল। চেহারায় বিস্ময় চাপা দিয়ে রাখতে পারছে না সে। বারকয়েক তাকাল ফাঁকা রাস্তার দিকে। শহরটা এরকম খালি খালি লাগছে কেন সেটা বুঝতে চেষ্টা করায় তার ভ্রূ কুঁচকে উঠল।

আয়ত নীল চোখে বিস্ময় নিয়ে বেননের দিকে তাকাল মেয়েটা। চেহারায় অনিশ্চিত একটা ভাব।

'আমি হলে ভেতরে যেতাম না, ম্যাম,' মার্শালকে অগ্রাহ্য করে নিচু গলায় বলল বেনন। 'ভেতরে লাশ পড়ে আছে।'

আশঙ্কার ছাপ পড়ল মেয়েটার সুন্দর মুখে। বেদানা রঙা গাল ফ্যাকাসে হয়ে গেল। বেননকে একরকম ঠেলে সরিয়ে ব্যাঙ্কের ভেতরে ঢুকে গেল মেয়েটা। সঙ্গের যুবক তার পেছন পেছন ঢুকল।

'সবাই গেছে কোথায়? কারা তোমরা?' মার্শালের ভাব দেখে মনে হলো সামনের এই দুই ধূলিধূসরিত লোক দু'জনকেই শহর খালি হবার পেছনে দায়ী করছে সে।

বেনন জবাব দেবার আগেই ব্যাঙ্কের ভেতর থেকে তীক্ষ্ণ আর্তচিৎকার শোনা গেল। দ্রুতপায়ে বেননকে পাশ কাটাল মার্শাল, দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে ভেতরে উঁকি দিল। মেয়েটাকে মাটিতে পড়ে থাকা একটা শরীরের পাশে বসে থাকতে দেখে বুঝে নিল যা বোঝার, তারপর ঘুরে মুখোমুখি হলো বেননের। চেহারাটা ভোঁতা হলেও মার্শালের হাতটা চালু। ঝটকা দিয়ে হোলস্টার থেকে টেনে বের করল সে প্রকাণ্ড সিক্সগান, নিষ্কম্প হাতে তাক করল বেনন আর ব্যাগলের দিকে।

'গানবেল্টগুলো খুলে ফেলে দাও,' আদেশ দিল গম্ভীর ভারী গলায়। 'তাড়াতাড়ি হাত নাড়াতে যেয়ো না, আমি ঠাট্টা করছি না।'

দু'জনের কাউকে দেখে মনে হলো না মার্শালের কথাটা কানে গেছে। চোখে করুণা নিয়ে মার্শালকে দেখল বেনন। 'কোন কিছু না জেনে সিদ্ধান্তে পৌঁছে যেয়ো না,' বলল ও।

কোল্টটা নড়ল না একচুল। মার্শালের চেহারাতেও কোন পরিবর্তন এলো না। দৃষ্টি বলে দিল সে কি ভাবছে। সামনের এই দু'জনই কুকর্মটা করেছে এব্যাপারে

মনে কোন সন্দেহ নেই তার। আবার তস্কর দু'জনকে সে আদেশ দিতে যাবে এমন সময় ব্যাগলে বলে উঠল, 'বিশ্বাস না হয় তুমি নিজে গিয়ে দেখে এসো, লোক দুটো অন্তত চব্বিশ ঘণ্টা আগে মারা গেছে। আমাদের ট্র্যাক দেখলেও বুঝবে এই কিছুক্ষণ আগে আমরা এসেছি শহরে। অবাক হয়ে গিয়েছিলাম কেউ নেই দেখে, সেলুনে গেলাম, সেখান থেকে বেরিয়ে কারণ খুঁজতে বেরিয়ে ব্যাঙ্কে এসে দেখি এই কাণ্ড। মাত্র ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়েছি এমন সময়ে তোমরা এলে।'

ব্যাগলের কথা শেষ হবার আগেই ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে এলো মেয়েটা। যুবক তাকে এক হাতে জড়িয়ে ধরে রেখেছে, নাহলে হয়তো পড়েই যেত যুবতী। যুবকের চেহারাতেও একই অবিশ্বাসের ছাপ দেখল বেনন।

'ওদের মিষ্টি কথায় কান দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই, জেস,' খানিকটা নির্দেশের সুরেই মার্শালকে বলল যুবক। 'কাজটা এদেরই তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই। টাকাগুলো কোথাও লুকিয়ে রেখেছে নিশ্চয়ই। এখানে এসেছে যাতে কেউ তাদের সন্দেহ না করে। পাসি খুঁজতে বেরলে পালিয়ে পার পাবে না বুঝতে পেরেছিল নিশ্চয়ই।'

'যা মনে আসছে বলে যাচ্ছ তুমি, মিস্টার,' আপত্তির সুরে বলল ব্যাগলে, 'ভাবতে চাইলে কত কিছুই ভাবা যায়। আমি যদি তোমাকে একটা ছাগল ভাবি তাহলে আমাকে ঠেকাচ্ছে কে!'

'বকবক থামিয়ে গানবেল্ট খুলে ফেলো,' ধমক দিল মার্শাল। 'জেলখানায় আগে ঢোকাই, তারপর বোঝা যাবে তোমরা কি করেছ আর করোনি।'

লোকটা অধৈর্য হয়ে উঠছে। ট্রিগারে আঙুলের চাপ বেড়েছে এটা লক্ষ করেছে বেনন আর ব্যাগলে, দু'জনই। কথা না বাড়িয়ে নির্দেশ পালন করল ওরা।

'আমারও মনে হচ্ছে ঠিকই বলেছ তুমি, ডিলন,' গানবেল্ট বোর্ডওয়াকে পড়ার পর যুবককে উদ্দেশ্য করে বলল মার্শাল তার মোটা গলায়। যুবতীর দিকে চোখে সহানুভূতি নিয়ে তাকাল। 'তোমার বাবার এই দুঃখজনক পরিণতির জন্যে আমি সত্যিই দুঃখিত, মিস শার্লি। ভেবো না, আমি দেখব এই হারামী দুটো যাতে এজন্যে ফাঁসিতে ঝোলে।'

চোখে চোখে কথা হলো বেনন আর ব্যাগলের। অবস্থা খারাপের দিকে যাচ্ছে। ড্রাইভার ব্যাঙ্কের ভেতরটা ঘুরে এলো। তাতে অবস্থার কোন উন্নতি হলো না। 'দেরি না করে এসো ওদের আমরা ঝুলিয়ে দিই, জেস,' নাকি গলায় আবেদন জানাল সে। 'আপনি কি বলেন, মিস্টার ডিলন?'

'এখনও আমরা নিশ্চিত নই যে এরাই ব্যাঙ্ক ডাকাতি আর খুনগুলো করেছে, রুব,' শান্ত স্বরে জবাব দিল ডিলন। 'তবে সেফটা সম্ভবত এরাই খালি করেছে। অপেক্ষা করব আমরা, শহরের সবাই ফিরুক, যদি সিদ্ধান্ত হয় যে এরা দোষী তাহলে আমাদের কিছু করতে হবে না, ওরাই এদের ঝুলিয়ে দেবে।'

'তা দেবে,' সায় দিল ড্রাইভার। 'কিন্তু কোন্ জাহান্নামে গেছে সবাই?'

'সেটা বোধহয় এরা বলতে পারবে,' মতামত প্রকাশ করল মার্শাল।

সুদর্শন যুবক কিছু না বলে মেয়েটার দিকে তাকাল। শার্লি তার বাবার লাশ দেখার ধাক্কা কিছুটা কাটিয়ে উঠেছে ইতিমধ্যে। শার্লির বাহুতে আলতো করে হাত রাখল ডিলন। 'চলো, শার্লি, তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছি আমি। চিন্তা কোরো না, আমার ওপর ছেড়ে দাও সব, এদিকটা আমি সামলে নেব।'

'ধন্যবাদ, লিউ,' ক্লান্ত কণ্ঠে বলল শার্লি। সন্দেহের চোখে একবার দেখে নিল বেনন আর ব্যাগলেকে, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে পা বাড়াল ডিলনের পাশে।

'চলো তোমরা,' তাড়া লাগাল মার্শাল, বেনন আর ব্যাগলেকে এগোতে ইশারা করে ড্রাইভারের উদ্দেশে বলল, 'অস্ত্রগুলো নিয়ে আমার পেছন পেছন আসো, রুব।'

একতলা একটা বাড়িতে মার্শালের অফিস। ওটাই জেলখানা। সিক্সগান তাক করে রেখে পেছন না ফিরেই দরজার তালা খুলল মার্শাল, একপাশে সরে নিরাপদ দূরত্বে গিয়ে দাঁড়াল। তার ইশারা পেয়ে ভেতরে ঢুকল বেনন আর ব্যাগলে। ওদের পর মার্শাল ঢুকল। ড্রাইভার রুব দেয়ালে গাঁথা দুটো পেরেকে ঝুলিয়ে রাখল গানবেল্ট দুটো।

'নাম কি তোমাদের!' হুক থেকে চাবির একটা রিং নামাতে নামাতে জানতে চাইল মার্শাল।

'আমি বেনন। রক বেনন। আর আমার সঙ্গে এ ব্যাগলে, হিরাম ব্যাগলে।'

'কি বললে?' চোখ বিস্ফারিত হলো মার্শালের। 'বেনন? রক বেনন? কোন বেনন? আমাদের এই মন্ট্যানার বেনন?'

ওপর নিচে মাথা দোলাল বেনন।

চোখ সরু হয়ে গেল মার্শালের। 'তাহলে পুরনো সেই পাপী আবার লাইনে ফিরে এসেছে!' কড়া চোখে ব্যাগলেকে দেখল। 'সঙ্গের এটাও নিশ্চয়ই একই নর্দমার কীট?' মাথা নাড়ল সে। 'তোমাদের কপাল খারাপ যে আমার এলাকায় কাজ সারতে এসেছিলে।'

'তুমি ভাল করেই জানো যে আমাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে,' বলল বেনন। বিন্দুমাত্র চিন্তিত দেখাচ্ছে না ওকে। পঞ্চোর পকেট থেকে একটা সিগার বের করে ধরাল। ধোঁয়া ছুঁড়ল ছাদ লক্ষ্য করে, তারপর ঠোঁটের কোনা দিয়ে বলল, 'আমি বিশ্বাস করি না তুমি একটা গাধা, মার্শাল। তুমি কি চাও আমি আমার ধারণা পাল্টে ফেলি?' মার্শালের চোখে তাকাল বেনন। 'আমি দোষী হলে কখনও নিজের পরিচয় দিতাম?'

ব্যাগলে মাথা দোলাল বেননের যুক্তি শুনে।

'আমি জারম্যান জেস, বেনন,' নামটা গুরুত্ব বহন করে এমন ভাবে ধীর

গলায় বলল মার্শাল। 'আমার নাম শুনে থাকবে হয়তো। আজ পর্যন্ত কোন আউট-ল আমাকে ফাঁকি দিতে পারেনি।' অফিসের আরেকপ্রান্তে একটা দরজা। দরজাটা খোলা। খাটো একটা করিডরের পর সেলের শিক দেখা যাচ্ছে। অস্ত্রের মুখে করিডরে ওদের নিয়ে এলো মার্শাল, সেলের দরজার দিকে ইঙ্গিত করল। 'অনেক সময় নষ্ট হয়েছে, এবার ভেতরে ঢোকো।'

পিচুটি ভরা চোখে প্রশংসা নিয়ে মার্শাল জেসের কথায় সায় দিয়ে মাথা দোলাল ড্রাইভার রুব। মার্শাল চাবি দিতেই এগিয়ে গিয়ে সেলের দরজার তালা খুলে দরজা মেলে ধরল। তাকে সরে যেতে বলল মার্শাল, বেনন আর ব্যাগলেকে ঢুকতে বলল সেলের ভেতরে। নির্দেশ পালন করে পিছিয়ে সরে গেল রুব। আঁইগুঁই না করে ভেতরে ঢুকল বেনন আর ব্যাগলে। পেছনে দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ছিটকিনি আটকাল জেস, হোলস্টারে অস্ত্রটা রেখে রুবের কাছ থেকে চাবি নিয়ে তালায় ঢোকাল লক করার জন্যে, পর মুহূর্তে জমে গেল মূর্তির মতো। ঘুরে দাঁড়িয়েছে বেনন, শিকের ফাঁক দিয়ে ছোট্ট ডেরিঞ্জারটার নল ঢুকিয়ে গুঁতো দিয়েছে মার্শালের ভুঁড়িতে। পেটের দিকে তাকিয়ে ডেরিঞ্জারের নলটাকে কামানের নল বলে মনে হলো মার্শালের, বেননের চোখে শীতল চাহনি বুকে কাঁপ ধরিয়ে দিল।

'দরজাটা খোলো, নাহলে থলথলে ভুঁড়ি ফুটো হয়ে যাবে,' হুঁশিয়ার করল বেনন।

'আরেকবার বলো,' বলল ব্যাগলে, 'ওর গুবরে পোকার সমান মগজে কথাটা ঢুকেছে কিনা কে জানে!'

ঢুকেছে তাতে সন্দেহ নেই কোন। কাঁপা হাতে ছিটকিনি খুলল মার্শাল জেস। দরজা ঠেলে বেরিয়ে এলো বেনন, লোকটাকে পিছিয়ে যেতে বাধ্য করল। বেননকে পাশ কাটিয়ে অফিসে চলে এলো ব্যাগলে, পেরেক থেকে গানবেল্ট দুটো খসিয়ে নিজেরটা পরে নিল ব্যস্ত হাতে, বেননেরটা পরিয়ে দিল বেননকে। সিক্সগান বের করে ড্রাইভারের দিকে চোখ গরম করে তাকাল ব্যাগলে। 'ঝুলিয়ে দেয়া উচিত, না?'

কি যেন বলতে চাইল রুব, গলা দিয়ে শুধু গোঁ-গোঁ আওয়াজ বেরল।

'ভেবো না পালাতে পারবে তোমরা,' শাসানোর সুরে বলে উঠল জারম্যান। 'এই কাউন্টি ছেড়ে বেরনোর আগেই ধরা পড়তে হবে।'

'তোমরা ছোট শহরের মার্শালরা সব একই রকম,' আফসোস করে মাথা নাড়ল বেনন। 'প্রমাণ ছাড়াই যাকে তাকে ধরে বসো অপরাধী মনে করে।'

জবাব দিল না জারম্যান, মনে মনে নিজেকে শাপান্ত করল, বন্দিদের সার্চ না করে বিরাট একটা ভুল করেছে সে কাজে।

'আমরা এই কাউন্টিতে থাকব নাকি চলে যাব সেটা আলাদা ব্যাপার,

জারম্যান,' বলল বেনন। 'তবে যদি চলে যেতে চাই তাহলে তোমার সাধ্য নেই ঠেকাও। আমার মনে হয় তোমার উচিত রলিন্সে শেরিফ মায়ার্সের সঙ্গে যোগাযোগ করা, তাহলেই তোমার ধারণা পাল্টে যাবে। বুঝতে পারবে যে আমরা কোন অপরাধ করিনি। মায়ার্স আমাদের ভাল মতোই চেনে।'

'ভাল লোকের নাম বলেছ!' তিক্ত সুরে বলল জারম্যান। 'কয়েক সপ্তাহ আগে অ্যাম্বুশে মারা গেছে সে।' চোখ সরু করল মার্শাল। 'কে জানে, তোমরাই হয়তো তার হত্যাকারী।'

'এ তো খামোকা একের পর এক দোষ চাপিয়ে দিচ্ছে!' রেগে গেল ব্যাগলে। বেননের দিকে তাকাল, চোখ চকচক করছে শয়তানিতে। 'দেব নাকি ব্যাটার পাছায় জোরসে একটা লাথি কষিয়ে, মগজটা নড়ে উঠবে, তাতে বুদ্ধি খুলতে পারে লোকটার।'

'হয়তো কাজ হতো,' ধীরে বলল বেনন, 'কিন্তু আমার ধারণা পাছার বদলে মগজটা ওর পায়ের বুড়ো আঙুলে।'

'আমি যাচ্ছি ঘোড়া আনতে,' কথা না বাড়িয়ে দরজার দিকে পা বাড়াল ব্যাগলে। 'এব্যাটা যখন মানবেই না যে আমরা নির্দোষ, তো সরে পড়া যাক।'

নীরবে মাথা দোলাল বেনন।

মার্শালের অফিস থেকে বের হয়ে বোর্ডওয়াক থেকে নামার সময় শহরের শেষ প্রান্ত থেকে ডিলনকে আসতে দেখল ব্যাগলে। পাত্তা না দিয়ে ক্যাসিনো সেলুনের দিকে চলল ও। সেলুনের হিচরেইলের সামনে শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ঘোড়া দুটো। সময় নিয়ে দড়ি খুলল ব্যাগলে, ডিলনকে পাশে আসার সুযোগ করে দিল।

'মনে হচ্ছে জেসকে বোঝাতে পেরেছ যে তোমরা খুনি নও,' সাইডওয়াকে দাঁড়িয়ে পড়ে মন্তব্য করল ডিলন।

'তোমার গায়ে পড়া ভাবটা আমার পছন্দ হচ্ছে না, বন্ধু।' গোঁফে তা দিল ব্যাগলে। 'মার্শালকে আমরা কি বুঝিয়েছি তাতে তোমার এত কি?'

ডিলনের ধূসর চোখ সরু হয়ে গেল, মুখটা দেখে মনে হলো পাথর কেটে তৈরি। পা ফাঁক করে গানম্যানদের মতো দাঁড়াল লোকটা। শান্ত, ভাব-বিবর্জিত গলায় বলল, 'টুইন স্প্রিংসের সব কিছুতেই আমার স্বার্থ জড়িয়ে আছে।'

'কারণটা কি, বন্ধু?' ব্যাগলে একেবারেই অবিচল। দরকার পড়লে মুহূর্তের মধ্যে সিক্সগান বের করতে পারবে।

'এই শহরটা ডিলনরা তৈরি করেছে, মিস্টার, ডিলনদের টাকাতেই এই শহর চলে।'

'তার মানে এই নয় যে তুমিই এই শহরের আইন। গায়ে পড়ে লাগতে আসার কোন অধিকারও কেউ দেয়নি তোমাকে।'

এক সেকেন্ডের জন্যে মনে হলো ড্র করতে যাচ্ছে ডিলন। দেরি না করে থাবা দিয়ে সিক্সগান বের করে আনল ব্যাগলে, তারপর দেখল শরীরে ঢিল দিয়ে দাঁড়িয়েছে ডিলন, চোখে টিটকারি খেলা করছে। এবার, এই এতক্ষণ পর সতর্ক হবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করল ব্যাগলে। তার চিনতে ভুল না হলে সামনে দাঁড়ানো এই লোকটা অত্যন্ত বিপজ্জনক একজন।

'তুমি বোধহয় ভাবো অস্ত্রে তোমার হাত যথেষ্ট চালু,' শান্ত স্বরে বলল ডিলন। 'ধারণাটা পাল্টে ফেলো। আমি যদি ড্র করতাম, এতক্ষণে রাস্তায় পড়ে থাকত তোমার লাশ। হয়তো ড্র আমি করবও, যদি প্রমাণ পাই যে তুমি আর তোমার দোস্ত মিলে রাশল্যান্ডের খুনটা করেছ।'

অজান্তেই একটা ঢোক গিলল ব্যাগলে। রেগে গেল অস্বস্তি বোধ করছে বলে। অস্ত্রটা নেড়ে হুকুম দিল, 'গানবেল্টটা খুলে হাত উঁচিয়ে দাঁড়াও। বাকল খোলার সময় আস্তে হাত নাড়বে। যদি তাড়াহুড়ো দেখি তো গুলি করে পরে জানতে চাইব কারণটা।'

দেহের পেশি শক্ত হয়ে গেল ডিলনের, কিন্তু ব্যাগলের নির্দেশটা পালন করল সে। লাথি দিয়ে দূরে সরিয়ে দিল গানবেল্ট। ওটা তুলে নিল ব্যাগলে, ডিলনকে বোর্ডওয়াক ধরে আসতে ইশারা করল। ঘোড়া দুটোর দড়ি ধরে নিয়ে চলল জেল হাউজের দিকে।

ও জেলখানার সামনে যাবার আগেই মার্শাল আর ড্রাইভারকে অস্ত্রের মুখে নিয়ে ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো বেনন। বোর্ডওয়াকে থমকে দাঁড়িয়ে ওদেরকে দেখল ডিলন, নিচু স্বরে বলল, 'আচ্ছা, এই তাহলে ব্যাপার!'

'ওরাই খুনী, কোন সন্দেহ নেই,' মতামত জানাল মার্শাল। চোখের ইশারায় বেননকে দেখাল। 'এ মন্ট্যানার কুখ্যাত দস্যু রক বেনন। সঙ্গেরটাও পাক্কা হারামি।'

'কতদূর যাবে,' বলল ডিলন। 'আমার ধারণা দু'দিনের বেশি লাগবে না ওদের ধরে ঝুলিয়ে দিতে।'

'হয়তো তাই,' জবাব দিল ব্যাগলে। 'কিন্তু একটা কথা মনে রেখো, আমরা যদি ফাঁসিতে ঝুলি তা দেখার ভাগ্য তোমার হবে না।'

রাস্তায় পা রেখে ঘোড়ার দড়ি ধরল বেনন। অস্ত্রের নল এখনও মার্শালের দিকে। পরস্পরের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় হলো বেনন আর ব্যাগলের। মাথা দোলাল ব্যাগলে। ওরা দু'জন স্যাডলে উঠতে যাবে এমন সময় শুনতে পেল ঘোড়ার খুরের আওয়াজ। রাস্তা ধরে দ্রুত এগিয়ে আসছে ঘোড়াটা। বন্দিদের চোখে নতুন আশার আলো দেখতে পেল বেনন। ডিলনের চেহারায় ঘৃণা, নিষ্ঠুরতা খেলা করছে।

দুই

পরিস্থিতি বুঝে নিতে দেরি হলো না অশ্বারোহীর। বিশগজ দূরে থাকতেই ঘোড়ার গতি কমিয়ে হাঁটার সমান করে ফেলল সে। যেকোন সময়ে কিছু একটা করে বসবে ।

'এগিয়ে আসতে থাকো,' ডাক দিল ব্যাগলে। 'কোমরের কাছ থেকে হাত সরিয়ে রাখবে।'

ঘোড়াটা একেবারেই থামিয়ে ফেলল যুবক। ওখান থেকেই হাঁক ছাড়ল, 'আমি বরং এখান থেকেই সুযোগ নেব।'

মাথা দোলাল ব্যাগলে। 'নিতে পার, কিন্তু যদি নাও, লিউ ডিলনকে খতম করে দেব আমি। শুনলাম ও নাকি এই শহরের সবচেয়ে দামী লোক। ঝুঁকিটা নেবে তুমি?'

গলা ছেড়ে হেসে উঠল যুবক। আন্তরিক উদার হাসিতে কাঁপছে তার দেহ। বেনন আর ব্যাগলেকে অবাক করে দিয়ে দরাজ গলায় বলে উঠল, 'ওকে যদি খতম করে দাও তাহলে বিরাট এক ঋণের হাত থেকে বেঁচে যাব আমি। আজকেই টাকাটা ওকে দিতে শহরে এসেছি, বুঝলে? হাত বাড়াব নাকি অস্ত্রের দিকে?'

প্রথম দর্শনেই বেনন আর ব্যাগলের ভাল লেগে গেল আন্তরিক যুবককে। সতর্কতায় ঢিল না দিয়ে আরও ভাল করে লক্ষ করল ওরা তাকে। বয়স হবে বড়জোর পঁচিশ। মাঝারি আকৃতি, দড়ির মতো পাকানো দেহ, কালো চুল, চোখ দুটো নীল, অলস দৃষ্টি তাতে। মুখে রসিকতার ছাপ, কিন্তু চিবুকটা দেখলে বোঝা যায় এই লোকের ওপর জোর করে কিছু চাপিয়ে দেয়া যায় না। পিছু হটার লোক নয় যুবক।

'ব্যাপার কি আসলে?' জানতে চাইল যুবক। 'শহরের মানুষ গেছে কোন্ জাহান্নামে? আমি মনে করি না ওই দুটো সিক্সগান দিয়ে সবাইকে ভাগিয়ে দিতে পেরেছ তোমরা।'

'আমরাও এসে দেখি শহর খালি,' জবাব দিল বেনন। 'কারা যেন ব্যাঙ্কে ঢুকে দু'জন লোককে খুন করে সেফ খালি করে নিয়ে ভেগেছে। এই মোটা মার্শাল আর ডিলন জোর করে আমাদের দোষী বানাতে চাইছিল।'

ব্যাঙ্ক ডাকাতির কথায় একটু চমকে মতো উঠল যুবক। ধীরে ধীরে ঘোড়া থেকে নামল, ভাব দেখে মনে হলো না বেনন বা ব্যাগলের তরফ থেকে বিপদের ভয় পাচ্ছে। বেনন আর ব্যাগলে বাধা দিল না, ব্যাঙ্কে গিয়ে ঢুকল সে, এক মিনিট

পরই বেরিয়ে এলো আবার। মুখটা একটু ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। তীক্ষ্ণ চোখে কিছুক্ষণ দেখল বেননদের দু'জনকে। গানবেল্টের ওপর থেকে ঘুরে এলো তার দৃষ্টি, তারপর তাকাল ডিলনের দিকে।

'ব্যাঙ্ক ডাকাতদের ধরার আগে পর্যন্ত টাকা না চাওয়াই উচিত হবে বলে মনে করি আমি, ডিলন,' শান্ত গলায় বলল সে।

কঠোর চেহারায় মাথা নাড়ল ডিলন। 'না, ক্লিন্ট। তোমার চেয়ে আমার টাকা ওই সেফে বেশি ছিল, কিন্তু তাতে আমার ব্যবসায় কোন অসুবিধে হবে না। যারা আমার কাছে টাকা পায় তাদের টাকা নির্দিষ্ট সময়েই শোধ করব আমি। আমি আশা করছি তুমিও তাই করবে। আগামীকাল যদি টাকা শোধ করতে না পারো তাহলে ট্রিপল বার আমার হয়ে যাবে।' কথা থামিয়ে বেনন আর ব্যাগলেকে দেখাল ডিলন। 'এদের ওপর থেকে যদি চোখ না সরাও তাহলে তোমার ব্যাঙ্কে রাখা টাকা বোধহয় ফেরত পাবে।'

'আমারও তাই ধারণা,' বলল মার্শাল জেস। তার গলায় কোন উৎসাহ নেই। বুঝেছে যে চিপিতে পড়েছে সে আর ডিলন, বেনন আর ব্যাগলেকে হারিয়ে দিয়ে তাদের উদ্ধার করতে পারবে না ক্লিন্ট চাইলেও।

মার্শালকে অগ্রাহ্য করে ডিলনের দিকে তাকাল ক্লিন্ট। গম্ভীর গলায় বলল, 'ট্রিপল বার দখল করতে চেষ্টা করলে ভুল করবে, ডিলন। আমি চাই না খুনোখুনি হোক। কিন্তু পিছিয়েও যাব না আমি।'

ডিলনের মুখটা কালো হয়ে গেল। 'আমাকে থামাতে চেষ্টা করলে খুনোখুনির দায় তোমাকেই নিতে হবে, ক্লিন্ট,' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল সে। 'আগামীকাল, ক্লিন্ট। তার আগেই তোমাকে টাকা শোধ করতে হবে। না যদি করো, আইন আমার পক্ষে থাকবে,' মার্শালের দিকে তাকাল সে। 'আমি কি ঠিক বলছি, জারম্যান?'

ওপর-নিচে মাথা দোলাল মার্শাল।

'আমি সত্যিই দুঃখিত, শার্লি,' মৃদু গলায় বলল ক্লিন্ট। 'এখন ব্যবসার কথা আলোচনার সময় নয়, অথচ অভদ্রের মতোই তা-ই করতে হলো। ক্ষমা করো। আর একটা কথা, আমার টাকা শোধ করার জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না।'

আস্তে করে মাথা দোলাল হতচকিত শার্লি।

ঘোড়ায় চড়ল ক্লিন্ট, ছুটতে শুরু করল স্ট্যালিয়নটা, এবার দক্ষিণে যাচ্ছে। ওদেরও এখানে অপেক্ষা করার কোন কারণ নেই, শেষবারের মতো চোখে নীরব নিষেধ নিয়ে দু'জনকে দেখল বেনন, তারপর ব্যাগলেকে আসতে বলে ছুটল ক্লিন্টের পিছু পিছু। বুঝতে পারছে ঝামেলায় জড়িয়ে গেছে। কিন্তু তারপরও খুশি, যেকাজে এখানে এসেছিল সেই কাজের রূপ কি হতে পারে তার একটা অস্পষ্ট ধারণা পেয়ে গেছে।

শহর থেকে মাইল খানেক দূরে আসার পর ক্লিন্ট টের পেল যে তাকে অনুসরণ করা হচ্ছে। রাশ টেনে ঘোড়া থামিয়ে ফিরে তাকাল সে, হাত ঝুলিয়ে দিল হোলস্টারের পাশে। অপেক্ষা করল বেনন আর ব্যাগলে সামনে এসে থামা পর্যন্ত, তারপর বলল, 'আমার পিছু নাওনি তো, বন্ধুরা?'

'বোধহয় রলিন্সে যাচ্ছি,' বলল ব্যাগলে। 'টুইন স্প্রিংস বড় বেশি গরম হয়ে উঠেছিল।'

'তোমরাই যদি খুন করে থাকো তাহলে রলিন্সে গিয়ে বাঁচবে না। স্টেজটা রলিন্সে গেলেই খবর ফাঁস হয়ে যাবে। তাছাড়া পাসি নিয়ে খুঁজতে বেরবে জারম্যান।'

'টুইন স্প্রিংস থেকে পাসির লোক জোগাড় করতে হচ্ছে না জারম্যানকে।' একটা সিগার ধরাল বেনন। 'অবশ্য ওসব নিয়ে আমরা ভাবছি না এখন।' তীক্ষ্ণ চোখে যুবক র‍্যাঞ্চারকে দেখল, জরুরী কিছু নয় এমন সুরে বলল, 'তুমি শহরে ঢুকেছিলে উত্তর থেকে, এখন দেখছি দক্ষিণে যাচ্ছ।'

জবাব না দিয়ে ঘোড়া সামনে বাড়াল ক্লিন্ট। তার দু'পাশে চলেছে বেনন আর ব্যাগলে। কিছুক্ষণ নীরবে পথ চলল ওরা, তারপর মুখ খুলল র‍্যাঞ্চার। 'এখন যাচ্ছি রলিন্সে। ওখানে কয়েকজন বন্ধু আছে, চেষ্টা করে দেখব তাদের কাছে ধার পাওয়া যায় কিনা। যাবে বলে মনে হয় না। অনেক টাকা পায় ডিলন আমার কাছে।'

খুকখুক করে কাশল বেনন। 'কেন পায় জানতে পারি কি? অবশ্য তোমার যদি বলতে কোন আপত্তি না থাকে।'

অন্য র‍্যাঞ্চার যা করত তাই করল ক্লিন্ট, চোখে রাগ নিয়ে বেননকে দেখল। ব্যক্তিগত ব্যাপারে প্রশ্ন করাটা পশ্চিমে রীতি বিরুদ্ধ। তবে বেননের হাসিটা আন্তরিক, রাগ কমিয়ে দিল ক্লিন্টের। বেনন আর ব্যাগলেকে কৌতূহলী চোখে আরেকবার দেখল সে। টুইন স্প্রিংসে যে সিদ্ধান্তে এসেছিল সেই একই সিদ্ধান্তে পৌঁছুল আবার। এরা লোক ভাল, কোন কথা দিলে তা রাখতে জানে। সহজ হয়ে এলো যুবক। ভালই তো, নিজের সমস্যা নিয়ে আলাপ করলে হয়তো কোন সমাধান বেরিয়েও আসতে পারে।

'লুক ডিলন আর আমার বাবা একই সময়ে এই অঞ্চলে আসে,' শুরু করল সে। 'বন্ধু ছিল দু'জন, তাই ঠিক করেছিল পাশাপাশি র‍্যাঞ্চ করবে। র‍্যাঞ্চিং ব্যবসায়ে দু'জনই সফল হয়। বিয়েও করেছিল একই সঙ্গে। সেই সময়ে অরিগনে যাবার পথে একটা ওয়্যাগন ট্রেইন থেমেছিল এখানে। সেই ওয়্যাগন ট্রেইনের দুটো মেয়েকে বিয়ে করে তারা।' একটু থামল ক্লিন্ট, একটা সিগারেট রোল করে নিয়ে আবার বলতে লাগল।

'দুর্দান্ত লোক ছিল ডিলন, তবে আমার বাবাও যথেষ্ট কঠোর ছিল। পরবর্তী

বছরগুলোয় প্রতিবেশী হওয়াতেই সম্ভবত বাবা আর লুক ডিলনের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটে। দু'জনের বউ যদি বান্ধবী না হতো তাহলে হয়তো বিবাদ এড়ানো যেত না। অবশ্য তাদের জীবিত অবস্থাতেই বাবা আর লুক নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার জন্যে প্রতিযোগিতা শুরু করে দিয়েছিল। ডিলনের বউ একটা ঘোড়া থেকে পড়ে মারা যাওয়ার এক বছর পর মারা যায় আমার মা। এরপর থেকেই ডিলন আর ডসনদের মুখ দেখাদেখি প্রায় বন্ধ।'

ছবিটা এখন রেনন আর ব্যাগলের কাছে পরিষ্কার। গভীর মনোযোগে শুনছে ওরা।

'বাবা ঠিক করল আমাকে শিক্ষিত করে তুলবে, কাজেই পুবে কলেজে পড়তে গেলাম আমি। ওখানে তিনবছর থাকলাম। আমি অবশ্য জানতাম না যে এই বছরগুলোয় বাবার স্বাস্থ্য খুবই খারাপ মোড় নিয়েছে। ফাইনাল পরীক্ষার দু'মাস আগে খবর পেলাম বাবা মারা গেছে। তার শেষ কথা ছিল আমি যাতে লেখাপড়া শেষ করে তারপর এখানে আসি। তাই করলাম আমি। এখানে এসে দেখি কারা যেন আমাদের গরু চুরি করে র‍্যাঞ্চের অবস্থা খারাপ করে তুলেছে। আমাদের ফোরম্যান ডারকিন অ্যাম্বুশে মারা গেল। তার পর পরই মারা গেল আরও কয়েকজন শক্ত কাউবয়। কয়েকজন চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে গেল।' সিগারেটে কষে টান দিয়ে শেষটুকু ফেলে দিল ক্লিন্ট।

'রাউন্ডআপের সময় গরু জড় করতে গিয়ে টের পেলাম র‍্যাঞ্চের অবস্থা কতখানি খারাপ। রেলরোডের খরচা উঠবে না বুঝে শেষ পর্যন্ত ড্রাইভ করিনি। লিউ ডিলনের কাছ থেকে ধারটা তখনই নিই। মোটামুটি ভাল বন্ধু ছিলাম আমরা ছোটবেলা থেকেই। ও যখন আমাকে খারাপ সময়টা পার করার জন্যে বেশ কিছু টাকা সাধল, নিতে দ্বিধা করলাম না আমি। তখনও জানি না ওর বাবার মতোই হয়েছে ও। পরের কয়েকবছরে আমাদের বন্ধুত্বও শেষ হয়ে গেল। বাজি ধরে বলতে পারি আমার গরু রাসলিঙের পেছনে ওর হাত আছে, ওর লোকরাই করছে কাজটা। যাই হোক, দিনরাত খেটে র‍্যাঞ্চটা আমি মোটামুটি লাভজনক করে তুলতে পারলাম। ব্যাঙ্কে যে টাকা রেখেছিলাম তা দিয়ে ডিলনের ঋণটা আমি শোধ করে দিতে পারতাম, কিন্তু ডাকাতি হয়ে গেল ব্যাঙ্ক।'

'ব্যাঙ্ক তোমার ক্ষতি পূরণ না করা পর্যন্ত ডিলন অপেক্ষা করতে পারে,' বলল ব্যাগলে।

মাথা নাড়ল ক্লিন্ট। 'ব্যাঙ্কের মালিক রাশল্যান্ড মারা গেছে। আমি মিস রাশল্যান্ডের কাছে টাকা ফেরত চাইব না। তাছাড়া টাকাটা আমি ব্যাঙ্কে জমা রাখিনি, রাশল্যান্ডের জিম্মায় রেখেছিলাম, যাতে ঋণ শোধের সময় ও সাক্ষী থাকে। সচ্ছল ব্যাঙ্কও নয় ওটা। মূল ব্যবসা জমাকারীর টাকা রলিন্সের বড় ব্যাঙ্কে রাখা। রলিন্সের ব্যাঙ্কের দেয়া সুদ আর জমাকারীদের রাশল্যান্ড যে সুদ দেয় তার

পার্থক্যই ছিল ব্যাঙ্কটার মুনাফা।'

'কে জানত যে টাকাটা ব্যাঙ্কে আছে?' জানতে চাইল বেনন।

'রাশল্যান্ড আর ক্রিসি। ওরা দু'জনই মারা গেছে কাজেই সন্দেহের বাইরে। এছাড়া জানত লিউ ডিলন আর তার ফোরম্যান কেগ্‌ল্। ওরা জানে কারণ কেগ্‌ল্‌কে আমি বলেছিলাম, যাতে ডিলনকে জানিয়ে দেয়।'

'কেগ্‌ল্ হয়তো ডাকাতি করেছে,' বলল বেনন। 'যদি করে থাকে, তাহলে ডিলনকে সে কিছু বলবে না, নিজের স্বার্থে।'

দ্বিধান্বিত দেখাল ক্লিন্টকে। মাথা নাড়ল একটু পরে। 'না। কেগ্‌ল্ গানম্যান, নীচ লোক সন্দেহ নেই, কিন্তু ডিলনের পকেটে আছে, সে এরকম কিছু করবে বলে মনে হয় না।'

'সেটা খোঁজ নিয়ে জানতে হবে,' বলল বেনন।

বিস্মিত চোখে ওকে দেখল ক্লিন্ট, তারপর বলল, 'তোমার বলার ভঙ্গিতে মনে হয়েছিল তোমরাই খোঁজ নেবে। আসলে তো বলতে চাইছ আমার খোঁজ নেয়া উচিত, তাই না?'

'না,' ধীর গলায় বলল বেনন, 'প্রথমবারই তুমি ঠিক বুঝেছ। আমাদের ফাঁসিয়ে দেয়া হয়েছে। কে ফাঁসিয়েছে, কেন ফাঁসিয়েছে ইত্যাদি জানার আগে এই এলাকা থেকে নড়ব না আমরা।'

বেনন আর ব্যাগলেকে বারকয়েক দেখল ক্লিন্ট। 'ল-ম্যান তোমরা?'

'না।'

বেনন বলল, 'জারম্যানের উদ্ধত আচরণ আমাদের পছন্দ হয়নি, তাছাড়া ডিলন আমাদের ঘাড়ে খুনের দায় চাপিয়ে দিতে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিল—কারণ জানতে চাই। এমনিতে এখান থেকে চলে গেলে আমাদের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগটা রয়েই যাবে।' মাথা নাড়ল বেনন। 'তাড়া খেয়ে এখানে ওখানে পালিয়ে বেড়াতে চাই না আমরা।'

'আরেকটা ব্যাপার,' বলল ব্যাগলে। 'এটাও জানতে হবে যে আমরা যখন টুইন স্প্রিংসে ঢুকলাম শহরটা তখন খালি ছিল কেন।'

মাথা চুলকাল ক্লিন্ট, খানিকক্ষণ ভেবে ক্ষান্ত দিল এই চিন্তা করে যে তার নিজের ঝামেলারই শেষ নেই।

'বুড়ো ডিলন এখনও বেঁচে আছে?' কথাবার্তা চালিয়ে যাবার জন্যে জানতে চাইল বেনন।

'না। বছর খানেক আগে বারান্দার ওপর থেকে উঠানে পড়ে মারা গেছে। হাতে একটা বন্দুক ছিল, ওটার গুলি ছুটে যায়, বুড়োর মাথার অর্ধেকটা উড়ে গিয়েছিল।'

'অদ্ভুত মৃত্যু,' বিড়বিড় করল ব্যাগলে। মনে মনে দৃশ্যটা ভাবার চেষ্টা করল।

এব্যাপারে আর কিছু বলল না ক্লিন্ট।

'আগামীকাল ট্রিপল বার কেড়ে নিতে আসবে ডিলন,' বলল বেনন। 'ওকে ঠেকাতে পারবে তোমরা?'

'জানি না,' ঘোড়ার গতি কমিয়ে কিছুক্ষণ কি যেন ভাবল ডসন। দুই বন্ধু দেখল কপালে চিন্তার গভীর ভাঁজ পড়েছে যুবকের। 'আসলেই জানি না,' আবার বলল, 'রলিন্সে গিয়ে যদি টাকা জোগাড় করতে না পারি তাহলে ফিরে এসে ছেলেদের বলতে হবে ফতুর হয়ে গিয়েছি আমরা, বলতে হবে ট্রিপল বারে থাকলে যুদ্ধ করে টিকে থাকতে হবে। আমার ধারণা শেষ পর্যন্ত তিনজন থেকে যাবে আমার সঙ্গে। ওদের নিয়ে ডিলনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে টিকব না আমি।'

বেনন আর ব্যাগলে নিজেদের ভেতরে দৃষ্টি বিনিময় করল। যুবককে আরও ভাল লেগে গেছে ওদের। যেভাবে পরিস্থিতি বিচার করল তাতে বোঝা যায় বুদ্ধি আছে। গর্বে অন্ধও নয়, ক্রুদের খুলে বলবে নিজের অর্থনৈতিক দৈন্য। তাছাড়া ক্লিন্ট বিশ্বাস করেনি ওরা টুইন স্প্রিংসের ব্যাঙ্কে ডাকাতি করেছে।

'আমরা তোমার পক্ষে,' সোজাসুজি ঘোষণা দিল ব্যাগলে। আপাত দৃষ্টিতে সরল লোক মনে হয় ওকে, কিন্তু যারা ওর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে তাদের কাছে ওর একটা ভিন্ন রূপ আছে। এই লোকটা হাসি মুখে মরতে তৈরি হয়ে যায়। মৃত্যু ভয়ে পিছায় না কখনও, সে শত্রু তিনজনই হোক বা চারজন।

'আমরা দু'জন আর তোমার তিন কাউবয় আর তুমি,' বলল বেনন। 'হয়তো আমরা ডিলনকে ঠেকিয়ে রাখতে পারব।'

'বিপদে আমাকে সাহায্য করতে চেয়েছ সেজন্যে ধন্যবাদ,' বলল ক্লিন্ট, 'কিন্তু আমি তোমাদের সাহায্য এমনি এমনি নিতে পারি না। তোমরা যদি ট্রিপল বারে কাজ নাও তাহলে আমি রাজি আছি।'

'ঠিক আছে,' রাজি হলো বেনন। 'মাসের শেষে আমাদের দশ ডলার করে দেবে তুমি। কিন্তু একটা কথা, আমাদের ওপর কোন বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারবে না। নিজেদের ইচ্ছে মতো কাজ করব আমরা।'

'বেশ।' বেনন আর ব্যাগলেকে পালা করে দেখল ক্লিন্ট। কোন যুক্তি নেই, তবু মনের মাঝে আশা জাগল, লোক দুটোকে দেখে মনে হয় পোড় খাওয়া, এরা হয়তো বিরাট সাহায্য হিসেবে দেখা দেবে ভবিষ্যতে।

'তাহলে আমার আর ব্যাগলের রলিন্সে যাওয়ার কোন যুক্তি নেই,' বলল বেনন। 'তারচেয়ে বরং তোমার র‍্যাঞ্চে চলে যাই।'

'ঠিক আছে। ওখানে গিয়ে জিম ডায়ারকে বললেই হবে তোমাদের আমি কাজে নিয়েছি।'

'ট্রিপল বারটা কোন্‌দিকে? টুইন স্প্রিংস এড়িয়ে যাওয়া যায় না ওখানে?'

'যায়, তবে দশ মাইল বাড়তি ঘোড়া দৌড় করাতে হবে। ওই যে দুটো চুড়ো

দেখছ?' উত্তর-পশ্চিমের পাহাড়টা দেখাল ক্লিন্ট। 'ওই চুড়োগুলোর উত্তর-পুবে ট্রিপল বার। পাহাড়ের কাছে গেলেই ট্রেইল পেয়ে যাবে। টুইন স্প্রিংস শহরটা ট্রেইল থেকে অনেকটা দক্ষিণে। ট্রেইল প্রথমে উত্তরে গেছে, তারপর পুবে টিলাটক্করের ভেতর দিয়ে গিয়ে পৌঁছেছে একটা ক্যানিয়নে, চওড়া ওই ক্যানিয়ন ধরে এগোলেই পৌঁছে যাবে ট্রিপল বারে।'

হাত নেড়ে যুবক র‍্যাঞ্চারকে বিদায় জানাল বেনন আর ব্যাগলে, ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে রওনা হয়ে গেল শ্বদন্ত আকৃতির চুড়োগুলোর দিকে। রেঞ্জটা ঝোপঝাড়ে ভরা, রুক্ষ জমি, মাঝে মাঝে ঘাস।

ঈগলের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সামনের এবড়োখেবড়ো প্রান্তর দেখল বেনন। ব্যাগলে হাসতে হাসতে বলল, 'আমরা আসছি, মার্শাল, তুমি বললেই তোমার কথা মতো গলায় ফাঁসির দড়ি পরে নেব।'

'ভাল কথা মনে করেছ,' বলল বেনন। 'জারম্যান বলেছে আইন ডিলনের পক্ষে থাকবে। তারমানে আসল খুনিদের আমরা যদি ধরতে পারি তাহলেও ওর ওয়ান্টেড লিস্টে নাম থাকবে আমাদের।'

শ্রাগ করল ব্যাগলে, একটা সিগারেট ধরাল নিশ্চিন্ত চেহারায়। তারপর বলল, 'ডিলনকে আমার পছন্দ হয়নি। আইন ওর পক্ষ নিলে ভুল করবে। ক্লিন্ট যা বলেছে তার তুলনায় আরও অনেক খারাপ লোক মনে হয়েছে আমার ডিলনকে।'

'আমার মনের কথা বলেছ,' সায় দিল বেনন। একটা চিন্তা মাথায় আসতে ভ্রূ কুঁচকে বলল, 'কথা হচ্ছে ডিলন আর ক্লিন্টের বন্ধুত্ব নষ্ট হয়ে যাবার ব্যাপারে সুন্দরী মিস রাশল্যান্ডের ভূমিকা কতটুকু।'

চট করে একবার বেননকে দেখে নিল ব্যাগলে। গভীর বিশ্বাস আছে ওর বন্ধুর তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ওপর। গত কয়েক ঘণ্টার স্মৃতিচারণ করে নিয়ে বলল ও, 'সম্ভবত বিরোধের মূল কারণই হচ্ছে ওই মেয়ে। মেয়েটাকে খুব খাতির করছিল ডিলন। আর মনে আছে, একটু আগেই ক্লিন্ট বলেছে মিস রাশল্যান্ডের কাছ থেকে টাকা ফেরত চাইবে না?'

'মেয়েটা সত্যিই সুন্দরী,' স্বীকার না করে পারল না বেনন। 'একজন আরেকজনের বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লেগেছে বলে দোষ দেয়া যায় না ওদের।'

'তবু মেয়ে তো,' মাথা দোলাল বিজ্ঞ ব্যাগলে, 'ওদের কাছ থেকে যত দূরে থাকা যায় ততই ভাল।'

ব্যাগলের বউয়ের চেহারা মনে পড়তে একান ওকান হাসল বেনন। নীরবে এগিয়ে চলল ওরা। মাইলের পর মাইল পেরিয়ে যাচ্ছে, প্রকৃতির চেহারায় কোন পরিবর্তন নেই। পাহাড়, উপত্যকা, অধিত্যকা, টিলা আর ঢেউ খেলানো সমভূমি। গভীর মনোযোগে চারপাশ দেখছে দু'জন। যাদের বিরুদ্ধে লাগতে হবে তারা এই এলাকা নিজেদের হাতের তালুর মতোই চেনে, ওদেরও চিনে রাখা উচিত, বিপদে

কাজে দেবে জ্ঞানটুকু।

করাতের দাঁতের মতো পাহাড় চুড়ো দুটোর মাঝখান দিয়ে পার হলো ওরা, একটু পরেই ক্লিন্টের বলা ট্রেইলটা খুঁজে পেয়ে এগিয়ে চলল। সরু ট্রেইল, দু'পাশে পড়ে আছে বড় বড় কিম্ভুতকিমাকার চেহারার বোল্ডার। শত শত বছর ধরে খসে পড়েছে ওগুলো দু'পাশের ন্যাড়া রুক্ষ টিলাগুলোর গা থেকে। কোন তাড়া নেই বেনন আর ব্যাগলের, ঘোড়া দুটোকে নিজেদের গতিতে চলতে দিচ্ছে ওরা।

আরও কয়েক মাইল এগিয়ে ঘোড়া থামাল ওরা। ট্রেইলটা সামনে উত্তর-পশ্চিম থেকে আসা আরেকটা ট্রেইলের সঙ্গে মিশেছে। কয়েকটা ড্রাই ওয়াশের ভেতর দিয়ে যেতে হবে ওই ট্রেইল ধরে এগোলে। পকেট হাতড়াল বেনন আর ব্যাগলে। একটা সিগারেট ধরাল ব্যাগলে, বেনন একটা চুরুট।

'টুইন স্প্রিংসের দক্ষিণ দিক দিয়ে এসেছে এটা,' বলল ব্যাগলে। টিলা সারি দেখাল হাত তুলে। 'ক্লিন্টের প্রতিবেশীর রেঞ্জটা ওদিকে।'

নড করল বেনন। ওরা দু'জন আবার ঘোড়া ছোটাতে যাবে এমন সময় শুনতে পেল ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের আওয়াজ। বেশ দূরে আছে ঘোড়াটা, তবে এগিয়ে আসছে দ্রুত। অপেক্ষা করল বেনন আর ব্যাগলে। দুই মিনিট পর একটা ড্রাই ওয়াশ পার হয়ে ট্রেইলে দেখা দিল অশ্বারোহী।

'আরে, লোকটা ডিলন না?' ভ্রূ কুঁচকে চিবুকে হাতের তালু ডলল বেনন।

'কোন সন্দেহ নেই,' সায় দিল ব্যাগলে। বেননকে দেখল চোখে আনন্দ নিয়ে। 'কি মনে হয়, আমাদের শহরে ধরে নিয়ে যেতে চেষ্টা করবে লোকটা?'

'না। অযথা ঝুঁকি নেবার লোক না সে। হাতের তাস ভাল না হলে খেলবে না।'

নিস্পৃহ চেহারায় এগিয়ে এলো ডিলন, মাত্র দু'গজ বাকি থাকতে ঘোড়া থামাল। দু'জনকে দেখল ভ্রূ কুঁচকে। মনে হলো না ভয় পেয়েছে। চেহারা থেকে সমস্ত অনুভূতির ছাপ দূর হয়ে গেল। 'আরও জোরে ছুটতে হবে তোমাদের জারম্যানকে ফাঁকি দিতে হলে,' বলল বরফশীতল কণ্ঠে।

'আমাদের জন্যে চিন্তা করতে হবে না তোমাকে,' হাসল বেনন। 'জারম্যান যখন আমাদের দেখা পাবে তখন নিজেরাই ভেবে নেব কি করব।'

'শক্ত লোক, না?' টিটকারির হাসি হাসল ডিলন। সুন্দর চেহারায় কুটিলতার ছাপ পড়ল। 'ফাঁসিতে যখন ঝুলবে তখন দেখব তোমরা আসলেই কতটা শক্ত।'

'ফাঁসিতে ঝোলানোর জন্যে তুমিই ধরে নিয়ে যাবে ভাবছ নাকি?' জানতে চাইল বেনন সমান শীতল গলায়।

সতর্ক লোক ডিলন, হাত দুটো হোলস্টার থেকে সরিয়ে রেখেছে। 'আমি অপেক্ষা করব,' থেমে থেমে বলল সে। 'জারম্যানের কাজ আমাকে করতে হবে

না, জারম্যান নিজেই করবে।' চোখের পাতা না ফেলে টানা এক মিনিট বেননের চোখে তাকিয়ে থাকল ডিলন শীতল রাগ নিয়ে, তারপর স্পার ছোঁয়াল ঘোড়ার পেটে। সামনে বাড়ল ঘোড়াটা, বেনন আর ব্যাগলেকে পাশ কাটাল। পেছন থেকে বেনন দেখল স্যাডলে পিঠ সোজা করে বসে আছে লোকটা।

ডিলন চোখের আড়ালে যাওয়ার আগে পর্যন্ত নড়ল না দু'জন। ব্যাগলে বলল, 'ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছ তুমি ওর।'

'তুমি খেয়াল করোনি,' মাথা নাড়ল বেনন, শুকনো গলায় বলল, 'ভয় পায়নি লোকটা, শুধু সতর্কতা দেখিয়েছে। সমান সুযোগ পেলে পিছিয়ে যেত না ওই লোক।'

'চলো, ট্রেইল ছেড়ে ডিলনের রেঞ্জের ভেতর দিয়ে ট্রিপল বারে যাই,' প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্যে প্রস্তাব দিল ব্যাগলে। 'হয়তো সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়ে যাবে।'

'হয়তো।' রাজি হয়ে গেল বেনন। 'চলো।' মনের মধ্যে খচ খচ করছে একটা প্রশ্ন, সেটার হয়তো কোন জবাব পাওয়া যাবে বার কিউয়ে। ডিলন কি শুধু টাকা ফেরত চায়, নাকি ট্রিপল বার দখল করাই তার মূল উদ্দেশ্য?

ডিলন যে-পথে গেছে সেদিকে চলল ওরা ধীর গতিতে। টিলার পর টিলা ঢেউ খেলিয়েছে জমিতে। ঝোপঝাড় ভরা অনুর্বর জমি পার হয়ে ঘণ্টাখানেক পর ওরা পৌঁছে গেল ঢেউ খেলানো বিস্তৃত সমতল জমিতে। হাঁটু সমান লম্বা সবুজ ঘাসে ঢাকা জমি, এখানে ওখানে চরছে হেরিফোর্ড গরু।

চারপাশটা ভাল করে দেখার জন্যে উঁচু জমির দিকে চলল ওরা। একটা ঢালের মাথায় উঠে থামল।

উত্তর-পশ্চিমে একটা নদীর পানিতে ঝিলিক মারছে পড়ন্ত সূর্যের আলো। পর্বতমালার ভেতর দিয়ে বেরিয়েছে নদী, একটা পাহাড়কে পাশ কাটিয়ে ট্রিপল বারের রেঞ্জে ঢুকেছে।

অফুরন্ত ঘাসজমি, বনভূমি, টিলার অঞ্চল এটা। শীতে টিলার আড়ালে আশ্রয় পাবে গরু। র‍্যাঞ্চিঙের জন্যে অত্যন্ত উপযোগী এলাকা। যত দূর চোখ যায় ডিলনের রেঞ্জে প্রচুর গরু দেখা যাচ্ছে।

চলে যাওয়ার সময় একবারও পেছনে তাকায়নি ডিলন, কিন্তু বেনন জানে, ওরা অনুসরণ করবে এটা না বোঝার মতো বোকা ডিলন নয়। দূরে ডিলনকে দেখল ওরা, আবছা ভাবে দেখা যাচ্ছে তাকে। একটা ফোঁটার সমান লাগছে এখান থেকে দেখতে। তাপ প্রবাহের কারণে কাঁপছে দৃশ্যটা। আরও কয়েকটা ফোঁটার সঙ্গে মিলে গেল ডিলন। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল বেশ কয়েকটা ফোঁটা বড় হচ্ছে। এত দূর থেকে ধুলোও দেখা গেল।

'ওরা আসছে,' শান্ত গলায় জানাল বেনন।

'আইনের হয়ে দায়িত্ব পালন করতে,' যোগ করল ব্যাগলে। বেননের দিকে তাকাল। 'সরে পড়া দরকার।'

'চলো।' রাশ টেনে ঘোড়ার পেটে স্পার ছোঁয়াল বেনন, ঘুরে গেল ওর গেল্ডিং। আধ মিনিট পরই পাশে চলে এলো ব্যাগলে। ওরা যখন পাহাড়ের কাছে পৌঁছুল, থামল বেনন, নিশ্চিত করতে চাইল যাতে ডিলনের রাইডাররা ওদের দেখে। রাইডাররা দিক পরিবর্তন করেছে দেখে চোখে তৃপ্তি নিয়ে ব্যাগলেকে দেখল ও, তারপর ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল। এখন আর বেনন বা ব্যাগলেকে দেখতে পাচ্ছে না লোকগুলো, তবে জানে ওরা কোথায় যেতে পারে।

পুবদিক দিয়ে পাহাড়ের কাঁধে উঠল বেনন। ব্যাগলে পেছনেই আছে। বেশ জোরে ছোটাচ্ছে ঘোড়া। মাইল আড়াইয়েক পেরিয়ে পাহাড় থেকে নামতে শুরু করল ওরা, সামনেই দেখা যাচ্ছে বার কিউ আর টুইন স্প্রিংসের ট্রেইল। বেনন জানে কোথায় যেতে চায় ও, কাজেই থামল না ওরা, পর পর বেশ কয়েকটা ড্রাই ওয়াশ আর গাল্চ্ পার হয়ে ক্যানিয়নে ঢুকল। ক্যানিয়নটা আস্তে আস্তে সরু হয়ে গেছে। দক্ষিণে এসে দেয়াল দু'পাশ থেকে এতই চেপে এসেছে যে কষ্টেসৃষ্টে একটা স্টেজকোচ যেতে পারবে। পর পর কয়েকবার বাঁক নিয়েছে ক্যানিয়ন। একটা বাঁক পার হয়ে এসে জায়গাটা পছন্দ হয়ে গেল বেননের। সামনে পথের ধারে পড়ে আছে দুটো বড় বড় বোল্ডার। আড়াল নেয়া যাবে ওগুলোর পেছনে। বাঁক ঘুরে হঠাৎ প্রতিরোধের মুখে পড়তে হবে ডিলনের লোকদের।

বোল্ডারের পেছনে এসে ঘোড়া থেকে নামল ওরা। রাইফেল হাতে বোল্ডারের কোনায় দাঁড়াল বেনন, ব্যাগলে ঘোড়া দুটোকে আরেকটু পেছনে সরিয়ে রেখে ওর পাশে এসে দাঁড়াল।

'আসছে ওরা,' আওয়াজ শুনে পাঁচ মিনিট পর বলল ব্যাগলে।

এখনও কোন শব্দ শুনতে পায়নি বেনন, তবে কোন কথা বলল না। ব্যাগলের লোমভরা কানে যেকোন আওয়াজ আগে পৌঁছে যায় এটা ও অনেকবার লক্ষ করে দেখেছে। বাতাসের কম্পনে কানের লোম কাঁপে বলেই কি...এবার বেননও শুনতে পেল আওয়াজটা। ক্যানিয়নের ভেতরে ভারী বৃষ্টিপাতের মতো। কাছে চলে আসছে, সেই সঙ্গে বাড়ছে আওয়াজ।

পাঁচজন রাইডার। সবকজন ঝুঁকে আছে স্যাডলে। পেছনে ধুলোর মেঘ উড়িয়ে দ্রুত ছুটে এলো বাঁক ঘুরে।

ওদের আসতে দিল বেনন, যাতে গুলি শুরু করলেই বাঁক ঘুরে ওপাশে চলে যেতে না পারে। তারপর পঞ্চাশ গজ দূরে থাকতে রাইফেল তুলে ক্যানিয়নের দেয়ালে গুলি করল। পাথরে পাথরে বাড়ি খেয়ে ছিটকে এদিক ওদিক গেল বুলেট। ঘোড়া থামিয়ে ফেলল কাউবয়রা। মাথা নিচু করে নিল বুলেটের ভয়ে।

'নড়বে না!' আদেশ দিল বেনন। ক্যানিয়নে গমগম করে উঠল ওর ভরাট

কণ্ঠ। 'সাবধান, ধীরে ধীরে গানবেল্ট খুলে মাটিতে ফেলো।'

ধূলিধূসরিত পাঁচ কাউহ্যান্ড বোল্ডারটার দিকে তাকাল। তাদের দলনেতা একজন হালকাপাতলা নিষ্ঠুর চেহারার লম্বা লোক, নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্যে স্যাডল পমেলে হাত রাখল। চেঁচিয়ে জানতে চাইল, 'কি চাও তোমরা!'

পাথরের গায়ে রাইফেল ঠেস দিয়ে রেখে বেনন বেরিয়ে এলো বোল্ডারের পাশে। কাউবয়রা নড়ল না। ব্যাগলের রাইফেলের নল দেখতে পাচ্ছে ওরা।

'সেটা তো আমরাও জানতে চাই,' বলল বেনন। 'আমাদের ধরতে গিয়ে ঘোড়াগুলোকে অনেক পরিশ্রম করিয়েছ তোমরা।' হাসল বেনন। 'এখন আমাদের ধরতে পেরেছ। কি করবে ভাবছ?'

'এবার তোমার হাতে ভাল তাস,' শান্ত গলায় বলল কাউবয়দের দলনেতা। 'আরও কয়েক ঘণ্টা স্বাধীন ভাবে ঘুরতে পারবে। তবে ভেবো না আমরা হাল ছেড়ে দেব, কাজেই শেষ পর্যন্ত ধরা পড়তে হবে তোমাদের। শহরে ফাঁসিতে ঝুলতে হবে দু'জনকে।'

'ডিলন যাই বলুক আমরা খুন করিনি। ব্যাঙ্ক ডাকাতির সঙ্গেও আমাদের কোন সম্পর্ক নেই।' দু'পা ফাঁক করে দাঁড়াল বেনন। দৃষ্টি নিবদ্ধ দলনেতার ওপর। 'তোমরা খামোকা আমাদের পেছনে লেগেছ। তাড়া খাওয়া আমার ধাতে নেই। ইচ্ছে করলে অস্ত্রের দিকে হাত বাড়িয়ে দেখতে পারো।'

নড়ল না কেউ। দলনেতা বেননের দিকে তাকিয়ে আছে। টের পেল অন্য কাউবয়রা তাকে দেখছে, সে কি করবে তার ওপরই নির্ভর করছে ওদের প্রতিক্রিয়া। সিগারেটে কষে টান দিল সে। ঘন ঘন ওঠানামা করল তার কণ্ঠা। বেনন বুঝে গেল গোলাগুলির ইচ্ছে নেই লোকটার।

স্বস্তির শ্বাস ফেলতে গিয়ে চমকে উঠল বেনন। ওকে বোকা বানিয়ে হোলস্টারের দিকে ঝটিতে হাত বাড়িয়েছে লোকটা। পরক্ষণেই একটা গুলির আওয়াজ হলো। ব্যথায় কাতরে উঠল গানম্যান, হাত থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল পিস্তল।

'আর কেউ?' জানতে চাইল বেনন।

নড়ল না কেউ। 'তাহলে অস্ত্র মাটিতে ফেলো সবাই,' নির্দেশ দিল ও।

রাইফেল বাগিয়ে বোল্ডারের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো ব্যাগলে। ঠোঁটে হাসি ঝুলছে, কিন্তু চোখে হাসি নেই। ওর রাইফেলের নল থেকে চুইয়ে চুইয়ে বেরচ্ছে নীল ধোঁয়া।

একজন একজন করে গানবেল্ট খুলল কাউবয়রা। তাদের নেতা রাশে দোলা দিয়ে ঘোড়াটাকে ঘুরিয়ে নিল। তার দেখাদেখি অন্যরা। একটু পরেই নেতার পিছু নিয়ে ক্যানিয়নের বাঁক ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল সবাই, একবারও পেছনে তাকাল না।

কেউ। আস্তে আস্তে দূরে চলে গেল ঘোড়ার খুরের আওয়াজ, মিলিয়ে গেল একসময়।

তিন

'দেখে তো মনে হয় অবস্থা ভালই,' মন্তব্য করল ব্যাগলে। করালের পাশ দিয়ে এগোচ্ছে ওরা। সবুজ ঢাল বেয়ে নামছে। তাকিয়ে আছে র‍্যাঞ্চ বিল্ডিঙের দিকে। বাড়িগুলোয় নতুন রং করা হয়েছে। জমিতে ঘাসেরও কোন অভাব নেই।

'বন্ধক দেয়া সম্পত্তি,' মনে করিয়ে দিল বেনন। 'ডিলনের কাছে চলে যাবে সব, ক্লিন্ট ঋণ শোধ করতে না পারলে।'

ট্রিপল বারের রেঞ্জে ঢোকার পর পঞ্চাশটার বেশি গরু দেখেনি ওরা। যতটা জায়গা পেরিয়ে এসেছে তাতে অন্তত পাঁচশো গরু থাকা স্বাভাবিক ছিল।

দু'জন লোক র‍্যাঞ্চ বিল্ডিঙের উল্টোপাশে একটা করালের বেড়া মেরামত করছে। বেনন আর ব্যাগলে উঠানে ঘোড়া থামানোয় কাজ ফেলে চাইল তারা। তাদের একজন মধ্যবয়স্ক, দোহারা গড়ন, অন্যজন বয়সে প্রায় তরুণ, ক্লান্ত চেহারার কাউবয়।

'কি চাই?' জানতে চাইল মধ্যবয়স্ক লোকটা।

'ডায়ারকে খুঁজছি,' জানাল বেনন।

'আমি ডায়ার। কি দরকার?'

ঘোড়া থেকে নামল ওরা। ধুলো ঝাড়ল কাপড় থেকে। 'খুশি হলাম পরিচিত হয়ে,' বলল বেনন। 'ক্লিন্ট আমাদের চাকরিতে নিয়েছে, বলল এখানে এসে তোমার সঙ্গে দেখা করতে। রলিন্সে গেছে ও, কালকে ভোরের আগেই ফিরবে বলেছে। আমি বেনন।' ব্যাগলেকে দেখাল বেনন। 'এ ব্যাগলে। আমার বন্ধু।'

চোখে সন্দেহ নিয়ে ওদের দেখল ডায়ার। 'কি কাজে রলিন্সে গেছে ক্লিন্ট?'

'টাকা জোগাড় করতে। না পারলে কালকে ট্রিপল বার দখল করে নেবে ডিলন। টুইন স্প্রিংস শহরে ব্যাঙ্ক ডাকাতি হয়েছে, দু'জন মারা গেছে, ক্লিন্টের টাকা উধাও।'

গম্ভীর চেহারায় দুঃসংবাদগুলো শুনল ডায়ার আর কাউবয়।

'এই যদি হয় অবস্থা তাহলে তোমরা চাকরি নিলে কেন?' জানতে চাইল তরুণ কাউবয়।

'আমরা ডিলনকে পছন্দ করতে পারিনি,' বেনন কিছু বলার আগেই বলে উঠল ব্যাগলে। 'ক্লিন্ট রুখে দাঁড়ালে আমাদের সাহায্য ওর কাজে লাগবে।'

'আসলে একটা কাজ দরকার ছিল আমাদের,' তাড়াতাড়ি বলল বেনন।

তরুণ কাউবয়ের দিকে তাকাল ডায়ার। 'ওদের ঘোড়াগুলোকে বার্নে নিয়ে যাও, স্টেসি, আমি ওদের খাবারের বন্দোবস্ত করছি।'

ঘোড়ার দড়ি কাউবয়ের হাতে দিয়ে ডায়ারের পেছন পেছন র‍্যাঞ্চ হাউজে ঢুকল ওরা। বসার ঘরটা বড়, আসবাবপত্র সাজানোর অগোছাল ধরন দেখে বোঝা যায় অনেকদিন এগুলোতে মেয়েমানুষের হাত পড়েনি। বেনন আর ব্যাগলেকে দুটো চেয়ার দেখাল ডায়ার, বসতে বলে একটা কেবিনেট খুলে দুটো গ্লাস আর একটা বোতল বের করে রাখল ওদের সামনে, টেবিলের ওপর।

'ঢেলে নাও,' বলল ডায়ার। 'হাত-মুখ ধুয়ে নিতে চাইলে নিতে পারো। কিচেনের পাশেই ওয়াশরুম।' ঘুরে দাঁড়িয়ে গলা উঁচিয়ে ডাকল। 'সিং! সিং!'

দুবলা-পাতলা এক চাইনিজ হাজির হলো ভেতর দরজার পর্দা সরিয়ে। ডায়ারের দিকে তাকাল নিস্পৃহ চেহারায়।

'বস্ বলেছে এরা এখানে থাকবে,' বেনন আর ব্যাগলেকে দেখাল ডায়ার। 'এদের জন্যে খাবার আনো, জনি।'

মাথা ঝাঁকিয়ে নিঃশব্দে চলে গেল চিনেম্যান।

'মোট কতজন কাউবয় কাজ করছে এখানে, ডায়ার?' গ্লাস দুটোতে বোর্বোঁ ঢালার ফাঁকে জানতে চাইল বেনন।

জবাব দেয়ার আগে হাতের উল্টো পিঠে মুখের ঘাম মুছল ফোরম্যান। 'আট। অন্য ছয়জন গেছে উত্তরের রেঞ্জে, আমি আশা করছি সন্ধের আগেই চলে আসবে।' কথা থামিয়ে পকেট থেকে তামাকের একটা ঢেলা বের করে তাতে কামড় বসাল সে। একটুকরো তামাক ছিঁড়ে গালে ফেলে বলল, 'তবে লড়তে যদি হয় তো ওদের দু'জনের বেশি থাকবে না বলেই আমার ধারণা। বাকিরা ভবঘুরে, নগদ টাকার জন্যে কাজ নিয়েছে কয়েকদিন আগে।'

'ডিলনের বিরুদ্ধে তাহলে মোট সাত জন আমরা,' গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলল বেনন।

শ্রাগ করল ডায়ার। 'এনিয়ে দুশ্চিন্তা করে কোন লাভ নেই। দেখা যাবে যখন আসবে ওরা।' আর কিছু বলল না সে, ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

বেনন বুঝল গভীর ভাবে ভেবে দেখেনি ডায়ার। অপেক্ষা করে বসে থাকলে এখন যেরকম পরিস্থিতি তাতে লাভ শুধু ডিলনেরই হতে পারে। ড্রিঙ্ক শেষ করে ওয়াশরুমে গিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে নিল ওরা, ফিরে এসে টেবিলে বসতেই খাবার নিয়ে এলো চাইনিজ কুক। ধূমায়িত কফি, বেকন আর আলুভাজা।

তৃপ্তির সঙ্গে খাওয়া সারল ওরা। ভাল রাঁধে লোকটা। রান্না শেষে সার্ভ করতে পছন্দ করে। সেধে ওদের প্লেটে খাবার তুলে দিল কয়েকবার।

'দারুণ হাত তোমার,' উঠে পড়ার আগে বলল ব্যাগলে। মাথা ঝাঁকিয়ে সায়

দিল বেনন।

খুশিতে দাঁত বেরিয়ে গেল চিনেম্যানের। বলল, 'পছন্দ হয়েছে? তোমরা থাকলে স্পেশাল চাইনিজ রান্না রেঁধে খাওয়াব। পাখির বাসার সুপ।'

ভ্রূ কুঁচকে গেল ব্যাগলের। 'পাখির বাসার সুপ? বাসায় ইয়েটিয়ে করে না পাখিরা? না, ওসব আমি খাব না।'

রুগ্ন কাঁধ ঝাঁকাল কুক, প্লেটগুলো তুলে নিয়ে রওনা হলো কিচেনের দিকে। বোঝা গেল কিছুটা হতাশ হয়েছে।

সে চলে যেতেই চেয়ারে গা ছেড়ে বসল দু'জন। কফির কাপে চুমুক দিল নীরবে। পাঁচ মিনিট কেটে গেল চুপচাপ, তারপর ব্যাগলে জিজ্ঞেস করল, 'পাওনা টাকা কালকেই চাইছে কেন, দেরি করলে কী অসুবিধে ডিলনের? ওর রেঞ্জে বিক্রি করার মতো প্রচুর গরু আছে। ইচ্ছে করলে রাউন্ডআপ করে শীত আসার আগেই একটা ড্রাইভ করতে পারবে। তারমানে টাকার অভাবে নেই সে। ক্লিন্টকে আরও দু'তিন বছর সময় দিতে কোন অসুবিধে ছিল না তার।'

'কাজেই তোমার সন্দেহ হচ্ছে রাশল্যান্ডের ব্যাঙ্কে ডাকাতির পেছনে ডিলনের হাত আছে?' জানতে চাইল বেনন। 'টাকা দরকার নেই ডিলনের, কিন্তু ট্রিপল বার র‍্যাঞ্চটা পেতে সে এতই উদগ্রীব যে খুন করতেও রাজি?'

'হয়তো তাই। আবার এসবের পেছনে অন্য কেউ থাকতে পারে। ডিলন বড় র‍্যাঞ্চার আর ট্রিপল বারের কাছে টাকা পায় বলেই তাকে আমরা খারাপ লোক বলে ধরে নিচ্ছি, এটা হয়তো ভুলও হতে পারে।'

'খারাপ কিনা জানি না, কিন্তু ও আমাদের ফাঁসিতে ঝোলাতে চেয়েছিল এটা আমি ভুলছি না,' গম্ভীর গলায় বলল বেনন।

'কালকে ও যখন আসবে, আইন থাকবে ওর পক্ষে,' বলল ব্যাগলে। চোখ চকচক করছে। 'আইন থাকবে কারণ ঋণের দলিলটা রয়েছে ওর কাছে।'

ব্যাগলের দিকে তাকিয়ে হাসল বেনন। আস্তে আস্তে ব্যাগলের মুখেও হাসি ফুটে উঠল। একটা কথাও হলো না ওদের মাঝে, কিন্তু কর্তব্য স্থির হয়ে গেল।

ডায়ার আর স্টেসি করালে তাদের কাজ শেষ করে এনেছে এমন সময়ে র‍্যাঞ্চ হাউজ থেকে বেরিয়ে এলো ওরা, পুবে ধুলোর ঝড় তুলে চার-পাঁচজন রাইডারকে আসতে দেখে কৌতূহলী হয়ে ডায়ারের পাশে থামল। কাজ সেরে ফিরে আসছে কাউবয়রা। তাদের সামনে তাড়া খেয়ে দৌড়াচ্ছে শ'খানেক বাছুর। এতদিন পর রাউন্ডআপ করায় কুগারের মতো হিংস্র হয়ে গেছে গরুগুলো, মানুষের গায়ের অস্বস্তিকর গন্ধ পেয়ে ছুটছে প্রাণপণে। দুই পাশ থেকে তাদের তাড়া করে একসঙ্গে ধরে রেখেছে কাউবয়রা। কাজ দেখে বোঝা গেল প্রত্যেকেই তারা নিজেদের কাজে দক্ষ। দশ মিনিট পর করালে ঢুকিয়ে দিতে পারল ওরা গরুগুলোকে। এই সময়টা নড়ল না বেনন আর ব্যাগলে। কাউবয়দের সঙ্গে ওদের

পরিচয় করিয়ে দিল ডায়ার। দু'জন তরুণ কাউবয় সত্যিকার আন্তরিকতার পরিচয় দিল, বাকিরা দায়সারা গোছের পরিচিতির পর চলে গেল বাঙ্ক হাউজে।

দুই তরুণকে ভাল লেগেছে বেননের। এরা পরিশ্রমী, কাজ করতে ভালবাসে। একজনের নাম রিন্টি ডেনভার অন্যজন কন লেভিস।

'সত্যিকার লড়াই হলে যারা থাকবে তাদের মধ্যে এরাই শেষ দু'জন,' জানাল ডায়ার। কাউবয়দের খুলে বলল আজকের ঘটনা।

'আমরা যে পরিমাণ গরু এনেছি তাতে ক্লিন্টের ঋণ শোধ হবে না,' চিন্তিত চেহারায় বলল ডেনভার।

'তা হবে না,' বলল ডায়ার, 'তবে সেজন্যে হাল ছেড়ে বসে থাকারও কোন অর্থ নেই।' বেনন আর ব্যাগলেকে দেখাল সে। 'এরা লড়বে আমাদের সঙ্গে।'

'তার কোন প্রয়োজন নাও পড়তে পারে,' বলল বেনন। 'কালকেই ডিলন ঝামেলা করবে না হয়তো।'

কৌতূহলী ফোরম্যানের দৃষ্টি উপেক্ষা করে সোজা বাঙ্ক হাউজে গিয়ে ঢুকল ওরা। টানা তিন ঘণ্টা ঘুম দিল বাঙ্কে শুয়ে। ঘুম ভাঙাল রিন্টি ডেনভার। রাতের খাবার খেয়ে নিল ওরা কাউবয়দের সঙ্গে। তারপর বার্নে গিয়ে ঘোড়ার স্যাডল চাপিয়ে বেরিয়ে এলো বাইরে। উঠানে বসে কথা বলছে কাউবয়রা।

ঘোড়ার স্যাডল একটু আগে খুলে রেখেছে স্টেসি, আবার দু'জনকে ঘোড়া নিয়ে বেরতে দেখে অবাক হয়ে ফোরম্যানের দিকে তাকাল সে।

ওদের পাশ কাটানোর সময় রাশে দোলা দিল বেনন। 'আমরা যাচ্ছি একটা কাজে, ফিরতে দেরি হবে, ফিরে এসে শোব কোথায়?'

বাঙ্ক হাউজ দেখিয়ে দিল ডায়ার। 'দরজা সবসময় খোলাই থাকে।'

'আসি তাহলে।' ব্যাগলেকে ইশারা করে ঘোড়া সামনে বাড়াল বেনন।

ঘণ্টা দেড়েক পর বার কিউয়ের রেঞ্জে প্রবেশ করল ওরা। আকাশে একটা বাঁকা চাঁদ উঠেছে, ক্ষীণ জ্যোৎস্নায় লম্বা ঘাসগুলোকে কালচে দেখাচ্ছে। পুবদিকে তাকিয়ে ভ্রূ কুঁচকাল ব্যাগলে। 'চাঁদটা না উঠলেও পারত।'

'ঝামেলা করবে,' সায় দিল বেনন। 'আমরা যতক্ষণে র‍্যাঞ্চ হাউজে পৌঁছুব, ওটা উঠে আসবে মাথার ওপর। জোরাল আলো ছড়াবে।' আকাশের দিকে তাকাল বেনন মেঘ দেখার আশায়। নাক কুঁচকে বড় করে শ্বাস টানল। বাতাসে বৃষ্টির গন্ধ নেই। আরও দু'মাসের আগে বৃষ্টি হবে না এদিকে।

জমিতে ঢেউ। তার আড়ালে আড়ালে বার কিউয়ের র‍্যাঞ্চ হাউজের যতটা সম্ভব কাছে চলে এলো ওরা। কয়েকবার ঘোড়া থামিয়ে ছায়ায় অপেক্ষা করতে হলো। ওদের সামনে দিয়ে পার হলো রাতের প্রহরী কাউবয়রা। বসে আছে ঢিলেঢালা ভাবে স্যাডলে গা ছেড়ে। কেউ কেউ গুনগুন করে গানও গাইল। তাদের দু'একজনের গলায় সুরও ছিল। মনে কষ্ট পেল বেনন।

শেষে ওরা থামল লাল সিডার বনে। ঘোড়া নিয়ে চলে এলো গাছের শেষ সারির কাছে। নিচে উঁকি দিতেই দেখতে পেল ডিলনের র‍্যাঞ্চ হাউজ। এদিকের বেশির ভাগ র‍্যাঞ্চ হাউজের মতোই বার কিউয়ের র‍্যাঞ্চ হাউজটাও ইংরেজি এল অক্ষরের মতো, তবে অনেক বড়। নির্মাণশৈলীতে মালিকের রুচি আর প্রাচুর্যের ছাপ পাওয়া যায়। দোতলা বাড়ি। এক পাশে স্টেবল, ব্ল্যাকস্মিথের ঘর আর ওয়াশ হাউজ, অন্য পাশে লম্বা বাঙ্ক হাউজ আর করাল। উঠানটা চৌকো, অত্যন্ত প্রশস্ত।

অপেক্ষা করল বেনন। ওদের চোখের সামনে একটু পর স্টেবল থেকে বেরিয়ে এলো এক অশ্বারোহী। ধীর গতিতে দক্ষিণে রওনা হয়ে গেল। ওদিকের রেঞ্জে পাহারার দায়িত্ব পড়েছে নিশ্চয়ই। লোকটা দূরে চলে যাবার পর আবার নীরবতা নামল। মাঝে মাঝে সে-নীরবতা ভেঙে দিচ্ছে ঝিঁঝির কর্কশ ডাক। অনেক দূরে ডাকছে একটা কয়োট, আবছা ভাবে শব্দ আসছে। র‍্যাঞ্চ হাউজে কোন সাড়াশব্দ বা আলো নেই। ঘুমাচ্ছে সবাই? কেউ পাহারায় নেই তো?

ঘোড়া রেখে পায়ে হেঁটে শামুকের গতিতে এগোল বেনন আর ব্যাগলে। স্টেবলটা পাশ কাটানোর সময় ভেতরে নাক ঝাড়ল কয়েকটা ঘোড়া। মাটিতে খুর ঠুকল। অপরিচিত মানুষের গন্ধ পেয়েছে। ঘোড়াগুলো শান্ত না হওয়া পর্যন্ত বেনন আর ব্যাগলে চুপ করে মাটিতে পড়ে থাকল, তারপর ক্রল করে চলে এলো র‍্যাঞ্চ হাউজের পাশে।

ব্যাগলে ফিসফিস করল, 'আমার মনে হয় কালকে সকালে ক্লিন্টের ওখানে যাবার জন্যে তৈরি হয়েই ঘুমিয়েছে ডিলন। ঋণের কাগজটা সম্ভবত হাতের কাছেই রেখেছে। একটু পর পর পড়েছে আর মুচকি মুচকি হেসেছে।'

'তারপর শান্তির ঘুম ঘুমিয়েছে,' যোগ করল বেনন। 'কোন্ ঘরে সেটা আমরা বুঝতে পারব বাড়ির ভেতরে পা রাখলে। এখন আমাদের উচিত এবাড়ির অতিথি হওয়া।'

'বেশিক্ষণ থাকব না কিন্তু,' ব্যাগলে এমন ভাবে বলল যেন বাড়ির মালিকের অনুরোধে ঢেঁকি গিলছে। বেননের দিকে তাকাল। 'ঠিক আছে তাহলে, চলো।'

নিঃশব্দে বারান্দায় গিয়ে উঠল দু'জন। দরজার নবে মোচড় দিয়ে বুঝল তালা মারা। দরজা দিয়ে ডাকাতের মতো ঢুকতে পারলে চোরের মতো জানালা দিয়ে কে ঢোকে! কাজেই শেষ চেষ্টা করল বেনন। গলায় পেঁচানো রুমাল খুলে দরজার তলা দিয়ে বেশ খানিকটা গুঁজে দিল ভেতরে। একবার দেখে নিল ঠিক তালার ফুটোর নিচেই রুমাল পেতেছে কিনা। এবার পকেট ছুরি দিয়ে তালার ফুটোর ভেতর খোঁচা দিল।

ঠং করে আওয়াজ হতেই ব্যাগলের দিকে তাকিয়ে চওড়া একটা হাসি দিল বেনন। তালা মেরে চাবিটা ফুটোর মধ্যেই গুঁজে রাখা হয়েছিল। খোঁচা খেয়ে

রুমালের ওপর পড়েছে চাবি।

চাবি পড়ার আওয়াজে স্টেবলে আবার অস্থির হয়ে উঠেছে ঘোড়াগুলো। নাক ঝাড়ছে, মাটিতে পা ঠুকছে। একটু পর থেমে গেল সমস্ত শব্দ।

রুমাল টেনে আনল বেনন। চাবি দিয়ে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকতে পাঁচ সেকেন্ড ব্যয় হলো।

অন্ধকারে চোখ সয়ে যাওয়ার আগে পর্যন্ত দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে থাকল ওরা। জানালা দিয়ে চাঁদের আবছা আলো আসছে। চোখ সয়ে যাবার পর সে আলোয় ঘরের ভেতরে নজর বোলাল। বাতাসে সিগারেটের ধোঁয়া আর মদের কটুগন্ধ। দোতলা থেকে পাওয়া যাচ্ছে নিয়মিত নাক ডাকার আওয়াজ। একেক নাকের একেক সুর। মনে হলো একসঙ্গে কয়েকটা সোনা ব্যাং সঙ্গত জুড়েছে। মদ খেয়ে টাল হয়ে ঘুমিয়েছে লোকগুলো, এত সহজে উঠবে বলে মনে হয় না। তবে সেজন্যে সতর্কতায় কোন ঢিল পড়ল না বেনন বা ব্যাগলের। ওরা জানে, বেশির ভাগ কাউবয় এক বোতল মদ গিলে মাতাল হয়েও সামান্য একটু ঘুমাবার সুযোগ পেলে একেবারে তরতাজা হয়ে উঠতে পারে। কোন আওয়াজ করা চলবে না।

হলঘরের খোলা একটা দরজা দিয়ে নিঃশব্দে ভেতরে ঢুকল ওরা। ডানদিকে দোতলায় যাবার সিঁড়ি। পা টিপে টিপে উঠতে হলো। কোন কোন ধাপে পা রাখলেই ক্যাঁচকোঁচ করে প্রতিবাদ জানাবে। দেহের ভর হালকা করে চাপিয়ে বুঝে নিয়ে তারপর দুর্বল ধাপ এড়িয়ে গেল ওরা।

দোতলায় উঠে থামতে হলো। বামদিকের দুটো ঘর থেকে নাক ডাকার আওয়াজ আসছে। কিন্তু ডানদিকটা একেবারেই নীরব। ওদের ধারণা ডানদিকের ঘরেই আছে ডিলন। কারণ ওই ঘরের জানালা দিয়ে করাল দেখা যাবে। বেশির ভাগ র‍্যাঞ্চার করাল দেখা যায় এমন ঘর বেছে নেয়। করালের আকার আকৃতি আর পশুর সংখ্যা তাদের গর্বের তপ্ত আগুনে ইন্ধন জোগায়।

ডানদিকের ঘরটা বাছল ওরা। দরজার নবে মোচড় দিয়ে যে লোকটা তেল দেয় তার মঙ্গলের জন্যে প্রার্থনা করল ব্যাগলে। তালা মারা নেই। খুলছে দরজা। একটুও ক্যাঁচকোঁচ করছে না। তেল লাগানো কব্জাগুলোর কল্যাণে মসৃণ ভাবে খুলে যাচ্ছে। দরজা পুরোপুরি খুলে যাবার পর ঘরে ঢোকার আগে একটু থামল দু'জন। ভেতরে কোথায় কোথায় আসবাবপত্র আছে আন্দাজ করে নিল। তারপর ঢুকল ভেতরে।

লম্বা একটা জানালা দিয়ে চাঁদের আলো এসে ঘরটা বেশ আলোকিত হয়েছে। ঘরের মাঝখানে দেখা যাচ্ছে ডিলনকে, বিরাট চওড়া বিছানার মাঝখানে শুয়ে আছে, ধীরে ধীরে দম নিচ্ছে নিয়মিত। গভীর ঘুম ঘুমাচ্ছে। গায়ের সমস্ত কাপড় বিছানার পাশের চেয়ারে খুলে রেখেছে। গানবেল্টও চেয়ারের পেছনে ঝুলছে।

বেনন, আর ব্যাগলে এগোতেই পাশ ফিরল লোকটা। থামল না ওরা। পায়ের নিচে দামি কার্পেট, কোন আওয়াজ হচ্ছে না, ডিলনের ঘুম ভাঙবে না, গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে সব কিছু ভণ্ডুল করবে না, কাজেই থামার কোন প্রয়োজন নেই।

ব্যাগলে পাহারায় থাকল, বেনন গিয়ে চেয়ারে রাখা ডিলনের শার্ট-প্যান্ট খুঁজে দেখতে শুরু করল।

কিচ্ছু নেই ওগুলোর ভেতরে। পকেট ফাঁকা। এবার ডিলনের প্রিন্স অ্যালবার্ট কোটের পকেটে হাত ভরল বেনন। নেই। ভেতরের পকেটে খুঁজল। আছে! হাসি হাসি মুখে পেটমোটা এনভেলপটা বের করে আনল ও। জানালার সামনে গিয়ে চাঁদের আলোয় খামের ভেতর থেকে কাগজটা বের করে চোখ বুলাল। এটাই। নিচে মোটা কালিতে নিজের নাম সই করেছে ক্লিন্ট।

কাগজটা ব্যাগলেকে রাখতে দিল বেনন। এনভেলপটা ডিলনের কোটের পকেটে রেখে দিল। শার্ট-প্যান্ট যেমন ছিল তেমনি করে রাখল চেয়ারের ওপর। প্রিন্স অ্যালবার্ট কোটও ঠিকঠাক ভাঁজ করে রাখল।

চোখে তৃপ্তি নিয়ে বেননের কার্যকলাপ দেখছে ব্যাগলে। ভাবতেই ভাল লাগছে যে ওদের অনুমান সঠিক ছিল। কাজ সেরে এক সঙ্গে দরজার দিকে পা বাড়াল ওরা। দরজা পেরিয়ে পাল্লা বন্ধ করেছে এমন সময়ে প্যাসেজের একটা দরজা খুলে গেল। ঘরে আলো জ্বলছে। আলো এসে পড়ছে প্যাসেজে। সেই আলোয় একজন লোকের ছায়া দেখা গেল। চৌকাঠ পর্যন্ত চলে এসেছে লোকটা। এবার বাইরে বেরিয়ে আসবে। বেরিয়ে এলেই ওদের দেখে চিৎকার করবে। জেগে যাবে সবাই। জাগলেই ধরা পড়ে যাবার সম্ভাবনা।

বিদ্যুৎ খেলে গেল বেননের শরীরে। লাফ দিয়ে সামনে বাড়ল ও। লোকটা প্যাসেজে বের হয়ে ওদের দেখল। বিরাট একটা হাঁ করল চিৎকার করার জন্যে। ওই একই মুহূর্তে কাঁধের সমস্ত শক্তি দিয়ে একটা ঘুসি ঝাড়ল বেনন লোকটার কণ্ঠায়। দু'হাতে ধরে ফেলল লোকটার অজ্ঞান শরীর। আস্তে করে শুইয়ে দিল মেঝেতে।

'কপালটা এরকম ভাল থাকলে হয়,' বেননের পাশে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বিড়বিড় করল ব্যাগলে।

আজকে ওদের কপাল ভাল। নিরাপদেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো ওরা। সিডারের বনের কিনারায় যখন চলে এসেছে, দেখল দক্ষিণের রেঞ্জ থেকে প্রহরীরা ফিরে আসছে। বাঙ্ক হাউজের সামনে ঘোড়া থেকে নামল লোকগুলো। আর দেরি করার কোন দরকার নেই, এখানে ওদের কাজ শেষ, ফিরতি পথে রওনা হয়ে গেল বেনন আর ব্যাগলে। প্রহরী এড়ানোর জন্যে কয়েকবার থামতে হলো। তবে কোন বিপদ ঘটল না। ক্লিন্টের রেঞ্জে ফিরে এলো ওরা কারও চোখে ধরা না পড়ে।

ট্রিপল বার র‍্যাঞ্চ হাউজের একটা ঘরে আলো জ্বলছে। ওদের ঘোড়া উঠানে

এসে থামার পর দরজা খুলে গেল। ক্লিন্ট আর ডায়ার বারান্দায় বেরিয়ে এলো। চাঁদের আলোয় আগন্তুকদের চিনতে পেরে ঘোড়ার পাশে এসে দাঁড়াল ক্লিন্ট।

'কি খবর, ক্লিন্ট?' হালকা গলায় জানতে চাইল ব্যাগলে। 'রলিন্সে গিয়ে লাভ হলো কোন?'

মাথা নাড়ল যুবক। 'কোন লাভ হয়নি। হবে সে-আশাও অবশ্য করিনি আমি। অনেক টাকার ব্যাপার। আমার বন্ধুদের অত টাকা নেই। তবে চেষ্টা করেছে ওরা। জোগাড় করতে পারেনি।'

ঘোড়ার দায়িত্ব ডায়ার নিল। ক্লিন্টের পেছন পেছন র‍্যাঞ্চ হাউজের দিকে পা বাড়াল বেনন আর ব্যাগলে। ঘরে ঢোকার পর ওদের চেয়ারে বসতে বলল ক্লিন্ট। গ্লাসে ড্রিঙ্ক ঢেলে ওদের হাতে ধরিয়ে দিল। কোন প্রশ্ন করল না, কিন্তু চেহারা দেখে বোঝা গেল কৌতূহল বোধ করছে সে। জানতে চায় বেনন আর ব্যাগলে কোথায় গিয়েছিল।

একটা চুরুট ধরাল বেনন। তীক্ষ্ণ চোখে যুবক র‍্যাঞ্চারের দিকে তাকাল। 'এখন তোমার খারাপ সময়। কয়জন কাউবয় থাকছে?'

'ডায়ার ছাড়া তিনজন।' হাসার চেষ্টা করল ক্লিন্ট। না পেরে খুক খুক করে কাশল। 'রলিন্স থেকে ফিরেই সবাইকে আমাদের অবস্থা জানিয়েছি আমি। ওদের বেশির ভাগই বলল পাওনা টাকা মিটিয়ে দিতে, চলে যাবে ওরা।' গ্লাসে চুমুক দিল ক্লিন্ট। 'ওদের পাওনা মেটানোর মতো টাকা অবশিষ্ট ছিল আমার।' একটু ইতস্তত করল যুবক, তারপর বলল, 'ইচ্ছে করলে তোমরাও যেতে পারো। নিজের ইচ্ছেয় এসেছিলে, নিজের ইচ্ছেয় চলে যাবে। আমি কিছু মনে করব না। এটা তোমাদের লড়াই নয়।'

বাতাসে হাত নেড়ে ক্লিন্টের কথা উড়িয়ে দিল ব্যাগলে। বেননের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমরা থাকছি, তাই না, পার্টনার?'

মাথা দোলাল বেনন। সিগার ধরিয়ে ছাদের দিকে ধোঁয়া ছাড়ল ও। ভাবছে আজকে রাতের অভিযানের কথা ক্লিন্টকে বলবে কিনা। আপাতত কোন প্রয়োজন নেই। যত কম লোক জানে ততই ভাল। ক্লিন্টের র‍্যাঞ্চে ডিলনের লোক নেই তা বলা যায় না। 'যে ক'জন কাউহ্যান্ড আছে তাতে তোমার অবশিষ্ট গরু সামলাতে কোন অসুবিধে হবে না,' মন্তব্য করল ও। কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল, 'আমরা পিছিয়ে যাচ্ছি না, তবে ডিলন যখন আসবে, নিজেদের দায়িত্বে কাজ করব আমরা।' ব্যাগলেকে উঠতে ইশারা করে দরজার কাছে চলে এলো বেনন। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'ডিলন যখন টাকা চাইতে আসবে, তুমি জিজ্ঞেস করবে, কিসের টাকা?'

'যদি গালাগালি দেয় তাহলে তুমিও দেবে,' উৎসাহের সঙ্গে বলল ব্যাগলে। আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, হাতের ইশারায় থামিয়ে দিল বেনন।

'ডিলন যদি বলে ঋণের কাগজের বদলে যে-টাকা নিয়েছিলে সেই টাকা ফেরত নিতে এসেছে, তাহলে বলবে, কিসের ঋণের কাগজ? আমার ধারণা গরম গরম কথা বলবে লোকটা, কিন্তু ঋণের দলিলটা বের করতে পারবে না।' বিস্মিত যুবকের দৃষ্টি কৌতূহলী হয়ে উঠেছে। জবাব দিল না বেনন। শুধু বলল, 'ডিলনকে বলে দিয়ো কাগজ দেখালেই ওকে ওর পাওনা টাকা শোধ করে দেবে তুমি।'

বেনন আর ব্যাগলে চলে যাবার কিছুক্ষণ পর বিস্ময় ফুটল ক্লিন্টের মুখে। এখন আন্দাজ করতে পারছে ওরা দু'জন কোথায় গিয়েছিল।

উঠানে দাঁড়িয়ে ব্যাগলের কাঁধে হাত রাখল বেনন।

'সূর্য উঠতে বড়জোর আর এক ঘণ্টা, ব্যাগলে। উত্তর দিকের ঢালে যে জঙ্গলটা দেখছ, আমার মনে হয় ওই জায়গাটা আমাদের জন্যে সেরা হবে।'

'হ্যাঁ,' আস্তে আস্তে মাথা দোলাল ব্যাগলে। 'ওখান থেকে এদিকে চোখ রাখতে পারব আমরা। পালা করে ঘুমানোও যাবে।'

স্টেবলে চলে এলো ওরা। দেখা হয়ে গেল ডায়ারের সঙ্গে। ওদের ঘোড়ার স্যাডল মাত্র খুলে রেখেছে লোকটা। ওদের আবার ঘোড়ার দিকে এগোতে দেখে অবাক হয়ে তাকাল। জিজ্ঞেস করল, 'ভেবেছিলাম তোমরা ক্লিন্টের পক্ষে লড়বে।'

'লড়ব, তবে দূর থেকে,' জবাব দিল বেনন।

ঘোড়ায় স্যাডল চাপাল ওরা। স্টেবলের ভেতরে লণ্ঠনের মৃদু আলো। ব্যাগলের মনে হলো ডায়ার হাসছে। বেনন আর ব্যাগলে ঘোড়া নিয়ে বেরোনোর জন্যে দরজার দিকে এগোতেই সরে পথ করে দিল ডায়ার, কোন প্রশ্ন করল না। ওরা উত্তর দিকে রওনা হচ্ছে দেখেও বলল না কিছু।

ট্রেইল ধরে আধমাইল যাওয়ার পর রেঞ্জে নেমে ঘাসজমির ওপর দিয়ে আড়াআড়ি ভাবে জঙ্গলের দিকে এগোল ওরা। লাল সিডার আর কটনউডের মিলিত জঙ্গল। ঘোড়া গ্রাউন্ড হিচ* করে গাছের সীমানায় একটা মরা গাছের গুঁড়ির আড়ালে বসল ওরা। তিনশো গজ দূরে আবছা ভাবে দেখা যাচ্ছে ক্লিন্টের র‍্যাঞ্চ হাউজ। সূর্যোদয়ের পর কুয়াশাটুকু কেটে যাবে।

ডিলন অলস লোক নয়। সূর্য ওঠার একটু পরই দক্ষিণ দিক থেকে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ হলো।

'মনে হচ্ছে সবাইকে নিয়ে আসছে লোকটা,' মন্তব্য করল ব্যাগলে।

বেনন তার রাইফেলটা গুঁড়ির ওপর রাখল। নলটা তাক করেছে র‍্যাঞ্চ হাউজের উঠানে।

ধুলোর একটা ঝড়ের ভেতর দিয়ে আসতে দেখা গেল ঘোড়সওয়ারীদের। ঝড়টাকে ওরা সঙ্গে নিয়ে আসছে। ট্রিপল বারের উঠানে থামল ঘোড়াগুলো। ধুলো থিতিয়ে আসতে দেখা গেল প্রায় বিশজন লোক। সশস্ত্র প্রত্যেকে। দলের

---

* ঘোড়ার দড়ি মাটিতে ফেলে রাখা। অভ্যস্ত ঘোড়া দড়ির কাছ থেকে সরে না।

মাঝখানে বিরাট একটা বে গেল্ডিঙে চড়ে রাজকীয় ভঙ্গিতে বসে আছে লিউ ডিলন। তার পাশের লোকটা লম্বা, মাথাটা নারকেলের মতো। স্টেটসন হ্যাট মাথার পেছনে হেলিয়ে রেখেছে সে। এই লোকটাই ওদের ধাওয়া করার সময় কাউবয়দের নেতৃত্ব দিয়েছিল। ওর নামই কেগ্‌ল্‌, আন্দাজ করল বেনন। কয়েকজন রাইডার বাঙ্ক হাউজ আর বার্নের কাছে গিয়ে উঁকি মেরে দেখার চেষ্টা করল কেউ তৈরি হয়ে লুকিয়ে বসে আছে কিনা। কেউ নেই। ফিরে এসে ডিলনকে জানাল তারা। এবার র‍্যাঞ্চ হাউজের দিকে মনোযোগ দিল ডিলন।

'ভেতরে কি আছ, ক্লিন্ট?' হাঁক ছাড়ল। 'বাইরে আসো, র‍্যাঞ্চটা আর তোমার নয়।'

হেসে উঠল কাউবয়রা। হাসির আওয়াজ শুনতে পেল বেনন আর ব্যাগলে। কিছুক্ষণ কিছুই ঘটল না, তারপর দড়াম করে খুলে গেল র‍্যাঞ্চ হাউজের দরজা। বারান্দায় এসে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াল ক্লিন্ট। ডিলনকে একবার দেখে নিয়ে কাউবয়দের ওপর নজর বুলাল। জানতে চাইল, 'লড়াই করতে এসেছ?'

'হয়তো।' চোখ সরু করে ক্লিন্টকে দেখল ডিলন। 'টাকা যোগাড় হয়েছে?'

'কিসের টাকা?' ক্লিন্টকে দেখে মনে হলো অবাক হয়েছে।

'কিসের টাকা তুমি ভাল করেই জানো, ক্লিন্ট। সময় নষ্ট করে কোন লাভ হবে না, হয় টাকা ফেরত দাও, নয়তো বেরিয়ে যাও আমার জমি থেকে।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত নীরবে কাটল। বেনন আর ব্যাগলে রাইফেল তাক করে রেখেছে কাউবয়দের ওপর। র‍্যাঞ্চ হাউজের উঠানে টান টান উত্তেজনা, দূর থেকেও অনুভব করতে পারছে ওরা।

'ঋণের দলিলটা দাও, তোমার টাকা পেয়ে যাবে,' নিচু স্বরে বলল ক্লিন্ট।

'তুমি টাকা যোগাড় করতে পারোনি।'

'অত নিশ্চিত হচ্ছ কি করে!'

'সময় নষ্ট করছ। বেশ দিচ্ছি ঋণের দলিল।' স্যাডলে নড়েচড়ে বসল ডিলন। কোটের পকেটে হাত ভরে বের করে আনল খামটা। চোখ সরু হয়ে গেল। খামটা একটু পাতলা লাগছে যেন! ভেতরে তাকিয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেল র‍্যাঞ্চারের চেহারা। খুব দ্রুতই নিজেকে সামলে নিল লোকটা। বিষ দৃষ্টিতে ক্লিন্টের দিকে তাকাল। 'তুমি ভাল করেই জানো কাগজটা আমার কাছে নেই।'

'আমি জানি না, ডিলন,' শান্ত গলায় বলল ক্লিন্ট, 'তবে প্রমাণ ছাড়া তোমাকে আমি কিছুতেই টাকা দেব না। তোমাকে আমি বিশ্বাস করি না, ডিলন।'

নিজের লোকদের ওপর চোখ বুলিয়ে আবার ক্লিন্টের দিকে তাকাল ডিলন। 'কথা যথেষ্ট হয়েছে, ক্লিন্ট। কাগজটা তুমি চুরি করায় পরিস্থিতি বদল হয়নি। মার্শাল জারম্যান জানে আজকে ঋণ শোধ করার দিন। আমার লোকরা সবাই সাক্ষী যে তুমি আমাকে টাকা দাওনি। কথা যথেষ্ট হয়েছে, এবার তোমার

ব্যক্তিগত জিনিসপত্র বেঁধে নিয়ে আমার জমি থেকে দূর হও।'

'তোমার আর আমার লোকরা সাক্ষী আছে, তোমাকে আমি বলেছি, দলিলটা ফেরত দিলেই টাকা শোধ করে দেব।'

মাথা নাড়ল ডিলন। 'আমি ট্রিপল বারের দখল নিচ্ছি। লড়তে না চাইলে জিনিসপত্র বেঁধেছেঁধে পালাও, ক্লিন্ট।'

কাউবয়দের হাত অস্ত্রের কাছাকাছি চলে গেছে। একটু ছড়িয়ে অবস্থান নিচ্ছে তারা। নড়াচড়া থেমে যেতে সবকিছু মূর্তির মতো স্থির হয়ে গেল। অপেক্ষা করছে সবাই। অশুভ একটা পরিবেশ। যেকোন সময় রক্ত ঝরতে শুরু করবে।

আর একটু পরই অধৈর্য হয়ে অস্ত্র বের করে বসবে কেউ। শুরু হয়ে যাবে গোলাগুলি।

তার আগেই কিছু একটা করা দরকার। নিশানা ঠিক করে ট্রিগারে চাপ দিল বেনন। ডিলনের সমব্রেরো উড়ে গেল মাথা থেকে। মাটিতে পড়ল। কয়েক গড়ান খেয়ে স্থির হলো। ওটার ক্রাউনে দুটো ফুটো। গুলিটা র‍্যাঞ্চ বিল্ডিঙের কাঠের দেয়ালে বাড়ি খেয়ে থামল।

চমকে স্যাডলে সোজা হয়ে বসল ডিলন। হুড়োহুড়ি শুরু হলো। কাউবয়রা ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে দেখল জঙ্গলের কিনারায় রাইফেল কাঁধে তুলে দাঁড়িয়ে আছে দু'জন লোক। কেউ কেউ চিনল লোক দুটোকে। কেগ্‌লের চেহারাটা গম্ভীর হয়ে উঠল। চাপা গলায় ডিলনকে কি যেন বলল সে।

'কেউ নড়লে খুন হয়ে যাবে ডিলন,' হুমকি দিল বেনন। নড়ল না কেউ। এবার বলল, 'ডিলন এখানেই থাকবে। তোমরা চলে যাও। ডিলন পরে যাবে। আবার বলছি, কেউ উল্টাপাল্টা করলে ডিলন মারা পড়বে।'

নির্দেশের আশায় ডিলনের দিকে তাকাল কাউবয়রা। ডিলন কিছু না বলায় কেগ্‌ল্ কি যেন বলল অত্যন্ত নিচু স্বরে। একে একে উঠান ছেড়ে বেরিয়ে গেল কাউবয়রা। দক্ষিণে যাচ্ছে। একটু পরই ডিলন ছাড়া আর কেউ রইল না উঠানে। দূরের একটা ঢাল পেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল কাউবয়রা।

ডিলন ঘোড়ায় বসে আছে পিঠ সোজা করে। মুখটা যেন পাথর খোদাই করে তৈরি।

চার

'টাকা হয়তো সত্যিই তোমার কাছে আছে,' বেনন আর ব্যাগলে ঘোড়া থেকে নেমে ক্লিন্টের পাশে দাঁড়ানোর পর মন্তব্য করল ডিলন। তীক্ষ্ণ চোখে প্রতিদ্বন্দ্বী র‍্যাঞ্চারকে দেখল। 'এখন বুঝতে পারছি তুমিও এদের মতো ব্যাঙ্ক ডাকাতির সঙ্গে

জড়িত। রাশল্যান্ড আর ক্রিসির খুনের দায় থেকে বাঁচবে না। তোমাদের ঝোলানোর জন্যে যা যা দরকার সবই আমি করব।'

শ্রাগ করে হুমকিটা উড়িয়ে দিল ক্লিন্ট।

'আমার ধারণা এরাই বার কিউতে গিয়ে আমার কাছ থেকে ঋণের কাগজ চুরি করেছে।' চোখে শীতল ক্রোধ নিয়ে দুই পাঞ্চারকে দেখল ডিলন।

'তোমার ধারণা হলেই সেটা সত্যি হতে হবে এমন কোন কথা নেই,' বলল বেনন। সায় দিয়ে ঘন ঘন গোঁফে তা দিল ব্যাগলে। 'সত্যি সত্যি কাগজ চুরি হয়েছে তারও কোন প্রমাণ নেই। এটাও প্রমাণ করা যাবে না যে ক্লিন্ট তোমার টাকা পরিশোধ করেনি। আইনত ট্রিপল বারের ওপর কোন অধিকার নেই তোমার। ওর জমিতে তুমি গোলমাল করলে ক্লিন্ট আইনের সাহায্য চাইতে পারে। রলিন্সে গিয়ে শেরিফকে খবর দিলেই রেঞ্জ ওঅর ঠেকাতে চলে আসবে সে। তোমার পক্ষ যে নেবে না এটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ?'

'আমি বুঝেছি,' ধীরে ধীরে বলল ডিলন। ঝড়ের গতিতে মাথা কাজ করছে তার। জারম্যান পারতপক্ষে তার বিরোধিতা করবে না। কিন্তু রলিন্স থেকে শেরিফ এসে তদন্ত শুরু করলে পরিস্থিতি জটিল হতে বাধ্য। সে-ভয়ে চুপ করে বসে থাকাও যায় না। রলিন্সের রাস্তায় সর্বক্ষণ প্রহরার ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে ট্রিপল বারের কেউ রলিন্সে যেতে না পারে। তবে এখনই ট্রিপল বার আক্রমণ করা যাবে না। আসলে তার কোন দরকারও নেই। আস্তে আস্তে চাপ প্রয়োগ করে ওদের কোণঠাসা করা যাবে। তারও দরকার নেই। ক্লিন্ট মারা গেলে ট্রিপল বারে কেউ থাকবে না। কারও কোন স্বার্থ নেই, স্বার্থ উদ্ধারের সম্ভাবনাও নেই। ক্লিন্ট মারা গেলেই···

ক্লিন্টের দিকে তাকাল ডিলন। 'এবার তুমি জিতে গেলে, ক্লিন্ট। আমি তোমাকে সৎ লোক বলে মনে করতাম। তুমি তোমার বাবার মতো হওনি।'

'আমি কিন্তু বলিনি টাকা দেব না,' বলল গম্ভীর ক্লিন্ট। 'একথাও বলিনি তুমি টাকা পাও না। আমি বলেছি ঋণের কাগজ ফেরত দিলেই পাওনা টাকা দিয়ে দেব। তুমি দিতে পারছ না। টাকা শোধ করার পর তুমি আবারও দাবি জানাবে না তার নিশ্চয়তা কি?'

'তোমার কথা শেষ হয়েছে?' শীতল স্বরে জানতে চাইল ডিলন।

চুপ করে থাকল ক্লিন্ট। মাথা কাত করে ডিলনকে বেরিয়ে যেতে ইঙ্গিত করল বেনন।

ধীরেসুস্থে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল র‍্যাঞ্চার। অপমানে মুখটা লাল হয়ে আছে। স্পারের খোঁচা খেয়ে ছুটতে শুরু করল ঘোড়াটা। কিছুক্ষণ পর দক্ষিণের ঢালের ওপাশে চলে গেল।

এতক্ষণ পর বাঙ্ক হাউজ, বার্ন আর র‍্যাঞ্চ হাউজ থেকে রাইফেল হাতে

বেরিয়ে এলো ডায়ার, রিন্টি ডেনভার, স্টেসি আর কন লেভিস। তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছিল ওরা। ডায়ারের চেহারায় স্বস্তির ছাপ সুস্পষ্ট। তরুণ কাউবয়রা একটু হতাশ।

'আইন আসলে ওর পক্ষই নেবে,' বলল ক্লিন্ট। 'আমি যতদূর জানি, জারম্যান সৎ লোক। কিন্তু যুক্তিতর্ক বোঝে কম। সে তোমাদের ব্যাঙ্ক ডাকাত এবং খুনি ভাবছে। আমার এখানে তোমরা আছ। তারমানে ডিলন ঠিক কাজ করছে এটা সে ধরেই নেবে।'

'তবুও রাতের আগে হামলা হবে বলে মনে হয় না,' মতামত জানাল ব্যাগলে। 'ডিলন ঝুঁকি কমাতে চাইবে।'

'আমাদের ব্যাপারে জারম্যানের ধারণা পাল্টাতে হবে,' বলল বেনন। ক্লিন্টের দিকে তাকাল। 'রলিন্সে আগে কোন টেলিগ্রাফ অফিস ছিল না। এখন হয়েছে?'

বিস্মিত হয়ে বেননকে দেখল ক্লিন্ট। মাথা দোলাল। 'ফারগো অফিসে টেলিগ্রাফ আছে।'

'তাহলে জারম্যানকে নিয়ে রলিন্সে গিয়ে একটা টেলিগ্রাফ করতে হবে।'

'তুমি যাবে ভাবছ নাকি! ধরতে পারলেই তোমাকে জেলে পুরে দেবে সে।'

'ধরতে যাতে না পারে সে-ব্যবস্থা করতে হবে।' ব্যাগলের দিকে তাকাল বেনন। 'তুমি এখানে থাকবে। রিন্টি ডেনভার আর স্টেসিকে নিয়ে শহরে যাব আমি। এরমধ্যে ডিলন যদি আক্রমণ করে বসে তাহলে ঠেকানোর চেষ্টা না করে পিছিয়ে যাবে। পরেরটা পরে দেখা যাবে।'

প্রতিবাদ করতে চাইল ব্যাগলে, 'তুমি শহরে ঢুকলেই তো...'

হাত তুলে ওকে থামিয়ে দিল বেনন। 'রিন্টি, স্টেসি, ঘোড়া নিয়ে আমার সঙ্গে এসো তোমরা।'

ক্লিন্টের দিকে তাকাল দুই তরুণ। শ্রাগ করল ক্লিন্ট। বেনন কি করবে সে জানে না, কিন্তু ইতিমধ্যেই ওর ওপর নির্ভর করতে শুরু করেছে সে।

একটু পরই ট্রিপল বার ছেড়ে রওনা হয়ে গেল তিনটা ঘোড়া। টুইন স্প্রিংসের দিকে চলেছে বেনন, স্টেসি আর রিন্টি ডেভিস।

পেছন থেকে করুণ চোখে তাকিয়ে থাকল ব্যাগলে। ও নিশ্চিত, যত মজা বেননের কপালেই জুটবে। ওর যা কপাল, আজকে হয়তো ট্রিপল বারে হামলাই করবে না ডিলন।

টুইন স্প্রিংসের কিছুটা বাইরে টিলার আড়ালে ঘোড়া দাঁড় করাল বেনন। তার দেখাদেখি রিন্টি আর স্টেসিও থামল। একটা চুরুট ধরাল বেনন, ধোঁয়া ছেড়ে আচমকা বলল, 'স্যাডলের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ো তোমরা।'

'কি বললে?' ভুল শুনেছে ভাবল স্টেসি।

'বলছি শুয়ে পড়ো স্যাডলের ওপর। তোমাদের বাঁধব আমি। এমন করে বাঁধব যে দেখে মনে হবে মমি। ময়দার বস্তার মতো স্যাডলের ওপর পড়ে থাকবে তোমরা, যেভাবে লাশ পড়ে থাকে।'

'তারপর?' কৌতূহলী হয়ে উঠেছে দুই কাউবয়। আগ্রহে চোখ চকচক করছে।

'তারপর ঘোড়া দুটো শহরের রাস্তা দিয়ে ভেতরে পাঠিয়ে দেব। মুখ নিচু করে পড়ে থাকবে তোমরা। লোকে মনে করবে লাশ। ভিড় করবে সবাই। তোমাদের দিকে সবার মনোযোগ আকৃষ্ট করে সেই সুযোগে শহরের অন্যদিক দিয়ে ভেতরে ঢুকব।'

হাসল দুই কাউবয়। স্টেসি জিজ্ঞেস করল, 'লোকে যখন জিজ্ঞেস করবে আমাদের এই অবস্থা হলো কি করে, তখন কি জবাব দেব?'

'বলবে দুই ব্যাঙ্ক ডাকাতকে দেখে বন্দি করতে গিয়েছিলে তোমরা। কিন্তু তোমরা অস্ত্র বের করার আগেই অস্ত্র বের করে তোমাদের বন্দি করে ফেলে ওরা। তারপর ঘোড়ার পিঠে বেঁধে ছেড়ে দিয়েছে। বলবে ঘোড়া শহরে এসে না পৌঁছুলে বিপদে পড়ে যেতে।'

চুপ করে থাকল দুই তরুণ।

'আর কিছু?' জানতে চাইল বেনন। স্টেসি আর রিন্টি জবাব না দেয়ায় ঘোড়া থেকে নামল। বেশি দেরি হলো না ওদের বেঁধে ফেলতে।

'মড়ার মতো পড়ে থাকবে,' কাজ সেরে বলল বেনন।

একটু পরই টিলার আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো ও। দড়ি ধরে সঙ্গে নিয়ে আসছে দুই কাউবয়ের ঘোড়া দুটো। উপুড় হয়ে পড়ে আছে দুই কাউবয়। মাঝে মাঝে খিকখিক করে হেসে উঠছে স্টেসি।

ঢালের আড়ালে আড়ালে শহরের সিকি মাইলের মধ্যে পৌঁছে গেল ও। ট্রেইলের পাশে থেমে একে একে ছেড়ে দিল ঘোড়াগুলোর দড়ি। একটা ঘোড়ার পেছনে জোরে এক চাপড় লাগাতেই ট্রেইল ধরে ছুটল ওটা। একটু ইতস্তত করে তাকে অনুসরণ করল পরের ঘোড়াটা। ওরা শহরেই যাবে। ওখানে মানুষ আছে, স্টেবলের গন্ধ টানছে ঘোড়াগুলোকে। পাঁচ মাইল দূর থেকেও গন্ধ পায় ঘোড়া।

ঘোড়াগুলো উত্তর দিক থেকে শহরে ঢুকবে নিশ্চিত হয়ে দ্রুত ছুটল বেনন। পশ্চিম ঘুরে দক্ষিণে চলে এলো সাত মিনিটের মাথায়।

সঙ্গে সঙ্গে শহরে না ঢুকে অপেক্ষা করল ও। একটু পরই হৈ-চৈ শুরু হলো। বোর্ডওয়াকে ছুটন্ত পদশব্দ শোনা গেল। উত্তেজনার ছোঁয়া শহরে। উত্তর দিকে যাচ্ছে সবাই কি ঘটেছে বোঝার জন্যে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে দুটো ঘোড়া, ওগুলোকে ঘিরে জটলা করছে কিছু মানুষ।

কেউ দেখল না বেনন দক্ষিণ দিক দিয়ে শহরে ঢুকেছে। জেলখানার সামনে

থামল ও। ঘোড়াটা বাঁধল রাস্তার উল্টোপাশের হিচরেইলে। জেলাখানার দিকে পা বাড়িয়ে দেখল ঠেলাগুঁতো মেরে লোক সরিয়ে কি ঘটেছে দেখতে চাইছে মার্শাল জারম্যান।

মার্শালের অফিসের দরজায় তালা মারা নেই। ঠেলতেই খুলে গেল দরজা। ভেতরে পা দিয়ে থেমে দাঁড়াল বেনন। চোখ বড় বড় হয়ে উঠল বিস্ময়ে, তারপর মাথা থেকে সমব্রেরো নামিয়ে নড করল ও। পায়ের ঠেলায় পেছনে বন্ধ করে দিল দরজা। ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়াল। চোখে ভয় নিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে ব্যাঙ্কার রাশল্যান্ডের মেয়ে শার্লি।

মেয়েটা সত্যিই সুন্দরী। গায়ের চামড়া থেকে গোলাপী আভা ঠিকরে বেরুচ্ছে। মুখটা পানপাতার মতো। নীল রঙের চোখ দুটো বড় বড়। চোখের পাপড়ি দীর্ঘ আর ঘন কালো। মেয়েটা এই মুহূর্তে নার্ভাস। বারবার চোখের পলক ফেলছে। দৃষ্টিতে শঙ্কা।

'ভয় পাবার কিছু নেই, ম্যাম,' বলল বেনন। 'চেয়ারে বসো। জারম্যান আসার আগে পর্যন্ত আমরা এখানেই থাকছি।'

পিছিয়ে গিয়ে টেবিলে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াল মেয়েটা। অভিযুক্ত করার ভঙ্গিতে আঙুল তুলল বেননের দিকে। 'আমার বাবাকে যারা মেরে ফেলেছে তুমি তাদের একজন।'

ফুঁপিয়ে উঠে দরজার দিকে দৌড় দিল শার্লি। পাশ কাটাতে পারল না, হাত ধরে ফেলল বেনন। জোর করে বসিয়ে দিল একটা চেয়ারে।

'মিস রাশল্যান্ড,' গম্ভীর হয়ে গেল বেননের চেহারা, 'বিশ্বাস করো আর না করো, আমি বা আমার বন্ধু তোমার বাবাকে খুন করিনি। এই কথাটা জারম্যানকে বোঝাতেই এসেছি এখানে। আমি দুঃখিত যে তোমার বাবাকে মেরে ফেলা হয়েছে। তার হত্যাকারীকে ধরতে যদি কোন সাহায্য করতে পারি তাহলে অবশ্যই করব।'

বেননের চোখের দিকে তাকিয়ে শান্ত হয়ে গেল মেয়েটা। মুখে আস্তে আস্তে স্বাভাবিক রং ফিরে এলো। একটু ইতস্তত করে বলল, 'আমি তোমাকে বিশ্বাস করছি। তোমাকে দেখে মনে হয় না ঠাণ্ডা মাথায় মানুষ খুন করার মতো লোক তুমি।'

'ধন্যবাদ, ম্যাম,' আবার বাউ করল বেনন। 'আমাদের ব্যাপারে ক্লিন্ট ডসনেরও একই ধারণা। সেজন্যেই ওর র‍্যাঞ্চে আমাদের আশ্রয় দিয়েছে ও।' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে যুবতীকে দেখে নিল বেনন। ক্লিন্টের নাম শুনেই অজান্তে গলার কাছে হাত নিয়ে গেছে মেয়েটা। দুর্বলতা না থাকলে এরকম প্রতিক্রিয়া মেয়েদের হয় না। 'তবে দুঃখের কথা হচ্ছে দু'একদিনের মধ্যে ক্লিন্টের নিজেরই আশ্রয় দরকার হয়ে পড়বে।'

'তাই? কেন?' বিস্ফারিত চোখে জানতে চাইল শার্লি।

'ডসন তোমার বাবার কাছে টাকা জমা রেখেছিল। ভেবেছিল ডিলনের ঋণ শোধ করে দেবে। কিন্তু ব্যাঙ্ক ডাকাতি হয়ে যাওয়ায় এখন ওর কাছে আর শোধ দেবার মতো টাকা নেই। ডিলন ওর র‍্যাঞ্চটা কেড়ে নেবে।'

কথা থামিয়ে মেয়েটার মুখের দিকে তাকাল বেনন। শার্লি চিন্তিত, কিন্তু কেন চিন্তিত তা বোঝার কোন উপায় নেই। রাস্তায় কোলাহল থেমে গেছে। বোধহয় সবার কৌতূহল মিটিয়ে ফিরতি পথ ধরেছে স্টেসি আর রিন্টি। দরজার কাছে চলে এলো বেনন, কান পাতল দরজায়। বলল, 'জারম্যান বোধহয় শিগ্‌গিরই আসবে। লোকটা আমাকে খুনি ভাবছে। আমাকে হয়তো অস্ত্র বের করে হুমকি দিতে হবে। তোমার ভয় পাবার কোন কারণ নেই, মিস রাশল্যান্ড।'

'বাইরে কিসের গোলমাল হচ্ছিল?' জানতে চাইল শার্লি।

আজকে সকালে ট্রিপল বারে ডিলনের উপস্থিতির কথা জানাল বেনন। বলল কিভাবে দুই কাউবয়কে লাশ সাজিয়ে শহরে ঢুকেছে ও।

ডিলনের মারমুখী ভঙ্গির কথা শুনে ভ্রূ কুঁচকে উঠল যুবতীর। ঠোঁটের ওপর আঙুল নিয়ে মেয়েটাকে শব্দ করতে নিষেধ করল বেনন। বোর্ডওয়াকে বুটের ভারী আওয়াজ এগিয়ে আসছে। দরজার পাশে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াল বেনন। অস্ত্র বের করে নিল হোলস্টার থেকে। বাইরে থেমে গেল পায়ের শব্দ। দরজা খুলে গেল নিঃশব্দে।

'তোমাকে একা বসিয়ে রাখতে হয়েছে সেজন্যে আমি অত্যন্ত দুঃখিত, মিস শার্লি,' ঘরে পা রেখে বলল জারম্যান। আরও কি যেন বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু মেয়েটার চোখের দৃষ্টি ওর পেছনে লক্ষ করে চরকির মতো পাক খেয়ে ঘুরল। একই সঙ্গে পিস্তলের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। বাঁট ছোঁয়ার আগেই থেমে গেল হাত। বেননের সিক্সগান বুকের দিকে তাক করা দেখে কুঁচকে গেল ভ্রূ। ভয় পেয়েছে বলে মনে হলো না। খসখসে গলায় বলল, 'তোমার সাহস দেখে হতবাক হচ্ছি। এখানে কি চাও?'

'তোমাকে চাই, জারম্যান,' কনুই দিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল বেনন। 'তুমি মাথা মোটা লোক বলেই বিশ্বাস করছ না যে আমি আর আমার বন্ধু তোমাদের ব্যাঙ্কারকে খুন করিনি। কিন্তু এখন তোমাকে এমন লোকের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেব যার কথা তুমি বিশ্বাস না করে পারবে না। আমার সঙ্গে রলিন্স যাচ্ছ তুমি। ওখান থেকে পিঙ্কারটন এজেন্সিতে টেলিগ্রাফ করবে। উইলিয়াম পিঙ্কারটন তোমাকে জানাবে এখানে আমরা কেন এসেছি।'

অবিশ্বাসের ছাপ পড়ল জারম্যানের চেহারায়। বেননের কথা উড়িয়ে দিতে চাইল হাত নেড়ে। তারপর থেমে গেল ওর চোখের গম্ভীর দৃষ্টি দেখে। ঠাট্টা করছে না লোকটা!

'বললেই তোমার সঙ্গে রলিন্সে যাব সেটা ভাবলে কোন্ সাহসে?' ধমকের সুরে জানতে চাইল মার্শাল।

'স্বেচ্ছায় না গেলে স্যাডলে বেঁধে নিয়ে যাব,' ঠাণ্ডা গলায় জানাল বেনন। ঊরুর পাশে থাবা দিয়ে অন্য অস্ত্রটাও বের করল। ট্রিগার গার্ডে আঙুল ঢুকিয়ে অস্ত্র ঘোরাল বার কয়েক, তারপর হঠাৎ করেই তাক করল মোটা মার্শালের পেটে। 'আমি হলে কিন্তু দেরি করতাম না।'

'যাব তোমার সঙ্গে,' গম্ভীর চেহারায় বলল জারম্যান। 'ভয় পেয়ে যাচ্ছি তা নয়। আমি দেখতে চাই তুমি সত্যি কথা বলছ কিনা। সত্যি বলে থাকলে অন্যভাবে তদন্ত শুরু করতে হবে আমাকে।'

'তাহলে গানবেল্ট খুলে ফেলো,' নির্দেশ দিল বেনন। মোটকু ওদের ফাঁসিতে ঝোলানোর ব্যাপারে ডিলনের সঙ্গে একমত হয়েছিল সেটা ভুলতে পারছে না। একে বিশ্বাস করার প্রশ্নই আসে না। সুযোগ পেলেই বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে পেটমোটা মার্শাল।

গানবেল্ট খুলে মেঝেতে ফেলে দিল জারম্যান। বেনন দেখল চোখে ভয় নিয়ে ওদের দেখছে শার্লি। মেয়েটার উদ্দেশে হাসল ও। মনে হলো কিছুটা স্বস্তি পেল মেয়েটা।

'চলো তাহলে,' মার্শালকে বলল বেনন। 'একেবারে ভদ্রলোকের মতো স্যাডলে বসে থাকবে। কোন দিকে তাকাবে না। সোজা বেরিয়ে যাবে শহর থেকে। কোন বেচাল দেখলে গুলি করব আমি। মনে রেখো, চালাকি করলে মরতে হবে।'

অস্ত্রের নল দিয়ে ইশারা করল। জারম্যান বেরিয়ে এলো অফিস থেকে। সেলের করিডর হয়ে জেলখানার পেছনে চলে এলো। জায়গাটা ছোট্ট একটা উঠান মতো। দেয়াল দিয়ে ঘেরা। একটা দরজা আছে। মার্শালের ঘোড়া এখানেই রাখা হয়। জারম্যানের একটু পেছনেই থাকল বেনন। আসার আগে মিস শার্লিকে আরেকবার বাউ করে এসেছে ও, আশা করছে মেয়েটা চিৎকার চেঁচামেচি করে ওকে বিপদে ফেলবে না।

ঝামেলা না করে ঘোড়ায় স্যাডল চাপাল জারম্যান। লোকটাকে নিয়ে উঠান থেকে বেরিয়ে এলো বেনন। কপালের ওপর টেনে এনেছে টুপি। কাছ থেকে কৌতূহলী হয়ে কেউ না তাকালে সহজে ওকে চিনতে পারবে না। আর চেনার কথাও নয়। ও যখন এসেছিল শহর ছিল খালি। বিপদ ঘটাতে পারে জারম্যান, সে হৈ-হট্টগোল করলে মানুষ জড় হয়ে যাবে। কিন্তু লোকটা ঝুঁকি নেবে বলে মনে হয় না।

হিচরেইল থেকে ঘোড়ার দড়ি খুলে স্যাডলে চেপে তারপর জারম্যানকে ঘোড়ায় উঠতে ইশারা করল বেনন। রাস্তায় লোক চলাচল কম। আগ্রহ নিয়ে কেউ

ওদের দিকে তাকিয়ে নেই।

পাশাপাশি চলল বেনন আর মার্শাল। দূর থেকে দেখে যে কেউ ভাববে কোন বন্ধুর সঙ্গে কোথাও যাচ্ছে তাদের মার্শাল।

শহর ছাড়িয়ে আসার অনেকক্ষণ পর মুখ খুলল জারম্যান। 'উইলিয়াম পিঙ্কারটনের মতো নামকরা লোক তোমার পক্ষে সাফাই গাইবে কেন?'

'কারণ তার অনুরোধেই এদিকে এসেছি আমি।'

'অনুরোধে? তোমাকে...আউট-ল রক বেননকে অনুরোধ করেছে উইলিয়াম পিঙ্কারটন? আমাকে একথাও বিশ্বাস করতে হবে?'

'টেলিগ্রাফ করলেই জানতে পারবে।'

'ধরলাম তুমি সত্যি বলছ। ব্যাঙ্ক ডাকাতি বা খুনের সঙ্গে তোমাদের কোন যোগাযোগ নেই। তোমাদের বিরুদ্ধে যদি অভিযোগ না থাকে তাহলে কি তোমরা চলে যাবে?'

'না। কিছু প্রশ্নের জবাব না পেলে এখান থেকে নড়ছি না আমরা। যখন এলাম শহরটা কেন খালি ছিল, কে ব্যাঙ্ক ডাকাতি করল, ব্যাঙ্কার আর কর্মচারীর খুনি কে—এসব না জানা পর্যন্ত ঠিক করেছি থাকব।'

'ক্লিন্টের লোকদের ওভাবে শহরে পাঠানো সাজানো ব্যাপার, তাই না?'

'হতে পারে।'

'ওদেরকে এমনিতেই শহরে চলে আসতে হবে। ডিলন টাকা না পেলে ট্রিপল বার নিয়ে নেবে। সে নিশ্চয়ই ক্লিন্টের কর্মচারীদের রাখবে না।'

'আজকে সকালে ট্রিপল বার দখল করতে গিয়েছিল ডিলন। তাকে খালি হাতে ফিরতে হয়েছে।'

ভ্রূ কুঁচকাল জারম্যান। 'ব্যাঙ্ক-ডাকাত ধরা না পড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারত লিউ।' বেননের দিকে তাকাল। 'তুমি কি ক্লিন্টের পক্ষ নিচ্ছ নাকি?'

'পিঙ্কারটন আমাকে অনুরোধ করেছে ক্লিন্টের ভাগ্য বিপর্যয়ের কারণ খুঁজে বের করার জন্যে।'

'ও। শুনেছি বুড়ো ডসনের বন্ধু ছিল লোকটা।'

'ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। ক্লিন্টের বাবার মৃত্যুর পর মাঝে মাঝে খোঁজখবর নিত সে। পরে ক্লিন্ট মানা করে দেয়। বিনা পয়সায় একটা গোয়েন্দা সংস্থার সাহায্য নেবার মানসিকতা হয়নি ওর। তারপর থেকে পিঙ্কারটন গোপনেই খোঁজ নিয়েছে। ট্রিপল বারে রাসলিং হচ্ছে এব্যাপারে বুড়ো পুরোপুরি নিশ্চিত।'

'তোমার সঙ্গে পিঙ্কারটনের পরিচয় কিভাবে?'

'তার হয়ে দু'একটা অ্যাসাইনমেন্টে গেছি আমি।'

'আউট-লকে কাজে লাগাল? তার তো অ্যালার্জি ছিল।'

'অ্যালার্জি এখনও আছে। কিন্তু উপায় নেই তার। পুব আর উত্তর-পুবে

পিঙ্কারটনের নিয়মিত এজেন্টরা ব্যস্ত। কয়েকজনকে অফিসওয়ার্ক থেকে তুলে অ্যাসাইনমেন্টে পাঠানো হয়েছে। খানিকটা বাধ্য হয়েই আমাকে অনুরোধ করল পিঙ্কারটন। আমিও এদিকেই আসতাম, রাজি হয়ে গেছি। সমস্ত খরচ বুড়ো দিচ্ছে, আপত্তি করব কেন?'

ফোঁশ করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল জারম্যান। 'যেভাবে বললে তাতে আমার মনে আর কোন সন্দেহ নেই। কষ্ট করে রলিন্সে না গেলেও চলে। তোমাদের ওপর থেকে অভিযোগ উঠিয়ে নেবার ব্যবস্থা করব আমি।'

'রলিন্সে যাচ্ছি আমরা,' গম্ভীর হয়ে গেল বেনন। 'তোমাকে নিশ্চিত হতে হবে। এখন আমার কথা শুনে বিশ্বাস করছ, একটু পরেই অন্য কারও কথায় মতামত পাল্টে ফেলতে পারো। এখন এদিকে যেরকম পরিস্থিতি তাতে তোমার ইচ্ছেমতো গ্রেফতার হওয়ার ঝুঁকি আমরা নিতে পারি না।'

আপত্তি করতে গিয়েও চুপ করে গেল জারম্যান।

জিজ্ঞেস করল বেনন, 'আমরা যখন শহরে আসি তখন শহরটা খালি ছিল। কারণ জানা গেছে?'

বেননের দিকে মার্শাল এমন ভাবে তাকাল যেন বেননই আসলে দায়ী এই অঘটনের জন্যে। বেনন ভ্রূ নাচানোয় অনিচ্ছুক ভঙ্গিতে বলল মাইনারের কথা। বেশির ভাগ লোক ফিরে এসেছে। তবে এখনও কয়েকজন রয়ে গেছে আশায় আশায়। শিগ্‌গিরই ফিরবে তারাও। মানুষজন এত রেগে আছে যে মাইনারকে পেলে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে খালি হাতে।

'খুবই বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে,' প্রশংসা না করে পারল না বেনন। তারপর বলল, 'তবে মাইনার একটা ঘুঁটি মাত্র। এসবের পেছনে আসল লোকটা শহরের কেউ। সে জানত ব্যাঙ্কের সেফে কত টাকা আছে। বাইরের কোন ডাকাত দল দিনে বা রাতে ডাকাতির চেষ্টা করত, কিন্তু শহর খালি করার চেষ্টা করত না। কাজটা এই এলাকার পরিচিত লোকরাই করেছে।' তীক্ষ্ণ চোখে মার্শালকে একবার দেখে নিল বেনন। 'মাইনারকে ট্রেইল করার চেষ্টা করেছিলে তুমি?'

'তোমার সঙ্গে আসতে না হলে আজকে ট্রেইল খুঁজতে শুরু করতাম।'

খোঁচাটা নীরবে হজম করল বেনন। সারা রাস্তা দু'জনের মাঝে আর কোন কথা হলো না।

ওয়েল্‌স্ ফারগো অফিসে গিয়ে পিঙ্কারটন এজেন্সির নামে একটা টেলিগ্রাফ পাঠাল ওরা। জবাব এলো ছয় ঘণ্টা পর। টেলিগ্রাফার কাগজটা বেননের দিকে এগিয়ে দিতে, বেনন মার্শালকে দিতে বলল। বেশ বড় মেসেজ। পড়া শেষে বেননের দিকে তাকাল জারম্যান। চোখে আর অবহেলার ভাব নেই।

'পড়বে?' জানতে চাইল সে।

বেনন মাথা নাড়ল। এখানে আর কোন কাজ নেই ওর। জারম্যান এখন

জানে ওরা অপরাধী নয়, কাজেই ফিরতি পথ ধরা যায় নিশ্চিন্তে। দেরি করা ঠিক হবে না। ওদিকে হয়তো বিপদের মুখে আছে ব্যাগলে।

মার্শালের ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে বিশ্রাম না নিয়ে সে রলিন্স থেকে নড়বে না। দু'এক কথায় জারম্যানের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে এলো বেনন। জারম্যান বোর্ডওয়াকে পা রাখার আগেই ঘোড়ায় চড়ে বসল। টুইন স্প্রিংসের দিকে ছুটতে শুরু করল ঘোড়াটা।

বেনন আর জারম্যান বেরিয়ে যাওয়ার পরও বসে রইল শার্লি। কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। লিউ ডিলন আর ক্লিন্ট ডসন লড়াই করবে ভাবতেই বুকের ভেতরটা ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। দু'জনই বন্ধু। দু'জনকেই ও পছন্দ করে। ওরা দু'জনই চায় তাদের একজনকে ও জীবন সঙ্গী হিসেবে বেছে নিক। কোন তাড়া নেই শার্লির। এখনও ঠিক করেনি কাকে মন দেবে। ডিলন আর ডসন দু'জনই সুপুরুষ। ওদের বন্ধুত্ব আর সঙ্গ রীতিমতো উপভোগ করে ও। তবে এটাও জানে, একদিন সিদ্ধান্তে আসতে হবে। সেদিন যেকোন একজনের প্রতি ওর অনুভূতি গভীর হতে দেবে।

একটু বিস্মিতই বোধ করছে শার্লি এখন। কিছুক্ষণ আগে আবিষ্কার করেছে, শুধু ক্লিন্ট ডসনের কথাই ভাবছে ও। কারণ খুঁজতে গেল না শার্লি। একটা কথা অন্তর থেকে পরিষ্কার অনুভব করল, বিপদের মধ্যে আছে ক্লিন্ট। ক্লিন্টের ক্ষতি হোক এমন কিছু চাইতে পারবে না ও। অস্থির করা চিন্তাগুলো দূরে ঠেলে দিয়ে মার্শালের অফিস থেকে বেরিয়ে এলো শার্লি, নিজের বাড়িতে ফিরে এলো। একটু পরই রাইডিং ড্রেস পরে নিয়ে বেরিয়ে এলো আবার। বাড়ির পেছনে স্টেবল। সেখানে গিয়ে পিঠে স্যাডল চাপিয়ে বের করে আনল মেয়ারটাকে। কড়া রোদে দগ্ধ হচ্ছে টুইন স্প্রিংস। রাস্তায় মানুষ নেই। বার কিউয়ের দিকে চলল শার্লি। প্রথম দিকে ঘোড়ার গতি থাকল কম। কিন্তু কিছুক্ষণ পর গতি বাড়াল মেয়েটা। অস্থিরতা তাতেও কাটছে না, মনে হচ্ছে আরও দ্রুত গন্তব্যে পৌঁছুনো দরকার, ডিলনকে বোঝাতে হবে, কথা আদায় করতে হবে, যাতে কোন গোলমালে জড়িয়ে না পড়ে ডসনের সঙ্গে। ঘোড়ার গতি আরও বাড়াল শার্লি। বার কিউতে যখন পৌঁছুল, দরদর করে ঘাম ঝরছে মেয়ারের গা থেকে, ফোঁশ ফোঁশ করে শ্বাস ফেলছে।

বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে আছে ডিলন। পরিশ্রান্ত ঘোড়ার ওপর থেকে ঘুরে এলো তার বিস্মিত দৃষ্টি। শার্লিকে স্যাডল থেকে নামতে দেখে উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে, তিন ধাপ সিঁড়ি বেয়ে নেমে উঠানে স্বাগত জানাল মেয়েটাকে।

'ঘোড়াটাকে অনেক বেশি খাটিয়েছ, শার্লি,' অভিযোগ নয়, মন্তব্য করল ডিলন। 'এত তাড়া কিসের?' উঠানের একপাশে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকজন

পাঞ্চার। তাদের একজনকে চোখের ইশারায় ডাকল র‍্যাঞ্চার। ধমকের সুরে বলল, 'জানোয়ারটাকে স্টেবলে নিয়ে যাও।' পাঞ্চার এগিয়ে আসছে দেখে নিয়ে এবার শার্লির দিকে তাকাল ডিলন, এক হাতে মেয়েটার কাঁধ জড়িয়ে ধরে বাড়ির ভেতরে যাবার জন্যে পা বাড়াল।

শার্লিকে দামী চামড়া মোড়া একটা আর্ম চেয়ারে বসিয়ে কিচেনে চলে এলো সে, একটু পরেই ফিরে এলো অ্যাপল জ্যাকের জাগ নিয়ে। একটা গ্লাসে অ্যাপল জ্যাক ঢেলে শার্লির হাতে দিয়ে ফায়ারপ্লেসের চওড়া গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াল, চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকাল শার্লির দিকে।

'আমি...' একটু ইতস্তত করল শার্লি। ডিলনের চোখের দিকে তাকাল না। 'আমি শুনলাম আজকে সকালে ক্লিন্টের ওখানে গিয়েছিলে তুমি। কেন?'

কালো হয়ে গেল ডিলনের সুদর্শন মুখ। কথা বলার আগে একটু ভেবে নিল। তারপর শব্দ চয়ন করে নিয়ে বলল, 'অনেক দিন হলো আমার টাকায় র‍্যাঞ্চ চালাচ্ছে ক্লিন্ট ডসন। আজকে আমার ঋণ শোধের শেষ দিন ছিল। শোধ দেয়নি সে। র‍্যাঞ্চ ছেড়ে যেতেও রাজি হয়নি। উল্টো হুমকি দিয়েছে আমাকে অস্ত্রের মুখে। আমি আমার পাওনা টাকা চেয়ে কোন অসঙ্গত আচরণ কি করেছি?'

'ক্লিন্ট শোধ দেয়নি সেটা তো ওর ইচ্ছেকৃত নয়। শোধ দেবার ইচ্ছে ছিল ওর। সেজন্যেই আমার বাবার কাছে টাকা জমা রেখেছিল। ব্যাঙ্ক ডাকাতি হয়েছে সেজন্যে ক্লিন্টকে দোষ দেয়া যায় না।' চোখে অনুরোধ নিয়ে ডিলনের দিকে তাকাল শার্লি। 'টাকা যোগাড় করার আরেকটা সুযোগ তুমি ক্লিন্টকে নিশ্চয়ই দেবে, লিউ?'

মাথা নাড়ল ডিলন। 'শার্লি, আমি তোমার সঙ্গে তর্কে যেতে চাই না। যথেষ্ট সময় পেয়েছে ক্লিন্ট। আর দেরি করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কখনোই আর নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে না ক্লিন্ট। আমার ঋণও শোধ করতে পারবে না। আমি যদি অপেক্ষা করি তাহলে একদিন হয়তো দেখব ওর জায়গায় আর কেউ ট্রিপল বার চালাচ্ছে। নতুন লোক এখানে জমি কিনলে আমার সঙ্গে ঠোকাঠুকি করবে। সে-ঝুঁকি আমি নিতে পারি না।'

বড় বড় চোখে অবাক বিস্ময় নিয়ে ডিলনের কথা শুনল শার্লি। তারপর বলল, 'ক্লিন্ট তার জমি বেচবে না। তাছাড়া ব্যাঙ্কের হিসেব পরীক্ষা শেষ হলেই জমা রাখা টাকা ফেরত পাবে ও, তখন পাওনা শোধ করে দিতে পারবে।'

'কি বলছ তুমি!' অজান্তেই চড়ে গেল র‍্যাঞ্চারের গলা। কর্কশ ভাবটুকু শার্লির কান এড়াল না।

'যদি সম্ভব হয় তাহলে রাশল্যান্ড ব্যাঙ্ক তার পাওনাদারদের পাওনা মিটিয়ে দেবে। বাবা থাকলেও তাই করত, কাজেই এটা আমারও কর্তব্য।'

'কিন্তু ক্লিন্ট তোমাদের গ্রাহক ছিল না,' বোঝানোর চেষ্টা করল ডিলন। 'ক্লিন্ট

তোমার বাবার ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখেনি। রাশল্যান্ড ব্যাঙ্কের সঙ্গে কোন ব্যবসায়িক লেনদেন ছিল না ওর। যাদের টাকা পাওনা আছে তাদের টাকা শোধ করতেই তোমার কষ্ট হবে বলে আমার ধারণা। গ্রাহকদের পাওনা মেটানো তোমার প্রথম কর্তব্য। আমিও গ্রাহকদের একজন।'

চুপ করে থাকল শার্লি। ডিলন যা বলছে শুনতে খারাপ লাগলেও সেটা সত্যি কথা। 'আমি ভুলে যাইনি যে তুমিও পাওনাদারদের একজন,' কিছুক্ষণ পর বলল ও।

'আমি তোমাকে সে-টাকা ফেরত দেবার জন্যে চাপ দিচ্ছি না,' নিজের ভাবমূর্তি বজায় রাখার জন্যে দ্রুত বলল ডিলন। 'ওই টাকা না পেলেও আমি আইনের সাহায্য নেব না। তবে এটাও ঠিক, আমি চাইব ক্লিন্ট তার টাকা ফেরত পাবার আগে যাতে আমি আমার টাকা ফেরত পাই। আমি অন্যায় কিছু বলেছি?'

আস্তে করে মাথা নাড়ল শার্লি। ডিলন লক্ষ করল শার্লির গ্লাস খালি। গ্লাসটায় অ্যাপল জ্যাক ঢেলে দিল সে। তারপর বসল শার্লির উল্টোদিকের চেয়ারে। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল একদৃষ্টিতে। যুবতীর মিষ্টি মুখ আর নিখুঁত দেহ রক্ত চলাচলের গতি বাড়িয়ে দিল তার।

'হঠাৎ আজকে তুমি ক্লিন্টের হয়ে কথা বলছ কেন, শার্লি? যখন কোন মানুষ ব্যর্থ হয়, ডুবে যেতে হয় তাকে।'

'ক্লিন্ট ব্যর্থ হয়েছে কিনা সে-ব্যাপারে আমার দ্বিমত আছে। আমার ধারণা ভাগ্যটা ওকে সহায়তা করছে না।'

'হ্যাঁ, ভাগ্য ওকে সহায়তা করছে না। আমাকেও করেনি। আর করেনি বলেই ক্লিন্টকে আমি ধার দিয়েছি।' শ্রাগ করল ডিলন। 'বিনিময়ে কি পেলাম আমি? লোকসান সর্বস্ব একটা র‍্যাঞ্চ। লাভের মুখ দেখতে হলে আরও অনেক টাকা ওখানে বিনিয়োগ করতে হবে আমার।'

উঠে দাঁড়িয়ে থমথমে মুখে ডিলনের দিকে তাকাল শার্লি। অনুভূতিপ্রবণ মেয়ে। আসন্ন সংঘাতের কথা চিন্তা করে ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে ওর। ক্ষণে ক্ষণে টাইট হয়ে যাচ্ছে ব্লাউজ। বুকের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে মুখের দিকে তাকাতে কষ্ট হচ্ছে ডিলনের।

'লিউ,' মৃদু স্বরে বলল শার্লি। 'বাবা মারা যাবার পর তুমি আর ক্লিন্টই শুধু আমার সত্যিকারের বন্ধু। আমি চাই না তোমরা পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াই করো।'

চেয়ার ছাড়ল ডিলন, যুবতীর কাছে এসে দাঁড়াল। ডিলনের চোখের ভাষা পরিষ্কার পড়তে পারল শার্লি। বুঝতে পারল কি ভাবছে এখন লোকটা। অনুভব করল স্বেচ্ছায় ডিলনের ইচ্ছে পূরণের মতো মন মানসিকতা এই মুহূর্তে নেই ওর। ডিলন বা ডসন, কাকে স্বামী হিসেবে বেছে নেবে এখনও স্থির করেনি ও।

ডিলনের পরবর্তী কথায় নিজেকে বন্দি একটা পশুর মতো মনে হলো শার্লির।

ডিলন আবেগ জড়ানো গলায় বলছে, 'বুঝতে পারছি তোমার কেমন লাগছে, শার্লি। তোমার কথা রাখতে পারলে খুবই খুশি হতাম। কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই বোঝো, ক্লিন্ট তোমার বন্ধু বলেই তাকে আমি ছেড়ে দিতে পারি না। তবে...' একটু থামল ডিলন। 'তুমি যদি আমার বউ হতে তাহলে ব্যাপারটা আমি অন্যভাবে নিতাম। ক্লিন্টকে কিছুটা ছাড় দিতেও আপত্তি করতাম না হয়তো।'

কথা শেষে শার্লিকে সে কাছে টেনে নিল। আপ্রাণ চেষ্টা করল শার্লি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার। শক্তিশালী পুরুষ ডিলন। প্রচণ্ড আবেগ নিয়ে কাছে টানছে ওকে। চুমু খেতে শার্লির ঠোঁট খুঁজল ডিলনের মুখ। এত বাড়াবাড়ি ঠিক হচ্ছে না। মুখ সরিয়ে নিল শার্লি। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'এখন নয়, লিউ! এখন নয়। লিউ, বাবার শেষকৃত্য শহরে। আমাকে যেতে হবে...'

'হ্যাঁ, ঠিক, যেতে হবে...তোমাকে।' ফোঁশ ফোঁশ করে শ্বাস নিচ্ছে ডিলন। শার্লিকে ছেড়ে দিয়ে এক পা পিছিয়ে দাঁড়াল। 'একেবারে ভুলেই গিয়েছিলাম। আমাকে ক্ষমা কোরো। আসলে তুমি এত সুন্দর যে কাছে থাকলে দুনিয়ার আর কোন চিন্তা মাথায় থাকে না।'

'কালকে আসছ, লিউ?' জিজ্ঞেস করল শার্লি। নিজেকে ফিরে পেতে এখনও লড়াই করছে ও ভেতরে ভেতরে।

মাথা দোলাল ডিলন। চোখ পড়ে আছে যুবতীর উন্নত বুকের দিকে।

'আমার সঙ্গে দেখা হবার আগে ট্রিপল বারের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করবে না তুমি, কথা দিচ্ছ?'

প্রথম চিন্তা যেটা মাথায় এসেছিল চেপে গেল ডিলন। কথা দিতে অসুবিধে কি? নিজে জড়িত না হয়েও ক্লিন্টের ব্যবস্থা করে ফেলতে পারবে ও। কি দরকার মেয়েটাকে চটিয়ে, যখন আসলেই মেয়েটাকে ওর এত প্রয়োজন!

'ঠিক আছে, শার্লি, তোমার কথা রাখব,' বলল সে। 'তবে ভবিষ্যতে আমার মতামতকে প্রভাবিত করতে হলে বিয়েতে দেরি করা চলবে না।'

'আমাকে তাড়া দিয়ো না, লিউ,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল শার্লি। গ্লাভস্ আর হ্যাট তুলে নিয়ে দরজার দিকে পা বাড়াল। 'আমাকে একটু ভাবতে দাও।'

উঠানে বেরিয়ে এলো ডিলন, চেঁচিয়ে আদেশ দিল, যাতে শার্লির ঘোড়াটা কেউ এনে দেয়। করালের সামনে দাঁড়িয়ে একটা বুনো মাস্ট্যাং ঘোড়াকে বশ মানাতে দেখছে কেগ্‌ল্। তাকে ডাক দিল ডিলন। বলল, 'তুমি মিস রাশল্যান্ডের সঙ্গে শহরে যাবে। খেয়াল রাখবে কেউ যাতে তাকে পথে বিরক্ত না করে।'

আস্তে করে নড করল কেগ্‌ল্। দৃষ্টি স্থির হলো শার্লির ওপর। মাত্র এক মুহূর্ত, তারপরই চোখ সরিয়ে নিল গানম্যান। কিন্তু ওই একটি মুহূর্তে কাঁপ ধরে গেল শার্লির বুকের ভেতর। খর রোদে দাঁড়িয়ে শীত লেগে উঠল।

পাঁচ

ঘুম ভাঙল ব্যাগলের। আবছা ভাবে মনে হলো একটু আগেও এই ঘরে কেউ একজন ছিল। জানালা দিয়ে এখনও সূর্যের আলো আসছে। বাঁকা রশ্মি দেখে আন্দাজ করল ব্যাগলে, দু'ঘণ্টার বেশি ঘুমায়নি ও। কেউ একজন এসেছিল। তাতে কি? আবার ঘুমিয়ে পড়তে চাইল ব্যাগলে। তারপর মনে পড়ল চেয়ারের ওপর ফেলে রাখা স্লিকারের পকেটে আছে ডিলনের কাছ থেকে নিয়ে আসা ঋণপত্রের নকল। বেনন বলেছিল ডিলনের লোক এখানে থাকলে জানা যাবে।

লাফ দিয়ে বিছানা ছাড়ল ও, স্লিকারের পকেট খুঁজে দেখল। কাগজটা নেই! ব্যাগলের ইচ্ছে হলো কাপড় পরে ছুটে বেরিয়ে যায় বাঙ্ক হাউজ থেকে, জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে চেষ্টা করে কে নিয়েছে কাগজটা। কিন্তু কিছুই করল না। বিছানার ধারে বসে সিগারেট ধরাল একটা। দ্বিতীয় সিগারেট প্রায় মাঝামাঝি শেষ করে এনেছে এমন সময়ে উঠানে শুনতে পেল ঘোড়ার খুরের আওয়াজ। দ্রুত পায়ে জানালার কাছে এসে দাঁড়াল ব্যাগলে। দেখল হালকা ধূসর একটা মেয়ারে চড়ে বাইরে যাচ্ছে ডায়ার।

সিগারেট নিভিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল ব্যাগলে। আরাম করে শুলো। ভাবতে চেষ্টা করল ডায়ার কেন বিশ্বাসঘাতকতা করবে। হাসল আপনমনে। বেনন আর ও ভাল বুদ্ধি করেছিল! ঋণের দলিলের বদলে একই সমান একটা কাগজে যাবতীয় গালাগাল লিখে সুন্দর করে ভাঁজ করে রেখেছিল ও স্লিকারের পকেটে। সেটা ডায়ার নিয়ে গেছে। যাক। গালাগাল খেয়ে মাথা থেকে ভূত পালাবে লোকটার। ঠিক দু'ঘণ্টা পর পরিপূর্ণ বিশ্রাম শেষে র‍্যাঞ্চ হাউজে এসে ঢুকল ব্যাগলে, চলে এলো কিচেনে। জনি সিং রান্না করছে। আগুনে চাপানো পটে ফুটছে গরম কফি। ওকে দেখে একটা মগে কফি ঢেলে এগিয়ে দিল চাইনিজ কুক।

চুমুক দিল ব্যাগলে। কৃতজ্ঞ হয়ে বলল, 'কফিটা ভাল হয়েছে। ...একটা প্যাকেটে রাতের খাবার দিয়ে দাও। বাইরে যাচ্ছি। ফিরতে দেরি হতে পারে।'

লম্বা ডাভিওয়ালা চামচ দিয়ে একটা সাইডবোর্ড দেখিয়ে দিল কুক। ওখানে আগেই গোটা কয়েক প্যাকেটে খাবার রাখা আছে। 'দরকার মতো নিয়ে নাও,' বলে রান্নায় আবার মনোযোগ দিল সে।

কফি শেষ করে খাবারের প্যাকেট নিয়ে বেরিয়ে এলো ব্যাগলে। মাঠের ধারে একটা বেড়া মেরামত করছে ক্লিন্ট, স্টেসি আর ডেনভার। রাউন্ডআপের সময় একটা বুনো গরু বেড়ার ওই অংশ ছিঁড়ে ফেলেছিল। ওদের মনোযোগ আকৃষ্ট

করার কোন ইচ্ছে নেই ব্যাগলের, বার্নে চলে এলো ও, ডান গেল্ডিঙে স্যাডল চাপিয়ে বেরিয়ে এলো উঠানে, তারপর ডায়ার যেদিকে গেছে সেদিকে চলল।

ডায়ারকে ট্র্যাক করতে কোন অসুবিধে হলো না। প্রথমে উত্তরে গেছে লোকটা, তারপর র‍্যাঞ্চ হাউজ থেকে দেখা যায় না এমন একটা জায়গায় এসে এগিয়েছে দক্ষিণে। সরাসরি বার কিউয়ের দিকে যাচ্ছে ট্র্যাক।

নিজের গতিতে ঘোড়াটাকে এগোতে দিল ব্যাগলে। কোন তাড়া নেই ওর। ডায়ারের ট্র্যাক বার কিউয়ের রেঞ্জে ঢোকার পর সরে গেল ও, এগোল টিলাগুলোর দিকে। টিলার গায়ে ঘোড়া চলার মতো চওড়া জমি আছে। মাঝখান দিয়ে সরু সরু পথ। টিলারাজ্যের অনেক গভীরে যাওয়া যাবে ওসব পথ ধরে। ডিলনের রেঞ্জে প্রচুর টিলা আছে। ওগুলোর মাঝ দিয়ে অনেকদূর যাওয়ার পর ডিলনের রেঞ্জের গভীরে ঢুকে গেল ব্যাগলে। টিলার ফাঁকে ফাঁকে ঘাসজমি। অসংখ্য গরু চরছে। দূরে দেখা যায় একটা লাইন ক্যাম্প। ওখানে কাজ করছে কয়েকজন পাঞ্চার। দৃশ্যটা পরিষ্কার নয়। তাপ প্রবাহের কারণে কাঁপছে সামনের সব কিছু।

কিছুক্ষণ পর ঝিরঝিরে বাতাসের কারণে ঝাপসা ভাবটা ক্ষণিকের জন্যে দূর হলো, পর্বতের গা ঘেঁষে একটা নদী দেখতে পেল ও। সূর্যের আলোয় চিকচিক করছে পানি, সাতরঙা ঝিলিক মারছে বহুমূল্য হিরের মতো।

দিক নির্বাচন করে আবার এগোল ও। থামল বহুদূরে বার কিউয়ের র‍্যাঞ্চ হাউজ দেখতে পেয়ে। ছোট ছোট বাক্সের মতো লাগছে বিল্ডিংগুলোকে, মাঝখানে বড় আর উঁচু একটা বাক্স। ওটাই র‍্যাঞ্চ হাউজ।

ঘোড়া থেকে নেমে একটা সিগারেট ধরাল ব্যাগলে। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল র‍্যাঞ্চ হাউজের দিকে। প্রায় আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হলো ওকে, তারপর ছোট একটা বাক্স থেকে বেরিয়ে এলো একটা ফোঁটা। নড়ছে ফোঁটাটা। ধুলো উড়ছে পেছনে। অশ্বারোহী আসছে। লোকটা কে হতে পারে আন্দাজ করতে পারল ব্যাগলে। ফিরতি পথ ধরল ও। আগের পথেই ফিরে চলেছে, কিন্তু খেয়াল রাখছে যাতে দূরবর্তী অশ্বারোহী কিছুতেই চোখের আড়াল না হয়।

বার কিউয়ের রেঞ্জ পেরনোর আগেই বাঁক নিল অশ্বারোহী। সামনে একদল গরু দক্ষিণে চলেছে, ওগুলোকে এড়াতে চায়। টিলার কাছে চলে এলো লোকটা। চেহারাটা চেনা গেল। শক্তপোক্ত, বিশ্বস্ত ডায়ার। পেছনে আনুগত্যের প্রমাণ রেখে ট্রিপল বারের দিকে ফিরছে লোকটা। ঘৃণায় ঠোঁটের কোণ বেঁকে গেল ব্যাগলের। ডায়ারকে অনুসরণ করতে গিয়েও থেমে গেল। দূরে, পুবে কয়েকজন পাঞ্চার পঞ্চাশটা মতো গরু তাড়িয়ে নিয়ে আসছে। খোলা জমি ছাড়িয়ে রুক্ষ জমিতে প্রবেশ করল ওরা। একটা অর্ধচন্দ্রাকৃতি টিলার সামনে গরুগুলোকে ঘিরে ফেলল। আগুন জ্বালল কে যেন। ধোঁয়া দেখা গেল দূর থেকে।

কৌতূহল বোধ করল ব্যাগলে। কাছে যাওয়া দরকার। দেখা দরকার

লোকগুলো কি করছে। চারপাশের জমি ভাল করে দেখে নিল। টিলার আড়ালে ওদের চারশো গজের মধ্যে পৌঁছুনো সম্ভব। তারপর ঘোড়া রেখে ঘাসের আড়ালে বুকে হেঁটে আরও কাছে যাওয়া যাবে।

লম্বা একটা গালি ধরে টিলার গোড়ায় নেমে এলো ব্যাগলে। ও যেখানে আছে তার চেয়ে অর্ধচন্দ্রাকৃতি টিলার সামনের জমি বেশ উঁচুতে। হাঁটার গতিতে ঘোড়া নিয়ে এগোল ও। পাঞ্চারদের তিনশো গজ দূরে কাছের টিলাটা। ওটার পেছনে ঘোড়া থামিয়ে টিলার বাঁক ঘুরে ক্রল করে এগোতে শুরু করল ও ঘাসের ভেতর দিয়ে। একটু পর লক্ষ করল ঘাস এখানে যথেষ্ট লম্বা। হামাগুড়ি দিলেও কারও দেখার সম্ভাবনা নেই। হামাগুড়ি দিয়ে চলার গতি দ্রুত করল ব্যাগলে। প্রায় আধঘণ্টা পর পাঞ্চারদের পাশ কাটিয়ে অর্ধচন্দ্রাকৃতি টিলার পেছনে চলে এলো। ওকে লোকগুলো দেখতে পাবে না বুঝতেই টিলা বেয়ে উঠতে শুরু করল। কিনারায় এসে উঁকি দিল নিচে।

ওরা পাঁচজন। তিনজন ব্যস্ত হয়ে দড়ি ছুঁড়ে বাছুর ধরছে, বাকি দু'জনের একজন আগুনে ব্র্যান্ডিং আয়রন গরম করছে, অপরজন ডিলনের বার কিউ ব্র্যান্ড কেটে দিয়ে ক্লিন্টের ট্রিপল বার ব্র্যান্ড বসাচ্ছে। ব্যাগলের চোখের সামনে নতুন ব্র্যান্ড করা একটা বাছুরকে ছেড়ে দিল পাঞ্চাররা। হাঁচড়পাঁচড় করে উঠে দাঁড়াল গরুটা, গগনভেদী হাম্বা হাম্বা করতে করতে ফিরে চলল দলের কাছে। ওটার চামড়া থেকে এখনও ধোঁয়া বেরচ্ছে।

পরপর ষোলোটা গরু নতুন করে ব্র্যান্ডিং করল পাঞ্চাররা। তারপর আগুনের পাশে বসে আয়রন গরম করছে যে লোকটা, সে বলল, 'আমার মনে হয় যথেষ্ট হয়েছে।'

'এতেই চলবে।' সায় দিল আরেকজন।

অপেক্ষায় থাকল ব্যাগলে। একটু পরই গরুগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে ট্রিপল বারের দিকে রওনা হলো পাঞ্চাররা।

দৌড়ে টিলা থেকে নেমে এলো ব্যাগলে, ছুটল ঘোড়ার দিকে। পেছনে কেউ তাকাবে না কারণ গরু তাড়িয়ে নিতে লোকগুলো ব্যস্ত। স্যাডলে উঠে অনেক দূর থেকে পাঞ্চারদের অনুসরণ করল ব্যাগলে। দেখল ট্রিপল বারের রেঞ্জে গরুগুলোকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। একটা ড্রাই ওয়াশে আরেকটা আগুন জ্বেলেছে বার কিউ কাউবয়রা।

কিছুক্ষণ পর তারা সবাই বার কিউয়ের দিকে ছুটল।

লোকগুলো বার কিউ রেঞ্জে ঢুকে চোখের আড়ালে চলে না যাওয়া পর্যন্ত টিলার ওপরের নিরাপদ আশ্রয় থেকে নড়ল না ব্যাগলে। পরিস্থিতি যখন নিরাপদ মনে হলো, যেখানে কাউবয়রা আগুন জ্বেলেছিল, সেই টিলার গোড়ায় চলে এলো ও। এমন ভাবে ব্যাপারটা সাজানো হয়েছে যে কাঁচা লোকও বুঝবে এখানে ব্র্যান্ডিং

করা হচ্ছিল। আগুনটা নিভে গেছে। পাশে পড়ে আছে ব্র্যান্ডিং আয়রন আর ব্লক।

ভ্রূ কুঁচকে জিনিসগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকল ব্যাগলে। ভাবল কি করবে। কেন কাউবয়রা একাজটা করেছে? ডিলনের কি সুবিধা ভাবতেই সমস্ত জবাব পেয়ে গেল ও। ধীরে ধীরে ঠোঁটে ফুটে উঠল চওড়া হাসি।

একঘণ্টা এক নাগাড়ে পরিশ্রম করল ব্যাগলে। কাজ শেষে ট্রিপল বারের পথ ধরল। চেহারা দেখে ওকে সন্তুষ্ট মনে হচ্ছে। ট্রিপল বারের জমিতে এখন আর ব্র্যান্ডিঙের কোন চিহ্ন নেই। নতুন ব্র্যান্ড করা গরুগুলোও ট্রিপল বারে নেই, ওগুলো এখন বার কিউয়ের জমিতে চরছে।

অস্বস্তি লাগছে শার্লির। বুকের ভেতরে কাঁপ ধরিয়ে দিচ্ছে সঙ্গী গানম্যানের শীতল চাহনি। রক্ত জমে যেতে চাইছে। মনে হচ্ছে দেহ অবশ হয়ে যাবে। লোকটার তাকানোর মধ্যে নোংরা কি একটা আছে। কেগল তাকালেই নিজেকে উলঙ্গ মনে হচ্ছে। চোখে রাগ নিয়ে বারকয়েক ও তাকানোর চেষ্টা করেছিল কেগলের চোখে, কিন্তু লাভ হয়নি। রাগটা খুব দ্রুত ভয়ে রূপান্তরিত হয়েছে। কখন ও নিজেও জানে না, হাত-পা কাঁপতে শুরু করেছে ওর। তখন থেকে নিজেকে সান্ত্বনা দিচ্ছে, ভয়ের কোন কারণ নেই। কেগল এমন কিছু করবে না যাতে লিউ ডিলনের বিরাগভাজন হতে হয়। টুইন স্প্রিংসের ট্রেইলে পড়ার পর থেকেই মেয়ারটাকে কেগলের ঘোড়ার কিছুটা সামনে রাখার চেষ্টা করছে শার্লি। আগে কেগল সামনে ছিল। তখন চেষ্টা করেও লোকটার ওপর থেকে চোখ সরাতে পারেনি ও। মনে হলো কেগল বুঝছে ভয় আর অসহায়ত্ব নিয়ে তাকিয়ে আছে ও। কিছুক্ষণ পর ধারণাটা শিকড় গাড়ল গভীরে। এভাবে চললে মনোবল বলতে কিছুই থাকবে না টের পেয়ে কেগলের ঠাণ্ডা দৃষ্টির সামনে ঘোড়া নিয়ে এগিয়ে গেছে ও। এখন আর কেগলকে দেখতে হচ্ছে না এটা একটা বড় স্বস্তি।

সামনে সামনে যাচ্ছে শার্লি। বুঝতে পারল না ওর দেহে সেঁটে আছে কেগলের আঠালো দৃষ্টি।

মেয়েমানুষ কখনোই তেমন একটা আকর্ষণ করেনি কেগলকে। শার্লির দিকে তাকাল কেগল। মেয়েমানুষ যতটা ঝামেলার সৃষ্টি করতে পারে সে-তুলনায় দিতে পারে অতি সামান্য। কোন কারণ না থাকলে শার্লির দিকে দ্বিতীয়বার তাকাত না ও। কিন্তু মেয়েটার আড়ষ্ট ভঙ্গি অত্যন্ত অপমানকর। চাহনি দিয়ে মেয়েটা বুঝিয়ে দিয়েছে কেগল তার সমাজের উপযুক্ত নয়। সামান্য একজন গানম্যান কেগল! ভাবনাটা যতই কেগল তাড়াতে চেষ্টা করল ভাবনার মূল মগজে গেড়ে বসল ততই। শেষে তীব্র রাগে শরীর জ্বলতে লাগল ওর। মনে হলো মেয়েটাকে শিক্ষা দিতে হবে। এমন শিক্ষা যাতে কোনদিন আর কাউকে ছোট নজরে দেখতে না পারে। মিস রাশল্যান্ডের গর্ব মাটিতে মিশিয়ে দিতে না পারলে স্বস্তি পাবে না ও।

কাঁদবে মেয়েটা, অনুনয় করবে, ক্ষমা চাইবে, বললে এমনকি হামাগুড়ি দেবে সামনে। মান-সম্মান বলে আর কিছু থাকবে না।

গভীর মনোযোগে শার্লির ভরাট যৌবন লক্ষ করল কেগল। জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটল। হাসি এসে যাচ্ছে ওর। আস্তে আস্তে ঠোঁট প্রসারিত হলো অশুভ হাসিতে। মেয়েটা নিশ্চয়ই নিজেকে নিরাপদ ভাবছে! মনে করছে ডিলনের ভয়ে কেউ তাকে কিছু বলবে না। ভুল ধারণাটা ভেঙে দেয়া দরকার। সময় এলে ডিলনের ব্যবস্থাও করতে হবে। তখন দেখা যাবে আসলে কে এই অঞ্চলের রাজা। গলার গভীরে সন্তুষ্টিসূচক ঘড়ঘড় আওয়াজ হলো ওর। স্পার দাবিয়ে ঘোড়াটাকে শার্লির পাশে নিয়ে এলো।

টিটকারির সুরে জানতে চাইল, 'এত তাড়া কিসের, ম্যাম? ভয় পাচ্ছ কাউকে?'

একবার লোকটার দিকে তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিল শার্লি। ঢোক গিলে গলা ভিজিয়ে নিয়ে প্রয়াসকৃত শান্ত গলায় বলল, 'শহরে অনেক কাজ পড়ে আছে।...কষ্ট করে সঙ্গে আসার দরকার নেই। আমার গতি যদি পছন্দ না হয় তাহলে ফিরে যেতে পারো।'

হাত বাড়িয়ে শার্লির মেয়ারের রাশ ধরে ফেলল কেগল। ঘোড়া দুটোকে দাঁড় করিয়ে ফেলল। রাগে জ্বলছে দু'চোখ। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'তোমাকে আমার গতিতে যেতে হবে।' একটা আঙুল যুবতীর বুকে তাক করল সে। 'আমার সঙ্গে গরম দেখিয়ো না, আমি জানি কি করে তোমার মতো মেয়ের গরম কমাতে হয়।'

ভয়ে বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে গেল শার্লির চোখ। চট করে মুখ ঘুরিয়ে নিল যাতে অসভ্য লোকটাকে এড়ানো যায়। নোংরা ইঙ্গিত করছে লোকটা! কাঁপ উঠে যাচ্ছে শার্লির শরীরে, কিন্তু ভয় পেলে মাথায় উঠবে কেগল নামের এই পিশাচটা। নিচু গলায় বলল শার্লি, 'আমাকে যেতে দাও। অভদ্রতা করলে ফিরে গিয়ে লিউ ডিলনকে বলে দেব আমি। ডিলন তোমাকে...'

হেসে উঠল কেগল। তারপর হাত ঘুরিয়ে গায়ের জোরে চড় মেরে বসল শার্লির গালে। শার্লির অবিশ্বাস মাখা চাহনি দেখে হাসিটা আরও চওড়া হলো। হিমশীতল গলায় বলল, 'আমি যখন তোমাকে ছাড়ব, ইচ্ছে হলে যেতে পারবে ডিলনের কাছে। কিন্তু আমার মনে হয় তুমি যাবে না। কাউকে যদি আমার কথা বলতে পারোও, ডিলনকে বলতে পারবে বলে মনে হয় না। অবশ্য তুমি যদি ডিলনের বউ হতে চাও তাহলেই।'

খামচি মেরে রাশের ওপর থেকে কেগলের হাত সরাতে চাইল শার্লি। একটুও ঢিল হলো না মুঠি। তালুর উল্টোপাশ দিয়ে আবারও চড় কসাল কেগল মেয়েটার গালে। স্যাডল থেকে পড়ে গেল শার্লি। উঠে দাঁড়াবার আগেই ঘোড়া থেকে নামল কেগল, হাত বাড়িয়ে এগোল মেয়েটার দিকে। লালসায় বিকৃত হয়ে গেছে

চেহারা। শার্লি বুঝল, আজ আর নিস্তার নেই। সর্বস্ব খোয়াতে হবে আজকে এই নরপশুর হাতে। চড় লেগে ঠোঁট কেটে গেছে শার্লির। অসচেতন ভাবে ঠোঁটের কোণ থেকে রক্ত মুছল মেয়েটা। পিছাবার চেষ্টা করল।

কেগলের গলার গভীর থেকে আনন্দের ঘড়ঘড় শব্দ হচ্ছে। শার্লি এখন তার হাতের মুঠোয়। পালাতে পারবে না মেয়েটা। আজকের পর থেকে চোখ তুলে আর কথা বলতে পারবে না। তবে ট্রেইলের মাঝখানে নয়, কোন পাথর টাথরের আড়ালে শার্লিকে নিয়ে যেতে হবে। দ্রুত পায়ে সামনে বেড়ে খপ করে শার্লির হাত চেপে ধরল কেগল, হ্যাঁচকা টানে নিয়ে এলো বুকের কাছে। কোমর পেঁচিয়ে ধরে নিয়ে চলল ট্রেইলের ধারে। ঝটকা দিয়ে নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো শার্লি। অসুরের শক্তি ভর করেছে গানম্যানের শরীরে।

রক্তে বান ডেকেছে কেগলের, মাথাটা ঝিমঝিম করছে। ফলে মাথা থেকে সমব্রেরো উড়ে যাওয়ার পরপর তীক্ষ্ণ আওয়াজটা শুনেও চট করে বুঝতে পারল না কি ঘটেছে। মাটিতে লুটোচ্ছে হ্যাট। ওটার গায়ে ফুটো দেখে বুঝতে পারল গুলি করেছে কেউ। সামনে ছিটকে পড়েছে হ্যাট। পেছনে আছে লোকটা!

শার্লিকে ছেড়ে দিয়েই চরকির মতো ঘুরল কেগল। পিস্তলের দিকে হাত বাড়িয়ে দেখতে পেল অনাহুত লোকটাকে। পরবর্তী গুলি কেগলের হাত থেকে অস্ত্রটা ফেলে দিল। ব্যথায় হাত ঝাড়া দিল কেগল। তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে থাকল বেননের চোখে। নিজেকে বোকা বোকা লাগছে। বুঝতে পারছে না লোকটা নিঃশব্দে এত কাছে এলো কি করে।

'রলিন্স থেকে ফেরার পথে বিশ্রাম নিতে থেমেছিলাম,' গম্ভীর চেহারায় বলল বেনন। 'মিস রাশল্যান্ডের দিকে সর্বক্ষণ চেয়ে না থাকলে আমার ট্র্যাক দেখতে পেতে। একটা ঘোড়া খানিক আগে ট্রেইল ছেড়েছে এটা বুঝতে পারতে। সন্দেহ হতো। কিন্তু তুমি ব্যস্ত ছিলে। লক্ষ করোনি।'

'তুমি আজকে আমার সম্মান···বাঁচিয়েছ,' কাঁপা গলায় বলল শার্লি। 'কি বলে তোমাকে ধন্যবাদ দেব···'

নড করল বেনন। রাইফেল তাক করে ধীরে সুস্থে এগোল। বলল, 'সত্যি প্রতিদান দিতে চাও, ম্যাম? তাহলে কেগলের অস্ত্রটা কুড়িয়ে নাও। ওটা তাক করে রাখবে। প্রয়োজনে ওর মাথায় গুলি করবে। পারবে না?'

'পারব।' একটু বিস্মিত হলেও কেগলের অস্ত্র তুলে নিয়ে সরে দাঁড়াল শার্লি। শঙ্কিত গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কি করতে চাও?'

'শিক্ষা। ওকে পশ্চিমের রীতিনীতি শেখাব। মহিলাদের সম্মান করতে ভুল করবে না আর।'

'আমি রক্তপাত চাই না,' আতঙ্কিত গলায় বলল শার্লি।

'বেশ, রক্তপাত হবে না।' আর কোন কথা না বলে রাইফেলটা মাটিতে ফেলে

এগোল বেনন কেগলের দিকে। চোখ দুটো জ্বলছে ওর ক্ষুধার্ত শ্বাপদের মতো। পেছানোর কোন সুযোগ পেল না গানম্যান, ঝাঁপিয়ে পড়ল বেনন। আঘাত না করে দু'হাতে বেননকে ঠেলে দিয়ে গার্ড নিতে চাইল কেগল। শরীরে যথেষ্ট শক্তি ধরে সে। হাতাহাতি লড়াইয়ের কৌশলও কিছু জানে। আত্মবিশ্বাস আছে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে। কিন্তু আজকে প্রচলিত কোন নিয়মে লড়াই করার ইচ্ছে বা রুচি নেই বেননের। খপ করে দু'হাতে কেগলের গার্ড নেয়া দু'কব্জি আঁকড়ে ধরল বেনন। শক্তিশালী কাঁধের পেশি ফুলে উঠল। ওর তালুর ঘষায় পড়পড় করে লোম ছিঁড়ছে কেগলের। হাত পিছলে যাচ্ছে বেননের। চাপ আরও বাড়াল। মোচড় দিল গায়ের জোরে। মটমট করে উঠল গানম্যানের কনুইয়ের হাড়। ব্যথায় মুখ বিকৃত হয়ে গেল। ছাড়া পাবার চেষ্টা করল। সরার জন্যে ঝটকা মারল। একচুল নড়তে পারল না। হাতের চাপ না কমিয়ে হাঁটু দিয়ে তলপেটে গুঁতো মারল বেনন। কুঁজো হয়ে গেল কেগল। ফুঁপিয়ে শ্বাস নিল। আবার গুঁতো দিল বেনন। এবার গোপনাঙ্গে।

গোঙাতে শুরু করল কেগল। ছটফট করছে। চোখ উল্টে গেল। জ্ঞান হারাবে যেকোন সময়। হাত ছেড়ে দিল বেনন। মাটিতে পড়ে গেল কেগল। দু'হাতে নিম্নাঙ্গ ধরে গোঙাচ্ছে। বুটের ডগা দিয়ে এবার গায়ের জোরে কেগলের বুকে লাথি মারল ও। ছিটকে কয়েক হাত দূরে গিয়ে পড়ল গানম্যান। ভুশ করে বেরিয়ে গেল দম। তড়পাচ্ছে মাটিতে শুয়ে। ছাড়া পেল না। মনের সাধ মিটিয়ে পাঁজরে কয়েকটা লাথি মারল বেনন। চোখে আতঙ্ক নিয়ে ব্যাপারটা দেখছে শার্লি।

কেগল জ্ঞান হারানোর পর থামল রক। হাঁপাতে হাঁপাতে শার্লিকে বলল, 'তুমি কি একা শহরে ফিরতে পারবে, ম্যাম?'

'পারব,' দ্রুত জবাব দিল শার্লি। কেগলের চেয়ে ওর কাছে রক বেননকে আরও অনেক বেশি বিপজ্জনক আর ভয়ানক লাগছে।

'ঠিক আছে, ম্যাম,' রাইফেলটা তুলে নিতে নিতে কেগলকে একবার দেখে নিল বেনন। 'আমার মনে হয় না লোকটা আর কখনও জ্বালাবে তোমাকে।'

'বেঁচে আছে?' জিজ্ঞেস করল শার্লি। অসুস্থ বোধ করছে ও।

কাঁধ ঝাঁকাল বেনন। 'থাকতে পারে, আবার নাও থাকতে পারে। এটুকু বলতে পারি, স্বর্গে যাবে না ও।'

অনেক দূর চলে আসার পর পেছনে তাকাল শার্লি। দেখল রাস্তার ধারে পাথরের পাশে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে বেনন। বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়েছে ঠিকই, তবু ভয় লেগে উঠল শার্লির। লোকটা ভয়ঙ্কর। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করল যাতে কারও অমন অন্ধ ক্রোধ চাক্ষুষ করতে না হয় আর।

শার্লি বাঁক ঘুরে চোখের আড়ালে চলে যাওয়ায় হাঁটতে শুরু করল বেনন। পঞ্চাশ গজ দূরে রাস্তার পাশে একটা বড় বোল্ডারের পেছনে ওর ঘোড়াটা আছে।

একটু পরই ট্রিপল বারের দিকে চলল। ওর মনে কোন কৌতূহল নেই। কেগল মরে গিয়ে থাকলে পরে জানা যাবে।

ছয়

ড্যানিয়েল রাশল্যান্ড আর এব ক্রিসির শেষকৃত্যে অনেক লোক হলো। আন্ডারটেকার সবার চেয়ে বেশি গম্ভীর। একে বলে পেশা। যাজক বিড়বিড় করে বাইবেল থেকে শ্লোক আওড়াচ্ছে। শার্লির একপাশে দাঁড়িয়ে আছে লিউ ডিলন, অন্যপাশে ক্লিন্ট ডসন। শ্লোকে মনোযোগ দিতে পারছে না ক্লিন্ট, বারবার ওর চোখ চলে যাচ্ছে ডিলনের লোকদের দিকে। আজকে সবকয়জন গানম্যানকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে ডিলন। তবে কেগল আসেনি। একটু আগে শার্লিকে ডিলন বলছিল কেগল ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে আহত হয়েছে। লোকটা কি জানে না আসল ঘটনা? বেননের কাছে শুনেছে ক্লিন্ট। ডিলনকে বলে দেবে? না, আগ বাড়িয়ে বলার কোন দরকার নেই। শার্লির ব্যাপার। শার্লিই ইচ্ছে হলে জানাবে ডিলনকে।

বার কিউয়ের গানম্যানরা একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। ডিলন কি শহরেই ওর ওপর হামলা করবে? মনে হয় না। শার্লির সামনে গোলমাল করবে না লোকটা। ভাগ্যকে অভিশাপ দিল ক্লিন্ট। ব্যাঙ্কে ডাকাতি বড় অসময়ে হয়েছে। ডাকাতি না হলে ঋণ শোধ করে দিতে পারত ও। ভেবেছিল একবার ঋণমুক্ত হলেই শার্লিকে বিয়ের প্রস্তাব দেবে। তা আর হলো না। আগামী কয়েক বছরে বিয়ে করার মতো সচ্ছলতা ওর হবে কিনা সন্দেহ। ততোদিন শার্লি বসে থাকবে না। ডিলন ওকে ঠিকই বিয়েতে রাজি করিয়ে ফেলবে। ক্ষমতাশালী বিত্তবান ডিলনকে বাদ দিয়ে ওর মতো একজন কপর্দকশূন্য যুবককে বিয়ে করবে কেন শার্লি?

অহেতুক রাগ নিয়ে ডিলনের সুদর্শন চেহারা দেখল ক্লিন্ট। শার্লির পাশে দুঃখিত মুখভঙ্গি করে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। শার্লির সামনে লোকটা ওর সঙ্গে লাগতে যাবে না। প্রমাণ করতে চাইবে ওর মতো দু'পয়সা দামের মানুষের সঙ্গে ঝগড়া চলে না লিউ ডিলনের। সে বড় র‍্যাঞ্চার। মনস্থির করে ফেলল ক্লিন্ট। শেষকৃত্য অনুষ্ঠান শেষ হওয়া মাত্র ট্রিপল বারে ফিরে যাবে। কোন মেয়ের কারণে নিরাপত্তা পেতে অভ্যস্ত নয় ও। রুচিতে বাধছে ভাবতেই।

যাজকের শ্লোক পড়া শেষ হতে কবরের পাশে গিয়ে দাঁড়াল শার্লি। চাপা কান্না নিয়ে দেখল কফিন, তারপর ঘুরে দাঁড়াল। ধীর পায়ে হাঁটতে শুরু করল বাড়ির দিকে।

ক্লিন্ট আর ডিলন, দু'জনই মেয়েটাকে অনুসরণ করল। পরস্পরের মধ্যে ঘৃণা

ভরা দৃষ্টি বিনিময় হলো ওদের। বার কিউয়ের কাউবয়রা পেছন আর দু'পাশ থেকে চেপে এলো। ডসন এখন মুঠোর ভেতর, কিন্তু ঝামেলা শুরু করার অনুমতি পায়নি তারা।

ক্যাসিনো সেলুনের সামনে হিচরেইলে ঘোড়া বেঁধে রেখেছে বার কিউয়ের লোকরা। সেলুনের সামনেই থামল তারা। ক্লিন্ট আর ডিলন শার্লিকে এগিয়ে দিতে চলল বাড়ি পর্যন্ত। কয়েক পা এগিয়েই থেমে গেল ডিলন, কাঁধের ওপর দিয়ে একজন কাউবয়কে বলল, 'স্লিম, জারম্যানকে একটা খবর দাও।' কাউবয় নড করায় দ্রুত পায়ে ক্লিন্ট আর শার্লির পাশে চলে এলো সে।

বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে ডিলন আর ক্লিন্টের দিকে আকুতি নিয়ে তাকাল শার্লি। অনুরোধের সুরে বলল, 'লিউ, ক্লিন্ট, দয়া করে তোমরা লড়াই শুরু কোরো না। ব্যাঙ্কের হিসেবপত্র দেখা শেষে ক্লিন্ট যে টাকা জমা রেখেছিল সেটা ফিরিয়ে দেয়া হবে।' লিউয়ের দিকে ফিরল মেয়েটা। 'তোমার টাকা ফেরত পেয়ে যাবে।'

চওড়া কাঁধ ঝাঁকিয়ে শ্রাগ করল ডিলন। বলল, 'অপেক্ষা করতে আমার কোন আপত্তি নেই। তবে মনে হয় না ক্লিন্টকে টাকা দিলে ওর উপকার হবে। ক্লিন্টের নিয়তি হাজতবাস।'

'হাজতবাস? কি কারণে?' কড়া চোখে ডিলনকে দেখল ক্লিন্ট। মুখে হাত চাপা দিল শার্লি, চোখে ভয়ের ছায়া পড়ল।

'কারণটা তোমাকে জারম্যান বলে দেবে। আইনের প্রয়োগ ওর দায়িত্ব।' ডিলনের চোখে বিদ্রূপ খেলা করছে। 'আমি হয়তো আমার প্রভাব খাটাব, যাতে ফাঁসিতে ঝুলতে না হয় তোমাকে।'

'কেন? কি করেছে ও?' ব্যগ্র কণ্ঠে জানতে চাইল শার্লি।

হঠাৎ করেই অন্তরে কৃতজ্ঞতা অনুভব করল ক্লিন্ট মেয়েটার আন্তরিকতা বুঝতে পেরে।

'সময় হলে সবই জানবে, শার্লি,' নিচু স্বরে বলল ডিলন। ঘুরে পা বাড়িয়ে বলল, 'তবে ডসন হয়তো আগেই বলবে তোমাকে।'

কাউবয়দের কাছে ফিরে গেল সুদর্শন দীর্ঘ র‍্যাঞ্চার। ওখানে জারম্যানও আছে। স্লিম এইমাত্র তাকে জেলখানা থেকে খবর দিয়ে নিয়ে এসেছে।

'কি ব্যাপার, ক্লিন্ট?' বেসুরো গলায় জানতে চাইল শার্লি। দুশ্চিন্তায় কুঁচকে আছে ভ্রূ।

নিশ্চিন্ত করতে শার্লির বাহুতে হাত রাখল ক্লিন্ট। হাসল এক চিলতে। শান্ত স্বরে বলল, 'চিন্তা কোরো না, শার্লি। ডিলন ভাবছে আমার বিরুদ্ধে রাসলিঙের একটা অভিযোগ দাঁড় করাতে পেরেছে। কিন্তু ওর কপাল মন্দ, কিছুই প্রমাণ করতে পারবে না। ডিলনের কাউবয়রা চলে যাবার পর সমস্ত চিহ্ন নষ্ট করে দেয়া হয়েছে।'

বেশির ভাগ কথাই বুঝল না শার্লি। তবে ক্লিন্টের শান্ত ভঙ্গি দেখে একটু স্বস্তি পেল। গভীর দৃষ্টিতে ক্লিন্টের চোখে তাকাল। বারান্দায় উঠে অনুরোধের সুরে বলল, 'ডিলনের সঙ্গে লাগতে যেয়ো না, ক্লিন্ট, প্লীইইজ। ওরা সংখ্যায় অনেক।'

মাথা দোলাল ক্লিন্ট। 'সমান সুযোগ না পেলে অস্ত্র বের করব না আমি।' চোখের কোণে দেখল কাউবয়দের ছেড়ে এদিকেই এগিয়ে আসছে জারম্যান। কোন একটা উদ্দেশ্য আছে, হাঁটার ভঙ্গিই বলে দিচ্ছে তা। শার্লির বাহু ছেড়ে দিল ক্লিন্ট। চোখের ইশারায় দরজা দেখাল। 'জারম্যান আসছে। কোন চিন্তা কোরো না। বন্দুকযুদ্ধ হবে না। তুমি ভেতরে যাও।'

ক্লিন্টের চোখ থেকে চোখ ফেরাল না শার্লি, যুবক র‍্যাঞ্চারের পুরুষালী চেহারায় মায়ার ছাপ, ঠিকই অনুভব করল। তার চেয়েও গভীর একটা অনুভূতি হলো ওর। বুঝে গেল ক্লিন্টকে বাঁচাতে গিয়ে যদি লিউ ডিলনকে বিয়ে করতে হয় তাহলেও আপত্তি করবে না ও। ওকে লোকটা পণ্যের মতো ব্যবহার করবে, সাজিয়ে রাখতে চাইবে দামী একটা আসবাবপত্রের মতো। তবু! ক্লিন্টের বাহুতে একবার চাপ দিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেল শার্লি। জানালায় দাঁড়িয়ে থাকল, দেখতে চায় কি হয়।

ক্লিন্টের দু'গজ সামনে থেমেছে জারম্যান। ভ্রূ কুঁচকে একবার যুবক র‍্যাঞ্চারকে দেখে নিয়ে বলল, 'ঘোড়া নিয়ে আমার সঙ্গে একটু যেতে হবে, ক্লিন্ট। এসো। ডিলনের ধারণা তুমি ওর গরু রাসলিং করছ।'

কিছু না বলে তাকিয়ে থাকল ক্লিন্ট। ঢোক গিলল জারম্যান। 'আমি ওর কথায় নাচছি না। ওকে বলেছি আমরা সবাই যাব, দেখব গিয়ে প্রমাণ পাওয়া যায় কিনা। যদি আসলেই দোষী না হয়ে থাকো তাহলে চিন্তার কোন কারণ নেই তোমার।'

বোর্ডওয়াক থেকে নেমে পড়ল ক্লিন্ট। 'চলো, যাওয়া যাক।'

কয়েক মিনিট পর শহর থেকে বেরিয়ে গেল বড়সড় দলটা। মুখে কিছু না বললেও জারম্যান আর ডিলন দু'পাশ থেকে প্রহরা দিচ্ছে ক্লিন্টকে।

'ওই যে আসছে ওরা।' দূরের ধুলোর দিকে আঙুল তুলল বেনন।

নির্দেশিত দিকে চোখ কুঁচকে তাকাল ব্যাগলে। মাথা দোলাল। 'অনেকেই দেখি আসছে! ভাবো একবার ডিলনের মনটা কি খারাপ হবে যখন ও জানবে রাসলিঙের কোন প্রমাণ নেই! আসছিল ক্লিন্টকে ফাঁসিতে ঝোলানোর ব্যবস্থা করতে, ফিরে যাবে বোকা একটা গাধা হিসেবে।'

আগের জায়গা থেকে সরে এলো ওরা দু'জন। বেনন একটা সিগার ধরাল, ব্যাগলে একটা সিগারেট। ক্রমেই কাছিয়ে আসছে ধুলো। তাতে অসুবিধা নেই। ড্রাই ওয়াশের উত্তর পাড়ের দুটো বোল্ডারের মাঝখানে আছে ওরা, নিজেরা দেখা

না দিলে নিচে থেকে কেউ দেখে ফেলবে সেটা সম্ভব নয়। ওদের ঘোড়াগুলো পেছনে খানিকটা নিচুতে গ্রাউন্ডহিচ করা, পাথুরে জমিতে গজানো দুবলা ঘাস চিবাচ্ছে।

'ওরা এদিকেই আসছে, বেনন।' চিন্তিত দেখাল ব্যাগলেকে। 'ক্লিন্ট আর জারম্যান ওদের সঙ্গে থাকবে বলে মনে করো?'

'নিশ্চয়ই। ডিলন আজকে এত রাগা রাগবে যে নিজের মাথার চুল খামচে তুলে নিতে পারে।'

কয়েক মিনিট পর বেননের কথা সত্যি বলে প্রমাণিত হলো। ড্রাই ওয়াশের সামনে থামল দলটা। জারম্যান আর ডিলনের মাঝখানে থামতে বাধ্য হলো ক্লিন্ট। নির্দিষ্ট কয়েকজন কাউবয়কে হঠাৎ খুব বিস্মিত দেখাল। তাদের দিকে একবার তাকিয়ে ড্রাই ওয়াশের দিকে চোখ ফেরাল ডিলন। প্রথমে তাকে উদগ্রীব বলে মনে হলো। কিন্তু মুহূর্ত পরেই উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে গেল চেহারা। মুখটা লাল হতে শুরু করল। রাগে দাঁতে দাঁত চাপল। কুঁচকে গেল নাক। ক্লিন্টের মৃদু হাস্যরত চেহারা দেখে কান দিয়ে ভাপ বেরচ্ছে বলে মনে হলো তার। কোথায় রাসলিঙের চিহ্ন! কোথায় আগুনের দাগ আর ব্র্যান্ডিং আয়রন, ব্লক?

'এটাই তো সেই জায়গা?' হাতের তালুর উল্টোপিঠে ঘর্মাক্ত মুখ মুছল জারম্যান।

'হ্যাঁ, এটাই সে-জায়গা,' হিসহিস করে বলল ডিলন। 'ওরা প্রমাণ নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছে। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। আমরা যদি ড্রাই ওয়াশ ধরে সামনে এগোই তাহলে নিশ্চয়ই ক্লিন্টের চুরি করা গরুগুলোর দেখা পেয়ে যাব।'

অবিশ্বাসের ছাপ পড়ল জারম্যানের চেহারায়। ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল। 'তোমার কথা বিশ্বাস করে ক্লিন্টকে আমি গ্রেফতার করব না। নিজে যদি কোন প্রমাণ পাই তাহলে ওকে গ্রেফতার করতে দ্বিধাও করব না। সেক্ষেত্রে জুরিদের সামনে বিচার হবে ওর। তবে আগে প্রমাণ চাই আমার। প্রমাণ!'

'আরে, বুড়ো ছাগল, তুমি বরং ক্লিন্টকে নজরে রাখো,' চোখ গরম করে বলল ডিলন, 'আমি এখনই গিয়ে প্রমাণ জোগাড় করে নিয়ে আসব।'

'এখান থেকে নড়বে না তুমি, ডিলন।'

বেননের কর্তৃত্বপূর্ণ গলায় পরিষ্কার নির্দেশের সুর। ওপরে তাকিয়ে পরিচিত দুই আগন্তুককে দেখতে পেল বার কিউয়ের কাউবয়রা, হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বোল্ডারের গায়ে। দু'জনের হাতে চারটে সিক্সগান।

ডিলনের হাত হোলস্টারের কাছ থেকে যথেষ্ট দূরে থাকল, কিন্তু মার্শালের দিকে তাকাল সে অগ্নিদৃষ্টিতে। ক্রোধে কাঁপা চড়া গলায় জিজ্ঞেস করল, 'অপেক্ষা কিসের, জারম্যান? একটু আগেও তো আইনের বুলি কপচাচ্ছিলে, এখন সুযোগ এসেছে আইন প্রয়োগের। ওরা খুনি ডাকাত। ধরবে না ওদের?'

গাল ফুলিয়ে মুখ দিয়ে সশব্দে শ্বাস ছাড়ল জারম্যান। বুঝতে পারছে ঠিক কতখানি দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে গেছে তার সঙ্গে এই এলাকার সবচেয়ে প্রভাবশালী লোকটার। তবে ঘাবড়াবার কিছু নেই, কেগলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব আছে, বার কিউয়ে তার স্বার্থ ঠিকই সিদ্ধি হবে। মাথা নাড়ল জারম্যান।

'তোমার কপাল ফাটা, ডিলন,' বলল বেনন। 'আমি আর ব্যাগলে যে ব্যাঙ্ক ডাকাতি করিনি জারম্যান সেটা এখন জানে। সে এটাও জানে যে আমরা খুন করিনি। তবে তোমাদের উদ্দেশ্য জারম্যান জানত না। এখন জানে। মিথ্যে অভিযোগে প্রতিবেশীর সর্বনাশ করতে চেয়েছিলে তুমি। মিথ্যে অভিযোগের মাধ্যমে কাউকে বিপদগ্রস্ত করা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। তোমার জেল জরিমানা হয়ে যেতে পারে ক্লিন্ট মানহানির মামলা করলে।'

দেখার মতো হলো ডিলনের চেহারা। কিন্তু দ্রুতই নিজেকে সামলে নিতে পারল সে। তার কয়েকজন গানম্যান উসখুস করে উঠল, আসন্ন বিপদ মোকাবিলার জন্যে হাত ঝুলিয়ে দিল হোলস্টারের পাশে। ডিলন বুঝতে পারছে লড়াই একবার শুরু হয়ে গেলে জিত তারই হবে। কিন্তু ব্যক্তিগত ঝুঁকির ব্যাপারটা থেকেই যাচ্ছে। সে হবে শত্রুর প্রথম টার্গেট। তারই যদি মৃত্যু হয় তাহলে বার কিউ জিতল না হারল তাতে কি যায় আসবে আর? দেরি করা উচিত হচ্ছে না, গানম্যানদের কেউ একজন ধৈর্য হারিয়ে অস্ত্রে হাত দিয়ে বসলেই ঘটনা শুরু হয়ে যাবে।

গলা খাঁকারি দিয়ে জারম্যানের দিকে তাকাল ডিলন। প্রসঙ্গ পাল্টানোর উদ্দেশ্যে বলল, 'ওদের তাহলে আর খুঁজছ না তুমি, মার্শাল?'

ধীরে ধীরে মাথা দোলাল জারম্যান।

কথাবার্তা যখন চলছে, আস্তে আস্তে সরে গেছে ক্লিন্ট। সবার অজান্তে কখন যেন সিক্সগানও বের করে ফেলেছে। সিক্সগানটা সে তাক করেছে ডিলনের পেটে। কথা যখন বলল, বলল জারম্যানের উদ্দেশে।

'আমি যখন তোমার সঙ্গে শহর ছেড়ে রওনা হই, আমি জানতাম এখানে এসে কি দেখতে পাব। গতকাল ব্যাগলে দেখেছে বার কিউয়ের কাউবয়রা তাদের নিজেদের গরুর গায়ে আমার ব্র্যান্ড করেছে। গরুগুলোকে তারা আমার জমিতে ছেড়ে দেয়। এখানে একটা আগুন জ্বেলে রানিং আয়রন আর ব্লক ফেলে দিয়ে চলে যায়। ডিলন ভেবেছিল আমাকে এই সুযোগে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেবে। কিন্তু ব্যাগলে ডিলনের পরিকল্পনা বরবাদ করে দিয়েছে। গরুগুলোকে ডিলনের রেঞ্জে খেদিয়ে দিয়েছে ও।'

তীব্র আক্রোশ ভরা চোখে ব্যাগলের দিকে তাকাল লিউ ডিলন। জবাবে অকপট আনন্দের হাসি হাসল ব্যাগলে।

'জানতে চাও কারা ব্র্যান্ড করছিল?' ভ্রূ নাচাল ও। 'তোমার পেছনেই আছে

সবকয়টা। ওই যে এক চোখ ট্যাড়া বদমাশটার পাশে ঘেঁষাঘেঁষি করে ঘোড়ায় বসা হাড় হারামী চারজন–ট্যাড়া বদমাশ আর ওরা প্রত্যেকে ব্র্যান্ড করছিল।'

ট্যাড়া কাউবয়ের চেহারা ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেল। বিপদের ভয়ে স্যাড়ল পমেলে গায়ের জোরে হাত চেপে রাখল সে। আশা করছে সে ড্র করবে না বুঝলে কেউ তাকে গুলি করবে না।

ব্যাগলে যাদের কথা বলল তাদের একবার দেখারও প্রয়োজন বোধ করল না ডিলন। জারম্যানের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাল সে। গম্ভীর গলায় বলে উঠল, 'ক্লিন্টের পক্ষ নিলে মার্শাল থাকতে হবে না এটা জেনেও যদি পক্ষ নাও, আমার কিছু বলার নেই। তবে একটা কথা শুনে রাখো, স্রেফ দুইদিন, হ্যাঁ, দুইদিন সময় দিচ্ছি ওকে। এরমধ্যেই ট্রিপল বার ছেড়ে দিতে হবে। যদি ক্লিন্ট না যায় তাহলে রক্তপাত হবে। রক্তপাতের জন্যে ব্যক্তিগত ভাবে তোমাকে আমি দায়ী করব, জারম্যান। ট্রিপল বার আমার। দুইদিন শেষ হবার পর ওই জমিতে যদি কোন অনধিকার অনুপ্রবেশকারী দেখতে পাই, কথা বলার আগে গুলি করা হবে।'

জারম্যান কিছু বলার আগেই বলে উঠল ব্যাগলে, 'দু'দিনের অপেক্ষা কিসের? এখনই নয় কেন?'

শীতল হাসল ডিলন। 'এখন তোমরা সুবিধেজনক অবস্থানে আছ। অপেক্ষা করতে আপত্তি নেই আমার।'

'ঠিক আছে,' অস্ত্র নাচাল বেনন, 'গানবেল্ট খুলে নিজেদের পথে রওনা হয়ে যাও। অপেক্ষা করতে থাকো। দেখো কি হয়।'

'কি আর হবে, বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে খুন হয়ে যাবে তোমরা।'

'আগেও এধরনের হুমকি শুনেছি তোমার মুখ থেকে। হুমকি কার্যকর হতে দেখিনি। ফাঁকা বুলি না কপচে যা বলছি করো, নাহলে খুলি ফুটো করে দেব।'

কড়া চোখে বেননের দিকে তাকিয়ে থাকল লিউ ডিলন। তার নির্দেশের অপেক্ষায় আছে কাউবয় আর গানম্যানরা। সে নির্দেশ দিলেই গোলাগুলি শুরু হয়ে যাবে। সবাই চোখে আগ্রহ নিয়ে দেখছে কি করে সে। তিক্ত চেহারায় নড করল ডিলন, গানবেল্ট খুলতে শুরু করল। তার দেখাদেখি হাত চালাল অন্যরা, দু'মিনিটের মাথায় সবাই গানবেল্ট আর অস্ত্র ফেলে দিল মাটিতে।

'ভেবো না জিতে গেলে,' বেননকে বলল ডিলন। 'এই মুহূর্ত থেকে আমার লোকদের ওপর নির্দেশ থাকল, দেখামাত্র গুলি করা হবে। দুইদিন আমরা নিজেদের রেঞ্জে থাকব, তারপর আসব ট্রিপল বার নিতে।'

ক্লিন্ট রেগে উঠে কি যেন বলতে যাচ্ছিল, হাতের ইশারায় তাকে থামাল বেনন। বলল, 'দু'দিন যথেষ্ট সময়, ডিলন। আমার ধারণা তার আগেই আমরা বের করে ফেলব কে ব্যাঙ্ক ডাকাতি করেছে। ক্লিন্টও তার টাকা

ফেরত পাবে।'

কথা বাড়াল না ডিলন, তাকে মুহূর্তের জন্যে একটু হতচকিত দেখাল। ড্রাই ওয়াশ থেকে বেরিয়ে বার কিউয়ের দিকে ঘোড়া ছোটাল সে। তার পিছু নিয়ে চলে গেল স্যাঙাতরা। একটু পরই ঘোড়ার খুরের শব্দ দূরে মিলিয়ে গেল।

ঘোড়া ধরে ঢাল বেয়ে নিচে নেমে এলো বেনন আর ব্যাগলে।

'ব্যাঙ্ক ডাকাতির রহস্য সমাধান করে ফেলবে দু'দিনে বলছিলে,' ডিলন চলে যাবার পর বলল জারম্যান। 'একথা বলার পেছনে নিশ্চয়ই জোরাল কোন কারণ আছে তোমার?' মার্শালের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। 'প্রয়োজনীয় কোন তথ্য গোপন করছ না তো দায়িত্বশীল কর্মকর্তার কাছে?'

'করছি না,' বলল চিন্তিত বেনন, 'তবে আমরা কিছু একটা জানি এই খবর ছড়ালে হয়তো বেরিয়ে আসবে কেউ আড়াল ছেড়ে।'

বেননের কথা জারম্যানকে প্রভাবিত করল বলে মনে হলো না। ঘোড়া থেকে নেমে গানবেল্ট আর অস্ত্র সংগ্রহ করল সে। চোখে কৌতূহল নিয়ে লোকটার কর্মকাণ্ড দেখল ক্লিন্ট, বেনন আর ব্যাগলে। কাজ সেরে হাতের ভাঁজে বেল্টগুলো নিয়ে ঘোড়ায় উঠল জারম্যান, স্যাডল ক্যান্টলে হাত রেখে কয়েক মুহূর্ত বিশ্রাম নিয়ে নিল। তারপর ক্লিন্টকে বলল, 'আর কিছু করার নেই তোমার। আমার যতটুকু সাধ্য ছিল করেছি, ওকে ঠেকানোর চেষ্টা করেছি। পরিস্থিতি এখন খারাপ। মনে হয় ডিলনের কথা মতো চলে যাওয়াই তোমার জন্যে বুদ্ধিমানের কাজ হবে। ডিলন ট্রিপল বারে ঢুকে সবাইকে মেরে ফেললেও আইন ওর বিপক্ষে যাবে না। আমার ব্যক্তিগত মতামত যদি জানতে চাও তো বলব দেখামাত্র গুলি করার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে ওর।'

কথা শেষে রওনা হয়ে গেল মার্শাল। বার কিউয়ের দিকে চলেছে সে।

পেছন থেকে ক্লিন্ট জিজ্ঞেস করল, 'তুমি বলছ ডিলনকে ঠেকানোর কোন চেষ্টা করবে না?'

ঘাড় ফিরিয়ে মাথা দোলাল মার্শাল।

'তাহলে তোমার উচিত কয়েকজন ডেপুটি নিয়োগ করা।'

নাক দিয়ে ঘোঁৎ করে একটা শব্দ করল জারম্যান। 'তাই? তা কাদের ডেপুটি করব আমি?'

'আমাদের,' বলল বেনন। 'আমাকে আর ব্যাগলেকে। ব্যাঙ্ক ডাকাতদের ধরতে গিয়ে ডিলনের লেজে যদি মোচড় মেরে বসি তাহলে আইনী সুবিধে পাব। রেঞ্জওয়ার ঠেকাতেও সুবিধে হবে।'

'তোমরা ক্লিন্টের লোক।' চোখ সরু করে ওদের দেখল জারম্যান। 'তোমাদের ডেপুটি করলে সবাই ধরে নেবে আমিও পক্ষপাতদুষ্ট। পক্ষ যদি নিতেই হয় তাহলে আমি বরং ডিলনের পক্ষই নেব।'

'তাই তুমি নিতে,' ধীর গলায় বলল ক্লিন্ট, 'বেনন আর ব্যাগলে না থাকলে।' মার্শালকে তার শীতল দৃষ্টি ফিরিয়ে দিল যুবক র‍্যাঞ্চার। 'ডিলনকে বলে দিয়ো, আমি থাকছি। যদি ট্রিপল বার দখল করতে হয় তাহলে অনেক গানপাউডার পোড়াতে হবে ওকে।'

নিস্পৃহ হয়ে গেল জারম্যানের চেহারা। কাঁধ ঝাঁকাল। রওনা হতে গিয়েও তাকাল বেননের দিকে। 'ব্যাঙ্ক ডাকাত ধরতে গিয়ে ডিলনের লেজে মোচড় মারতে হবে বলেছিলে। কেন?'

'কারণ বার কিউয়ের এলাকায় ডাকাতির পরিকল্পনা করা হয়। ট্রেইলে একজায়গায় অনেক লোক উঠেছে দেখে কৌতূহল হয়েছিল। ব্যাক ট্র্যাক করি আমি। একটা ক্যানিয়নের ভেতর দিয়ে গেছে পথ। বার কিউ রেঞ্জে একটা উপত্যকায় তাদের চিহ্ন দেখেছি । একটা আগুন জ্বেলেছিল। পরে ওখান থেকে শহরের দিকে গেছে সবাই দল বেঁধে। ট্র্যাক দেখে মনে হয়েছে ব্যাঙ্কে লাশ পাবার আগের দিনের ঘটনা।'

'এ থেকে কিছুই প্রমাণ হয় না,' ভ্রূ কুঁচকে বলল জারম্যান। 'ডিলনের বিরাট রেঞ্জ। ওর রেঞ্জ থেকে ডাকাতরা বের হয়েছে বলে ডিলনকে দায়ী করা যায় না।'

চুপ করে থাকল বেনন।

ধীরে ঘোড়া চালিয়ে ড্রাই ওয়াশ থেকে বেরিয়ে গেল জারম্যান।

'লোকটা ভাববে,' মার্শাল চলে যেতে বলল ক্লিন্ট। 'ওকে তোমরা চিন্তায় ফেলে দিয়েছ। ও জানে ডিলনের কাছে গেলে কপাল পুড়বে না, কিন্তু এখন আর ততটা নিশ্চিত নয় যে ডিলনের হাতে সবগুলো ভাল তাস আছে।'

'এখান থেকে সরে পড়া উচিত,' বলল ব্যাগলে। 'ডিলনরা এখনও বেশিদূর যায়নি। মার্শাল অস্ত্র ফিরিয়ে দিলে আবার এখানে আসার ইচ্ছে জাগতে পারে ওদের।'

ব্যাগলে কথাটা মিথ্যে বলেনি। বার কিউ রাইডাররা যেদিকে গেছে তার উল্টোদিকে ছুটল ওরা দেরি না করে।

কয়েক মাইল যাওয়ার পর ক্লিন্টকে বলল ব্যাগলে, 'আমি যদি তোমার জায়গায় থাকতাম তাহলে ডিলনের কথা মেনে নিয়ে আপাতত ট্রিপল বার ছেড়ে দিতাম।'

জবাবে কড়া চোখে ব্যাগলেকে দেখল ক্লিন্ট, কোন জবাব দিল না।

'শহরে থাকলে ডিলনের কার্যকলাপের ওপর নজর রাখা যাবে। হামলার ভয় থাকবে না। ট্রিপল বারের বাড়িঘর বিধ্বস্ত হবে না। সুবিধে মতো আবার দখল করে নেয়ার সুযোগ তো থাকছেই।'

বেশ কিছুক্ষণ নীরবে কাটল, তারপর মতামত চাওয়ার দৃষ্টিতে বেননের দিকে তাকাল ক্লিন্ট।

'ব্যাগলে ঠিকই বলেছে,' সায় দিল বেনন। 'তবে শহরে যাবে কি থাকবে সেটা নির্ভর করে তোমার ওপর। তুমি যদি সিদ্ধান্ত নাও ট্রিপল বারে থেকে হামলা মোকাবিলা করবে তাতে আমাদের কোন আপত্তি নেই। আমরা থাকব।'

দীর্ঘক্ষণ নীরবে এগিয়ে চলল ওরা। চিন্তা করে চলেছে ক্লিন্ট। বুঝতে পারছে এদু'জনকে ট্রিপল বারে থাকতে অনুরোধ করা ওর উচিত হবে না। এরা ওর চেয়ে কম বোঝে না। তবে র‍্যাঞ্চটা ওদের নয়। ক্লিন্টের অনুভূতি ওরা বুঝবে না। ট্রিপল বার ছেড়ে চলে যাওয়াটা এক অর্থে পরাজয়ের মতো লাগবে ক্লিন্টের কাছে। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল ক্লিন্ট, কথা বলার আগে বড় করে দম নিল, তারপর বলল, 'আগে ঝোপঝাড় থেকে গরু বের করে এনে ব্র্যান্ডিং করব। ওগুলোকে ব্র্যান্ডিং শেষে ছেড়ে দিয়ে তারপর যাওয়া যাবে শহরে। তোমরা কি বলো?'

মাথা দোলাল বেনন আর ব্যাগলে। দু'জনকেই যুবক র‍্যাঞ্চারের সিদ্ধান্তে তৃপ্ত বলে মনে হলো।

ড্রাই ওয়াশ থেকে বেরিয়ে এলো লিউ ডিলন, রাগে কালো হয়ে আছে চেহারা। বেনন আর ব্যাগলের একটা ব্যবস্থা আর না করলেই নয়। লোকদুটো পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে, ওর প্রতিটি পরিকল্পনায় বাদ সাধছে। ওরা থাকলে শেষ পর্যন্ত হয়তো ট্রিপল বার হাতের মুঠোর বাইরে রয়ে যাবে।

একটু দূরে ডিলনের রাইডাররা অপেক্ষা করছে, কিন্তু সেদিকে ডিলনের খেয়াল নেই। সে তাকিয়ে আছে একা একজন অশ্বারোহীর দিকে। বেশ দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে লোকটা। কাছে আসতে ভ্রূ কুঁচকে গেল ডিলনের। চিনতে পেরেছে, শার্লি রাশল্যান্ড। মুখের ভেতরটা তেতো হয়ে গেল ডিলনের। ক্লিন্টের ব্যাপারে উদ্বেগ! মেয়েটা উদ্বিগ্ন। সেজন্যেই এত তাড়াহুড়ো করে এখানে আসতে বাধ্য হয়েছে। ঘোড়া থামিয়ে নিজেকে সংযত করল ডিলন। চেহারা থেকে মুছে ফেলল একটু আগের ঈর্ষার ছাপ।

একেবারে কাছে এসে থামল শার্লি। শহর থেকে বেরোতে ভয় লাগছিল, মনে আসছিল কেগলের কথা, ডিলনের কথা, কিন্তু ক্লিন্টের কিছু হয়ে যাবে এই দুর্ভাবনা এতই পেয়ে বসে ওকে যে শেষ পর্যন্ত আসতে বাধ্য হয়েছে শার্লি বিপদের ঝুঁকি নিয়ে। 'কি হয়েছে, লিউ?' জানতে চাইল উদ্গ্রীব হয়ে। 'ক্লিন্ট কোথায়?'

হাতের ইশারায় ড্রাই ওয়াশ দেখাল ডিলন। 'কিছুই হয়নি। ওদিকের ড্রাই ওয়াশে দলবল নিয়ে অপেক্ষা করছে ডসন।'

স্বস্তিতে বুক ভরে উঠল শার্লির, চেহারায় তার ছাপ পড়ল। বিব্রত হয়ে বলল, 'আমি…আমি আর শহরে থাকতে পারছিলাম না। তোমরা আসলে এত রাগী আর জেদী! ভয় হচ্ছিল কি না কি হয়ে যায়।'

ড্রাই ওয়াশের দিকে যেতে চেয়ে ঘোড়ার মুখ ফিরিয়েছিল শার্লি। ধৈর্যের বাঁধ

ভেঙে গেল, চট করে রাশ ধরে ঘোড়াটাকে থামিয়ে ফেলল ডিলন।

ডিলনের চোখে আগুন দেখে চমকে গেল শার্লি।

'তোমার কাছ থেকে এই পরিমাণ মনোযোগ পাবার যোগ্যতা নেই ডসনের,' থমথমে গলায় বলল ডিলন। 'ডসন এখন সাধারণ এক ভবঘুরে। তার দিকে এত ঝুঁকে পড়া তোমাকে মানায় না। ডসনের ভাল-মন্দের দায়িত্ব তোমার নিজের মনে করে এভাবে তুমি ছোটাছুটি করে বেড়াবে, সেটা আমি চাই না। কি বলছি বুঝতে পারছ?'

'সুযোগ পেলেই ক্লিন্ট তার র‍্যাঞ্চ ধরে রাখতে পারবে,' কিছুটা উত্তপ্ত গলায় বলল শার্লি। 'তখন ওকে আর ভবঘুরে হতে হবে না।'

'সুযোগ ক্লিন্ট পেতে পারে,' ধীরে ধীরে গম্ভীর গলায় বলল ডিলন, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মেয়েটার দিকে, যেন দেখে নেবে অন্তরের গভীরে কি আছে। 'সুযোগ সে পাবে, যদি তুমি আমাকে বিয়ে করো। সময় চেয়েছিলে তুমি। সময় দিলাম। এক সপ্তাহ সময় পাচ্ছ। এরমধ্যে তোমাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।'

প্রত্যাখ্যান চলে এসেছিল জিভের ডগায়, শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিল শার্লি। নীরব বিতৃষ্ণায় ছেয়ে গেল অন্তরটা। ডিলন তাকিয়ে আছে ওর দিকে। চোখ থেকে ঝরে পড়ছে লালসা। নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখে শার্লি বলল, 'আমার মনে হয় না বিয়ের কথাবার্তা হওয়ার জন্যে এজায়গা উপযুক্ত।' একটু থামল ও, তারপর কম্পিত কিন্তু দৃঢ় স্বরে বলল, 'আর হুমকির মুখে কাউকে বিয়ে করতে হলে তাকে ঘৃণা করা ছাড়া উপায় থাকবে না আমার।'

'কয়েকদিনের মধ্যেই তুমি ভুলে যাবে কেন আমাকে বিয়ে করেছিলে,' গভীর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল ডিলন। হাসল সন্তুষ্টির হাসি। 'ভাল লাগবে তোমার। আমি তোমাকে এতটাই ব্যস্ত রাখব যে মাথা থেকে আর সব চিন্তা উবে যাবে।'

ভদ্রভাবে নোংরা কথা বলছে ডিলন। গালে রক্ত জমল শার্লির। অপরাধবোধ জাগল শার্লির মনে। নিজেকে কলঙ্কিতা মনে হলো। এত অসহায় ও! নিজের ওপর ঘেন্না ধরে যাচ্ছে! ক্লিন্টকে ভালবাসে, অথচ বিয়ে করতে হবে সামনে দাঁড়ানো এই সুপুরুষ অমানুষকে। কান্না পেল শার্লির। কোনমতে চেপে রাখল চোখের জল।

'ডসন টিকে থাকার সুযোগ পাবে কিনা সেটা তোমার ওপর নির্ভর করছে,' আবার বলল ডিলন। 'এখন যদি ডসনের সঙ্গে দেখা করে ওর প্রতি সহানুভূতিশীল হও, এত দ্রুত ওকে আমি তাড়াব যে মন্ট্যানার এই অংশে কোথাও থামার সাহস পাবে না সে।' শার্লির চোখের গভীরে দৃষ্টি রাখল র‍্যাঞ্চার। 'অবশ্য ডসন যদি বাঁচে তবেই থামার প্রশ্ন। সম্ভবত বাঁচবে না ও। কিন্তু তুমি যদি এখন শহরে ফিরে ওয়েডিঙের প্রস্তুতি নাও, ডসনকে কিছু বলব না। আমার ধারণা নিজের অক্ষমতা বুঝতে পেরে কিছুদিনের মাথায় নিজেই চলে যাবে ও এখান থেকে।'

কথা বলার প্রতিটি মুহূর্ত চিন্তা করে চলেছে ডিলন, কিভাবে নিজের ওপর দায় না ফেলে ক্লিন্টকে সরিয়ে দেবে জগৎ থেকে। ট্রিপল বার দখল করা ঠিক কতটা প্রয়োজন তা শার্লি কখনও ভাবতেও পারবে না। শার্লিকে এখন যে-কথাই দেয়া হোক না কেন তার আসলে কোন মূল্য নেই। ক্লিন্টের প্রতি শার্লির আগ্রহের মাত্রা দেখে মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে। নিশ্চিত করতে হবে ট্রিপল বার দখল, সেই সঙ্গে নিশ্চিত করতে হবে ক্লিন্টের অকাল মৃত্যু।

ঠোঁট কামড়ে রেখেছে শার্লি। মনের মাঝে চিন্তার ঝড় উঠছে ওর। হতাশ লাগছে ভাবতেই যে ডিলন ওকে এক হপ্তার সময় বেঁধে দিয়েছে। এরমধ্যে জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তটি নিতে হবে। এখন যদি ও ক্লিন্টের কাছে যায়? কোন সুযোগ পাবে না ক্লিন্ট। ক্লিন্টকে স্রেফ পিষে মেরে ফেলবে ডিলন। কিন্তু এক হপ্তা কম সময় নয়। এরমধ্যে হয়তো এমন কিছু ঘটবে যে পরিস্থিতি পাল্টে যাবে। ক্লিন্টের দুই সঙ্গীর কথা মনে এলো ওর। ওরা কঠোর, যোগ্য, বিশ্বাসভাজন লোক। এক হপ্তা সময় পেলে ওদের সহযোগিতায় ক্লিন্ট হয়তো কিছু করতে পারবে। হয়তো ব্যাঙ্ক ডাকাত ধরা পড়বে, বা আরও কত কিছুই তো হতে পারে। স্যাডলে সোজা হয়ে বসল শার্লি, ডিলনের চোখের দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে মাথা দোলাল। 'ঠিক আছে, এখন শহরে ফিরে যাচ্ছি আমি।'

ঠোঁট প্রসারিত হলো নিঃশব্দে। হাসল ডিলন। অনুভব করল রাগটা চলে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। সুদর্শন চেহারা থেকে মেঘ কেটে গেল। শার্লির ঘোড়ার রাশ ছেড়ে দিল সে। নিজের ঘোড়াটা সরিয়ে নিল যাতে শার্লি মেয়ারটাকে ফিরিয়ে নিয়ে শহরের দিকে যেতে পারে। শান্ত গলায় বলল, 'এই তো বুদ্ধির পরিচয় দিচ্ছ, শার্লি। বেশিদিন লাগবে না, আমার সঙ্গে মানিয়ে চলা শিখে যাবে তুমি।'

ওকে যেতে দিচ্ছে সেই স্বস্তিতে হাসল শার্লি। ডিলন ধরে নিল মেয়েটা সায় দিয়ে হাসছে।

শার্লি ঘোড়া ফিরিয়ে নিয়ে শহরে ফিরে চলল। পেছন থেকে তাকিয়ে আছে ডিলন। মনটা বেশ খুশি খুশি লাগছে। শার্লির যৌবন পরিপূর্ণ শরীর যতক্ষণ দেখা গেল দেখল ডিলন। মেয়েটা অনেক দূরে ধুলোর আড়ালে চলে যাবার পরও কিছুক্ষণ নড়ল না, ভাবল আরামদায়ক বিছানা আর আনন্দ বিলাসের কথা।

সাত

'ব্যস, কাজ শেষ, আর গরু নেই,' বলল ক্লিন্ট। শার্টের হাতায় মুখের ঘাম মুছল। 'এত কম জানলে কষ্ট করে ঝোপঝাড় থেকে বের করতাম না।'

সান্ত্বনা দিয়ে হাসল বেনন আর ব্যাগলে। ব্যাগলে বলল, 'ওগুলোর গায়ে এখন তোমার ব্র্যান্ড আছে।'

ভ্রূ কুঞ্চন কমল না ক্লিন্টের। বলল, 'ওদের গায়ে আমার ব্র্যান্ড আছে ঠিকই, কিন্তু সমস্যা হচ্ছে আগামীকাল নিজের বলে কোন জমিই থাকবে না আমার যে ওগুলোকে চরাব।'

স্বাভাবিক কারণেই হতাশা বোধ করছে ক্লিন্ট। বেনন এবং ব্যাগলে ওকে মিথ্যে আশ্বাস দিল না। ক্লিন্টের সমস্ত গরু জড় করে ব্র্যান্ড করেছে ওরা। ব্র্যান্ড করা শেষে ছেড়ে দিয়ে এসেছে উত্তরের ঝোপঝাড় ভরা দুর্গম রেঞ্জে। আসার পথে আরও গোটা পঞ্চাশেক গরু ওরা ধরে এনেছিল, সেগুলোও সব ব্র্যান্ড করা শেষ হয়ে গেছে। সেজব্রাশের জঙ্গলে ওগুলোকে ছেড়েও দেয়া হয়েছে।

ডায়ার, রিন্টি ডেনভার, কন লেভিস আর স্টেসি ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো। তরুণ কাউবয়রা সিগারেট ধরাল, ডায়ার চিউয়িং টোবাকোর একটা টুকরো কামড় দিয়ে কেটে মুখে পুরল। প্রত্যেকেই অপেক্ষা করছে, ক্লিন্ট ডসন ওদের পরবর্তী নির্দেশ দেবে।

'এবার আমরা শহরে চলে যাব,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল ক্লিন্ট।

তরুণ কাউবয়দের চেহারায় আপত্তির ছাপ পড়লেও ডায়ারের চৌকো চেহারা বেশ নিশ্চিন্ত দেখাল। ডিলনের কাছ থেকে চুরি করে আনা ঋণপত্র গায়েব হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে ব্যাগলে তাকে কিছু জিজ্ঞেস করেনি। বেশ খানিকটা বিস্মিত বোধ করছে সে। কেউ এব্যাপারে কিছু বলছে না কেন! জিজ্ঞেস না করাটা ভাল লক্ষণ। তাছাড়া ব্যাগলে ঘুমিয়ে ছিল, কোন প্রমাণ নেই যে কুকীর্তিটা সে করেছে। কিন্তু কেউই কিছু বলবে না? যতবার ব্যাগলে ঢুলুঢুলু চোখে ওর চোখে তাকাচ্ছে বা নিচু স্বরে বেননের সঙ্গে কথা বলছে, বুকের ভেতরে অস্বস্তির ছুরি খচখচ করছে ডায়ারের। স্থির করেছে বেনন আর ব্যাগলের কাছ থেকে যতটা সম্ভব দূরত্ব বজায় রেখে চলবে। এখন ডসনের কথা শুনে মনে মনে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। এবার চলে যেতে কোন বাধা নেই। র‍্যাঞ্চই নেই তো সে থেকে কি করবে! এখন চলে গেলে কেউ কোন সন্দেহ করবে না। তবে কথাবার্তায় অতি উৎসাহ দেখানোটা বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াতে পারে।

'তাহলে আমার বাড়তি ঘোড়াটা নিয়ে আসি,' কিছুক্ষণ চিন্তার ভান করে বলল ডায়ার। 'রলিন্সের এক লোক ওটার জন্যে আমাকে ভাল টাকা দিতে চেয়েছিল।'

বিরক্ত দৃষ্টিতে ডায়ারের দিকে তাকাল ক্লিন্ট। তারপর চোখ থেকে বিরক্তিটুকু মুছে গেল অতি দ্রুত। যেভাবে ডায়ার বলেছে তার বাড়তি কোন ঘোড়া দরকার নেই, রাগিয়ে দিয়েছিল ওকে। ঠিকই বলেছে লোকটা। ট্রিপল বারে তার আর কোন কাজ নেই। ডেনভার, লেভিস আর স্টেসির দিকে তাকাল ক্লিন্ট। শান্ত গলায় বলল, 'বাড়তি ঘোড়া শহরে নিয়ে যাব আমরা। মিস রাশল্যান্ডের করালে জায়গা আছে। আশা করি সেখানে ঘোড়া রাখতে দেবে সে আমাদের।'

সিগারেট নিভিয়ে করালে গেল তরুণ তিন কাউবয়। তাদের পিছু নিল ডায়ার। বেনন আর ব্যাগলের দিকে ফিরল ক্লিন্ট। 'তোমরা আসছ?'

'এখনই নয়। শহরে দেখা হবে।' দূরের টিলাগুলো দেখল বেনন। 'এদিকের অনেক জায়গা আছে আমরা একেবারেই চিনি না। শহরে যাবার আগে এই এলাকা একবার ভাল মতো দেখে যেতে চাই।'

'তাহলে শহরে তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে।' ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে নিয়ে করালের দিকে চলল ক্লিন্ট। হাত তুলে ওকে বিদায় জানাল বেনন আর ব্যাগলে, দেখল অবশিষ্ট ক্রুদের সঙ্গে আলাপ করছে ক্লিন্ট।

'চলো তাহলে,' বলল বেনন। তাকিয়ে আছে টিলাসারির দিকে।

'চলো।' সায় দিল ব্যাগলে।

দু'জন পাশাপাশি ঘোড়া ছোটাল ওরা। একটা ঢাল পার হতেই ট্রিপল বারের বাড়িগুলো অদৃশ্য হলো। সামনে ঢেউ খেলানো ঘাসজমি। এখানে ওখানে ঝোপঝাড়। টিলার যত কাছে যাওয়া যাবে, ঘাসের পরিমাণ কমে যাবে, বাড়তে থাকবে ঝোপ আর বুনো আগাছা।

ট্রিপল বারের সীমানায় যে টিলাগুলো মাথা তুলেছে সেগুলোর একটার সঙ্গে অন্যটার চেহারায় কোন মিল নেই। কিছু আছে ধীরে ধীরে ওপরে উঠেছে, দেখে মনে হয় ঘাসজমির তলায় কেউ একজন আঙুল দিয়ে খোঁচা দিয়েছিল। ওই টিলাগুলোর মাথা সবুজ ঘাসে ছাওয়া। আবার কিছু আছে একেবারেই উলঙ্গ। গায়ে কিচ্ছু নেই। কালো পাথর মুখ ভেংচি কাটছে। এবড়োখেবড়ো, রুক্ষ, প্রাণহীন। ওগুলোর চূড়ো কুকুরের দাঁতের মতো চোখা। একেকটা টিলার ওরকম দশ-বারোটা করে চূড়ো আছে। মন্ট্যানার এই অংশ পাহাড়-পর্বত, র‍্যাভিন, গোপন উপত্যকা, গুহা, আর ঝোপে ভরা দুর্গম এলাকা। ট্রিপল বারের রেঞ্জ ভাল মতো চিনতে হলে বেনন আর ব্যাগলের অন্তত দুই সপ্তাহ সময় লাগবে। হাতে অত সময় নেই। মোটামুটি ভাবে এলাকার একটা ধারণা পেতে চাইছে ওরা। চোখ-কান খোলা রেখেছে, এগিয়ে চলেছে ট্রিপল বার রেঞ্জের ভেতর দিয়ে বার কিউয়ের দিকে।

গোল একটা টিলার কাঁধে উঠে নিচের দৃশ্য দেখতে দেখতে চলেছে ওরা। বেশ কিছুক্ষণ পর বাঁক নেয়ার সময় ঘোড়া থামিয়ে ফেলল বেনন। আঙুল তাক করে নিচের দিকে দেখাল। একটা লোক ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে। তার পেছনে একটা আরোহীবিহীন ঘোড়া।

'ওই যে ডায়ার,' বলল ব্যাগলে। 'রলিন্সে যাবে বলেছিল। সে-তুলনায় অনেক সরে এসেছে দেখছি!'

হাসল বেনন। 'ও জানে ও কোথায় যাচ্ছে। সমস্যা হচ্ছে আমরা জানি না।...এখন জানব।'

'প্যাঁচ আছে ডায়ারের মধ্যে,' মন্তব্য করল ব্যাগলে। 'ক্লিন্টের তুলনায় অনেক ভাল করে জানে লোকটা এখানে আসলে কি হচ্ছে।'

চুপ হয়ে গেল ওরা। নীরবে অনুসরণ করতে শুরু করল প্রাক্তন ফোরম্যানকে। মাইল খানেক পথ টিলার কাঁধে কাঁধে চলতে পারল ওরা, তারপর সামনে পড়ল টিলার খাড়া দেয়াল। বাধ্য হয়ে আরেক দিক দিয়ে পথ খুঁজে নামতে হলো। ডায়ারকে এখন আর দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু পরিষ্কার ধারণা আছে ওদের, কোথায় থাকতে পারে লোকটা।

'ডিলনের হেডকোয়ার্টার পাশ কাটাচ্ছে ডায়ার,' মাইল দেড়েক পর বিড়বিড় করে বলল বেনন। 'র‍্যাঞ্চ হাউজে যদি যেতে চাইত তাহলে দক্ষিণ-পুবে বাঁক নিত।'

মাঝে মাঝেই ডায়ারকে দেখতে পাচ্ছে ওরা, বসে আছে স্যাডলে কুঁজো হয়ে। অনেকটা পেছন থেকে অনুসরণ করা হচ্ছে। টিলার রাজ্য পেরিয়ে নদীটা যেখানে সমতল জমিতে বেরিয়ে এসেছে, সেখানে নদী পেরল ওরা। আরও এক ঘণ্টা পেরিয়ে গেল, এখনও এগিয়ে চলেছে ডায়ার। টিলার গা ঘেঁষে যাচ্ছে কোথায় লোকটা!

কিছুক্ষণ পর পাহাড়ের একটা ফাটলে ঢুকে পড়ল ডায়ার। খুবই সরু ফাটল। চওড়ায় সাত ফুট হবে না। পাশাপাশি দুটো ঘোড়া চলতে পারবে কোনমতে।

ঘোড়া থেকে নামল বেনন আর ব্যাগলে। স্যাডল রোল থেকে পুরনো শার্ট বের করে ছিঁড়ল টুকরোগুলো ঘোড়ার খুরে বেঁধে দিল যাতে আওয়াজ কম হয়। তারপর ঢুকল পাহাড়ী ফাটলে। এগিয়ে চলল সাবধানে এতক্ষণ আলোর মাঝে ছিল, এখন প্রায় অন্ধকার হয়ে এলো। ফাটলের সামনে থেকে সামান্য আলো আসছিল, বাঁক ঘুরতে সে-আলোও আর থাকল না। ওপরের একচিলতে আকাশ থেকে আবছা একটু আলো আসছে। ওটুকুই ভরসা।

ফাটলের বাইরে যত্ন করে সমস্ত চিহ্ন মুছে রাখা হয়েছিল। ভেতরে ঢোকার পর আবছা আলোতেও প্রচুর গরুর চিহ্ন দেখা গেল। পাহাড়ী কাট-এর ভেতরে গোবরের গন্ধ বেশ জোরাল। মেঝেতে ঘোড়ার খুরের চিহ্ন যত্রতত্র। নিয়মিত

এজায়গা রাসলিঙের কাজে ব্যবহার করা হয়। চোখ-কান খোলা রেখে অতি ধীরে সামনে বাড়ছে ওরা। অস্ত্রের বাঁট ছুঁয়ে আছে দু'জনেরই হাত। বিপদের একটু আলামত দেখলেই গুলি করবে।

পুরো এক ঘণ্টা হলো ভুতুড়ে এই কাট-এর মধ্যে দিয়ে চলছে ওরা। শেষ মাথায় কি আছে কে জানে। দু'পাশ থেকে মাঝে মাঝে চেপে আসছে দেয়াল। কখনও কখনও মাথার ওপরের সরু আঁকাবাঁকা আলোটাও অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। একসময় শেষ হলো পথ চলা। সামনে পাথুরে নির্জীব খাড়া দেয়াল ছাড়া আর কিছুই নেই। সেই দেয়ালের পায়ের কাছে পড়ে আছে বড় বড় কয়েকটা বোল্ডার। ওগুলোর যেকোনটার পেছনে অনায়াসে লুকিয়ে থাকতে পারবে দু'জন অশ্বারোহী। সাবধানে এগোল ওরা। কেউ ওদের অপেক্ষায় ওঁৎ পেতে নেই। স্যাডল থেকে নামল বেনন আর ব্যাগলে, ঘোড়া দুটো একটা বোল্ডারের পেছনে লুকিয়ে রেখে গভীর মনোযোগে দেখল আকাশ ছোঁয়া পাথুরে দেয়াল।

কিছুক্ষণ পর শ্রাগ করে দেয়ালের দিক থেকে ফিরল বেনন, নিজের পদক্ষেপের চিহ্ন দেখতে দেখতে এগোল সামনে। পাথুরে মেঝেতে পুরু ধুলো। তাতে নানারকমের চিহ্ন। মেঝের দিকে চোখ থাকায় এবার অনায়াসে পেয়ে গেল ও যা খুঁজছিল। গরু আর রাসলাররা বাতাসে মিলিয়ে যায়নি। একটা জায়গা আঙুল তুলে দেখাল বেনন। পাশে দাঁড়িয়ে গলা বাড়িয়ে সেদিকে তাকাল ব্যাগলে।

খানিক দূরে একজায়গায় হঠাৎ করেই প্রশস্ত হয়ে গেছে পাহাড়ী খাদ। ওখানে ডানদিকের দেয়ালে একটা গুহা। যথেষ্ট চওড়া। একসঙ্গে চারটে করে গরু ঢুকতে পারবে। গুহার সামনে একটা বড় বোল্ডার এমন ভাবে আছে যে খাদ ধরে সামনে এগোনোর সময় গুহাটা দেখা যায় না। অন্ধকারে কালো দেয়ালের সঙ্গে প্রায় মিশে আছে গুহার ঘোর কালো মুখ।

'ঘোড়া যেখানে আছে সেখানেই থাক,' ফিসফিস করে বলল বেনন। 'ভেতরে কি আছে কে জানে!'

কোমাঞ্চিদের মতো নিঃশব্দ সতর্কতায় গুহায় ঢুকল ওরা। একশো গজ সামনে হঠাৎ করেই ডানদিকে বাঁক নিয়েছে সুড়ঙ্গ, সেখান থেকে আস্তে আস্তে ওপরে উঠে গেছে সুড়ঙ্গের মেঝে। আধ মাইল হাঁটার পর আবার বামদিকে ঘুরল সুড়ঙ্গ। দূর থেকে একটা গরুর ডাক শুনতে পেল ওরা। ব্যাগলেকে থামতে ইশারা করল বেনন, নিজে সাবধানে সামনে বাড়ল। মিনিট দশেক পর ফিরে এলো, ব্যাগলেকে সঙ্গে আসতে বলল।

এখনও উঁচুতেই উঠছে গুহার মেঝে। একটু পরেই নামতে শুরু করল। মাথার ওপর এখন আর পাহাড় নেই। আবার দেখা যাচ্ছে ওপরের একচিলতে নীল আকাশ। আস্তে আস্তে আলোকিত হয়ে উঠছে ফাটলের ভেতরটা। একটা বাঁক ঘুরতেই ফাটল থেকে বেরোনোর পথ দেখা গেল, চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে সূর্যের

আলো।

বাইরে এসে দাঁড়াল ওরা। এদিক ওদিক পড়ে আছে কয়েকটা প্রকাণ্ড বোল্ডার। কিছুটা নিচে, সামনে একটা উপত্যকা। ঢালু হয়ে উপত্যকায় মিশে গেছে পাহাড়ের গা। জমিতে তাজা সবুজ ঘাস। চরছে অসংখ্য গরু। এক হাজারের কম হবে না। সবগুলোই মোটাতাজা। পুরো উপত্যকা দেখতে পাচ্ছে না বেনন আর ব্যাগলে। আরও কত গরু আছে কে জানে। বড় একটা র‍্যাঞ্চ গড়া যাবে শুধু যেগুলো দেখতে পাচ্ছে সেগুলো দিয়েই।

'ওগুলো একই ব্র্যান্ডের গরু নয়, বেনন,' ফিসফিস করে বলল ব্যাগলে।

মাথা দোলাল চিন্তিত বেনন। 'ট্রিপল বার, বার কিউ আর লেজি জে-এর ব্র্যান্ড দেখতে পাচ্ছি। আরও কোন্ ব্র্যান্ডের আছে কে জানে!'

'ধরে নিতে হয় কোন অন্ধ লোক নিজের গরুর সঙ্গে অন্যের গরু মিশিয়ে ফেলেছে!' বিড়বিড় করল ব্যাগলে।

'ওই দেখো!' আঙুল তুলল বেনন। যেখানে আঙুল তাক করেছে সেখানে একটা পাহাড়ের গা ঘেঁষে বাঁক নিয়ে চোখের আড়ালে চলে গেছে উপত্যকা। ওখানে দু'জন অশ্বারোহী। নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে আসছে লোক দুটো।

'কেগল আর ডায়ার।' ভ্রূ কুঁচকে গেল ব্যাগলের। 'ভাল ফন্দি করেছে। দুই শত্রু-র‍্যাঞ্চের দুই ফোরম্যান একজোট হয়ে মিলেমিশে চুরি শুরু করবে এটা কেউ ভাবতে পারবে না।'

'এখানে আসতে বড়জোর দশ মিনিট লাগবে ওদের,' বলল বেনন। 'বড় কোন বোল্ডারের পেছনে লুকিয়ে পড়লে দেখতে পাবে না, পাশ কাটিয়ে চলে যাবে।'

'ঘোড়াগুলো যদি বেশি ভীতু না হয়,' যোগ করল ব্যাগলে। 'ওগুলো আমাদের উপস্থিতি জানান দিলে গানফাইট ছাড়া উপায় থাকবে না।'

বোল্ডারগুলোর একেবারে পাশ দিয়েই পথ। তবে ধরা পড়ার ভয় খুব কম। সূর্যালোকিত উপত্যকা থেকে প্রায়-অন্ধকার গিরিপথে আসছে কেগল আর ডায়ার। বেননের ইশারায় বড় একটা বোল্ডারের পেছনে চলে এলো ব্যাগলে। বিপদ আশা করছে না ওরা, তবে অস্ত্র বের করে রেখেছে হাতে।

পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কেগলের কথা কানে এলো। 'তোষামোদ সব সময় কাজে আসে। ডিলন ভাবছে সে এই এলাকার অঘোষিত রাজা। দম্ভে সারাক্ষণ এতই ফুলে আছে যে গড়বড় আছে টেরও পাচ্ছে না। ঝামেলা করে ফেলেছিলাম শালার প্রেমিকার গায়ে হাত তুলে। ভেবেছিলাম হারামজাদী ডিলনকে বলে দেবে। তৈরি হয়ে গিয়েছিলাম, ডিলন কিছু বললেই চাকরি ছেড়ে দিতাম। দরকার হলে ডিলনকে খুন করতাম। কিন্তু বেটি কিছু বলেনি।'

'ডিলনকে মেয়েটা ঘৃণা করে। যেকোন মেয়ে করবে ওরকম জোর খাটাতে গেলে। ডিলন সবকিছুতে এতই নিশ্চিত যে আর কারও মানসিকতা বোঝার ক্ষমতা ওর নেই। শালা একটা গাধা!' ডায়ারের প্রাণখোলা হাসি গিরিপথের দু'দিকের দেয়ালে প্রতিধ্বনি তুলল। 'এবারের ড্রাইভ শেষ হবার পর আর ফিরে আসার দরকার নেই, সোজা পুবে চলে যাওয়া যাবে, কি বলো? ওখানে আমরা…'

দুই রাসলার দূরে চলে গেছে। পুবের কথা কি যেন বলল কেগল, শুনতে পেল না বেনন আর ব্যাগলে। লোক দু'জন অনেক দূরে চলে গেছে নিশ্চিত হয়ে বোল্ডারের পেছন থেকে বেরিয়ে এলো ওরা, হাঁটতে হাঁটতে একসময় ফিরে এলো প্রায়-অন্ধকার গিরিপথে রেখে যাওয়া ঘোড়ার কাছে। নিরাপদেই আছে ওদের ঘোড়া দুটো, ঝিমাচ্ছে।

'ট্রিপল বারের পাঁচশোর বেশি গরু আছে ওই উপত্যকায়,' একটা সিগার ধরিয়ে বলল বেনন। 'অনেকদিন ধরেই গরু সরাচ্ছে কেগল আর ডায়ার। ক্লিন্ট যখন শেষ রাউন্ডআপ করে তার আগেই গরু এনে রেখেছে এখানে, তা নাহলে ক্লিন্ট টের পেয়ে যেত কত গরু আছে ওর।'

'আমারও তাই ধারণা।' সিগারেটে কষে টান দিয়ে স্যাডলে উঠল ব্যাগলে, বেননের পেছনে পেছনে ঘোড়া সামনে বাড়িয়ে বলল, 'তারমানে কেগল আর ডায়ার এখান থেকে চলে যাওয়ার ব্যাপারে মনস্থির না করা পর্যন্ত হাতে সময় পাচ্ছি আমরা। কোন তাড়াহুড়ো নেই। গরুগুলোকে জড় করে এখনই ক্লিন্টের রেঞ্জে না ছাড়লেও চলে।'

'এখন বুঝতে পারছি ঋণের কাগজ নিয়ে ডিলন কেন বাড়াবাড়ি করেনি,' বলল বেনন। 'ওটা যখন চুরি যায়, আমি ভেবেছিলাম আমার গালাগালগুলো ডায়ার ডিলনকে দিয়েছে। কিন্তু আসলে ওটা এখন আছে কেগলের পকেটে। পড়েছে কিনা খোদা জানেন। পড়লে ডায়ারকে কাঁচা চিবিয়ে খেতে চাইবে।'

আবছা অন্ধকার গিরিপথ থেকে এক সময় শেষ বিকেলের সূর্যালোকিত পাহাড়ী এলাকায় বেরিয়ে এলো দুই বন্ধু। দু'জনই চিন্তিত। দু'জনই ওরা একই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে। হাতে অনেকগুলো ভাল তাস নিয়ে খেলছে কেগল। ক্লিন্ট বা ডিলন, যে-ই জিতুক, আখেরে লাভ কিছু কম হবে না কেগলের। ঋণের প্রমাণ নেই, তবু যদি ডিলন ট্রিপল বার দখল করে, আইনের চোখে সেটা বৈধ হবে না। এই এলাকা থেকে আইন খুব দূরে নেই। রলিন্সে শেরিফ আছে, জাজ আছে। তারা যদি হস্তক্ষেপ করে, বিপদে পড়ে যাবে ডিলন। কিন্তু কেগলের কিছু হবে না। সে বলবে সাধারণ এক কর্মচারী সে। মালিকের নির্দেশে অন্ধবিশ্বাসে কাজ করে গেছে, ভেবেছে মালিক আইনসিদ্ধ ভাবেই ট্রিপল বার দখল করেছে।

বিকেলে টুইন স্প্রিংস শহরে ঢুকল ক্লিন্ট, লেভিস, ডেনভার আর স্টেসি। শহরের

প্রান্তে রাশল্যান্ডের বিরাট করাল। ওখানে নিজের পছন্দের ঘোড়াগুলোকে রাখত ব্যাঙ্কার। ট্রিপল বার থেকে নিয়ে আসা গোটা দশেক ঘোড়া রাখতে সেখানে থামল কাউবয় তিনজন। ক্লিন্ট গেল শার্লির সঙ্গে দেখা করতে। বাড়িতে নেই মেয়েটা, কাজেই সেখানে হয়ে সদর রাস্তা ধরে ব্যাঙ্কের দিকে চলল সে।

হিচরেইলে ঘোড়া বেঁধে বোর্ডওয়াকে উঠল ও, ব্যাঙ্কের দরজা ঠেলে ঢুকল ভেতরে। একটা ডেস্কের পেছনে বসে আছে শার্লি, কাঁধের ওপর স্তূপ হয়ে আছে সোনালী একরাশ চুল। কাউন্টার পার হয়ে শার্লির পাশে চলে এলো ক্লিন্ট। এতক্ষণ একটা লেজারে গভীর মনোযোগে কি যেন দেখছিল শার্লি, সদর দরজা খোলার আওয়াজে মুখ তোলেনি। আগন্তুক কাছে এসে দাঁড়িয়েছে টের পেয়ে চোখ তুলে তাকাল। অভ্যর্থনার হাসিটা অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী হলো, মুহূর্ত পরেই শার্লির চোখে-মুখে উদ্বেগের ছায়া পড়ল। 'কি-কি চাও, ক্লিন্ট?' দ্বিধান্বিত কণ্ঠে জানতে চাইল মেয়েটা। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

নিজেকে হঠাৎ করেই অনাকাঙ্ক্ষিত মনে হলো ক্লিন্টের। অজান্তেই এক পা এগিয়ে গিয়েছিল ও, শার্লিকে পিছাতে দেখে অপমানিত বোধ করল। বিচলিত চোখে তাকিয়ে আছে শার্লি, হাত দুটো বুকে ভাঁজ করে রেখেছে।

'র‍্যাঞ্চ থেকে ঘোড়াগুলো নিয়ে শহরে চলে এসেছি,' আড়ষ্ট গলায় বলল ক্লিন্ট। 'ভাবলাম তুমি হয়তো তোমার করালে ওগুলো রাখতে দেবে।'

মাথা দোলাল শার্লি। তাকাচ্ছে না, চোখ মেঝের দিকে। একবার মুহূর্তের জন্যে চোখ তুলেও দৃষ্টি সরিয়ে নিল। 'অবশ্যই, ক্লিন্ট। যতদিন ইচ্ছে করাল ব্যবহার করতে পারো।...তুমি কি শহরেই থাকবে এখন থেকে?' শেষ কথাটায় মেয়েটার স্বরে স্বস্তির সুর ক্লিন্টের কানে বাজল। আনন্দশূন্য হয়ে গেল অন্তরটা। ট্রিপল বার ছেড়ে আসায় ডিলনের সঙ্গে সংঘাত হবে না, এটাই কি শার্লির স্বস্তির কারণ? ডিলন সুপুরুষ, সুঠামদেহী, বিত্তশালী, ক্ষমতাবান। আর ও? বলতে গেলে পথের ফকির।

'আপাতত শহরেই থাকব,' বলল ও নীরস গলায়। 'আশা করছি কিছুদিনের মধ্যেই পরিস্থিতির পরিবর্তন আসবে।'

'আমিও তাই চাই। কোন রক্তপাত ছাড়াই ঝামেলা মিটে যাক।'

মেয়েটার চেহারায় উদ্বেগ আর দ্বিধাদ্বন্দ্ব ফিরে এসেছে আবার। বুকের খাঁচায় ধড়াস ধড়াস করে বাড়ি খেতে শুরু করল হৃৎপিণ্ডটা, গলা শুকিয়ে এলো, নিজেকে মনে হলো করুণার পাত্র, তিক্ত হয়ে গেল ক্লিন্টের মনটা। শার্লি চাইছে ক্লিন্ট এখন চলে যাক। অথচ কত কথা ওর বলার আছে শার্লিকে! কত কথা ও শুনতে চায় প্রাণভরে! কিন্তু মেয়েটা আচরণ দিয়ে এমন একটা অদৃশ্য দুর্লঙ্ঘ্য দেয়াল তুলে দিয়েছে যে ডিঙানো যায় না চাইলেও।

আঙুলের ডগায় বার কয়েক সমব্রেরো হ্যাট ঘোরাল ক্লিন্ট, অস্বস্তি কাটাতে

চাইল। তারপর অনিশ্চিত ভঙ্গিতে পা বাড়াল দরজার দিকে। দু'পা গিয়ে থেমে বলল, 'করালে ঘোড়া রাখতে দেয়ার জন্যে অনেক ধন্যবাদ, শার্লি। স্টেবলে রাখতে হলে যে খরচ হতো তাতে পোষাতে পারতাম না। আমার আর্থিক অবস্থা খুব একটা ভাল নয়।'

ক্লিন্ট আশা করেছিল শার্লি কিছু বলবে। মেয়েটা যখন কিছু বলল না, এক বুক হতাশা নিয়ে দরজার দিকে পা বাড়াল ও। কাউন্টার পার হয়ে এসেছে, এমন সময়ে পেছন থেকে ডাক দিল শার্লি।

'ক্লিন্ট!'

ঘুরে দাঁড়াল যুবক র‍্যাঞ্চার। শিরায় শিরায় বেড়ে গেছে রক্তের গতি। কয়েক পা এগিয়ে এসেছে শার্লি। এক হাত সামনে বাড়ানো। ক্লিন্টকে ঘুরে দাঁড়াতে দেখে থেমে গেল। কি যেন বলার আছে, কিন্তু দ্বিধার ছাপ পড়ল চেহারায়, কিছুক্ষণ ইতস্তত করে মনস্থির করল, বলবে না। হাত নামিয়ে নিল।

শার্লির কিছু বলার নেই বুঝতে পেরে ব্যাঙ্ক থেকে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে এলো ক্লিন্ট। ঠোঁট দুটো শক্ত ভাবে বসে আছে পরস্পরের ওপর। চিনচিনে একটা ব্যথা বুকের ভেতর। কেমন করে যেন দূরে চলে গেছে শার্লি। প্রতিনিয়ত আরও দূরে চলে যাচ্ছে। যাবে। যাওয়াই নিয়তি।

রাশল্যান্ডের করালে চলে এলো ক্লিন্ট, দেখল ঘোড়াগুলোকে একটা একটা করে ছাড়ছে ডেনভার, স্টেসি আর লেভিস। ওদের কাজ শেষ হলে একসঙ্গে লিভারি স্টেবলে এলো চারজন, ব্যক্তিগত ঘোড়া ওখানে রেখে হেঁটে বেরোল স্টেবল থেকে, ঠিক করেছে সেথ হারবেনের গিমক্র্যাক হোটেলে গোসল আর খাওয়া সেরে শহরের পরিবেশ বুঝতে বেরবে।

হোটেলের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে সেথ হারবেন, স্টেজকোচটাকে রলিন্সের উদ্দেশে ছাড়তে দেখছে। ক্লিন্টকে দেখে ভ্রূ নাচাল।

'সেমিনো পীকে সোনা পাবার ব্যাপারটা কি?' জানতে চাইল ক্লিন্ট। 'একটু বলো তো শুনি! তুমি পেলে কিছু?'

হারবেনের মাথায় পাতলা চুল, কোনমতে টাক ঢেকেছে। লজ্জিত চেহারায় চুলে হাত বোলাল সেথ হারবেন। 'কি আর বলব, সবার মতোই লোভে পড়ে ঠক খেয়েছি। সেজন্যে দুঃখ নেই, দুঃখ এজন্যে যে শয়তান মাইনারের কথায় শহরটা আমরা খালি করে চলে গেলাম বলেই বুড়ো রাশল্যান্ড আর ক্রিসি বেচারা বেঘোরে মরল। আসলে আমার মতো মানুষের লোভের কারণেই ওদের মৃত্যু হলো।'

'নিজেকে খামোকা দোষ দিচ্ছ, সেথ,' সান্ত্বনা দিল ক্লিন্ট। 'সোনা এমনই জিনিস যে মানুষের স্বাভাবিক বুদ্ধি ঘোলা করে দেয়।'

রুক্ষ বাতাসে তার চাবুকের শিস তুলল। ঘোড়াগুলো ধুলোর ঝড় তুলে ছুটতে শুরু করল, ক্যাঁচকোঁচ শব্দ করে দুলতে দুলতে চলল স্টেজকোচ রলিন্সের

উদ্দেশে। ধুলো থিতিয়ে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করল ক্লিন্ট, তারপর মত বদলে সেথের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বোর্ডওয়াক ধরে এগোল। ডেনভার, স্টেসি আর লেভিসও পেছন পেছন চলেছে। গল্প করছে ওরা। অনেকদিন পর শহরে এসেছে, আলাপ করছে সময়টা কিভাবে উপভোগ করা যায়।

ক্যাসিনো সেলুনের সামনে বোর্ডওয়াকে থামল ওরা, দক্ষিণ দিক থেকে আসতে দেখল ছয়জন অশ্বারোহীকে। তাদের মাঝে লিউ ডিলনকে চিনতে কষ্ট হয় না, বসে আছে বিরাট একটা বে গেল্ডিঙে। বাছা বাছা কয়েকজন গানম্যান আছে ডিলনের দলে। লোকগুলো সামনে চলে আসায় আড়ষ্ট হয়ে গেল ক্লিন্ট। পরিবেশটা হঠাৎ করেই বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে, টের পেল তরুণ কাউবয়রা। জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিল। হাত চলে গেল হোলস্টারের পাশে। ঠিক ওদের সামনে থামল ডিলনের দলটা। ট্রিপল বারের কাউবয়রা সংখ্যায় কম, তবে ক্লিন্ট জানে, প্রয়োজনে লড়তে ভয় পাবে না ওর ছেলেরা।

ডিলনের লোকরা একটু ছড়িয়ে অবস্থান নিল। গোলমাল করার সম্ভাবনা দেখতে পেয়ে জ্বলজ্বল করছে ওদের চোখ। দৃষ্টিতে আশা, ক্লিন্ট ত্যাড়ামি করলে ঝামেলা পাকিয়ে বসবে। সংখ্যাধিক্য ওদের মনে বাড়তি সাহস যোগাচ্ছে।

ডিলন তাকিয়ে আছে ক্লিন্টের চোখে, দৃষ্টিতে সুস্পষ্ট টিটকারি। কাউবয়দের সহ ক্লিন্টকে শহরে দেখেই বুঝে নিয়েছে সে যা বোঝার। হার মেনে নিয়েছে ক্লিন্ট। কিন্তু মনে পরিপূর্ণ শান্তি পাচ্ছে না ডিলন। ক্লিন্ট যদি লড়াই করে হেরে যেত তাহলে অনেক বেশি মানসিক তৃপ্তি পেত সে, কিন্তু ক্লিন্টের আচরণে কোন উগ্রতা নেই। টিটকারির হাসিতে ঠোঁট ফাঁক হয়ে গেল ডিলনের, কিন্তু মুখে কিছু বলল না। শার্লিকে সে কথা দিয়েছে ক্লিন্টের সঙ্গে গোলমালে জড়াবে না, কাজেই বলছে না কিছু। কিন্তু মনে মনে আশা করছে কথা না বলেও ক্লিন্টকে উসকে দিতে পারবে।

অফিস থেকে বের হয়ে বোর্ডওয়াকে দাঁড়িয়ে আছে জারম্যান, তাকে পাত্তা দিল না ডিলন। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ক্লিন্ট। ধীরে ধীরে রক্ত চড়ে যাচ্ছে মাথায়। ডিলনের ইচ্ছে পূরণ হতো, কিন্তু এই সময় খুলে গেল ব্যাঙ্কের দরজা। বাইরে পা দিয়েই পরিস্থিতি আঁচ করে ফেলল শার্লি রাশল্যান্ড। ওর বুকের ভেতরটা কেঁপে গেল ক্লিন্টের দিকে চেয়ে। ক্লিন্ট যে চরম কোন সিদ্ধান্ত নিচ্ছে সেটা ওর চেহারাতেই পরিষ্কার। রাস্তার দু'ধারের বোর্ডওয়াকে থেমে দাঁড়িয়েছে পথচারীরা। সবার চোখ মুখোমুখি দু'পক্ষের ওপর। বাতাসে টানটান উত্তেজনা। থমথমে পরিস্থিতি। যেকোন সময় রক্ত ঝরবে। লোভী শকুন যেমন মৃত্যুপথযাত্রীর দেহত্যাগের জন্যে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে, ঠিক তেমনি করে লড়াই শুরু হবার প্রতীক্ষায় আছে টুইন স্প্রিংসের মানুষ।

'লিউ! লিউ!'

আর্তকণ্ঠে ডাকল মেয়েটা। কণ্ঠস্বরের তীক্ষ্ণতা ধারাল ছুরির মতো চিরে দিল নৈঃশব্দ। অপেক্ষারত মানুষগুলো ঘুরে তাকাল শার্লির দিকে। বোর্ডওয়াক থেকে রাস্তায় নেমে এসেছে মেয়েটা, দৌড়ে এগোচ্ছে ডিলনের ঘোড়ার দিকে। রাজকীয় ঘোড়াটায় পাথরের মূর্তির মতো বসে আছে ডিলন, চোখের হিমশীতল স্থিরদৃষ্টি ক্লিন্টের ওপর।

মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল ক্লিন্টের। ডিলনের হাঁটুতে হাত রেখে মুখ উঁচু করে মৃদু স্বরে কি যেন বলছে শার্লি। ভঙ্গিটা অত্যন্ত অন্তরঙ্গ মনে হলো ক্লিন্টের। শার্লির কথা শুনে আস্তে আস্তে হাসির রেখা দেখা দিল ডিলনের গম্ভীর মুখে।

সমস্ত রাগ দূর হয়ে গেল ক্লিন্টের, সেজায়গা দখল করল অপরিসীম ক্লান্তি। ডিলনের লোকরা হাসছে। দেখেও দেখল না, কিছু যায় আসে না ওর। দেখল শার্লির কাঁধে একটা হাত রেখেছে ডিলন, নরম গলায় বলল কি যেন। ক্লিন্ট ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল, ডেনভার, স্টেসি আর লেভিসকে একরকম ঠেলে সরিয়ে ব্যস্ত পায়ে ঢুকে পড়ল ক্যাসিনো সেলুনের ভেতরে। আরও একটু অপেক্ষা করলে দেখতে পেত শার্লির চেহারায় কি পরিমাণ অসহায়তা জমেছে। নির্বাক বোবা দৃষ্টিতে ক্লিন্টের গমনপথের দিকে চেয়ে আছে মেয়েটা।

এমনিতে মদ বলতে গেলে পান করে না ক্লিন্ট, কিন্তু আজকে ওকে নিজের কাছ থেকে পালিয়ে যেতে হবে, ভুলে যেতে হবে হৃদয়ের সমস্ত দুর্বলতা। মেয়ার্সের কাছ থেকে একটার পর একটা ড্রিঙ্ক নিল ও, ঢকঢক করে গিলল তরল আগুন। ওর দু'পাশে ডেনভার, লেভিস আর স্টেসি। খাচ্ছে ওরাও, তবে ওদের বসের মতো অতটা নয়। এইমাত্র সেলুনে ঢুকেছে ডিলনের গানম্যানরা। ওদের সতর্ক থাকতে হবে। ডিলন যদি লাগতে আসে তাহলে সাধ্যমতো উপযুক্ত জবাব দিতে হবে। তবে ডিলন বোধহয় তার লোকদের ঝামেলা না করার কঠোর নির্দেশ দিয়ে রেখেছে। ট্রিপল বারের কাউবয়দের ঘাঁটাল না তারা, একটা টেবিল ঘিরে পোকার খেলতে বসে পড়ল।

কিছুক্ষণ পর ডিলন এলো। তার সঙ্গে জারম্যানও আছে। দু'জনের কেউ হাবভাবে প্রকাশ করল না তারা ক্লিন্টকে দেখতে পেয়েছে। তবে ডিলন কাউন্টারে এসে দাঁড়াতেই তার এবং ক্লিন্টের মাঝখানে দাঁড়াল মার্শাল, পরিষ্কার বুঝিয়ে দিল সংঘাত ঠেকানোই তার উদ্দেশ্য।

কড়া চোখে মার্শালের দিকে তাকাল ক্লিন্ট। 'ড্রিঙ্ক করতে এসেছ দেখছি,' বলল তিক্ত গলায়। 'সময় পাচ্ছ কি করে বুঝতে পারছি না। তোমার তো এখন ব্যাঙ্ক ডাকাতদের পেছনে ব্যস্ত থাকার কথা!'

লাল হয়ে গেল জারম্যানের মুখ। তড়িৎ জবাব চলে এসেছিল জিভের ডগায়, শেষ মুহূর্তে সামলে নিল। শ্রাগ করে মনোযোগ দিল বারটেন্ডারের দিকে। লোকটা এখন ডিলনের ড্রিঙ্ক ঢেলে দিচ্ছে। ডিলন জানে, জিতে গেছে ও। কোন প্রতিদ্বন্দ্বী

না থাকাতেই সম্ভবত মহৎ হয়ে উঠেছে। জারম্যান অবাধ্য হয়েছিল ভুলে গেছে সেটাও, অথবা মনে রাখার প্রয়োজন দেখছে না। ক্ষতটায় মলম লাগানোর জন্যে অন্তরে তাগিদ অনুভব করছে জারম্যান।

'আমি কি বলতে চাই বুঝতে পেরেছ, জারম্যান?' জিজ্ঞেস করল ক্লিন্ট।

জবাবে তীব্র দৃষ্টিতে তাকাল মার্শাল। অবজ্ঞার ছাপ পড়ল চেহারায়।

'পেরেছি, ক্লিন্ট,' ঘড়ঘড়ে গলায় বলল। 'চোখ খোলা রেখেছি। আগে হোক পরে হোক কেউ একজন পকেট ভর্তি টাকা নিয়ে শহরে আসবে। তখন তদন্ত এগোবে। এমনিতে ঘুরে কোন লাভ নেই, ঘোড়া দাবড়ে পাছায় ফোস্কা ফেলাই সার হবে।'

'তোমার মগজে তো বুদ্ধি নেই, হয়তো ফোস্কাগুলোর কোন একটাতে কিছু মগজ থাকতে পারে,' নিচু গলায় মন্তব্য করল ডেনভার।

অগ্নিদৃষ্টিতে তরুণ কাউবয়ের দিকে তাকাল মার্শাল। 'ঈশ্বরের শপথ, মুখ বন্ধ না রাখলে খালি হাতে ছিঁড়ে ফেলব তোমাকে আমি!'

হুমকিতে ভয় পেল না ডেনভার। ড্রিঙ্কে মনোযোগ দিল সে। ক্লিন্ট খালি গ্লাসটা চোখের সামনে তুলে ধরে দেখল। সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না আবার অর্ডার দেবে কিনা। শেষ পর্যন্ত কাউন্টারের ওপর দিয়ে গ্লাসটা ঠেলে দিল, বারটেন্ডারকে ইশারা করল ভরে দেবার জন্যে।

ধীরে ধীরে কেটে গেল কয়েক ঘণ্টা। এরমধ্যে সেলুনে আরও লোক এলো। লোক সমাগম বাড়তেই চাপা একটা উত্তেজনা সৃষ্টি হলো। সবাই অপেক্ষা করছে, দুই র‍্যাঞ্চের কাউবয়দের মধ্যে যেকোন সময় লেগে যেতে পারে। প্রথম বোতল শেষ করে এখন দ্বিতীয় বোতলে আছে ক্লিন্ট। ডেনভার, স্টেসি আর লেভিসও স্বাভাবিকের চাইতে অনেক বেশি ড্রিঙ্ক করেছে। ক্লিন্টের মনোযোগ সামনের বোতলে, কিন্তু তরুণ কাউবয়রা গরম চোখে ডিলন আর তার গানম্যানদের দেখছে। শহরের লোক যারা সেলুনে উপস্থিত আছে, পরিস্থিতি সম্বন্ধে ভালই অবগত তারা, নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখছে, কিন্তু সেলুন ছেড়ে যাচ্ছে না—যদি দেখার মতো কিছু একটা ঘটে যায়!

আরও দু'জন লোক ব্যাটউইং ঠেলে সেলুনে ঢুকল। কেগল আর ডায়ার। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে পরিস্থিতি যাচাই করে দেখে নিল তারা। কেগল কাউন্টারের দিকে পা বাড়াল, ডিলনের সঙ্গে আলাপ জুড়ল। ডায়ার সম্পূর্ণ উপেক্ষা করল তার প্রাক্তন বসকে। ক্লিন্টের কাছ থেকে বেশ দূরের একটা টেবিলে গিয়ে বসল।

ডিলনের কাছ থেকে গ্লাস নিয়ে এক চুমুকে তরলটুকু গিলে ফেলল কেগল, তাকাল ঘরের চারপাশে। দৃষ্টি স্থির হলো ট্রিপল বারের তিন কাউবয়ের ওপর। চোখ সরু করে ওরই দিকে তাকিয়ে আছে ডেনভার, লেভিস আর স্টেসি। দু'পক্ষের চোখ থেকেই ঝরে পড়ল বিদ্বেষ। রাগতে শুরু করল কেগল। নিজেদের

মাঝে নিচু গলায় আলাপ করছে তিন কাউবয়, আলাপের ফাঁকে হাসছে টিটকারির হাসি। শার্লির ব্যাপারটা? বেনন বলেছে? দাঁতে দাঁত পিষল কেগল। কর্কশ স্বরে জানতে চাইল, 'আমাকে কিছু বলার আছে?'

'হ্যাঁ। তুমি একটা ছিঁচকে গরুচোর।' চোখের পলক ফেলল না ডেনভার।

'তোমার বাবা কে সেটা তোমার মা জানত না,' বলল লেভিস।

কেগলের দিকে তাকিয়ে মেঝেতে থুহ্ করে থুতু ফেলল স্টেসি।

তিনজনই বার কাউন্টারের সামনে থেকে খানিকটা সরে এসেছে। টলছে ওরা অল্প অল্প। মাতাল চোখে উজ্জ্বল দেখাচ্ছে সবকিছু। উপস্থিত সবার নজর সেঁটে গেছে তরুণ কাউবয়দের ওপর। ডিলন কেগলকে কি যেন বলতে গিয়েও মত বদল করল। জারম্যান বারের ওপর ধরে রাখল নিজের মনোযোগ। অতীত স্মৃতিচারণে নিমগ্ন ছিল ক্লিন্ট, হঠাৎ করেই ও টের পেল গুরুতর কোন গোলমালে জড়িয়ে পড়েছে ওর লোকরা। সচেতন হতে চাইল ক্লিন্ট, বুঝতে চাইল ঘটনা কি ঘটতে যাচ্ছে, কিন্তু সময় পেল না। গোলাগুলি শুরু হয়ে গেল।

ডেনভার, লেভিস আর স্টেসি পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল। খাপের দিকে মসৃণ ভাবে নেমে গেল কেগলের হাত। গুলির শব্দ হলো, কিন্তু কে করল জানতে পারল না ক্লিন্ট। জ্ঞান হারিয়েছে আগেই। তার মাথায় একটা বোতল ফাটিয়েছে সেলুনমালিক স্টিভ ডেভিস।

কেগলের দ্রুততার সামনে কোন সুযোগই পেল না ডেনভার, লেভিস আর স্টেসি, অর্ধেকটা অস্ত্রও বের করতে পারল না ওদের কেউ। বুকে গুলি খেয়ে ধুলোময় মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল তিন কাউবয়। তাদের গায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল অজ্ঞান ক্লিন্টের দেহ। কিছুটা দূরে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কেগল। চেহারা দেখে মনে হচ্ছে কোনদিকে কোন খেয়াল নেই। দু'হাতে তার দুটো সিক্সগান। ধোঁয়া বের হচ্ছে অস্ত্র দুটোর নল থেকে।

'তুমি দেখেছ, জারম্যান,' কিছুক্ষণ পর বলল সে। 'ওরা অস্ত্রের দিকে হাত বাড়িয়েছিল।'

'বাড়িয়েছিল,' প্রতিধ্বনি তুলল জারম্যান। 'তোমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই আমার।'

লোকজন এগিয়ে এলো কেগলের হাতের কাজ দেখতে। ক্লিন্টের অচেতন দেহ সরিয়ে লাশগুলো পরখ করে দেখল তারা।

জারম্যান এবার কর্তৃত্ব নিল। কয়েকজনকে হাতের ইশারা করে বলল, 'লাশ সরিয়ে নাও। ফিউনারাল পার্লারে দিয়ে আসবে। আর রেমন, হ্যারি, তোমরা ক্লিন্টকে জেলখানায় নিয়ে যাও। ওখানে আজ রাতটুকু থাকুক ও। আবার কোন ঝামেলা হোক সেটা আমি চাই না।'

নির্দেশ পালিত হলো। লাশ নিয়ে বেরিয়ে গেল চারজন লোক। তাদের

পেছনেই ক্লিন্টকে বয়ে নিয়ে জেলখানায় চলল রেমন আর হ্যারি। তাদের সঙ্গে মার্শালও বেরিয়ে এলো সেলুন থেকে।

ডায়ার তখনও টেবিলে একা বসে আছে। কৌতূহল নিয়ে তাকে দেখল অনেকে। *ডায়ার কি ট্রিপল বারের অসমাপ্ত লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়বে?*

সেলুনে এখনও চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে।

কিন্তু চুপচাপ নিজের টেবিলে নির্বিকার চেহারায় বসে থাকল ডায়ার। খানিক পরে সেলুনে স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরে এলো।

আট

বেনন আর ব্যাগলে যখন টুইন স্প্রিংসে ঢুকল, দিনের আলো ফুরিয়ে এসেছে প্রায়। ক্যাসিনো সেলুনের দরজা খুলে যেতে দেখল ওরা। দেখল কয়েকজন লোক নিহত কাউবয়দের নিয়ে বেরিয়ে এসেছে। তাদের পেছনে দু'জন লোক ধরাধরি করে অচেতন ক্লিন্টকে বের করে আনল। বোতল যেখানে লেগেছিল, মাথা সেখানে ফেটে গেছে ক্লিন্টের। তাকে জেলখানায় নিয়ে যাওয়া হলো। ঘোড়া থামিয়ে দৃশ্যটা মনোযোগের সঙ্গে দেখল বেনন। ক্লিন্ট বেঁচে আছে বুঝতে পেরে স্বস্তির শ্বাস ফেলল, কিন্তু মনের তিক্ততা কাটল না। বাচ্চা তিনটে ছেলেকে মেরে ফেলেছে ডিলনের লোকরা, এটা ভাবলেই শীতল একটা রাগ উথলে উঠছে অন্তরে। ঘন ঘন গোঁফে তা দিচ্ছে ব্যাগলে। অত্যন্ত উত্তেজিত বোধ করছে এটা তারই লক্ষণ। ব্যাগলে এগিয়ে যেতে চাইছিল, হাতের ইশারায় তাকে ঠেকাল বেনন। গম্ভীর গলায় বলল, 'ওদের কোন সাহায্যে আমরা আসতে পারব না, ব্যাগলে।' কঠোর হয়ে গেছে বেননের চেহারা।

রাস্তার ধারে ঘোড়া সরিয়ে নিল ওরা। বোর্ডওয়াক ধরে জেলখানার দিকে গেল জারম্যান, ওদের দেখতে পেল না। কোনদিকে মনোযোগ দিচ্ছে না লোকটা, একমনে ভাবছে কি যেন।

'যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে, বেনন,' গোঁফে তা দিল ব্যাগলে। 'আমাদেরই করতে হবে। ক্লিন্টকে সাহায্য করার আর কেউ নেই।'

'উনি ছাড়া,' আকাশে তর্জনী তাক করল বেনন। ঘোড়া পিছিয়ে ছায়ার আরও ভেতরে চলে এলো ও। ব্যাগলেও তাই করল। দু'জনই চিন্তা করছে, কি করা যায়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সমস্যা শুধু বাড়ছেই। এখনই সমাধান করতে না পারলে একসঙ্গে এত সমস্যা জমে যাবে যে শেষে কিছুই করা যাবে না।

'ওদের নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বাধিয়ে দেয়ার এটাই সময়,' বলল ব্যাগলে।

'কাজটা সম্ভব।'

'কিভাবে?'

'কেগল আর ডিলন। কেগল আর শার্লি। আবার ডিলন আর শার্লি।'

অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে পেরে উজ্জ্বল হয়ে উঠল বেননের চেহারা। 'দাবা খেলা! ঠিকই বলেছ, ব্যাগলে! সঙ্গে যোগ করো কেগল আর ডায়ার, ডায়ার আর ডিলন।' চকচকে চোখে বন্ধুকে দেখল বেনন। 'কার কাছ থেকে বুদ্ধিটা ধার নিলে?'

'তোমার কাছ থেকে নয়,' গোমড়া মুখে জবাব দিল ব্যাগলে।

ঠাট্টা করেছে বলে লজ্জিত বোধ করল বেনন। এখন ঠাট্টার সময় নয়। বাচ্চা কয়েকটা ছেলে খুন হয়ে গেছে। ডেনভার, স্টেসি আর লেভিসের বয়স কতই বা হবে! জীবনটাকে মাত্র উপভোগ করতে শুরু করেছিল ওরা। এখন ওরা বেঁচে নেই। খুনিদের শাস্তি হবে তারও কোন নিশ্চয়তা নেই। কয়েকদিন পর কেউ মনেও রাখবে না নিষ্ঠুর গানম্যানদের হাতে ঝরে গেছে কচি কয়েকটা প্রাণ। শপথ নিয়ে ফেলল বেনন, ও বেঁচে থাকতে পার পাবে না ডেনভার, স্টেসি এবং লেভিসের হত্যাকারী।

ক্যাসিনো সেলুনের উল্টোদিকে দুটো বিল্ডিঙের ফাঁকে ঘোড়া রেখে শহুরে মানুষের ঢলে মিশে গেল বেনন আর ব্যাগলে। তরুণ কাউবয়দের হত্যাকাণ্ড মুখরোচক খবরে পরিণত হয়েছে। যারা গানফাইট দেখেছে তাদের কাছে কাউবয়দের মৃত্যু কোন তাৎপর্য বহন করে না। কাউবয়রা কাউবয়, ওদের ভাই বেরাদার নয়। গানফাইটের বর্ণনা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বলছে তারা। দর্শক হতে পারাটাকে সৌভাগ্য বলে মনে করছে। টুকরো টুকরো বর্ণনা শুনে সেলুনের ভেতরে কি ঘটেছিল বুঝে নিল বেনন আর ব্যাগলে।

'ঘোড়াগুলো স্টেবলে রেখে আসা দরকার,' কিছুক্ষণ পর বলল বেনন। 'আজ রাতে শহর ছেড়ে কোথাও যাওয়া হবে না আমাদের।'

মুখে কিছু বলল না ব্যাগলে, মাথা দুলিয়ে সায় দিল। ভাবছে বেনন কিভাবে কি করবে।

স্টেবলে ঘোড়া রেখে চাইনিজ চপ হাউজে রাতের খাবার সেরে নিল ওরা তাড়াহুড়ো করে। তারপর বেরিয়ে এসে ক্যাসিনোর দরজার ওপর চোখ রাখল। রাত বাড়তেই বরফের গা ছুঁয়ে পাহাড় থেকে বইতে শুরু করল ঝিরঝিরে শীতল বাতাস, কাঁপ ধরিয়ে দিল হাড়ে। স্লিকার চাপিয়ে নিল ওরা, হাঁটাহাঁটি করে শরীর গরম করতে চাইল। সারারাত অপেক্ষা করার মতো মানসিক প্রস্তুতি নিয়েছে বেনন। ব্যাগলেরও ধৈর্যের অভাব নেই। কষ্ট হলেও অভিযোগ করবে না ও।

সারারাত অপেক্ষা করতে হলো না। মাঝরাতে যাকে চাইছিল তাকে দেখতে পেল ওরা, সেলুনের ব্যাট উইং ঠেলে বাইরে বেরিয়ে এসেছে।

লণ্ঠনের আলোয় ক্ষণিকের জন্যে দেখা গেল ডায়ারের মুখ। বোর্ডওয়াক থেকে নেমে পড়ল ডায়ার, হিচরেইলের কাছে চলে এলো। ওর ঘোড়াটা হিচরেইলে দাঁড়িয়ে ঝিমাচ্ছে। ডায়ার ঘোড়ার দড়ি খুলতে যাবে এমন সময় বেননের অস্ত্র খোঁচা দিল ওর পিঠে।

'আপাতত তোমাকে কোথাও যেতে হবে না,' নিচু স্বরে বলল বেনন। 'শান্ত ছেলের মতো আমার সঙ্গে চলো, বেঁচেও যেতে পারো।'

নরম সুরে বলা হলেও হুমকিটুকু কান এড়াল না ডায়ারের, চমকে উঠেছিল, ঝটপট সামলে নিল নিজেকে। মাথার ওপর হাত তুলে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল। খোঁচা দিয়ে লোকটাকে সামনে বাড়াল বেনন। স্টেবল পেরিয়ে আসার পর কিছুটা নিশ্চিন্ত বোধ করল। এখন ডায়ার গলা ফাটিয়ে চেঁচালেও সাহায্য আসার আগে সরে পড়তে পারবে ওরা।

'ঠিক আছে, দাঁড়াও,' নির্দেশ দিল বেনন। ডায়ারের হোলস্টার থেকে সিক্সগান বের করে দূরে অন্ধকারে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

'ব্যাপারটা কি?' এতক্ষণে জবান ফিরে পেয়ে দাবির সুরে জানতে চাইল ডায়ার। ভাব দেখে কে বলবে ভেতরে ভেতরে থরহরিকম্প হয়ে গেছে!

'সহজ ব্যাপার,' ঠাণ্ডা গলায় বলল বেনন। 'তুমি ভেবেছিলে অতি চালাকি করে পার পেয়ে যাবে, কিন্তু আসলে পার পাবে না।' মাথা নাড়ল ও। সিক্সগানের নলটা ইঞ্চিখানেক সেঁধিয়ে দিল ডায়ারের কোমরের চর্বিতে। 'আমরা জানি তুমি ক্লিন্টের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছ। এটাও জানি যে তুমি আর কেগল মিলে গরু চুরি করে পাহাড়ে ঘেরা একটা উপত্যকায় জড় করেছ। বুঝতেই পারছ আমরা অনেক কিছুই জানি। যেসব প্রশ্ন করব সেগুলোর জবাব মিথ্যে হলে টের পাব। তার ফল ভাল হবে না। যদি ঝেড়ে কাশো তাহলে জুরির সামনে দাঁড়িয়ে ন্যায় বিচার পাবে। আর সহযোগিতা যদি না করো তাহলে এখানেই গুলি করে মেরে রেখে যাব।' একটু থামল বেনন। লোকটাকে ভাবার সময় দিল। তারপর বলল, 'কোন্‌টা ঠিক করলে?'

'কি জানতে চাও?' কর্কশ ভাঙা গলায় জানতে চাইল ডায়ার।

'ব্যাঙ্কে ডাকাতির সঙ্গে জড়িত ছিলে?'

'না।'

'কেগল?'

'আমি জানি না।'

বেননের ইশারায় ডায়ারের চুল খামচে ধরল ব্যাগলে। লোকটাকে মুখ বিকৃত করতে দেখেও নির্বিকার ভাবে টান বাড়াল। আর একটু টান বাড়ালেই গোড়া থেকে ছিঁড়ে আসবে দু'মুঠো চুল।

'উহ্!' ব্যাগলের মুঠো আলগা করতে চেষ্টা করল ডায়ার। আঙুলগুলো যেন

লোহার আঁকশি! না পেরে ব্যথায় ঢোক গিলল। নাক-মুখ কুঁচকে বলল, 'বললাম তো আমি জানি না। ঈশ্বরের শপথ! কেগল যদি ব্যাঙ্ক ডাকাতির সঙ্গে থাকেও, আমার কাছে মুখ খুলবে কেন!'

'এব্যাটা ঠিকই বলছে,' মন্তব্য করল ব্যাগলে। বেননের ইশারায় মুঠোর চাপ একটু কমাল।

বেনন জিজ্ঞেস করল, 'কেগল আর তুমি যে গরু চুরি করেছ তার সঙ্গে ডিলন জড়িত?'

'না। তবে রাউন্ডআপের সময় ক্লিন্টের বাছুরের গায়ে নিজের ব্র্যান্ড বসিয়েছে সে। আমরা শুধু ওর লাভে সামান্য একটু ভাগ বসিয়েছি। রাসলিঙের সময় ওর গরুও চলে এসেছে কিছু।'

'ডিলন কিভাবে সামলাবে বুঝতে পারছ কিছু?' ব্যাগলেকে বলল বেনন। 'আমরা যদি অভিযোগ তুলি তাহলে ডিলন বলবে, ওর চরিত্র ফুলের মতো পবিত্র। ডায়ার আর কেগল ডিলনের গরু চুরি করেছে এটাও তার পক্ষে যাবে।' ডায়ারকে একটা খোঁচা দিল বেনন। 'নিজের চামড়া বাঁচাতে তোমাকে ফাঁসি দিতে ব্যস্ত হয়ে উঠবে ডিলন।'

বেননের কথায় একটু ভরসা মতো পেল ডায়ার। বেনন তাহলে বোধহয় তাকে খুন করার কথা ভাবছে না। কিন্তু স্বস্তিটুকু বড় ক্ষণস্থায়ী। ডিলন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে ভাবতেই গলা শুকিয়ে গেল ওর। বুকের ভেতরে ধড়ফড় করছে। হাত-পা কাঁপতে লেগেছে বলে নিজেকে দোষ দিতে পারল না। বিপদ! বিরাট বিপদে পড়েছে সে! নিজের বিপদ দেখলে কেগল কি ওকে ছাড়বে? কেগল ছিল বলে এতদিন ডিলনের ভয় মনে জেঁকে বসতে পারেনি, কিন্তু এখন কেগল ওর বিরুদ্ধে। ওর মুখ বন্ধ করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠবে না কেগল? তাহলে? এরা যদি ছেড়ে দেয় তাহলে পালিয়ে যাবে? কোথায়? গরু বিক্রি না করলে হাতে টাকা আসবে না। নিঃস্ব অবস্থায় চলে যেতে হবে এত কষ্টের পর? উপায় কি আর? গরু নিয়ে একা সরে পড়া যাবে না। রুখে দাঁড়ানোর কথা ভাবাও যায় না। গানম্যান নয় সে। অস্ত্রে হাতও ভাল নয়।...আর নিজের কাছে স্বীকার করতে দোষ কী, তার বুকে সাহসও বেশি ছিল না কোনকালে। মিথ্যে ব্যক্তিত্বের একটা শক্ত খোলস তৈরি করে তার ভেতরে লুকিয়ে ছিল এতকাল। এখন খোলস ভেঙে গেছে। লোভে পড়ে কেগলের মতো অসৎ লোকের সঙ্গে জড়িয়ে না পড়লে আজকে...

'জেলখানায় চলো,' নির্দেশ দিল বেনন। 'তোমাকে জারম্যানের জিম্মায় রেখে ডিলন আর কেগলকে খুঁজতে বেরোব আমরা। জানা দরকার তোমার কথার বিরুদ্ধে কি বলার আছে ওদের।'

কলে আটকা পড়া ইঁদুর মনে হলো নিজেকে ডায়ারের। পালাতে পারলে বেঁচে যেত। ডায়ার একবার ভাবল বেননের পা চেপে ধরে ক্ষমা চাইবে কিনা। কিন্তু

কঠোর মুখটা দেখে ভরসা পেল না। মাথা নিচু করে বেনন আর ব্যাগলের আগে আগে চলল সে জেলখানার দিকে। হাঁটার সময় প্রায়ই দু'হাঁটু বাড়ি খাচ্ছে তার। তবু বুকের মাঝে একটু ভরসা, জেলখানায় মরতে হবে না ওকে। ডিলন নিশ্চয়ই জারম্যানের উপস্থিতিতে সরাসরি কিছু করতে পারবে না।

গুঙিয়ে উঠল ক্লিন্ট। বিরক্ত দৃষ্টিতে ক্লিন্টের দিকে তাকাল জারম্যান। মাত্র জ্ঞান ফিরেছে ট্রিপল বারের মালিকের। হাত দিয়ে মাথার আঘাতটা পরখ করে দেখল। খড়ের বিছানায় আধবসা হলো। মার্শাল বসে আছে উল্টোদিকের বাঙ্কে।

'তোমার কপাল ভাল যে বেঁচে আছ,' বলল জারম্যান। 'গোঙানি থামিয়ে ঈশ্বরকে বরং ধন্যবাদ দাও।'

প্রচণ্ড মাথা ধরেছে ক্লিন্টের। একে অতিরিক্ত মদ্যপান, তার ওপর বোতলের বাড়িতে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে কে যেন। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকল ও। দৃষ্টি পরিষ্কার করার জন্যে বার বার চোখ পিটপিট করল। একটু পর নিজেকে কিছুটা ধাতস্থ মনে হলো। বিষদৃষ্টিতে মার্শালকে দেখল ও। মাথার ক্ষতটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি এটা করেছ?'

মাথা নাড়ল জারম্যান। 'না, ডেভিস। মাতাল অবস্থায় কিছু না বুঝেই গানফাইটে জড়িয়ে পড়ছিলে তুমি, ও তোমাকে বাঁচিয়েছে। বোতল দিয়ে বাড়ি মেরেছে মাথায়। জ্ঞান না হারালে এখন ডেনভার, স্টেসি আর লেভিসের মতোই আন্ডারটেকারের অফিসে পড়ে থাকতে তুমি।'

'কারা মেরেছে ওদের?'

'কেগল। একাই। লাগতে যাওয়া উচিত হয়নি ওদের।'

তীব্র কষ্টে মুখ বিকৃত হলো ক্লিন্টের। সে-কষ্ট মাথাব্যথার কারণে নয়। অনেক, অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকল ও। ডেনভার, লেভিস আর স্টেসিকে ছোট ভাইয়ের মতোই স্নেহ করত ও। বিশ্বাস হতে চায় না ওরা আর নেই। ওরা যে ট্রিপল বারের জন্যে লড়তে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেছে এটা কষ্টের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিল। ওর লড়াই নিজেদের বলে মনে করেছিল তাই প্রাণের তোয়াক্কা করেনি বেপরোয়া ছেলেগুলো। বিনিময়ে ভাল ব্যবহার ছাড়া কিইবা দিতে পেরেছে সে ওদের? বাপ-মা খেদানো কয়েকটা ছন্নছাড়া ছেলেকে আশ্রয় দিয়েছিলেন ওর বাবা, তার প্রতিদান দিয়ে গেছে ওরা নিজেদের জীবন দিয়ে।

'চোখ গরম করে তাকানোর কোন কারণ নেই,' খোঁচাতে শুরু করল জারম্যান। 'ওদের ওপর তোমার কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না। গায়ে পড়ে লাগতে যাওয়া ওদের অনুচিত হয়েছে। ডিলনের লোকরা নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত ছিল। ওয়েডিং উপলক্ষে আগাম একটু ফুর্তি করছিল ওরা।' কথা শেষে ক্লিন্টের প্রতিক্রিয়া দেখার জন্যে চকচকে চোখে তাকাল জারম্যান।

'কার ওয়েডিং?' ভোঁতা সুরে জানতে চাইল ক্লিন্ট। ওর মনে কোন সন্দেহ নেই কার ওয়েডিং।

'লিউ ডিলন আর শার্লি রাশল্যান্ডের ওয়েডিং। কয়েকদিন পরই ওদের বিয়ে।'

ফাঁকা দৃষ্টিতে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকল ক্লিন্ট। তাহলে এই ব্যাপার! বিকেলে এই সম্ভাবনাই উঁকি দিয়েছিল ওর মনে। ডিলনের সঙ্গে ওর গোলাগুলি না হোক তাই চেয়েছিল শার্লি। চেয়েছিল ওর কথা ভেবে নয়, ডিলনের নিরাপত্তার কথা ভেবে। তিক্ত হাসিতে ঠোঁট বেঁকে গেল ক্লিন্টের। বুড়োরা হয়তো ঠিকই বলে, সব মেয়েমানুষ আসলে একই রকম। বিত্তবান, ক্ষমতাশালী মানুষের কাছে নিজেদের সমর্পণ করতে ভালবাসে মেয়েরা। প্রতিহিংসার চিন্তার মাঝেও একটা আলাদা চিন্তা ক্লিন্টকে নাড়িয়ে দিল। সত্যিই ও ভালবাসে শার্লিকে। শার্লির সুখ নিশ্চিত করতে নিজের জীবন পর্যন্ত দিতে পারে ও। শার্লির সুখ ডিলনের বেঁচে থাকার ওপর নির্ভর করলে ট্রিপল বারের দখল নিয়ে ওর লড়াই একরকম শেষ হয়ে গেছে বলেই ধরে নেয়া চলে।

তবে স্টেসি, ডেনভার আর লেভিসের হত্যাকারীকে ও ছাড়বে না। আজ ও নিঃস্ব, রিক্ত, একা। চলে যাবে ও এই অঞ্চল থেকে। আর কখনও আসবে না। কিন্তু তার আগে প্রতিশোধ নেবে। রক্তের বদলে রক্ত নেবে ও। কেগলের লাশ ফেলে তারপর যাবে এখান থেকে।

সেল থেকে বেরিয়ে দ্রুত হাতে দরজায় তালা মেরে দিল জারম্যান, বাধা দেয়ার চেষ্টা করল না ক্লিন্ট।

প্যাসেজ হয়ে অফিসে চলে এলো মার্শাল, কাবার্ড থেকে নতুন একটা বোতল নিয়ে গ্লাসে রাই হুইস্কি ঢালল। চুমুক দেবে এই সময় রাস্তার দিকের দরজা খুলে গেল, ভেতরে ঢুকল ডায়ার। তার পেছনে অস্ত্র হাতে বেনন আর ব্যাগলে। ডায়ারের খালি হোলস্টারের ওপর থেকে ঘুরে এলো জারম্যানের চোখ। চেহারায় বিস্ময়ের ছাপ পড়েই মিলিয়ে গেল। তাকাল গম্ভীর দুই বন্ধুর দিকে। 'কি চাও তোমরা!' কর্কশ গলায় জানতে চাইল।

ধাক্কা দিয়ে ডায়ারকে ঘরের আরও ভেতরে ঠেলে দিয়ে পায়ের ঠেলায় পেছনে দরজা বন্ধ করে দিল বেনন।

'একে চোখে চোখে রাখো। কেগলের সঙ্গে রাসলিং করছিল। পাহাড়ের মাঝে বিরাট এক পাল গরু জড় করেছে এ আর কেগল।'

'তোমরা জানলে কি করে!' একটু থমকে গিয়ে জিজ্ঞেস করল জারম্যান।

'ওর কাছ থেকে জেনে নিয়ো সত্যি বলছি কিনা,' বলল বেনন। 'আমরা যাচ্ছি ডিলনকে নিয়ে আসতে। আমার ধারণা ডিলন যখন জানবে রাস্ল্ করা গরুর মধ্যে ওর গরুও আছে তখন ডায়ারকে ধরে ফাঁসিতে ঝোলাতে চাইবে। সেটা

ঠেকানো তোমার দায়িত্ব।'

সম্মতিসূচক নড করল জারম্যান। চোখ চকচক করছে তার। ইশারায় টেবিলের ধারে একটা চেয়ারে ডায়ারকে বসতে বলল সে। বেনন আর ব্যাগলে বাইরের বোর্ডওয়াকে পা রাখার আগেই নিয়ে ফেলল দ্রুত সিদ্ধান্ত। ঘড়ঘড়ে গলায় বলল, 'ডায়ার, তাড়াতাড়ি কার্যকরী কিছু না করলে ফেঁসে যাবে তুমি।' ডায়ারের ভীত চেহারা দেখল, তারপর গ্লাস ভরে রাই হুইস্কি দিল লোকটার হাতে। বলল, 'এটা শেষ করো, ততক্ষণে আমি ক্লিন্টকে ছেড়ে দিয়ে আসছি। পেছন-দরজা দিয়ে বের করে দেব।'

ডুবন্ত মানুষ যেমন খড়কুটো আঁকড়ে ধরে তেমনি করে গ্লাসটা ধরল ডায়ার। দীর্ঘ চুমুকে খালি করে ফেলল। বোতল থেকে ঢেলে নিল আবার। শুনতে পেল প্যাসেজের ওপাশে সেলের দরজা খুলেছে জারম্যান। দরজাটা ফাঁক হয়ে আছে। জারম্যানকে দেখতে পাচ্ছে ও। কত নিশ্চিন্ত দেখাচ্ছে মার্শালের চেহারা। ও নিজেও যদি ওরকম নিশ্চিন্ত হতে পারত! দ্বিতীয় গ্লাসটাও খালি করে ফেলল ডায়ার।

সেলের দরজা খুলে সরে দাঁড়াল জারম্যান। 'বেরোও,' কর্কশ স্বরে নির্দেশ দিল। 'আজকে সেলে লোক থাকবে, কাজেই তোমাকে আর এখানে রাখতে পারব না।'

বাঙ্ক ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে কাঁধ ঝাঁকাল ক্লিন্ট, তিক্ত সুরে বলল, 'আমি নিজের ইচ্ছেয় এখানে এসেছিলাম বলে তো মনে পড়ছে না, জারম্যান! ঠিক আছে, যাচ্ছি। তুমি ইয়ারদোস্তদের সঙ্গে রাতভর মদ গিলবে তাতে আমি বাধা হয়ে দাঁড়াব কেন। তবে ডিলনকে বলে দিয়ো, কেগলকে আমি ছাড়ব না।'

চোখ সরু করে তাকাল মার্শাল, কিন্তু মুখে কিছু বলল না। প্যাসেজের শেষ মাথায় গিয়ে লোহার দরজার ডাবল বোল্ট খুলে দিল। হাত নাড়ল অধৈর্য ভঙ্গিতে। বেরিয়ে যেতে বলছে ক্লিন্টকে।

হ্যাট আর স্লিকার তুলে নিয়ে সেল থেকে বেরিয়ে এলো ক্লিন্ট। সে বাইরে পা রাখতেই পেছনে দরজা বন্ধ করে দিল মার্শাল, বোল্ট লাগিয়ে ফিরে এলো অফিসে। দাঁড়িয়ে আছে ডায়ার। এরইমধ্যে মার্শালের রেখে যাওয়া বোতল এক তৃতীয়াংশ খালি করে ফেলেছে। ব্যাপারটা দেখেও দেখল না জারম্যান, হাত বাড়িয়ে বোতলটা নিয়ে রেখে দিল টেবিলের ওপরে।

'এবার? কি করব আমরা?' ডায়ারের গলায় আত্মবিশ্বাসের ভাবটা ফিরে এসেছে।

'এই মাত্র ক্লিন্টকে ছেড়ে দিলাম,' বলল জারম্যান। 'আমাদের সম্পর্কে যত কম জানে ততই ভাল। ও গেলে তুমিও চলে যাবে। পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবে, কেউ টের পাবে না। বাইরে আমার ঘোড়ায় স্যাডল চাপানো আছে, কোথায়

লুকাতে হবে তা তো জানোই। পরিস্থিতি ঠাণ্ডা হলে গরুগুলো আমরা সরিয়ে নেব।'

সাইডওয়াকে পায়ের শব্দ পাওয়া যায় কিনা শোনার জন্যে কান খাড়া করে রেখেছে ডায়ার। বলল, 'কোথায় লুকাব সেটা জানি, কিন্তু গরু সরাতে দেরি করা চলবে না। বেনন আর ওর বন্ধু জানে কোথায় আছে ওগুলো।'

'কচু জানে। ওরা আন্দাজ করছে কিছু একটা গড়বড় আছে। ভাবছে ডিলনের সামনে ভেঙে পড়বে তুমি।' ভ্রূ কুঁচকে ডায়ারকে দেখল জারম্যান। বলল, 'ওরা আসার পর উপত্যকার কোন কিছুই পরিবর্তিত হয়নি। ওরা জায়গাটা চেনে না।' মাথা নাড়ল। 'না, ওরা সন্দেহের বশে কাজ করছে।'

দশ মিনিট পেরিয়ে গেল। অস্থির হয়ে উঠল ডায়ার। বাইরে যখন পায়ের আওয়াজ পেল, লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে। বিড়বিড় করে বলল, 'ওরা আসছে!'

ঠোঁটে তিক্ত হাসি নিয়ে ট্রিপল বারের ফোরম্যানকে দেখল জারম্যান। কোন অস্থিরতা নেই তার মাঝে। 'পেছনের দরজা দিয়ে,' শান্ত গলায় বলল।

ডায়ার প্যাসেজে ঢোকার দরজার কাছে পৌঁছে গেছে এমন সময় পেছন থেকে জারম্যান বলল, 'ডায়ার, এটা তোমার কাজে লাগবে।'

থামল ডায়ার, জারম্যানকে নিজের একটা সিক্সগান এগিয়ে দিতে দেখে মাথা দোলাল। আসলেই যখন তখন দরকার পড়তে পারে ওটার।

'ধরো!' ডায়ারের দিকে সিক্সগানটা ছুঁড়ে দিল জারম্যান।

শূন্যে ঘুরতে ঘুরতে ডায়ারের দিকে গেল অস্ত্র। ডায়ারের চোখ অস্ত্রের ওপর, কাজেই সে দেখতে পেল না কখন মার্শালের হাত হোলস্টার থেকে তুলে এনেছে অন্য সিক্সগানটা। সুন্দর ক্যাচ ধরল ডায়ার, ধন্যবাদ দেয়ার জন্যে তাকাল মার্শালের দিকে। আর ঠিক ওই মুহূর্তেই গুলি করল মার্শাল। একটা মাত্র গুলি করল। নিখুঁত ভাবে ফুটো করে দিল ডায়ারের হৃৎপিণ্ড।

বাইরের দরজায় পায়ের শব্দ থামল। সেদিকে ঘুরে গেল জারম্যান। তার সিক্সগানের ব্যারেল থেকে চুইয়ে চুইয়ে উঠছে ধোঁয়া।

ভিড়ের মধ্যে দিয়ে পথ করে ধোঁয়া ভরা সেলুনের ভেতরে ঢুকল বেনন আর ব্যাগলে। কাউন্টার আর টেবিলগুলোর ওপর ঘুরে এলো ওদের সতর্ক চোখের দৃষ্টি। সাধারণ মানুষ দ্বিতীয়বার ফিরেও তাকাল না, কিন্তু বারে দাঁড়িয়ে আছে ডিলন তার লোক পরিবেষ্টিত হয়ে, তারা ওদেরকে চোখের দৃষ্টিতে ভস্ম করে দিল। গানম্যানদের হাত চলে গেল উরুর পাশে। কেগল হোলস্টারের দিকে হাত নামাতেই ইশারায় তাকে বারণ করল ডিলন। টেবিলগুলোর মাঝখানের সরু পথ ধরে ডিলনের দিকে এগোল বেনন আর ব্যাগলে, দু'জনই গানবেল্টের ভেতরদিকে

বুড়ো আঙুল গুঁজে রেখেছে। ডিলনের লোকদের সামনে থামল ওরা, তারপর ওদের উপেক্ষা করে তাকাল বারটেন্ডার মেয়ার্সের দিকে।

'রাই,' ড্রিঙ্কের অর্ডার দিল বেনন। ডিলনের লোকরা সামান্য সরে গেল যাতে মেয়ার্স ড্রিঙ্ক দিতে পারে।

ড্রিঙ্ক সেরে র‍্যাঞ্চারের দিকে মনোযোগ দিল বেনন। 'জেলখানায় একজনকে রেখে এসেছি, সে রাসলিঙের ব্যাপারে কথা বলবে তোমার সঙ্গে।' কেগলের ওপর থেকে ঘুরে এলো ওর দৃষ্টি। 'মনে হচ্ছে এদিকের রেঞ্জে রাসলারদের কাছ থেকে গরু চুরি হয়ে যাচ্ছে। চোরের ওপর বাটপারি করছে কেউ কেউ। লোকটা আমাদের কাছে মুখ খুলেছে। তোমাকেও কিছু বলার আছে তার। আমার ধারণা ওর কথা শুনলে উপকার হবে তোমার।'

দৃষ্টিতে পরিষ্কার অপছন্দ নিয়ে ধূলিধূসরিত বেনন আর ব্যাগলেকে দেখল ডিলন। ঝগড়া বাধাবার কোন ইচ্ছে নেই তার মধ্যে, তাছাড়া এখন এদেরকে ততটা আর বিপজ্জনক মনে হচ্ছে না। ক্লিন্ট হার স্বীকার করে ট্রিপল বার ছেড়ে চলে এসেছে। গ্লাসে ছোট্ট করে চুমুক দিল ডিলন। দু'দিন পরই শার্লি রাশল্যান্ডের সঙ্গে ওর বিয়ে হচ্ছে। বেনন আর তার বন্ধু থাকলেও এখন তার পরিকল্পনায় কোন বাধা হয়ে দাঁড়াবে না।

'কে লোকটা? আমি চিনি তেমন কেউ?' ডিলনের কণ্ঠে নিরুৎসাহ। বেনন আর ব্যাগলের কথায় গুরুত্ব দিতে চাইছে না।

ধীরেসুস্থে মাথা দোলাল বেনন। 'লোকটা ডায়ার। অদ্ভুত কিছু তথ্য আমাদের দিয়েছে সে।' কেগলের দিকে এক ঝলক তাকাল বেনন। মুখে কোন ভাব নেই কেগলের, যেন মুখোস পরে আছে। তবে চোখ দুটো জ্বলছে। 'জারম্যান ডায়ারকে আটকে রেখেছে, ইচ্ছে করলে জেলখানায় যেতে পারো আমাদের সঙ্গে।'

জারম্যানের নাম শুনে কেগলের ঠোঁটে শীতল হাসি দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল। হঠাৎ করে বেননের মনে হলো কি যেন ভুল করে ফেলেছে ও।

গ্লাস চোখের সামনে তুলে গভীর মনোযোগে ভেতরের তরল দেখল ডিলন। চিন্তার ছাপ পড়ল চেহারায়। হুইস্কিটুকু গিলে নিয়ে গ্লাসটা নামিয়ে রাখল কাউন্টারে। দু'আঙুলে ধরে কপালের ওপর টেনে আনল হ্যাট। দলের সবাইকে একপলক দেখে নিয়ে বলল, 'তোমরা এখানেই অপেক্ষা করবে।'

ক্রুরা সবাই শরীরে ঢিল দিল। কাউন্টারে কনুই রেখে দাঁড়িয়ে আছে কেগল। চকচকে চোখে তার দিকে তাকাল ব্যাগলে।

বেনন বলল, 'কেগল সঙ্গে এলে ভাল হয়। ডায়ারের দেয়া তথ্যগুলো শুনতে ভাল লাগবে ওর।'

মাথা কাত করে ইশারা করল ডিলন, কেগলকেও সঙ্গে আসতে বলছে। অলস দৃষ্টিতে বেনন আর ব্যাগলেকে দেখে নিয়ে বারের কাছ থেকে সরে এলো কেগল।

একসঙ্গে ওরা চারজন বেরিয়ে এলো সেলুন থেকে। বার কিউয়ের কাউবয়রা ছাড়া আর কেউ গুরুত্ব দিয়ে ব্যাপারটা লক্ষ করল না। স্টিভ ডেভিসের নর্তকীদের নাচের সময় হয়ে গেছে। এক কোণে পিয়ানোয় সুর তুলল একজন নিগ্রো। পেছনের ছোট একটা ঘর থেকে স্বল্প পোশাক পরিহিত ছয়জন মেয়ে বেরিয়ে এসে টেবিলগুলোকে ঘিরে ঘিরে নাচতে লাগল। সবার মনোযোগ তাদের দিকে।

বাইরে, বেনন আর ব্যাগলের আগে আগে হেঁটে চলেছে ডিলন। তার মনে কোন ভয় আছে বলে মনে হয় না। অন্য তিনজন র‍্যাঞ্চারের কয়েক পা পেছনে চলেছে। কথা বলছে না কেউ। ওদের বুটের আওয়াজ ফাঁপা শোনাচ্ছে কাঠের বোর্ডওয়াকে। পাশের একটা সেলুন থেকে মাতাল এক কাউবয় বেরিয়ে এসে ডিলনের গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। লোকটাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল ডিলন, বিড়বিড় করে অভিশাপ দিল। ব্যাগলে খুশি হয়ে উঠল। ডিলনের কপালে শনিগ্রহের প্রভাব শুরু হয়েছে। মাতাল কাউবয় গায়ে পড়ছে, একটু পর ডায়ার জানাবে ক্লিন্টের বাছুরের গায়ে ব্র্যান্ড করেছে ডিলন। রাসলারের সঙ্গে আর কোন তফাৎ থাকল না লোকটার। নিশ্চয়ই দেখার মতো হবে লোকটার চেহারা? কি করবে? সম্মান রক্ষা করে এই ঝামেলা থেকে বাঁচবে কিভাবে?

জেলখানার দরজার কাছে প্রায় চলে এসেছে ওরা, এমন সময় রাতের শহরের স্বাভাবিক শব্দমালা ছাপিয়ে গুলির আওয়াজ হলো। জেলখানার ভেতরে গুলি করেছে কেউ। লাফ দিয়ে আগে বাড়ল বেনন, হাতে অস্ত্র চলে এসেছে। ওটা বাগিয়ে দরজায় ধাক্কা দিল ও। খুলে গেল দরজা। ভেতরে ঢুকল ও। ধোঁয়া বেরনো সিক্সগান হাতে দাঁড়িয়ে আছে জারম্যান। তার পেছনে মাটিতে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে ডায়ার। এক পলক দেখেই বোঝা যায়, বেঁচে নেই।

বেননের পর পরই ভেতরে ঢুকল ডিলন, ব্যাগলে আর কেগল। জারম্যানের নজর ক্ষণিকের জন্যে সেঁটে থাকল কেগলের ওপর। জারম্যানের ওপর থেকে ঘুরে মৃত ডায়ারের ওপর স্থির হলো ডিলনের দৃষ্টি, তারপর আবার তাকাল সে জারম্যানের দিকে। ভ্রূ কুঁচকে গেল। বলল, 'কি ব্যাপার?'

হোলস্টারে অস্ত্র রেখে ধীরেসুস্থে টেবিল থেকে বোতল তুলে নিয়ে চুমুক দিল মার্শাল, তারপর বেনন আর ব্যাগলেকে দেখিয়ে বলল, 'এরা ডায়ারকে নিয়ে এসেছিল। এদের ধারণা হয়েছিল ডায়ার এমন কিছু জানে যেটা তোমাকে জানানো প্রয়োজন। সম্ভবত রাসলিঙের ব্যাপারে কিছু একটা। ডায়ারকে আমার জিম্মায় রেখে তোমাকে ডাকতে গেছিল এরা।'

'সেই দুঃখে আত্মহত্যা করে বসল ডায়ার?' চোখ সরু করে মার্শালের দিকে তাকাল বেনন। 'অস্ত্র পেল কই?'

বেননকে পাত্তা দিল না জারম্যান, নজর সরল না ডিলনের ওপর থেকে। 'খুব উত্তেজিত ছিল ডায়ার, আমি বুঝতে পারিনি। বারবার বলছিল এরা দু'জন হুমকি

দিয়েছে মেরে ফেলবে ওকে। জোর করে নাকি রাসলিঙের ব্যাপারে স্বীকারোক্তিও আদায় করেছে। প্রাণের ভয়ে ওকে বলতে হয়েছে যে কেগল আর সে মিলে সবার গরু চুরি করেছে।'

তীক্ষ্ণ নজরে মার্শালের ভেতরটা দেখে নিতে চাইল ডিলন। বোতলে লম্বা একটা চুমুক দিল জারম্যান।

'আমি ডায়ারকে দুশ্চিন্তা করতে বারণ করেছিলাম। বলেছিলাম আমি নিরপেক্ষ, কাজেই দোষ না করে থাকলে তোমার চিন্তার কারণ নেই। কিন্তু সে বারবার বলতে লাগল বেনন আর ব্যাগলের কথামতো কাজ না করলে তাকে মেরে ফেলা হবে।' থামল জারম্যান। ইচ্ছে করেই বেনন আর ব্যাগলের দিকে তাকাচ্ছে না। 'ঝুঁকি নিতে ভয় পেয়েছিল ডায়ার। পালাতে চেয়েছিল। যাই হোক, আমি তাকে ড্রিঙ্ক দেবার জন্যে কাবার্ডের কাছে গেলাম। ঘুরে দেখি আমারই একটা অস্ত্র নিয়ে প্যাসেজের দরজার কাছে চলে গেছে সে। দরজা খুলতে চেষ্টা করল। পারল না। আমাকে বলল চাবিটা দিতে। আমি আপত্তি জানাতেই গুলি করতে চাইল।' কাঁধ ঝাঁকাল জারম্যান। 'ডায়ারের গতি খুব ধীর ছিল।'

ঘাড় ফিরিয়ে শীতল চাহনিতে বেনন আর ব্যাগলেকে দেখল ডিলন। নিচু স্বরে বলল, 'তোমাদের কপাল মন্দ, যে উদ্দেশ্যেই কাজটা তোমরা করে থাকো না কেন, তা সফল হয়নি।'

'কপাল যদি কারও মন্দ হয় তো সে তুমি,' উত্তপ্ত স্বরে বলল ব্যাগলে। 'ডায়ারের কথা শোনার সুযোগ হলো না তোমার। ও যা বলত সেটা তুমি ঠিকই জানবে, কিন্তু জানবে অনেক দেরিতে।'

'কেউ ওকে জোর করে কিছু বলাতে চায়নি,' যোগ করল বেনন। 'মার্শাল হয় মিথ্যে বলছে, নাহলে ভুল ধারণা পেয়েছে।'

'আমাদের মধ্যে ঝগড়া বাধিয়ে দেয়াই তোমাদের উদ্দেশ্য,' এতক্ষণে মুখ খুলল কেগল। ঠোঁটে টিটকারির হাসি। 'ক্লিন্ট বোধহয় তোমাদের বলেনি যে বার কিউয়ের কাউবয়রা অন্যের প্ররোচনায় কান দেয় না? ওর বলা উচিত ছিল। ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ থাকলে নিজেদের মাঝে আলাপ করে সমস্যার সমাধান করি আমরা।'

কেগলের দিকে তাকিয়ে আছে ডিলন। তার চোখে সামান্য একটু সন্দেহের আভাস দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল। ব্যাপারটা খেয়াল করল কেগল। নির্মল হাসল বসের দিকে চেয়ে।

নিশ্চিত হয়ে বেনন আর ব্যাগলের দিকে তাকাল ডিলন। বিরক্তির সুরে বলল, 'আর কিছু বলবে তোমরা?'

'একটা কথাই শুধু বলব,' বলল বেনন। 'তোমার প্রেমিকা শার্লি রাশল্যান্ডকে ট্রেইলের ওপর ধর্ষণ করতে যাচ্ছিল কেগল, আমি না ঠেকালে মেয়েটাকে কলঙ্কিত

করত সে।'

ছলাৎ করে রক্ত উঠে এলো ডিলনের মুখে। চোখ থেকে আগুন ঠিকরে বেরল।

শান্ত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে কেগল, মুখটা হাসি হাসি। তবে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন যে কেউ বুঝবে ধনুকের ছিলার মতো টানটান হয়ে আছে লোকটার শরীর। ষোলো আনা তৈরি হয়ে আছে ড্র করার জন্যে।

ঝটকা দিয়ে হোলস্টার থেকে অস্ত্রটা বের করে ফেলল মোটা জারম্যান। কর্কশ স্বরে সতর্ক করল, 'গোলাগুলি করতে চাইলে খবর আছে। অস্ত্রের দিকে কেউ হাত বাড়ালে ফুটো হয়ে যাবে।'

বেননের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে শ্রাগ করল ডিলন। দাঁতে দাঁতে পিষে বলল, 'অপেক্ষা করতে পারব আমি। বেনন হও আর ক্যানন হও, সময় এলে বুঝিয়ে দেব লাশের কিছু করার থাকে না।'

পাশ ফিরতে শুরু করল বেনন, যেন ব্যাগলেকে নিয়ে বেরিয়ে যাবে জেলখানা থেকে, পর মুহূর্তেই ঝটকা দিয়ে ঘুরল, বিদ্যুৎ গতিতে বের করে আনল সিক্সগান। বদ্ধ জায়গায় গম্ভীর একটা গর্জন ছাড়ল .৪৫ বুলেট। গুলির ধাক্কায় জারম্যানের হাত থেকে ছিটকে পড়ল অস্ত্র। ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠল জারম্যান। মাঝপথে জমে গেল হতভম্ব কেগলের হাত। সতর্ক চোখে তাকিয়ে আছে ডিলন, নড়ল না। হাসল বেনন, ইশারায় ডায়ারের মৃতদেহ দেখিয়ে বলল, 'তোমার হাত একটু বেশি চালু, জারম্যান। এতক্ষণ স্বস্তি পাচ্ছিলাম না। এবার আমরা একটু শান্তিতে কথা বলতে পারব।'

কিছু বলল না জারম্যান, দৃষ্টিতে ঝরে পড়ল অপরিসীম ঘৃণা।

'ক্লিন্ট কোথায়?' মৃদু গলায় জানতে চাইল বেনন। প্রচ্ছন্ন হুমকিটুকু চাপা থাকল না।

'ডায়ারকে দিয়ে যাওয়ার একটু পরই চলে গেছে ও।' শ্রাগ করল জারম্যান। 'কোথায় গেছে বলে যায়নি।' বেননের অবজ্ঞার দৃষ্টি সহ্য করতে না পেরে বোতলে মনোযোগ দিল সে, চুমুক দিল মুখে তুলে।

ডিলনের দিকে তাকাল বেনন। পরামর্শ দেবার সুরে বলল, 'আমার কথা বিশ্বাস না হলে শার্লি রাশল্যান্ডকে জিজ্ঞেস করে দেখো। ওর কথা নিশ্চয়ই বিশ্বাস হবে?' কেগলের দিকে সিক্সগানের নল তাক করল ও। 'কেগল, বেশি চালাকি করতে যেয়ো না, শেষে হয়তো দেখবে তোমার হাতে ভাল কোন তাস নেই।'

ডিলন বা কেগল, মুখে কেউ কিছু বলল না। কিন্তু ফোরম্যানের দিকে কঠোর দৃষ্টিতে তাকাল ডিলন।

ইশারা করল বেনন। জবাবে মাথা দোলাল ব্যাগলে। ব্যাগলের সহায়তায় দুই মিনিটের মাথায় উপস্থিত সবাইকে নিরস্ত্র করে ফেলল বেনন। ডায়ারের মৃতদেহের

হাতে শক্ত হয়ে আটকে আছে জারম্যানের দেয়া সিক্সগান। ওটা খুলে নিল ব্যাগলে, দেয়ালের ব্র্যাকেট থেকে সংগ্রহ করল একটা শার্প্স্ রাইফেল।

'আমাদের পিছু পিছু বাইরে যাওয়া স্বাস্থ্যকর হবে না,' মৃদুস্বরে উপদেশ দিল বেনন। 'শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছি আমরা। লিভারি স্টেবলে তোমাদের অস্ত্র রেখে যাব, ওখান থেকে সংগ্রহ করে নিয়ো।'

লোকটা নিজেকে ভাবে কী! ক্রোধে রক্ত গরম হয়ে উঠল তিন বন্দির। সেটা জারম্যান আর কেগলের চেহারা দেখে বোঝা গেল। তবে ডিলনকে আগের মতোই শান্ত দেখাচ্ছে। হিসেব কষে দেখছে সে, জিত তারই হয়েছে। ক্লিন্ট ট্রিপল বার ছেড়ে দিয়েছে। বেনন আর ব্যাগলে, এই দুই উটকো ঝামেলাও এবার চলে যাবে নিজেদের পথে। ওদের সঙ্গে কথা বাড়িয়ে দেরি করিয়ে দেয়ার কোন যৌক্তিকতা নেই।

'বাড়াবাড়ির সীমা ছাড়িয়ে গেছ তোমরা,' হিসহিস করে বলল জারম্যান। 'উইলিয়াম পিঙ্কারটন কি মন্তব্য করেছে তাতে আর কিছু যায় আসে না। এর পরেরবার এই শহরে দেখলে জেলখানায় ঢুকিয়ে দেব। সার্কিট জাজ আসার আগে পর্যন্ত পচতে হবে তোমাদের।'

'তার আগেই ওরা আমার হাতে মরবে,' দাঁতে দাঁত চেপে বলল কেগল। 'বূটহিলে পচতে হবে ওদের।'

'কে কোথায় পচে সেটা দেখা যাবে সময় এলে,' গম্ভীর চেহারায় বলল বেনন। ব্যাগলেকে ইশারা করে পিছাতে শুরু করল ও, দরজার কাছে চলে এলো। দেয়ালের পেরেক থেকে তুলে নিল জেলখানার সামনের দরজার চাবি।

ব্যাগলে আগে বেরল। তারপর অস্ত্রের মুখে শত্রুপক্ষকে রেখে বেরিয়ে এলো বেনন, দরজা বন্ধ করে তালা মেরে চাবিটা ফেলে দিল বোর্ডওয়াকের ফাঁক দিয়ে।

লিভারি স্টেবলে ঘোড়া আনতে গেল ব্যাগলে। রাস্তার উল্টোদিকে ছায়ায় সরে এসে জেলখানার ওপর লক্ষ রাখল বেনন। বেশ কিছুক্ষণ পেরিয়ে গেল, কেউ বেরল না। হাসল বেনন, আগুনটা হাতের আড়ালে রেখে একটা সিগার ধরাল। হুমকিটা গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছে ডিলন, কেগল আর জারম্যান।

দশ মিনিট পর সেলুনের চাপা গুঞ্জন ছাপিয়ে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ পেল ও। রাস্তার দু'পাশের আলোয় ব্যাগলেকে চেনা গেল। তার পাশে ঘোড়া ছুটিয়ে কে যেন আসছে। এক মুহূর্ত পর লোকটাকে চিনতে পারল বেনন। ক্লিন্ট ডসন!

ছায়া থেকে বেরিয়ে এলো ও। ব্যাগলে ওর ঘোড়াটা নিয়ে এসেছে। চুপচাপ স্যাডলে উঠে বসল বেনন। একটু পরই রলিন্সের ট্রেইল ধরে টুইন স্প্রিংস শহরের বাইরে চলে এলো তিনজনের দলটা। শহরের বাইরে এসে থামল। ব্যাগলের মুখে ডায়ারের বিশ্বাসঘাতকতার কথা শুনে হতবাক হয়ে গেল ক্লিন্ট।

'এখন বুঝতে পারছি ডিলন সব সময়েই সুবিধেজনক অবস্থানে ছিল,'

কিছুক্ষণ পর একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল সে। 'ফোরম্যানই যদি বিরুদ্ধে কাজ করে তাহলে র‍্যাঞ্চ টেকানো অসম্ভব।'

'আশা এখনও শেষ হয়ে যায়নি,' সান্ত্বনা দিল বেনন।

সায় দিয়ে মাথা দোলাল ব্যাগলে। 'আশা আছে। কি হয় বলা যায় না।'

'আমার আর কোন আশা নেই,' হতাশ কণ্ঠে বলল ক্লিন্ট। ব্যর্থতা যেন গ্রাস করেছে ওকে। তিক্ত একটু হাসল। তারপর মৃদু স্বরে বলল, 'আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি, এখানে আর থাকব না। আমার লড়াই শেষ হয়ে গেছে। হেরে গেছি আমি। বিপদের সময় তোমরা সঙ্গী হয়েছিলে, অসংখ্য ধন্যবাদ। আজকেই এশহরে আমার শেষ দিন। এখন রলিন্সে যাব আমি। সেখান থেকে কোথায় যাব জানি না।'

পকেটে হাত দিল ক্লিন্ট। বেনন আর ব্যাগলের মজুরীর টাকা বের করে গুনতে শুরু করল। ওদের প্রাপ্য বুঝিয়ে দেয়ার পর অতি সামান্য টাকাই থাকবে ওর কাছে।

চুরুটে কষে টান দিয়ে চাঁদের আবছা আলোয় ক্লিন্টের চেহারা গভীর মনোযোগে দেখল বেনন। খুক খুক করে কাশল। তারপর বলল, 'উপত্যকায় অন্তত পাঁচশো গরু আছে তোমার। এখনও আশা আছে র‍্যাঞ্চ টিকিয়ে রাখতে পারবে। তবুও তুমি চলে যেতে চাইছ। কারণটা কি? পিছিয়ে যাওয়ার লোক বলে তোমাকে মনে হয়নি আমার। মানুষ চিনতে খুব একটা ভুল করি না আমি।'

'ব্যক্তিগত কারণে চলে যাচ্ছি,' বলল ক্লিন্ট। 'তোমরা বন্ধু স্থানীয়, তোমাদের বলতে আপত্তি নেই, ভয় পেয়ে পালাচ্ছি না আমি। লড়াইয়ে হেরে যাব সে-ভয়ে চলে যাচ্ছি না। আসলে মনটা ভেঙে গেছে আমার।' করুণ হাসল ক্লিন্ট। সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে দিল। 'ভেবেছিলাম ট্রিপল বারে বউ করে তুলব শার্লি রাশল্যান্ডকে। আমার ধারণা হয়েছিল ও আমাকে ভালবাসে। আজকে সেই ভুল ধারণা ভেঙে গেছে। দু'দিন পর ডিলনকে বিয়ে করছে শার্লি। তাই আমি চলে যাচ্ছি। বুঝে গেছি শার্লির পছন্দের মানুষকে আমি খুন করতে পারব না। চলে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই আমার। বলতে পারো শার্লিকে ভালবেসে আমি হেরে গেছি। ডিলন হারিয়ে দিয়েছে আমাকে।'

বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠল বেননের। নিজের কিছু স্মৃতি মনে পড়ল। মুখ ফুটে ভালবাসার মেয়েটিকে কিছু বলতে পারেনি ও। তার আগেই তো ও আউট-ল হয়ে গেল। পরে গিয়েছিল ও, দেখেছিল মেয়েটি সুখে সংসার করছে। দূর থেকেই দেখেছিল। মনে কোন তিক্ততা জন্মায়নি। এ তো স্বাভাবিক। মন থেকে মেনে নিয়েছিল। ক্লিন্টের মনের অবস্থা বুঝতে পেরে ওর নিজের বুকের ভেতরটাও হঠাৎ ফাঁকা ঠেকল।

চোখ ছলছল করে উঠল ব্যাগলের। অনুভব করল কত বড় মনের মানুষ হলে

প্রেমিকার সুখের জন্যে সবকিছু ছেড়ে দিয়ে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিতে পারে কেউ।

'তোমার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কিছু বলব না,' কিছুক্ষণ পর বলল বেনন। 'তবে একটা অনুরোধ করব। আমাদের বেতন আপাতত তোমার কাছেই রাখো। চলে যাওয়ার আগে আমাদের সঙ্গে কিছুটা সময় কাটিয়ে যাও। তোমার সাহায্য দরকার হবে আমাদের।'

'ঠিক আছে, রাখছি আমি তোমাদের বেতন। সাহায্য? আমার সাহায্য লাগবে তোমাদের?' হাসার চেষ্টা করল ক্লিন্ট। 'সাধ্য মতো সবকিছুই করব। বলো কি করতে হবে।'

'আমার ধারণা একটু পরই চিরতরে শহর ছাড়বে কেগল,' বলল বেনন। 'ওকে আমি অনুসরণ করব। সঙ্গে তোমাকে চাই। ব্যাগলে এখানেই থাকবে, ডিলনের ওপর চোখ রাখবে।'

'নিশ্চয়ই যাব তোমার সঙ্গে। ভাবছ উপত্যকা থেকে চোরাই গরু সরাতে যাবে কেগল?'

'যেতে পারে। সম্ভাবনা আছে।' টুইন স্প্রিংসের দিকে ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে নিল বেনন। 'চলো তাহলে। শহর থেকে বেরোনোর দুটো পথই দেখা যায় এমন জায়গায় থামব আমরা, লক্ষ রাখব কারা আসছে যাচ্ছে। কেগলকে কোথাও যেতে দেখলে অনুসরণ করব।'

ব্যাগলেও চলল ওদের সঙ্গে। শহরের কাছে কোথাও অবস্থান নিয়ে ডিলনের জন্যে অপেক্ষা করবে। দেখবে লোকটা কি করে। অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে।

নয়

'ওদের এভাবে ছেড়ে দেবে নাকি?' বেননের পেছনে জেলখানার দরজা বন্ধ হতেই মার্শালের দিকে তীব্র চোখে তাকাল ডিলন।

চোখে কপট বিস্ময় নিয়ে র‍্যাঞ্চারকে দেখল জারম্যান। আশ্চর্য হয়ে গেছে এমন ভঙ্গিতে বলল, 'আমি কি করব! আমি টুইন স্প্রিংসের মার্শাল হতে পারি, কিন্তু তার মানে এই নয় যে তোমার লড়াই নিজের কাঁধে নিতে হবে। ওদেরকে ধরা যদি তোমার কাছে অত জরুরী হয়, তাহলে তুমি ধরো না গিয়ে।'

রাগে লাল হয়ে উঠল ডিলনের চেহারা। জারম্যানের দিকে আঙুল তুলে বলল, 'যদি ভেবে থাকো আমার বিরুদ্ধে গিয়ে মার্শাল থাকতে পারবে তাহলে ভুল ভাবছ। তোমার পদবী কেড়ে নিতে দু'মিনিটও লাগবে না আমার।' কেগলের দিকে ফিরল সে। আয়েস করে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট রোল করছে কেগল।

জিজ্ঞেস করল ডিলন, 'বেনন বলল শার্লিকে তুমি ধর্ষণ করতে চেষ্টা করেছিলে। কথাটা সত্যি?'

সময় নিয়ে নিখুঁত ভাবে সিগারেট রোল করল কেগল। ধীরে সুস্থে ধরাল। তারপর চোখ তুলে তাকাল বসের দিকে। লোকটার চোখের ভাষা পড়ে চমকে গেল ডিলন। এতদিন ব্যক্তিত্বের সংঘাত বাধেনি। সব সময়েই কেগল ফোঁশ নামিয়ে চলেছে। কিন্তু এখন তার দৃষ্টিতে আনুগত্যের কোন ছাপ নেই। আছে অবজ্ঞা আর বেপরোয়া দুঃসাহস।

'বেনন মিথ্যে বলেনি,' শান্ত স্বরে বলল সে। 'বেনন বাগড়া না দিলে দেমাগী মেয়েছেলেটাকে আমি জন্মের শিক্ষা দিতাম।' ডিলনের চেহারায় পরিবর্তন দেখে তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল কেগল। হালকা সুরে বলল, 'অত চিন্তার কিছু নেই, ওকে আমি শেষ পর্যন্ত শিক্ষা দেইনি।'

জবাব দিল না ডিলন, দ্রুত পায়ে সামনে বেড়ে ঘুসি মারল কেগলের চোয়ালে। পরপর কয়েকটা ঘুসি বসিয়ে দিল বুকে আর মুখে। পিছিয়ে গেল কেগল, প্রস্তুত হয়ে নিল, তারপর পাল্টা আক্রমণ করে বসল। চমৎকার ওর ফুটওয়ার্ক, ডিলনকে ভ্যাবাচেকা খাইয়ে দিল। বিদ্যুৎ গতিতে কয়েকটা পাঞ্চ ঝাড়ল সে ডিলনের পেট লক্ষ্য করে।

কেগলের চেয়ে ডিলনের দেহ ভারী। শক্তিও বেশি। দ্রুততায় খুব একটা কম নয় সে। অবলীলায় পাঞ্চগুলো উপেক্ষা করল সে, ডানহাত ঘুরিয়ে কাঁধের সমস্ত শক্তি দিয়ে ঘুসি মারল কেগলের চোয়ালে। ঝাঁকি খেয়ে মাথা পেছনে হটে গেল কেগলের। তাকে সামলে উঠতে না দিয়েই চটপট দুটো মাঝারী ওজনের পাঞ্চ বসাল পেটে। নড়বড়ে হয়ে গেল কেগল। আরও কয়েকবার পিস্টনের মতো আগুপিছু করল ডিলনের হাত। মুখে পরপর কয়েকটা জোরাল ঘুসি বসিয়ে দিল। কলার ধরে দাঁড় করিয়ে রেখে আরও কয়েকটা ঘুসি মারল সে আক্রোশ মেটাতে, তারপর ছেড়ে দিল লোকটাকে। হুড়মুড় করে মেঝেতে পড়ে গেল কেগল।

অখুশি চেহারায় ঘটনা ঘটতে দেখল মার্শাল। বুঝল আগ্নেয়াস্ত্র ছাড়া কেগল তেমন একটা কাজের নয়।

মেঝেতে অনড় পড়ে আছে কেগল। বিষদৃষ্টিতে তাকে একবার দেখে নিয়ে মার্শালের টেবিলের কাছে চলে এলো ডিলন, বোতলটা তুলে চুমুক দিয়ে গলা ভেজাল।

নড়ে উঠেছে কেগল। মাথা নাড়ল কয়েকবার। মেঝেতে হাতের ভর দিয়ে ধীরেসুস্থে উঠে দাঁড়াল। টলছে। গলা থেকে রুমাল খুলে ফাটা ঠোঁট আর ভাঙা নাকের রক্ত মুছল। একটু পরে পায়ে কিছুটা জোর ফিরে পেয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারল।

তাকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করল ডিলন। বোতল থেকে মাঝে মাঝে চুমুক দিচ্ছে।

বাইরে ঘোড়ার আওয়াজ হলো। থামল ঘোড়াগুলো। তারপর আবার চলে গেল। বেনন আর ব্যাগলে শহর ছেড়ে চলে গেছে। নিশ্চিত হয়ে জানালার ফ্রেমে প্রচণ্ড একটা লাথি মারল ডিলন। ভাঙা কাঁচের টুকরো ছিটকে পড়ল বোর্ডওয়াকে। জানালার ফাঁক দিয়ে বোর্ডওয়াকে বেরিয়ে এসে ক্যাসিনো সেলুনের দিকে পা বাড়াল র‍্যাঞ্চার।

'এবার কি?' টেবিল থেকে বোতলটা তুলে নিয়ে কেগলের দিকে বাড়িয়ে দিল জারম্যান।

কাঁধ ঝাঁকাল কেগল। ওর দৃষ্টি ডায়ারের মৃতদেহের ওপর। রুমাল দিয়ে মুখের রক্ত মুছল। বলল, 'গরুগুলো বেচার ব্যবস্থা করতে হবে। আগামীকাল দুপুরের আগে ড্রাইভ শুরু করতে পারব আমরা। বার কিউতে গিয়ে লোক নিয়ে উপত্যকায় চলে যাব।'

'ডিলনের কি হবে? পিট্টি খাওয়ার পরও ওকে ছেড়ে দেবে?' তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছে জারম্যান। কেগলের প্রতিক্রিয়া দেখতে চায়। কিন্তু কেগল শুধু হাসল। গোপন পরিকল্পনার সফলতা সম্বন্ধে ভাবলে মানুষ ওরকম করে হাসে।

'ওকে খুঁজে বের করে প্রতিশোধ নেয়ার ইচ্ছে নেই আমার। তবে সামনে যদি পাই তাহলে সীসে দিয়ে হিসেব চুকিয়ে দেব।' হাসল কেগল। 'সামনে পাব তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমাদের পেছনে ছুটে আসবে সে। তখন আমার কাছে দুটো সিক্সগান থাকবে।'

একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মার্শাল। বুঝতে পারছে কিছু একটা তার কাছে গোপন রাখছে কেগল। কিন্তু এই মুহূর্তে গানম্যানকে ঘাঁটানো বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। চুপ করে থাকল জারম্যান।

মুখ থেকে রক্তের শেষ ফোঁটাগুলোও মুছে ফেলল কেগল। ফ্যাঁসফেঁসে গলায় জানতে চাইল, 'আসছ তুমি? ডিলন যদি অনুসরণ করে তাহলে এজেন্টের হাতে গরুগুলো তুলে দিয়ে আবার ফিরে আসা যাবে। যদি সে পিছু না নেয় তাহলে গরু বেচে চলে যাব আর কোথাও।'

জেলখানার ভেতরে ঘুরে এলো জারম্যানের দৃষ্টি। ডায়ারের মৃতদেহের দিকে তাকাল না। শ্রাগ করল। আফসোস করার কিছু নেই। এখানে মূল্যবান কিছু ফেলে যাচ্ছে না সে। দুর্নীতিপরায়ণ ইন্ডিয়ান-এজেন্টের* কাছে চোরাই গরু বেচে যে টাকা লাভ পাবে তা মার্শালের আট বছরের বেতনের চেয়ে বেশি।

* সংরক্ষিত এলাকা সৃষ্টির নামে জবরদস্তিমূলক ভাবে ইন্ডিয়ানদের একঘরে করার পর সাদামানুষদের মধ্যে থেকে ইন্ডিয়ানদের জন্যে এজেন্ট নিযুক্ত করত সরকার। এজেন্টের দায়িত্ব ছিল ইন্ডিয়ানদের জন্যে খাবার সংগ্রহ করা। এরা পচা মাংস দিত, ঠিক মতো খাবারের ব্যবস্থা করত না, এবং নানা ভাবে পরাজিত ইন্ডিয়ান জাতিকে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করত। দ্রষ্টব্য: লেখক কাজি মাহবুব হোসেনের 'বাস্তবে ওয়েস্টার্ন কাহিনীর পশ্চিম'। প্রকাশক, প্রজাপতি প্রকাশন।

'ঠিক আছে,' বলল জারম্যান। 'আমি তৈরি হয়ে নিচ্ছি।'

ভাঙা জানালা দিয়ে অফিস থেকে বের হয়ে গেল কেগল, বাইরে অপেক্ষা করল। ব্যস্ত হাতে ব্যক্তিগত জিনিসপত্র গুছিয়ে নিল জারম্যান। দেয়াল সিন্দুক খুলে একতাড়া টাকা বের করে পকেটে পুরল। তারপর কেগলের সঙ্গে চলল স্টেবলে।

'ওই যে ওরা আসছে,' ফিসফিস করে বলল ব্যাগলে। বেনন আর ক্লিন্ট কান পাতল। কোন শব্দ শুনতে পেল না। প্রায় দশ সেকেন্ড পেরিয়ে গেল, তারপর শীতল বাতাসের ফিসফিসানি ছাপিয়ে আওয়াজটা শুনতে পেল ওরা। একাধিক অশ্বারোহী আসছে।

মাথার ওপর চাঁদটা বেশ জোরাল আলো ছড়াচ্ছে। একটা টিলার মাথায় পাইন জঙ্গলের সীমানায় গাছের নিচে অন্ধকারে আছে ওরা। ট্রেইলের খানিকটা অংশ দেখতে পাচ্ছে। দুটো টিলা টুইন স্প্রিংস শহরের গা ঘেঁষে প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে আছে। ওদুটোর মাঝ দিয়ে বেরিয়েছে ট্রেইল। এমুহূর্তে চন্দ্রালোকিত। চাঁদের আলোয় লোক দু'জনকে চিনতে দেরি হলো না ওদের কারও।

'জারম্যানের স্যাডল রোলটা আমার বউয়ের চেয়েও মোটা,' বিড়বিড় করল ব্যাগলে। গলা একটু উঁচিয়ে বলল, 'এলাকা ছাড়ছে মার্শাল।'

'আমারও তাই ধারণা,' সায় দিল ক্লিন্ট। 'কেগলের সঙ্গে কোথায় যাচ্ছে লোকটা? নিশ্চয়ই ব্যাঙ্ক ডাকাতদের ট্র্যাক করতে নয়?'

'ডিলন শহরেই আছে তাহলে,' বলল ব্যাগলে। 'আজ রাতে একটু ঘুমাতে পারব।'

'অতটা আশা কোরো না,' বলল বেনন। 'এক্ষুণি রওনা হয়ে যাও। টুইন স্প্রিংসে গিয়ে চোখ-কান খোলা রাখবে। কি হয় বলা যায় না।'

একটা বাঁক নিয়ে চোখের আড়ালে চলে গেছে কেগল আর জারম্যান। তাদের ঘোড়ার খুরের শব্দও আর নেই। টিলা থেকে নেমে শহরের দিকে চলল ব্যাগলে। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল বেনন আর ক্লিন্ট, তারপর ওরাও টিলা থেকে নেমে এলো, কেগল আর জারম্যানকে অনুসরণ করতে শুরু করল। ঘোড়ার গায়ে বাড়তি যা কিছু ছিল সব বেঁধে নিয়েছে ওরা, যাতে কোন আওয়াজ না হয়। স্পারগুলো খুলে রেখে দিয়েছে স্যাডল ব্যাগে। স্যাডলে তেল মালিশ করেছে ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ কমানোর জন্যে। ঘোড়াগুলোর খুরে কাপড় পেঁচিয়ে নিয়েছে। রাতে অনেক দূর থেকে আওয়াজ পাওয়া যায়।

সতর্কতায় কোন ঢিল নেই বেননের। ওর সাবধানতা দেখে ক্লিন্টও সমান সজাগ হয়ে উঠেছে। সামনে কোথাও থামতে পারে কেগল আর জারম্যান। তাদের ফাঁদে পড়ার কোন ইচ্ছে নেই ওদের। কাজেই সাবধানে এগোচ্ছে ওরা। গতি খুব একটা দ্রুত নয়।

বার কিউয়ের ট্রেইল যেখানে মূল ট্রেইলের সঙ্গে মিশেছে সেখানে এসে আরও মনোযোগী হয়ে উঠল বেনন। এতক্ষণে বেশ খানিকটা এগিয়ে যাওয়ার কথা কেগল আর জারম্যানের। বার কিউয়ের ট্রেইলে উঠেছে তারা, ট্র্যাক গোপন করার কোনরকম চেষ্টা করেনি। লোকগুলো হয় ধরে নিয়েছে কেউ তাদের অনুসরণ করবে না, নয়তো তোয়াক্কা করছে না।

দীর্ঘ ক্যানিয়ন পার হয়ে খোলা জমিতে চলে এলো বেনন। ট্রেইল এখানে সরু একটা ধুলোময় দাগ। দু'পাশে হাঁটু সমান লম্বা ঘন তাজা ঘাস। ক্ষণিকের জন্যে কেগল আর জারম্যানকে একটা রিজের ওপর দেখতে পেল ওরা। ক্লিন্টকে শান্ত করার জন্যে কাঁধে একটা হাত রাখল বেনন। ফিসফিস করে বলল, 'এখন থেকে আরও অনেক হুঁশিয়ার হয়ে চলব আমরা। কেগল সাবধানী লোক। হাতটাও চালু। অসাবধান হলে হঠাৎ হয়তো দেখব ওর সিক্সগানের নলের দিকে চেয়ে আছি।'

'ওরাও দু'জন আমরাও দু'জন,' বলল গম্ভীর ক্লিন্ট। 'লড়তে আমার আপত্তি নেই। কেগলকে আমি নেব।'

বিরক্ত হলেও বিরক্তি প্রকাশ করল না বেনন। বলল, 'দরকার হলে আমি একাই কেগল আর জারম্যানের মুখোমুখি হতে পারব। আমার কথা সেটা নয়। আমি জানতে চাই ওরা কি করতে চাইছে। ওদের উদ্দেশ্যটা কি।'

অনিচ্ছুক চেহারায় বেননের কথা মেনে নিল ক্লিন্ট। বেননকে ঘোড়ার গতি নির্ধারণ করতে দিল। পেছনে পেছনে ঘোড়া চালাচ্ছে সে, চোখ সর্বক্ষণ বেননের ওপর। উত্তেজিত হয়ে আছে স্নায়ু। বিপদ দেখলেই অস্ত্র বের করবে।

সামনের রিজটার ওপরে উঠে ঘোড়া থেকে নামল বেনন। টিলার ওপাশটা ঢালু হয়ে অতি ধীরে মিশে গেছে সমতল জমির সঙ্গে। জমিতে প্রচুর ঘাস। চাঁদের আলোয় গরুর ছোট ছোট দল দেখা যাচ্ছে। প্রথম দলটাকে এখন পাশ কাটাচ্ছে কেগল আর জারম্যান। ওখানে একটু থামল তারা। আরও তিনজন লোক উদয় হলো অন্ধকার থেকে। কিছুক্ষণ কোন একটা বিষয়ে কথা হলো তাদের মাঝে। তারপর দল থেকে আলাদা হয়ে একজন এগোল বার কিউয়ের র‍্যাঞ্চ বিল্ডিঙের দিকে। অন্যরা আরও কিছুক্ষণ কথা বলল, তারপর ধীর গতিতে গরুগুলোকে পাশ কাটিয়ে উত্তর-পশ্চিমে চলল।

লোকগুলো অনেকদূরে চলে যাওয়ার পর জায়গা থেকে নড়ল বেনন। এখনও জানে উত্তর-পশ্চিমে কোথায় যাচ্ছে অশ্বারোহীরা। আন্দাজ করতে পারছে বার কিউয়ের দিকে যে-লোকটা গিয়েছে সে কেগল ছাড়া আর কেউ নয়।

'একটা ব্যাপার পরিষ্কার,' বলল বেনন।

'কি?'

'জারম্যান এখন আইনের পক্ষে কাজ করছে না।' স্যাডলে চাপল বেনন।

'বোকাও বুঝবে মুখ বন্ধ করার জন্যেই ডায়ারকে খুন করেছে মার্শাল।'

'ডায়ার মারা গেছে?'

'চলো, যেতে যেতে বলি।' ঢাল বেয়ে নামছে বেনন। পাশে চলেছে ক্লিন্ট। গভীর মনোযোগে বেননের কথা শুনছে। আস্তে আস্তে বুঝতে পারছে কঠোর এই লোকটা মাঝপথে থামার মানুষ নয়। একবার যখন জড়িয়ে গেছে, শেষ দেখে ছাড়বে। তাতে ওর কোন লাভ নেই, ভাবল ক্লিন্ট। শার্লির ভালবাসা পাবে না ও। কিন্তু শেষটা দেখে যেতে অসুবিধে কী? নাহয় চিরতরে চলে যাবার আগে একটু বেশি সময় রয়েই গেল প্রিয় এই অঞ্চলে!

গরুগুলোকে অনেক দূর দিয়ে পাশ কাটাল বেনন। কোন পাঞ্চার বা রাতের প্রহরীর মুখোমুখি হবার ইচ্ছে নেই ওর। গোলাগুলি হলে সচেতন হয়ে যাবে কেগল। তারচেয়ে গতি বাড়িয়ে নির্দিষ্ট সময়ে বেশি দূরত্ব অতিক্রম করা ভাল। ওর ঘোড়াটা সাবধানী, রাতেও জোরে ছুটতে অসুবিধে নেই, কোন গফারের গর্তে পড়ে পা মচকাবে না। ক্লিন্টের ঘোড়ারও একই গুণ থাকবে, মনে মনে আশা করছে ও।

মাঝে মাঝে গতি বাড়িয়ে, কখনও কখনও ঘুরপথে এগোলেও কেগলকে ঠিকই নজরে রাখল বেনন। একবার এত কাছে চলে গেল যে কেগলকে চিনতেও পারল চাঁদের আলোয়। কাছে চলে আসছে ডিলনের র‍্যাঞ্চ হাউজ। আর মাইল তিনেক, তারপরই ট্রেইল বাঁক নিয়ে ঢুকেছে ডিলনের র‍্যাঞ্চ হাউজের উঠানে। জমির ঢেউগুলো অতি সাবধানে পার হচ্ছে বেনন। উল্টোপাশে কি আছে আগে থেকে জানার কোন উপায় নেই।

আধঘণ্টা পর শেষ ঢেউটা পেরিয়ে এলো ওরা। এক পাশে লাল সিডারের জঙ্গল। সামনে দেখা যাচ্ছে ডিলনের র‍্যাঞ্চ হাউজ। কেগল বড়জোর এক মিনিটের পথ সামনে আছে দেখে নিজের দক্ষতায় খুশি হয়ে উঠল বেনন। জঙ্গলের সীমানায় ঘোড়া গ্রাউন্ড হিচ করে পায়ে হেঁটে সামনে বাড়ল এবার। বেননের পাশে নিঃশব্দে কিন্তু দ্রুত পায়ে হাঁটছে ক্লিন্ট।

'নিজে কিছু করতে যাবে না,' তরুণ র‍্যাঞ্চারকে বলল বেনন। 'যা করার আমি করব। দূর থেকে চোখে চোখে রাখতে চেষ্টা করবে কেগলকে। ও বার কিউ ছেড়ে বেরনোর পর আমরা পিছু নেব।'

আপত্তির ইচ্ছে থাকলেও মুখে কিছু বলল না ক্লিন্ট।

বিনা বাধায় করালের কাছে চলে আসতে পারল ওরা। এক মুঠো ঘাস ছিঁড়ে বাতাসের গতি দেখে নিল বেনন। করালের দিক থেকে ওদের দিকে বইছে বাতাস। এবার চলার গতি মন্থর হয়ে গেল। ঘোড়াগুলো অপরিচিত গন্ধ পাবে না, কিন্তু একটু আওয়াজ পেলেও হ্রেষাধ্বনি করে উঠবে। নিরাপদেই করাল ছাড়িয়ে র‍্যাঞ্চ হাউজের ছায়ায় চলে এলো বেনন আর ক্লিন্ট। সেখান থেকে বাঙ্ক হাউজের

কাছে। দরজা খোলা। পাশে দাঁড়িয়ে সাবধানে উঁকি দিল বেনন। মাত্র একজন আছে। ঘুমাচ্ছে। আর সব বাঙ্ক খালি।

ব্ল্যাক স্মিথের ঘরের কাছে চলে এলো ওরা। এখানে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে পড়তে হলো। স্টেবলে অস্থির ভাবে পা ঠুকছে একটা ঘোড়া। শক্ত করে ক্লিন্টের হাত ধরে থাকল বেনন, যাতে উঠানে পা না বাড়ায় ক্লিন্ট। বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল, ঘোড়ার পা ঠোকার শব্দে কেউ খোঁজ নিতে এলো না।

বারান্দার নিচে একটা হিচরেইলে কেগলের ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে আছে। বেনন আর ক্লিন্ট পা বাড়াতেই ঘাড় ফিরিয়ে ওদের দেখল জন্তুটা, কিন্তু ডেকে উঠল না।

ক্লিন্টকে এগোতে ইশারা করল বেনন। নিজে চলে এলো র‍্যাঞ্চ বিল্ডিঙের পেছনে। ওখানে একটা ছোট ঘর দেখে তার পেছনে অবস্থান নিল। ওটা পেইন্ট স্টোর। ঘর থেকে রঙের গন্ধ আসছে। একটু অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বেনন। কেগল আগে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিক, তারপর বাড়ির ভেতরে ঢুকবে ও।

দোতলার একটা জানালায় আলো জ্বলল। জানালার পাল্লায় ছায়া নড়ছে। চৌকো আলোটার দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে হাসল বেনন। কেগল চলে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। একটু পর আলোটা নিভে গেল।

একটা বন্ধ জানালা খোলায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল বেনন।

নিঃশব্দ পায়ে বারান্দায় উঠল ক্লিন্ট, জানালার কিনারায় উঁকি দিল।

ঘরের বাতিটা নিভিয়ে দিয়েই সিঁড়ি বেয়ে নিচতলায় নেমে এসেছে কেগল। ওর হাতে একটা লণ্ঠন। হলদেটে আলোয় ওকে দেখতে পেল ক্লিন্ট। লণ্ঠনের কাঁচের একটা দিক টিনের পাত দিয়ে ঢাকা, যেকারণে আলোটা শুধু সামনের দিকে যাচ্ছে। দেয়ালের পাশ থেকে একটা টেবিল সরাল কেগল। নামিয়ে ফেলল একটা অয়েল পেইন্টিং। পেছনে সিন্দুকের ডালা, দেয়ালের সঙ্গে মিশে আছে। টেবিলের ড্রয়ার ঘেঁটে একটা চাবি নিয়ে সিন্দুকটা খুলে ফেলল কেগল। টেবিলের ওপর লণ্ঠনটা রেখে সিন্দুকের যাবতীয় জিনিস টেবিলের ওপর রাখল। হাসল হলুদ দাঁত বের করে।

টেবিলের ওপর টাকার বান্ডিল রেখেছে কেগল। সেগুলোর মধ্যে দুটো বান্ডিলের গায়ে ইস্ট ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের লেবেল সাঁটা। মাথাটা ঝাঁঝাঁ করে উঠল ক্লিন্টের। বান্ডিল দুটো চিনতে পারছে ও। ওগুলো ওর টাকা, মিস্টার রাশল্যান্ডের কাছে রাখতে দিয়েছিল। গরু বেচে টাকাগুলো পেয়েছিল ক্লিন্ট। ক্রেতার কাছ থেকে নগদ না নিয়ে একটা চেক নেয় সে। সেই চেক ভাঙানো টাকা ওগুলো। ডিলনের শত্রুতার মাত্রা ক্লিন্টকে বিস্মিত করল। একই সঙ্গে এই ধারণাও হলো যে মিস্টার রাশল্যান্ড আর ক্লার্ক ক্রিসির মৃত্যুর জন্যে ডিলনই দায়ী। আর দু'দিন পর ডিলন বিয়ে করবে শার্লিকে!

অদম্য রাগে চোখে আঁধার দেখল ক্লিন্ট। কি করছে বুঝতে পারল না, তার

আগেই পৌঁছে গেল দরজার কাছে। এক ধাক্কায় দরজাটা খুলে ফেলল। নিজেও জানে না কখন সিক্সগান বেরিয়ে এসেছে ওর হাতে।

'খবরদার, কেগল!' চিৎকার করল ক্লিন্ট। কিন্তু কেগল অনেক দ্রুত এবং অভ্যস্ত।

বাঁকিয়ে রাখা পাকা বাঁশের কঞ্চি ছেড়ে দিলে যেমন ঝটকা দিয়ে সোজা হয়, তেমনি করে সটান দাঁড়িয়ে গেল কেগল, লণ্ঠনটা তুলে নিয়েই ছুঁড়ে দিল ক্লিন্টকে লক্ষ্য করে। পর মুহূর্তে লাফ দিয়ে সরে গেল। অস্ত্র বের করে গুলি করল সাবলীল ভঙ্গিতে।

কেগলের অবস্থান লক্ষ্য করে আন্দাজে গুলি করল ক্লিন্ট, তারপর প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেয়ে পিছিয়ে গেল কয়েক পা, পড়ে গেল মাটিতে। জ্ঞান হারাল। ওর অচেতন দেহের দুই ফুট দূরে মেঝেতে পড়ে ফেটে গেল লণ্ঠনের কাঁচ, কাঠের মেঝেতে তেল ছড়িয়ে পড়ল। আগুন জ্বলে উঠল দাউ দাউ করে।

টেবিলের ওপর থেকে টাকাগুলো তুলে নিয়ে তাড়াতাড়ি একটা স্যাডল ব্যাগে ভরে ফেলল কেগল, দৌড়ে বেরিয়ে এলো বাড়ি ছেড়ে।

বাঙ্ক হাউজ থেকে এক হাতে চোখ ডলতে ডলতে বেরিয়ে এসেছে কাউবয়, অন্য হাতে একটা সিক্সগান। র‍্যাঞ্চে সে ছাড়া আর কারও থাকার কথা নয়। কেগলকে দেখে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল কি হয়েছে।

'বাড়ির পেছনে যাও,' পাল্টা চেঁচাল কেগল। 'হামলা করেছে। পেছনে আছে! একজনকে আমি আহত করেছি।'

'আচ্ছা, কেগল!' ভারী শোনাল সদ্য ঘুম থেকে ওঠা কাউবয়ের গলা। দুপদাপ পা ফেলে র‍্যাঞ্চ হাউজের কোনা ঘুরে ছুটল সে।

দাঁত বের করে হাসল কেগল। ডাকাতির সঙ্গে ক্লিন্টকে সুন্দর ভাবে জড়ানো গেছে। জলদি করে ঘোড়ায় উঠে রওনা হয়ে গেল সে। একটু পরই খোলা প্রান্তরে চলে এলো। একবার পেছনে তাকাল। আগুন ধরে গেছে র‍্যাঞ্চ হাউজে। একটু পর করালেও লাগবে। বাতাস ছাড়লে বাঙ্ক হাউজটাও রক্ষা পাবে না। তাতে কি এলো গেল!

গুলির আওয়াজ পেয়েই বাড়ির সামনে যাওয়ার জন্যে দৌড়াতে শুরু করল বেনন। লোকটার সঙ্গে মুখোমুখি ধাক্কা খেল ও। পরস্পরকে জড়িয়ে ধরল। দূর থেকে দেখলে কেউ ভাববে দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধু কোলাকুলি করছে।

'কে তুমি!' কর্কশ স্বরে জানতে চাইল চমকিত কাউবয়।

'তাতে তোমার কী!' চড়াৎ করে এক চড় বসিয়ে দিল বেনন লোকটার গালে। কাউবয়ের সম্বিৎ ফেরার আগেই বের করে আনল সিক্সগান, ওটার নল দিয়ে মাঝারী একটা বাড়ি মেরে আবার কিছুক্ষণের জন্যে ঘুম পাড়িয়ে দিল ঘুম ভাঙা কাউবয়কে। লোকটাকে শুইয়ে দিয়ে দৌড়ে এগোল সামনে। বাড়ির কোনা ঘুরে আগুনের আভা দেখতে পেল। বারান্দায় লাফ দিয়ে উঠল ও, দরজা দিয়ে ভেতরে

ঢুকেই দেখতে পেল ক্লিন্টকে। আগুন প্রায় ছুঁয়ে ফেলেছে র‍্যাঞ্চারকে। দু'হাতে অচেতন দেহটা তুলে উঠানে চলে এলো বেনন। জ্ঞান ফিরছে ক্লিন্টের। ব্যথায় মুখটা কুঁচকে গেল। চোখ খুলল। ঠোঁট ফাঁক করে অস্ফুট স্বরে গোঙাতে শুরু করল।

ক্ষতটা পরীক্ষা করে দেখছে বেনন। কাঁধের মাংস নিয়ে বেরিয়ে গেছে গুলি, গুরুতর কিছু নয়। তবে রক্ত পড়ছে বেশ। বন্ধ করতে না পারলে একটু পরই কাহিল হয়ে পড়বে র‍্যাঞ্চার। রুমাল দিয়ে প্যাড বানিয়ে আপাতত রক্ত বন্ধ করার ব্যবস্থা করল বেনন। মুখে বলল, 'অবস্থা এরচেয়ে অনেক খারাপ হতে পারত।'

'ওকে ধরতে পেরেছ?' ফ্যাঁসফেঁসে গলায় জানতে চাইল ক্লিন্ট।

'না। ভেগেছে।'

'ডিলনের বারোটা বাজিয়ে দিয়ে গেছে ও,' বিড়বিড় করল ক্লিন্ট। 'ব্যাঙ্ক ডাকাতির টাকা চুরি তো করেইছে, র‍্যাঞ্চ হাউজটাও পোড়ানোর ব্যবস্থা করে দিয়ে গেছে। ডিলনের সিন্দুকে আমার টাকাও ছিল। দেখেছি আমি।'

'আমি জানতাম ডাকাতির সঙ্গে ডিলন জড়িত।' প্যাডের ওপর আরেকটা রুমাল দিয়ে ব্যান্ডেজ বাঁধা শেষ করল বেনন। 'কি মনে হয়, শরীরের এই অবস্থায় ঘোড়ায় চড়ে শহরে ফিরতে পারবে?'

'পারব।' উঠে বসল ক্লিন্ট। 'আমি দুঃখিত, তোমার নিষেধ না শুনে কেগলের ওপর চড়াও হতে গিয়েছিলাম। উচিত ছিল ও রওনা হবার পর পিছু নেয়া।'

'তাতে এখন আর কিছু আসে যায় না।' শ্রাগ করল বেনন। র‍্যাঞ্চ হাউজের দিকে পা বাড়িয়ে বলল, 'তুমি থাকো, আমি একজনকে নিয়ে আসছি। আশা করছি ওর কাছে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাব।'

ক্লিন্ট প্রমাণ করে দিল দুর্বল চিত্তের মানুষ নয় সে। চোখের কোণে বেনন দেখল স্টেবলের দিকে যাচ্ছে ক্লিন্ট। একটু পরই স্টেবলে আগুন লাগবে। আগুনের ভয়ে উত্তেজিত হয়ে উঠছে ঘোড়াগুলো। ওগুলোকে ছেড়ে দেয়া দরকার। সে-দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে ক্লিন্ট।

র‍্যাঞ্চ হাউজের পেছনে যেখানে শুইয়ে দিয়ে গিয়েছিল সেখানেই কাউবয়কে পেল বেনন। লোকটাকে কাঁধে করে উঠানে ফিরে এলো। মুখে হালকা কয়েকটা চড়চাপড় মারতেই তার চটকা ভাঙতে শুরু করল।

আগেই ভয় দেখিয়ে রাখলে কাজ আদায় করা সহজ হবে। সিক্সগানের নল লোকটার চোখের ওপর তাক করল বেনন। টের পেল ঘোড়াগুলোকে ছেড়ে দিয়ে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে ক্লিন্ট। চুপ করে অপেক্ষা করছে র‍্যাঞ্চার। চোখ খুলল লোকটা। প্রথমে কিছু বুঝতে পারল না। কিন্তু মাত্র দু'সেকেন্ডে ঘোলা দৃষ্টি স্বচ্ছ হয়ে গেল তার। আগুনের তাপে লালচে দেখাচ্ছে মুখ।

'একটা মিথ্যে বললেই স্রেফ শকুনের ভোজ হয়ে যাবে,' ভয়ঙ্কর চেহারা করে

হুমকি দিল বেনন। পিছিয়ে সরে দাঁড়াল। 'ওঠো!'

ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল কাউবয়। বেননকে নিঃসন্দেহে চিনতে পেরেছে। চোখ পিটপিট করে তাকাল। দৃষ্টিতে অনিশ্চয়তা। ক্লিন্ট আছে কি নেই সেটা বোধহয় জিজ্ঞেস করলে বলতে পারবে না। সমস্ত মনোযোগ বেননের ওপর।

'তোমার দু'চোখে আমি ভয় দেখতে পাচ্ছি না,' বলল বেনন। এ সেই ট্যাড়া কাউবয়। একটা চোখ বেননের ওপর থাকলেও আরেকটা চোখ তাকিয়ে আছে জ্বলন্ত স্টেবলের দিকে। গলা খাঁকারি দিল বেনন। 'নাম কি?'

'জিম হরিবল।'

'হরিবল?' হাসি চাপল বেনন। মুখটা আরও গম্ভীর হয়ে গেল। 'হরিবল কেন?'

'ছেলেবেলায় বন্ধুরা ডাকত। পরে নামের সঙ্গে জুড়ে নিয়েছি। শুনতে ভাল লাগে।'

'তো, হরিবল, বার কিউতে কোন মাইনারকে দেখেছ তুমি?'

'হ্যাঁ।' মাথার ফোলা জায়গাটায় হাত বোলাল ট্যাড়া জিম। ব্যথায় মুখ কুঁচকাল। 'কয়েক মাস আগে বুড়ো ডিন লেভার এসেছিল।'

'তারপর? সে কোথায়?'

'মারা গেছে। পাহাড় থেকে যখন আসে তখনই অসুস্থ ছিল।' পাইনের জঙ্গল দেখাল জিম। 'ওখানে ওকে কবর দেয়া হয়েছে।'

'তারপর?'

'তারপর কি?'

অগ্নিদৃষ্টিতে তাকাল বেনন। অস্ত্র নেড়ে নীরব হুমকি দিল। 'তার ঘোড়া নিয়ে শহরে কে গিয়েছিল?'

ইতস্তত করল জিম হরিবল। তারপর বেননের চোখের দিকে তাকিয়ে আত্মার পানি শুকিয়ে এলো ওর। বরফের মতো শীতল চোখে খুনির দৃষ্টি। ভয় পেয়েছে বোঝাতে মুখ কুঁচকে বিদঘুটে একটা চেহারা পাকাল। বেনন কটমট করে তাকাতেই তাড়াতাড়ি করে বলল, 'ডেভ কওসন। দুই সপ্তাহ দাড়ি কামায়নি, ব্যাটা নোংরা ভূত! তারপর একদিন ডিন লেভারের ঘোড়া নিয়ে শহরে গেল। ফিরে এসে দাড়ি কামিয়ে ফেলল। তারপর আর শহরে যায়নি, পাওনা বেতন বুঝে নিয়ে চলে গেছে।'

'ওকে সেই মাইনার বলে চিনতে পারবে শহরের কেউ?'

'না। ওয়ালনাটের কষ মেখে সোনালী দাড়ি কালো করে নিয়েছিল ও। কেউ যদি বলে মাইনারের চেহারার সঙ্গে মিল আছে তার, তাহলে দাড়ি রেখে দেখিয়ে দেবে তার দাড়ি সোনালী।'

'বাহ্, ভাল উপকার করছ তুমি। চালিয়ে যাও। আর মাত্র কয়েকটা প্রশ্ন। ঠিক

মতো যদি জবাব দাও তো মরবে না।...যেদিন রাশল্যান্ড আর ক্রিসি মারা গেল সেদিন শহরে গিয়েছিলে তুমি?'

'গত দু'মাসে আমি শহরে যাইনি, মিস্টার!' ভাঙা গলায় বলে উঠল জিম। তার ভয় হলো বেনন সন্দেহ করে গুলি করে দেবে। আবেদনের ভঙ্গিতে দু'হাত সামনে বাড়াল। 'র‍্যাঞ্চের কাজ করছি আমি। তিনজনের কাজ আমাকে দিয়ে একা করিয়ে নিচ্ছে ডিলন।'

ভাল মতো আগুন ধরেছে র‍্যাঞ্চ হাউজে। একতলা ছাড়িয়ে দোতলাকে জিভ দিয়ে চাটছে লেলিহান শিখা। স্টেবলের ছাদেও আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। দিনের মতো আলোকিত হয়ে আছে উঠান। আঁচ এসে লাগছে ওদের গায়ে। ঘামছে বেনন আর জিম হরিবল। ক্লিন্ট কিছুটা দূরে গিয়ে মাটিতে বসে আছে।

'যেদিন ব্যাঙ্ক ডাকাতি হলো সেদিন কতজন ছিল র‍্যাঞ্চে?'

ভ্রূ কুঁচকে ভাবল জিম। উত্তর সোজাসুজি দেয়াই ভাল। ডিলন তাকে কিছু করতে পারবে না। এখানে যা হচ্ছে আর এখানে থাকা চলে না। ডিলন তাকে খুঁজে পেলে তো! লোকটা ওকে দিয়ে চোরাই গরু ব্র্যান্ড করিয়েছে, তিনজনের কাজ ওর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে, এরপর এমন কিছু করতে বলবে যে শেষ পর্যন্ত ফাঁসিতে চড়তে হবে। না, সোজাসুজি বলে দেয়াই ভাল। 'গানম্যানদের একজনও ছিল না ব্যাঙ্ক ডাকাতির দিন। পরদিন লাশ যখন পাওয়া গেল তখন অবশ্য সবাই এখানে ছিল।'

আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে হাসল বেনন, হোলস্টারে পুরে রাখল সিক্সগান। ফোঁশ করে জিমকে স্বস্তির শ্বাস ফেলতে দেখে বলল, 'শহরে যদি যেতে চাও, আমাদের সঙ্গে যেতে পারো। আমার বন্ধুর কাছে শুনেছি তোমার হাতের কাজ ভাল। ক্লিন্টের ওখানে ভাল বেতনে চাকরি পাবে।'

'ডিলন মেরে ফেলবে আমাকে।'

'ডিলন নিজেই মরবে,' গম্ভীর হয়ে গেল বেননের চেহারা। 'তোমাকে আমাদের দরকার। তুমি সাক্ষ্য দিতে পারবে। ভয়ের কিছু নেই, লক্ষ রাখা হবে যাতে কেউ তোমার ক্ষতি করতে না পারে।' একটু থামল ও, তারপর বলল, 'অবশ্য তার দরকার হবে বলে মনে হয় না। ডিলন এখন নিজেকে বাঁচাতেই ব্যস্ত হয়ে থাকবে।'

জ্বলন্ত র‍্যাঞ্চ হাউজটা দেখল জিম হরিবল। এই প্রথম হাসল। আস্তে করে মাথা দোলাল। বলল, 'ঠিক আছে, তোমাদের সঙ্গে যাব আমি।'

দশ

টুইন স্প্রিংসের স্টেবলে ঘোড়াটা রেখে ক্যাসিনো সেলুনের কাছে চলে এলো ব্যাগলে। গাঢ় ছায়া দেখে দাঁড়াল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বিরক্ত হয়ে উঠল। উঁকি

দিল ক্যাসিনোর ব্যাট উইং ডোরের সামনে দাঁড়িয়ে।

ওর কপালটা ভাল। ডিলনকে দেখতে পেল ও। পাঞ্চারদের সঙ্গে কথা সেরে ভেতর-দরজার দিকে পা বাড়িয়েছে ডিলন। ওদিকে ক্যাসিনো সেলুনের হোটেল সেকশন।

সরে এলো ব্যাগলে, রাস্তার উল্টোদিকে ছায়ায় গিয়ে দাঁড়াল। আধঘণ্টা পেরিয়ে গেল অতি ধীরে। এরমধ্যে বেশ কয়েকজন পাঞ্চার সেলুনে ঢুকেছে এবং বের হয়েছে, কিন্তু ডিলনের কোন দেখা নেই। নরম বিছানায় গরম কম্বল মুড়ি দিয়ে আরামের ঘুম ঘুমাচ্ছে ডিলন, ভাবল ব্যাগলে। হঠাৎ করে মনে হলো অনেকদিন ভাল ঘুম হচ্ছে না ওর। একটু ঘুমিয়ে নিলে বেনন নিশ্চয়ই রাগ করবে না? বেনন তো আর চাইবে না ঘুমের অভাবে পাগল হয়ে যাক ও!

কাজেই সেথ হারবেনের হোটেলে একটা কামরা নিয়ে ঘুমিয়ে পড়তে পনেরো মিনিটের বেশি সময় নিল না ব্যাগলে।

পরদিন ভোরে ঘুম ভাঙল ওর। মনের মধ্যে একটা অপরাধ বোধ কুরকুর করতে লাগল। তাড়াতাড়ি নাস্তা সেরে নিয়ে হারবেনের দরজার পাশে হেলান দিয়ে দাঁড়াল ও। সামনেই সদর রাস্তা। তেমন ভাবে লোক চলাচল শুরু হয়নি এখনও। এই মাত্র ছেড়ে গেল রলিন্সের স্টেজকোচ। রাস্তার বাঁক ঘুরল ভারী একটা স্কুনার*, হার্ডওয়্যার স্টোরের সামনে থামল। নেমে এলো ড্রাইভার, দমাদম পেটাচ্ছে দোকানের বন্ধ দরজা। একটু পর দোকানের দরজা খুলে গেল। চোখ কচলাতে কচলাতে বউনিতে ব্যস্ত হয়ে গেল দোকানদার। ক্যাসিনো সেলুন থেকে টলতে টলতে বেরিয়ে এলো কয়েকজন পাঞ্চার। হিচরেইল থেকে ঘোড়ার দড়ি খুলল তারা, ধীর গতিতে চলল রলিন্সের পথে। পাঞ্চারদের চেহারা দেখে ব্যাগলে বুঝল, রলিন্সের পথে অর্ধেক যাওয়ার আগে নেশা কাটবে না লোকগুলোর। বেশ কয়েকজন ঢুকল চাইনিজ চপ হাউজে। পশ্চিমের শহরে সকালবেলায় এগুলো স্বাভাবিক দৃশ্য। আয়েস করে দরজার পাল্লায় ঠেস দিয়ে দাঁড়াল ব্যাগলে, একটা সিগারেট ধরাল।

একটু পর সেথ হারবেন এলো। ব্যাগলের সঙ্গে আলাপ জমানোর চেষ্টা করে খানিক পর ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেল। ব্যাগলের মনে শান্তি নেই। কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। বারবার বেননের চেহারা চোখে ভাসছে। সহজ একটা দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছিল বেনন। ব্যর্থ হতে হলে খুবই লজ্জার কথা।

আরও দু'ঘণ্টা পর ব্যাগলের মনের মেঘ কাটল। আফসোস হলো হারবেনের সঙ্গে জমিয়ে আড্ডা মারেনি বলে। ওই তো দেখা যাচ্ছে ডিলনকে! ক্যাসিনো সেলুনের দরজা ঠেলে এই মাত্র বোর্ডওয়াকে এসে দাঁড়িয়েছে লোকটা। ধীরেসুস্থে একটা সিগার ধরাল।

* একজাতের ওয়্যাগন। নদী পারাপারের সময় চাকা খুলে নৌকোর মত ব্যবহার করা যায়।

দরজার কিছুটা ভেতরে সরে এলো ব্যাগলে। এখন ডিলন ওকে দেখতে পাবে না, কিন্তু ও ঠিকই ডিলনকে দেখতে পারবে।

ভাল জায়গা বেছেছে ব্যাগলে। জরুরী কিছু ওর নজর এড়াচ্ছে না। উল্টোপাশের বোর্ডওয়াক ধরে হেঁটে আসছে শার্লি রাশল্যান্ড। ডিলনকে দেখে চলার গতি একটু কমে গেল। ক্ষণিকের জন্যে চেহারায় ছায়া ফেলল অপছন্দের ছাপ। পাশের একটা দোকানে চট করে ঢুকে গেল মেয়েটা। কয়েক মিনিট অপেক্ষা করল ডিলন, তারপর রাস্তা পার হয়ে সে-ও দোকানে ঢুকল। একটু পরই বেরিয়ে এলো শার্লি। তার পাশে আঠার মতো লেগে আছে ডিলন। এক হাতে মেয়েটার কাঁধ জড়িয়ে ধরেছে। শার্লির আচরণে একটা আড়ষ্ট ভাব আছে, নজর এড়াল না ব্যাগলের। তবে অনুভূতি গোপন করতে চেষ্টা করছে মেয়েটা।

সিগারেটে কষে টান দিল ব্যাগলে। মনটা হঠাৎ করেই খুব ভাল হয়ে গেল। একটা ব্যাপারে ক্লিন্ট ভুল করেছে। এই মেয়ে ডিলনের প্রেমে পড়েনি। ক্লিন্টকে যদি ফিরিয়ে দিয়ে থাকে তাহলে তার অন্য কোন কারণ আছে।

ক্যাসিনো থেকে বেরিয়ে এসেছে একজন কাউবয়। তাকে উদ্দেশ্য করে হাঁক ছাড়ল ডিলন, 'কেগলকে বলো সবাইকে নিয়ে বার কিউতে যাবার জন্যে যেন তৈরি হয়ে যায়।'

দরজার পাশে দাঁড়িয়ে উঁকি দিল ব্যাগলে। দেখল হতাশ ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাচ্ছে কাউবয়। বলল, 'রাতে ক্যাসিনোয় ফেরেনি কেগল।'

পুরো একমিনিট পাঞ্চারের দিকে তাকিয়ে থাকল ডিলন, তারপর শার্লিকে বিড়বিড় করে কি যেন বলল। দেরি না করে লাফ দিয়ে রাস্তায় নেমে এলো বোর্ডওয়াক থেকে। গলা চড়িয়ে নির্দেশ দিল, 'মাঙ্গো, সবাইকে স্যাডলে উঠতে বলো। আমরা এক্ষুণি শহর ছাড়ব।'

ক্যাসিনো সেলুনে ঢুকে গেল পাঞ্চার। ডিলন চলল জেলখানার দিকে। তড়িঘড়ি করে রাস্তা পার হলো শার্লি, তারপর তালা খুলে ব্যাঙ্কে ঢুকে পড়ল।

ডিলন জেলখানায় ঢোকার পর হারবেনের হোটেল থেকে বেরিয়ে প্রায় দৌড়ে ব্যাঙ্কে চলে এলো ব্যাগলে। ওর কপাল ভাল ডিলনের কোন লোকের চোখে পড়ল না। দরজা সামান্য ফাঁক করে ভেতরে ঢুকল ব্যাগলে, পেছন ফিরে বল্টু আটকে দিল।

মিস শার্লি রাশল্যান্ড মাত্র ডেস্কের পেছনে বসেছে এমন সময়ে ব্যাগলেকে চোরের মতো আচরণ করতে দেখল ও। ঠোঁটের ওপর একটা আঙুল তুলে আওয়াজ করতে নিষেধ করছে ব্যাগলে। একটা জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। ওর পিঠের দিকে অনিশ্চিত ভঙ্গিতে তাকাল শার্লি, তারপর কৌতূহলী হয়ে পাশে গিয়ে দাঁড়াল। দেখল ডিলন সামনের বোর্ডওয়াক দিয়ে ঝড়ের গতিতে ব্যাঙ্কটাকে পাশ কাটাচ্ছে। আঁধার হয়ে আছে চেহারা। র‍্যাঞ্চার পার হয়ে যাবার পর হাসল

ব্যাগলে, চলে এলো অফিসের মাঝখানে।

'ব্যাপারটা কি!' একহাতে সোনালী চুলের খোঁপা ঠিক করতে করতে জিজ্ঞেস করল শার্লি। ব্যাগলের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে সে।

শার্লির ডেস্কের এক কোনায় বসল ব্যাগলে। কোমল দৃষ্টিতে মেয়েটাকে দেখল। সহজ গলায় বলল, 'আগে আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দাও।' শার্লির বড় বড় নীল চোখ দুটো ব্যাগলের মুখে স্থির। মাথা দোলাল মেয়েটা। শুনতে চায় ব্যাগলের কথা। 'ক্লিন্ট যদি তার র‍্যাঞ্চ ফিরে পায় তাহলে ডিলনকে বিয়ে করবে তুমি? ধরো ক্লিন্টকে আর কেউ বিরক্ত করবে না। তাহলে?'

বিস্মিত হলো শার্লি, ব্যক্তিগত প্রশ্ন করায় বিরক্তও হলো। মুখে লাল ছোপ পড়ল। রাগ লাগছে। কিন্তু ব্যাগলের চেহারা অত্যন্ত আন্তরিক। শেষ পর্যন্ত মৃদু গলায় বলল শার্লি, 'ডিলনকে বিয়ে করতে বাধ্য হচ্ছি আমি।'

'আমিও তাই ভেবেছিলাম,' নরম সুরে বলল ব্যাগলে। 'এখানে থাকলে যদি ডিলনকে মেরে ফেলতে বাধ্য হয় সেজন্যে ক্লিন্ট চলে যাবে ঠিক করেছে। ওর মনে হয়েছে ডিলনকে ভালবেসে বিয়ে করছ তুমি।'

চোখ নামিয়ে নিল শার্লি। ফিসফিস করে বলল, 'ও ভাবুক আমি ডিলনকে ভালবাসি। ওকে সত্যি কথাটা জানিয়ো না। দূরে কোথাও চলে গেলে প্রাণে তো বাঁচবে।'

মেয়েটাকে গভীর মনোযোগে লক্ষ করল ব্যাগলে। এই তাহলে ব্যাপার! নিজের জীবনটাকে বিষিয়ে তুলবে শার্লি, তিলে তিলে সহ্য করবে আত্মবঞ্চনা, তবু ভালবাসার মানুষের ক্ষতি হতে দেবে না? হঠাৎ করে মেয়েদের প্রতি ওর সমস্ত জমাট ক্ষোভ দূর হয়ে গেল। মনে হলো ওর বউ আসলে মানুষ হিসেবে ওর চেয়ে অনেক ভাল। বাচ্চাগুলো যদিও অমানুষ, তবু···

শার্লির দিকে তাকাল ব্যাগলে। বলল, 'জারম্যান আর কেগল রাসলিং করে একটা উপত্যকায় গরু জড় করেছে। হাজারখানেক হবে। আজকে ওখানে যাচ্ছে ওরা গরু সরিয়ে নিয়ে বেচে দেবে বলে। ওদের পিছু নিয়েছে ক্লিন্ট আর বেনন। ক্লিন্ট বেননের সঙ্গে যাচ্ছে কারণ বেনন ওর সাহায্য চেয়েছে। কাজ শেষে চলে যাবে ও নিজের পথে।' থামল ব্যাগলে। বাইরে অনেকগুলো ছুটন্ত ঘোড়ার আওয়াজ। সদলবলে শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছে ডিলন। বেশ তাড়া আছে তার। দ্রুত ছুটছে ঘোড়াগুলো। 'ওই যে ডিলন গেল,' আওয়াজ দূরে চলে যেতে বলল ব্যাগলে। 'কেগলের পিছু নেয়ার নিজস্ব কারণ আছে ডিলনের।' ভ্রূ কুঁচকে গেল ওর। 'বেনন আর ক্লিন্ট দুটো দলের মাঝখানে পড়ে যাবে।'

কথাটা শুনে মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল শার্লির। কল্পনায় দেখতে পেল দুই দলের গোলাগুলির মাঝখানে পড়ে গেছে ক্লিন্ট। আহত হয়েছে। মারা যাচ্ছে। কেউ নেই ওকে সাহায্য করার। ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল শার্লি।

'আমার মনে হয় প্রথম সুযোগেই তোমার উচিত ক্লিন্টকে মনের কথাটা জানানো। তাতে আর কিছু না হোক, দুটো জীবন হয়তো নষ্ট হওয়া থেকে বাঁচবে। ডিলনের মুখোমুখি দাঁড়াক না ক্লিন্ট। যদি মরেও যায় আফসোস থাকবে না ওর। জেনে যেতে পারবে ওকে ভালবাসার মানুষ আছে। এখন ক্লিন্ট যদি চলে যায়, বাকি জীবন নিজের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াবে ও।'

চুপ করে ভাবছে শার্লি। জানালার কাছে গিয়ে বাইরে তাকাল ব্যাগলে। ডিলনের লোকরা কেউ শহরে নেই বলে মনে হচ্ছে। দরজার দিকে পা বাড়াল ও।

'কোথায় যাচ্ছ?' জিজ্ঞেস করল মেয়েটা।

'ডিলনের পিছু নেব,' দরজার বল্টু খুলতে খুলতে বলল ব্যাগলে।

এগিয়ে এলো শার্লি। চেহারায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। 'আমিও তোমার সঙ্গে যাব।'

'এসো,' এক মুহূর্ত ইতস্তত করে বলল ব্যাগলে। বুঝতে পেরেছে মেয়েটাকে মানা করলেও শুনবে না। যেতে চাইছে চলুক না। ওর মন বলছে শার্লির কোন ক্ষতি হবে না। দরজা খুলে একপাশে সরে শার্লিকে বেরোবার পথ করে দিল ব্যাগলে।

একটু পরই শহর ছাড়ল ওরা।

আহত ক্লিন্ট আর চোখ ট্যাড়া হরিবলকে নিয়ে বিধ্বস্ত বার কিউ হেডকোয়ার্টার ছাড়ল বেনন। একটু পরই পুবাকাশে উঁকি দিল সূর্য। কুয়াশার পর্দা ছিঁড়ে নিজেকে জাহির করতে আরও অনেক সময় নেবে ওটা।

স্যাডল পমেল খামচে ধরে ঘোড়ার পিঠে কোন রকমে টিকে আছে ক্লিন্ট। বেনন ব্যান্ডেজ বেঁধে দেয়ার পরও রক্তক্ষরণ বন্ধ হতে বেশ সময় লেগেছে তার। রক্তশূন্য ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে চেহারা। মুখটা কুঁচকে আছে ব্যথায়। চোখে ঝাপসা দেখছে। জিম হরিবলও মুখ বিকৃত করে রেখেছে। মাথার ফোলাটা টিশ-টিশ করছে তার।

ক্লিন্টকে নজরে রেখেছে বেনন। মাঝে মাঝেই পাশে চলে আসছে। নীরব সাহচার্যে মনোবল বাড়িয়ে দিতে চাইছে। ভদ্রতা করে হাসছে ক্লিন্ট।

পুরোপুরি সেরে উঠতে সময় লাগবে ক্লিন্টের। ব্যথা না পেয়ে ঘোড়ায় চড়তে লেগে যাবে মাস খানেকের বেশি। ঘোড়ার গতি কমিয়ে রেখেছে বেনন। অধৈর্য হয়ে উঠছে মনে মনে। কেগলের পিছু ধাওয়া করার বদলে ক্লিন্টকে শহরে পৌঁছে দেয়াই ওর প্রধান দায়িত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতি মুহূর্তে দূরে চলে যাচ্ছে কেগল। নিজেকে সান্ত্বনা দিল, শেষ পর্যন্ত দেখা কেগলের সঙ্গে হবেই।

দীর্ঘ ক্যানিয়ন পার হয়ে শহরের ট্রেইলে পড়ল ওরা। খাড়া একটা ড্রয়ের ওপর উঠতেই দেখতে পেল মাইল খানেক দূরে নিচু জমিতে ধুলোর ঝড় তুলে বার কিউয়ের দিকে আসছে একদল অশ্বারোহী। চট করে ক্লিন্টের ঘোড়ার রাশ ধরে দাঁড় করিয়ে ফেলল বেনন, পিছিয়ে এলো, চড়া গলায় জিমকে নির্দেশ দিল পিছু নেয়ার। ট্রেইলের ধারে লুকোনোর অনেক জায়গা আছে। একধারে একটু উঁচু

জমিতে জন্মেছে এক ঝাড় জুনিপার গাছ। গাছের জটলার পেছনে আশ্রয় নিল ওরা।

একটু পরেই কানে এলো ঘোড়ার খুরের শব্দ। প্রায় বিশজন রাইডার ঝড়ের বেগে ছুটে এলো। ডালপালার ফাঁকফোকর দিয়ে দেখল বেনন, ট্রেইল ধরে সবার আগে ছুটছে ডিলন। সামনের ট্রেইলে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রেখেছে। শরীরটা টানটান। মুখে দৃঢ় সিদ্ধান্তের ছাপ।

ধুলোর আড়ালে পড়ে গেল অশ্বারোহী দল। ক্যানিয়নে ঢুকে যাওয়ায় তাদের আর দেখা গেল না। দূরে চলে যাচ্ছে খুরের শব্দ। ক্যানিয়নের দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। একটু পরই আর কোন আওয়াজ থাকল না। হাসল বেনন। কল্পনায় দেখতে পেল পোড়া র‍্যাঞ্চ হাউজ দেখে ডিলনের চেহারাটা কেমন হবে। ক্লিন্ট আর জিম হরিবলকে নিয়ে বেরিয়ে এলো ও গাছের পেছন থেকে, লম্বা ড্র ধরে শহরের দিকে চলল।

সূর্যের তাপ বেড়ে গেছে। স্যাডলে কুঁজো হয়ে বসে আছে ক্লিন্ট, দু'চোখ বন্ধ। ব্যথা আরও বাড়ছে। বেননের সন্দেহ হলো ক্লিন্ট শহর পর্যন্ত টিকবে না। ভাবল জিমকে ডাক্তার আর ওয়্যাগনের জন্যে শহরে পাঠাবে কিনা। কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারল না। ডিলনের কোন লোক যদি শহরে থাকে তাহলে বেফাঁস কথা বলে বিপদে পড়তে পারে জিম। ওদের জন্যেও বিপদ হয়ে দেখা দিতে পারে। সামনে একটা বাঁক। বাঁকটা ঘুরতেই শিসের আওয়াজ পেল ও। সুরটা ব্যাগলের প্রিয়। চারপাশে তাকাল বিস্মিত বেনন। ট্রেইলের পাশে একটা টিলার কাঁধে ব্যাগলেকে দেখতে পেল। ওর মনে হলো ঈশ্বর প্রেরিত হয়ে এখানে এসেছে ব্যাগলে। ব্যাগলের পেছনে আরেকটা ঘোড়ায় কে যেন আসছে। ওর বিস্ময় আরও বাড়ল শার্লি রাশল্যান্ডকে চিনতে পেরে।

ব্যাগলেও বেননের দলটাকে দেখতে পেয়েছে। ঘোড়া থামিয়ে ফেলল সে। তারপর দ্রুত বেগে টিলা থেকে নেমে বেননের সামনে এসে থামল। দু'একটা কথা হলো ওদের মাঝে। ইতিমধ্যে ক্লিন্টের পাশে চলে এসেছে শার্লি। বেনন আর ব্যাগলে লক্ষ করল, গভীর মমতা নিয়ে ক্লিন্টের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে শার্লি, মুখ দেখে বোঝার চেষ্টা করছে আঘাতটা কতখানি গুরুতর।

'ক্লিন্ট! ক্লিন্ট!' অস্থির চেহারায় বিড়বিড় করল শার্লি। 'গুলি লেগেছে? কষ্ট হচ্ছে খুব?'

চোখ খুলল ক্লিন্ট। হাসার চেষ্টা করল। 'কষ্ট? হচ্ছে সামান্য। ডাক্তার দেখালেই ঠিক হয়ে যাবে।'

চোখে নীরব কাকুতি নিয়ে বেননের দিকে তাকাল আতঙ্কিত শার্লি।

'শহরে গিয়ে ডাক্তার দেখালেই ঠিক হয়ে যাবে,' ক্লিন্টের কথাই পুনরাবৃত্তি করল বেনন। 'ওকে সেথ হারবেনের হোটেলে বিশ্রামে থাকতে হবে কয়েকদিন, ব্যস।' শেষ কথাটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে বলেছে বেনন। শার্লি ফুঁসে ওঠায় নির্মল

হাসল বেনন।

'কী! সেথ হারবেনের ওই জঘন্য হোটেলে থাকবে ক্লিন্ট? ওখানে তো ওর কোন যত্নই হবে না! ওকে আমি বাসায় নিয়ে যাব। তাতে এটুকু অন্তত নিশ্চিত হওয়া যাবে যে কেউ ওর সেবা শুশ্রূষা করছে।'

ব্যথায় ভোঁতা হয়ে আছে ক্লিন্টের বুদ্ধি, একটু দেরিতে হলেও শার্লির কথার মানে বুঝতে পারল। একচিলতে তৃপ্তির হাসি দেখা দিল ওর ঠোঁটে। স্যাডল পমেলটা আরও জোরে চেপে ধরল। মনে হলো জ্ঞান হারাবে ও যেকোন সময়ে, তবুও বুকের মাঝে অনুভব করল আশ্চর্য প্রশান্তি।

শার্লির দিকে তাকিয়ে বলল বেনন, 'তাহলে শহরে ফিরে যাও তোমরা। এদিকে আমাদের কাজ পড়ে আছে তাই সঙ্গে যাচ্ছি না।' চিন্তিত চেহারায় জিম হরিবলকে দেখল ও। লোকটাকে আগের চেয়ে সুস্থ দেখাচ্ছে। বলল, 'ট্রিপল বারে যদি সত্যি কাজ করতে চাও তো এখন থেকেই শুরু করে দিতে পারো। শহরে গিয়ে ডাক্তারকে একটা খবর দাও, বলো ওয়্যাগন নিয়ে আসতে। ক্লিন্ট যদি শহরে পৌঁছুনোর আগে জ্ঞান হারায় তাহলে ওয়্যাগনটা কাজে আসবে।'

'এক্ষুণি যাচ্ছি আমি।' দেরি না করে ঘোড়া নিয়ে এগিয়ে গেল লোকটা শহরের ট্রেইলে।

কৃতজ্ঞ চোখে বেনন আর ব্যাগলেকে দেখল শার্লি। তারপর ক্লিন্টের ঘোড়ার রাশ ধরে জিম হরিবলের পেছনে এগোল।

পেছন থেকে ব্যাগলে বলল, 'দুশ্চিন্তা কোরো না, ম্যাম। আমরা যদি বেঁচে থাকি তাহলে কোন বিপদ ছুঁতে পারবে না তোমাদের।'

'অনেক ধন্যবাদ তোমাদের,' গ্রীবা ফেরাল শার্লি। দু'চোখে পানি টলটল করছে ওর। বলল, 'সাবধানে থেকো তোমরা।'

'থাকব,' কথা দিল ব্যাগলে। বেনন আর ব্যাগলে তাকিয়ে থাকল, একটু পরেই একটা বাঁক ঘুরে চোখের আড়ালে চলে গেল মেয়েটা।

'শহর পর্যন্ত টিকতে পারবে ক্লিন্ট?'

'পারবে।' একটা সিগার ধরাল বেনন। ব্যাগলেকে পকেট হাতড়াতে দেখে ম্যাচটা বাড়িয়ে দিল। 'তবে শক্তি বলতে শরীরে কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। আঘাতটা কাঁধে, মারা যাবার মতো নয়। কিন্তু অনেক রক্ত হারিয়েছে বেচারা।'

'একটা সমস্যার সমাধান হলো,' সিগারেট ধরিয়ে বলল ব্যাগলে। 'মেয়েটাকে কে পাবে সেটা স্থির হয়ে গেল।'

মাথা দুলিয়ে সায় দিল বেনন। ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে নিতে নিতে বলল, 'তা হয়েছে। এবার চলো নিজেদের কাজে যাই। ট্রেইলের শেষে কি আছে জানতে জীবন দিতেও আপত্তি নেই আমার।'

'আমারও নেই।' বেননের পাশে পাশে ঘোড়া ছোটাল ব্যাগলে।

যেতে যেতে বেনন ওকে বলল রাতে কেগলের পিছু নিয়ে বার কিউতে যাওয়ার পর কি ঘটেছে।

'আমরা যা ভেবেছিলাম তাই,' সব শুনে মন্তব্য করল ব্যাগলে।

'কিন্তু একটা ব্যাপার এখনও পরিষ্কার নয়,' বলল বেনন। 'ট্রিপল বার দখল করার জন্যে ডিলন এত ব্যগ্র হয়ে উঠেছে কেন?'

কাঁধ ঝাঁকাল ব্যাগলে। 'কে জানে কেন! তবে ডিলনের খেল্ খতম। ব্যাঙ্কার আর ক্রিসির খুনের দায়ে ফাঁসিতে ঝুলতে হবে ওকে।'

'বেড়ালের গলায় ঘণ্টি বাঁধবে কে? ডিলন গানম্যানের দল সঙ্গে নিয়ে ঘুরছে।'

জবাব দিল না ব্যাগলে। বেননও নিজে থেকে কিছু বলল না। দু'জন ওরা দু'জনকে চেনে। প্রয়োজনে সমস্ত বিপদ উপেক্ষা করে ডিলনকে আক্রমণ করার সাহস আছে ওদের। ওরা জানে একটু ভুল হলেই মারা পড়তে হবে বেঘোরে, কিন্তু সেজন্যে ওরা ভীত নয়। ট্রেইলে এগিয়ে যাচ্ছে ওরা, ভঙ্গি দেখে মনে হতে পারে ট্রেইলের শেষে ওদের জন্যে অপেক্ষা করছে পিকনিক পার্টি। ওরা বিশেষ অতিথি। ওরা না গেলে খাওয়াদাওয়া আরম্ভ হবে না।

ক্যানিয়নে ঢুকে সূর্যের আলোর হাত থেকে বাঁচল ওরা। কিন্তু একটু পরেই ক্যানিয়ন বাঁক নিয়ে সরু হয়ে গেল, দু'পাশের পাথর সূর্যের আলো পড়ে উত্তপ্ত হয়ে আছে, ভাপ ছাড়ছে রীতিমতো। ওদের মনে হলো খোলা জায়গায় সূর্যের তাপেই ওরা ভাল ছিল। খোলা জায়গায় অন্তত বাতাস আছে। মাঝে মাঝে বাতাস বইলে তাপ কমে যায় কিছুক্ষণের জন্যে।

ক্যানিয়ন থেকে বেরিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমে চলল ওরা। রাতে ওদিকে গেছে কেগলের সঙ্গীরা। পরে কেগলও গেছে। ওদিকের একটা উপত্যকায় আছে চোরাই গরুগুলো। পোড়া র‍্যাঞ্চ হাউজ আর ফাঁকা সিন্দুক দেখে ডিলনও ওদিকেই যাবে।

সামনে মাথা তুলেছে একসারি নিচু টিলা, ওগুলো পার হয়ে কিছুদূর পর্যন্ত ঘাসে ছাওয়া জমি, তারপর নীল টলটলে জলের নদী। অগভীর একটা শাখা নদী আছে ওখানে। ওটাও ট্রিপল বারের ভেতর দিয়েই বয়ে যাচ্ছে। জল তাতে অল্পই। ট্রিপল বারের অনেক গভীরে ঢুকেছে শাখা নদীটা, তারপর বয়ে গেছে উত্তর-পুব দিকের টিলাসারির দিকে। ওদিকের টিলাগুলো টুইন স্প্রিংসের গায়ের ওপর ঝুঁকে আছে।

বার কিউয়ের পানির অভাব নেই। চমৎকার তাজা ঘাসে ভরা অফুরন্ত জমি। আপন মনে মাথা নাড়ল ব্যাগলে। পানির অভাবে ট্রিপল বার দখল করতে চাইছে না ডিলন, বোধহয় অতি লোভ। পুরো এলাকার অধিকার চায়।

এখন যেদিকে যাচ্ছে বেনন আর ব্যাগলে, তাতে দুর্গম সেই উপত্যকায় পৌঁছোতে দিক বদল করতে হবে না। ডিলন বার কিউয়ের দিকে গেছে। ওখান

থেকে কেগলের ট্র্যাক ধরে উপত্যকায় পৌঁছে যাবে সে ঠিকই। তার আগেই ওখানে পৌঁছুতে চাইছে বেনন।

নদীর পাড়ে থামল ওরা, ঘোড়াগুলোকে তৃষ্ণা মেটাতে দিল। শহর ছাড়ার আগে শার্লি কিছু খাবার সঙ্গে নিয়েছিল, সেগুলো ভাগ করে খেল। ঘোড়াগুলো ততক্ষণ তাজা ঘাসে মুখ ডুবিয়ে রাখল। এটুকু দেরি কোন সমস্যা করবে না। ডিলন যত তাড়াহুড়োই করুক, অন্তত দেড় ঘণ্টার পথ এগিয়ে আছে বেনন।

খাওয়া সেরে আধঘণ্টা বিশ্রাম নিল ওরা, শুয়ে থাকল নদীর পাড়ে। তৈরি হয়ে নিল। তারপর এগোল আবার। এখন দু'জনের দেহে ক্লান্তির লেশমাত্র নেই।

এগারো

'একেবারেই অসতর্ক,' বলল ব্যাগলে। জমিতে অসংখ্য ট্র্যাক, সেগুলো দেখাচ্ছে ও। উপত্যকার দিকে যাওয়ার সময় গতির দিকে খেয়াল রাখলেও ট্র্যাক গোপন করার দিকে মনোযোগ ছিল না অশ্বারোহীদের।

'মনে হচ্ছে ডিলনকে ডাকছে কেগল,' সায় দিল বেনন। 'এত আত্মবিশ্বাস থাকা ঠিক নয়।'

ঘোড়ার গতি কমিয়ে ফেলল ওরা। দু'জনের মাথায় একই চিন্তা ঢুকেছে। কেগল যদি ডিলনের জন্যে ফাঁদ পেতে বসে থাকে, তাহলে আরও অনেক সতর্ক হয়ে এগোনো উচিত ওদের।

সামনেই সেই পাহাড়ী ফাটল। ঘোড়ার পায়ে পট্টি বেঁধে নিল ওরা। মনে মনে দেখে নিল সুড়ঙ্গ কোথায় শেষ হয়েছে। পাহাড়ী ফাটলে মাত্র তিনটে জায়গা আছে যেখানে ওপর থেকে ওদের দেখা যাবে। হামলা হতে পারে। কথাটা ব্যাগলেকে বলল বেনন।

'আমরা যদি একজন আরেকজনের পেছনে যাই তাহলে দরকারের সময় কাভার দেয়া যাবে,' বলল ব্যাগলে। 'গুলি ছুঁড়ে শত্রুদের ব্যস্ত রাখতে পারব আমরা, পিছিয়ে আসতে পারব।'

আবার ঘোড়ায় ওঠার আগে সিক্সগান আর রাইফেল পরীক্ষা করে দেখে নিল ওরা। সন্তুষ্ট হয়ে ঢুকে পড়ল গিরিখাতে। একটা বাঁক ঘুরতেই দিনের আলো প্রায় বিদায় নিল। এখানে পিছিয়ে গেল ব্যাগলে, বেননকে এগিয়ে যেতে দিল। পূর্ণ সজাগ হয়ে আছে ও, রাইফেলটা কোলের ওপর রেখেছে, প্রয়োজনের মুহূর্তে ঝটকা দিয়ে তুলে নিতে পারবে, তাক করতে হবে না, নিখুঁত লক্ষ্যে পাঠিয়ে দেবে গুলি। নিশ্চিন্তে এগোল বেনন। ব্যাগলের ওপর আস্থা আছে ওর, জানে ব্যাগলের

চোখ এড়িয়ে গিরিখাতে লুকিয়ে কেউ হামলা করতে পারবে সে-সম্ভাবনা অতি ক্ষীণ।

প্রতি বাঁকে থামছে ওরা। সামনেটা ভাল করে দেখে নিচ্ছে ব্যাগলে। কান খাড়া করে অপেক্ষা করছে কিছুক্ষণ, তারপর বেননকে এগিয়ে যেতে ইশারা করছে। খুব ধীর ওদের গতি।

আর একটা মাত্র বাঁক, তারপরই সেই পাথুরে দেয়াল, যে দেয়াল দেখলে মনে হয় পথের শেষ। বাঁক নেয়ার আগে আবার থামল ওরা, গিরিখাতের দু'দিকের দেয়ালে নজর বোলাল। নড়ছে না কিছু। বেননকে এগিয়ে যেতে ইশারা করল ব্যাগলে। বাঁক ঘুরল বেনন। সামনে খাদের একধারে পড়ে আছে গির্জার চুড়োর মতো দেখতে সেই বোল্ডারটা।

বামদিকের দেয়ালের মাথায় নড়ে উঠল কি যেন। বিদ্যুতের ঝলকের মতো রাইফেলটা তুলে তাক করল ব্যাগলে। কিছু একটা নড়েছে। নড়েই থেমে গেছে। গুলি করার মতো কোনকিছু দেখা যাচ্ছে না। বোল্ডারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে বেনন।

শ্বাসরুদ্ধকর একটা মিনিট পেরিয়ে গেল। সুড়ঙ্গমুখের কাছে চলে গেছে বেনন। এক্ষুণি ঢুকবে ভেতরে। বাঁকের কাছে অপেক্ষা করছে ব্যাগলে, দেখতে পেল দেয়ালের কিনারা থেকে আস্তে আস্তে নামছে একটা রাইফেলের নল। লোকটার ইচ্ছে বেননের পিঠে গুলি করবে। ধৈর্য ধরল ব্যাগলে। ফলও পেল। সাইটে চোখ রাখল লোকটা। এবার তার মুখটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, ফাটলের পাড়ে শুয়ে মাথা বাড়িয়ে সাইটের ভেতর দিয়ে দেখছে বেননকে। শুধু মুখ, শরীরটা আছে পাহাড়ের ওপর। মুখই যথেষ্ট। গুলি করল ব্যাগলে। গুরুগম্ভীর গর্জন ছাড়ল শার্প্‌স্। স্যাডলে প্রায় লাফ দিল বেনন, ঢুকে গেল সুড়ঙ্গে। ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে রাইফেলের আওয়াজ। পাথুরে দেয়ালে বাড়ি খেয়ে ধাতব আওয়াজ তুলে নিচে পড়ল ঘাতকের রাইফেল।

সমস্ত আওয়াজ থেমে যাবার পর নিরেট নিস্তব্ধতা গিরিখাতটাকে গ্রাস করল। লোকটা কোন আওয়াজ করছে না। করবে না। নিচ থেকে মুখে গুলি খেয়েছে, ইচ্ছে করলে কেউ ওর মাথার পেছন দিয়ে মুঠো করে হাত ঢুকিয়ে দিতে পারবে। সুড়ঙ্গে ঢুকে বেননের পাশে চলে এলো ব্যাগলে।

ধন্যবাদ দিল না বেনন, এ প্রসঙ্গে বলল না কিছু। ওদের বন্ধুত্বটা এমনই। প্রয়োজনের সময় সাহায্য করে ঋণ শোধ করে দেবে বেনন, কোন ধন্যবাদ আশা করবে না।

সাবধানতায় কোন ঢিল পড়ল না ওদের, যদিও জানে উপত্যকায় এখন কেউ থাকবে না। পাহাড়ের ওপরে প্রহরী রেখে গিয়েছিল কেগল, যাতে ডিলনের আগমনবার্তা পায়। লোকটার কাছে নিশ্চয়ই আয়না ছিল। ডিলন এলেই দূর থেকে

কেগলকে জানিয়ে দিত, তারপর সরে পড়ত। কিন্তু বেননকে একা দেখে শেষ করে দেবার লোভ সামলাতে পারেনি।

গিরিখাতে গরু বের করার কোন চিহ্ন নেই। তারমানে উপত্যকা থেকে বেরোবার আরও কোন পথ আছে। সে-পথে গরু নিয়ে এতক্ষণে অনেক দূরে চলে গেছে কেগল। পাহাড়সারির মাথায় আয়নাসহ লোক থাকার কথা। কেউ পিছু নিয়েছে খবর পেয়েই নিশ্চয়ই সে কেগলকে জানাতে ছুটেছে। ও নিজে হলে তাই করত, ভাবল বেনন।

উপত্যকার সবুজ ঘাস মৃদুমন্দ বাতাসে দুলছে, দেখে মনে হয় ঢেউ উঠেছে সাগরে এখন আর একটা গরুও নেই। এগিয়ে চলল বেনন আর ব্যাগলে। পাহাড়ের বাঁক ঘুরে আরেক দিকে চলে গেছে উপত্যকা, সেদিকে চলেছে। জমিতে তাজা চিহ্ন। বড়জোর আটঘণ্টা আগের। ট্র্যাক করতে কোন অসুবিধাই হচ্ছে না।

যতটা মনে হয়েছিল উপত্যকা তার চেয়ে অনেক দীর্ঘ। দূরে দেখা যাচ্ছে পাশাপাশি দুটো টিলা, সেখানে গিয়ে শেষ। টিলা দুটো ঢালু হয়ে এসে সমতলে মিশেছে। মাঝখানের পথ দিয়ে সহজেই একসঙ্গে পঞ্চাশটা গরু পার করা সম্ভব। খানিকদূরে আরেকটা টিলা বুক উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পথ আটকে। তবে টিলার বুকে খনির মুখের মতো বিরাট একটা গর্ত। নির্জন পরিবেশে কালো মুখটা হঠাৎ করে মনের মাঝে আতঙ্ক সৃষ্টি করে।

ওপথে যাওয়া নিরাপদ নয়, কেগল লোক রেখে যাবে। সতর্ক হয়ে এগোতে হলে সময় লাগবে অনেক বেশি। দু'পাশ দেখে নিল বেনন। পাহাড় দু'পাশে। গরু উঠতে পারবে না, কিন্তু দক্ষ চালক ঘোড়া নিয়ে ঠিকই পাহাড়ে উঠে যেতে পারবে। উঠতে পারলে নামার পথও নিশ্চয়ই থাকবে। লক্ষ রাখতে হবে যাতে টিলার কাছ থেকে বেশি দূরে যেতে না-হয়। একসময় না একসময় গরুর ট্র্যাক ঠিকই পাওয়া যাবে। অতগুলো গরু স্রেফ বাতাসে মিলিয়ে যেতে পারে না। একবার ক্যাটল ড্রাইভের চিহ্ন দেখলে তখন পরিবেশ পরিস্থিতি বুঝে পাহাড় থেকে নামলেই চলবে। আরেকটা কাজ করা যায়। ডিলনের জন্যে অপেক্ষা করলে ক্ষতি কি! ডিলন কেগলের মুখোমুখি হলে গোলাগুলি হবে, শত্রু কমবে। লোকবল না থাকলে বাড়তি অনেক সুবিধে পাবে বেনন আর ব্যাগলে।

'পাহাড়ে উঠে অপেক্ষা করব আমরা,' বলল বেনন।

নীরবে মাথা দোলাল ব্যাগলে। বেননের ওপর পূর্ণ বিশ্বাস আছে ওর। বেনন না বুঝে কোন কাজ করবে না।

পাহাড়ে উঠে এলো ওরা। সময় লাগল। অনেক কসরৎ করতে হলো। কিন্তু উঠে এলো। পাহাড়ের মাথা ন্যাড়া নয়, এখানে ওখানে সবুজ গাছের সমারোহ। গাছের নিচে প্রশান্তি মাখা ছায়া। ঝিরঝির করে বইছে বাতাস।

একটা গাছের নিচে ঘোড়া থেকে নেমে বসল বেনন আর ব্যাগলে। পাহাড়ের

কিনারা থেকে জায়গাটা বেশি দূরে নয়। উপত্যকার দিকে চোখ রাখতে হবে। বেশি পেছনে থাকার কথা নয় ডিলনের।

ধীরে ধীরে সময় বয়ে যাচ্ছে। ওদের মনে কোন অস্থিরতা নেই। 'লোকটা যদি আয়না ব্যবহার করে সংকেত দিয়ে থাকে, এতক্ষণে কেগল ভাবছে ভুল করে সংকেত দিয়েছে,' একটা সিগারেট ধরাল ব্যাগলে। 'ডিলনের পৌঁছে যাওয়া উচিত ছিল এক ঘণ্টা আগে।' আরও কি যেন বলতে যাচ্ছিল ও, হঠাৎ চুপ করে গেল।

কান খাড়া করল বেনন। পাখি ডাকছে। সরসর করে বাতাস বয়ে যাচ্ছে গাছের পাতা ছুঁয়ে। কোন অস্বাভাবিক শব্দ নেই।

'আসছে ডিলন,' বলল ব্যাগলে।

ঘোড়ার খুরের তবলা আরও দেড় মিনিট পর শুনতে পেল বেনন। খুবই মৃদু আওয়াজ। অনেক দূরে আছে ঘোড়াগুলো।

'কেগল তৈরি থাকলেই হয়,' মন্তব্য করল ব্যাগলে।

'কেগল তৈরিই থাকবে।' বেনন তাকিয়ে আছে দূরের পাহাড়ের দিকে। বাঁক ঘুরে ছুটে আসছে একদল অশ্বারোহী। 'রাসলিঙের সঙ্গে ডিলন জড়িত না হলেও ব্যাঙ্ক ডাকাতির সঙ্গে জড়িত। ওর পাওনা বুঝে নিতে আসছে। কেগল ওকে ভাগ দিতে চাইবে কেন? কেগল চাইবে নিজেই সব মেরে দিতে। আমার বিশ্বাস সমস্ত কাজ সুসম্পন্ন হলে জারম্যানকেও ছাড়বে না সে। অন্যরা সামান্য টাকার বিনিময়ে কাজ করছে, কেউ নেতা গোছের নয়, কাজেই তাদের কোন বিপদ হবে না। আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। ওরা নিজেদের মধ্যে লড়াই করে সংখ্যায় কমুক, তারপর আমরা সুযোগের সদ্ব্যবহার করব।

'ডিলনের দলটাকে লক্ষ করো। ওরা কেগলকে ধরতে এতই ব্যস্ত যে সাবধানতা ভুলে গেছে। রাতে আক্রমণ করলে ডিলন ভাল করত, কিন্তু সে-ইচ্ছে ওর আছে বলে মনে হয় না।' হাসল বেনন। 'মাথা গরম করলে পরে সব সময়েই পস্তাতে হয়।'

কাছে চলে আসছে অশ্বারোহী দল। সবার সামনে আঠারো হাত* উঁচু বে-গেল্ডিঙে রাজকীয় ভঙ্গিতে ঋজু হয়ে বসে আছে ডিলন। তার একটু পেছনে ছুটছে আঠারোটা তরতাজা ঘোড়া। এতদূর থেকেও লোকগুলোর উত্তেজনার ছোঁয়া পাচ্ছে বেনন আর ব্যাগলে। নিজেরা লড়াইতে জড়িয়ে পড়লে উত্তেজনাটুকু তাৎক্ষণিক ভাবে বোঝা যায় না। দেখতে দেখতে জোড়া টিলার ফাঁক পেরিয়ে গেল আরোহী দল, ঝড়ের বেগে ঢুকে পড়ল সামনের টিলার গহ্বরে।

এগোনো দরকার, অনুভব করল বেনন। দেরি করলে দূরে চলে যাবে ডিলন। পাহাড়ী এলাকায় সহজে ওকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। ব্যাগলেকে ইশারা

* ঘোড়ার উচ্চতা মাপার সময় কব্জি থেকে মধ্যমার ডগা পর্যন্ত এক হাত ধরা হয়।

করে ঘোড়ায় উঠল বেনন। পরমুহূর্তেই গোলাগুলির আওয়াজ পেল। আবার ডিলনের দলটাকে দেখতে পেল ওরা, এবার উর্ধ্বশ্বাসে গুহার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে। দলে মাত্র তিনজন আছে তারা, তাদের মধ্যে ডিলন ছুটছে আগে। আতঙ্কে বড় বড় হয়ে আছে সবার চোখ। স্যাডলে কাত হয়ে পেছনে গুলি করছে। তাদের সামান্য পেছনেই সাক্ষাৎ মৃত্যু। প্রচণ্ড আঘাতে কাঁপছে উপত্যকার মেঝে। একটানা বজ্রপাতের মতো শব্দ হচ্ছে।

বেনন আর ব্যাগলের চোখও বিস্ফারিত হয়ে গেল। কেগল দারুণ বুদ্ধি করেছে! কোথাও যায়নি সে, গরুগুলোকে গুহার মধ্যে ঢুকিয়ে এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল। ডিলন সদলবলে ভেতরে ঢুকতেই গরুগুলোকে পেছন থেকে স্ট্যাম্পিড* করিয়েছে কেগল। পনেরোটা ঘোড়া আর পনেরোজন গানম্যানের দেহ খুরের নিচে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে স্রোতের মতো বেরিয়ে আসছে গরুর পাল। বাঁ-বাঁ করে ডাকছে, ছুটছে প্রাণপণে। মাঝখানে একচিলতে ফাঁক নেই।

গুহায় যখন ঢুকল, তখনও ডিলন আগে ছিল। তারপরও বেঁচে আছে লোকটা। এটাই প্রমাণ করে কী পরিমাণ সতর্ক লোক সে। গুহার ভেতর অন্ধকারে বিপদ হতে পারে ভেবে নিশ্চয়ই পিছিয়ে গিয়েছিল র‍্যাঞ্চার।

'ঈশ্বর!' ফিসফিস করে শুধু বলতে পারল ব্যাগলে।

জান নিয়ে পালাচ্ছে ডিলন আর দুই কাউবয়। পাহাড়ের বাঁক ঘুরে চোখের আড়ালে চলে গেল। কাউবয়রা আর ফিরবে না। দুই মিনিট পর গুহা থেকে শেষ গরুটাও বের হয়ে এলো। ওটা এলো একা। ছুটছে না। আপনমনে হাঁটছে।

বড়জোর পাঁচশো গরু, হিসেব করল বেনন। গুহার মুখ দিয়ে একসঙ্গে দশটার বেশি গরু বেরোতে পারেনি। প্রতি দুই সেকেন্ডে বেরিয়েছে দশটা। মিনিটে তিনশো। শেষ দিকে কম বেরিয়েছে। বাকি গরু কোথায়? একটু ভাবতেই জবাবটা পেয়ে গেল বেনন। ওগুলো বিক্রির উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেছে। শুধু প্রয়োজনীয় সংখ্যক গরু রেখে যেতে নির্দেশ দিয়েছে কেগল। এতবড় একটা দায়িত্ব দিয়ে অন্যকে বিশ্বাস করেছে সে, নাকি নিজেই স্ট্যাম্পিডটা করেছে? নিজেই, বেননের মন বলল। কাউকে বিশ্বাস করার মতো লোক নয় কেগল। এতক্ষণে নিশ্চয়ই নিজের পথে চলে গেছে গানম্যান।

আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল বেনন। সময় গড়িয়ে যাচ্ছে ধীর গতিতে। একটু পর বেননের ধারণার সত্যতা মিলল। একা ফিরে আসছে ডিলন। কাউবয়রা নিশ্চয়ই মুখের ওপর জানিয়ে দিয়েছে এভাবে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখোমুখি হতে পারবে না ওরা।

মাঝারি গতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে আবার গুহার ভেতর ঢুকল ডিলন। চুপচাপ

** গরুর পালকে আতঙ্কিত করে তাড়িয়ে নেয়া। উন্মত্ত গরুর পাল সামনের সমস্ত বাধা চুরমার করে দিয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছোটে।

কিছু সময় পার করল বেনন, তারপর ব্যাগলেকে নিয়ে নেমে এলো পাহাড় থেকে। গুহার ভেতরে ঢুকল। একেবারেই অন্ধকার গুহা। ভেতরে তাজা রক্ত-মাংসের গন্ধ। বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর কিসে যেন হোঁচট খেল বেননের ঘোড়া। সঙ্গে সঙ্গে থামল বেনন, স্যাডল থেকে নেমে ম্যাচের কাঠি জ্বালল। গুহার ছাদে নিষ্প্রাণ দৃষ্টি নিবদ্ধ, চিৎ হয়ে মাটিতে পড়ে আছে মার্শাল জারম্যান। ম্যাচের আলোয় বুকে ঝিলিক মারছে টিনের তারা। খুন করা হয়েছে লোকটাকে। স্ট্যাম্পিডে মরলে আস্ত খুঁজে পাওয়া যেত না। বুকে গুলি করেছে কেগল। বোধহয় জারম্যানকে সঙ্গে রেখেছিল সে, কাউবয়দের গরুসহ পাঠিয়ে দিয়ে ডিলনের জন্যে অপেক্ষা করছিল। ডিলন যখন এলো, গুলি ছুঁড়ে স্ট্যাম্পিড করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল, গুলিটা তখন কেগল খামোকা খরচ করেনি।

'আইনের তারা পরে থাকার কোন অধিকার নেই এব্যাটার,' জারম্যানের বুক থেকে টিনের তারাটা খুলে নিল ব্যাগলে। 'মরেছে বলেই ভাল ল-ম্যান হয়ে যায়নি লোকটা।'

আরেকটা কাঠি জ্বালল বেনন। জারম্যানের পকেট হাতড়ে দেখল। সিগারেট পেপার, তামাক, একটা পকেট ঘড়ি, একটা চিরুণি আর কিছু কাগজপত্র ছাড়া আর কিছু নেই। জিনিসগুলো নিয়ে নীরবে স্যাডলে উঠল বেনন, সামনে বাড়ল। ব্যাগলে চলেছে পাশে পাশে।

কয়েকবার বাঁক নিয়ে শেষ হলো গুহা। গুহা থেকে বেরল না বেনন আর ব্যাগলে। ডিলন বা কেগল কাছাকাছি থাকলে খুন করার সুযোগ পাবে। সুড়ঙ্গমুখের কাছে আলোয় এসে কাগজগুলো পড়ে দেখল বেনন। একটা কাগজ খুব তাৎপর্যপূর্ণ মনে হলো। ক্যাশ মেমো একটা। পাঁচ মাস আগে ইন্ডিয়ান এজেন্টের কাছে তিনশো গরু বেচেছে কেগল আর জারম্যান। ভ্রূ কুঁচকে গেল বেননের, সমস্ত প্রমাণ নিশ্চিহ্ন করে শহর ছাড়ছিল তাই এই কাগজটা সঙ্গে রেখেছিল মার্শাল? মনে হয় না। বিশেষ কোন উদ্দেশ্য ছিল। বোধহয় বদমাশ ইন্ডিয়ান এজেন্টকে ব্ল্যাকমেইল করতে চেয়েছিল জারম্যান। কাগজটা সযত্নে নিজের কাছে রেখে দেয়ার সেটাই কারণ। হয়তো ভেবেছিল দূর থেকে চাপ সৃষ্টি করবে। সাধ্যের মধ্যে হলে তার চাহিদা অবশ্যই পূরণ করত এজেন্ট। লোভনীয় একটা পদ থেকে সরে দাঁড়াতে চাইত না।

কাগজটা পকেটে রেখে দিল বেনন। ব্যাগলে জমির দিকে তাকিয়ে আছে, ট্র্যাক পরীক্ষা করে দেখছে। মুখে বলছে না কেউ, কিন্তু দু'জনই মনে মনে জানে, কোটি টাকা দিলেও আর পেছনে ফেলে আসা ওই মৃত্যুগুহায় ঢুকবে না ওরা।

কয়েকদিন পর খণ্ডবিখণ্ড মাংসের দলা পচলে গুহার ভেতরটা দোজখ হয়ে উঠবে।

বারো

'তুমি সোজা রলিন্সে যাবে,' ব্যাগলের হাতে গরু বিক্রির কাগজটা দিয়ে বলল বেনন। 'ওখানে শেরিফের সঙ্গে দেখা করে তাকে সব খুলে বলবে। পুরো দলটাকে ধরতে কমপক্ষে বিশজনের পাসি লাগবে তার। প্রয়োজনে পিঙ্কারটন এজেন্সিতে টেলিগ্রাফ করে আমার ব্যাপারে সে খোঁজ নিতে পারে। কিন্তু দেরি যাতে না করে। রাসলার আর ইন্ডিয়ান এজেন্টকে হাতেনাতে ধরার এটা একটা বিরাট সুযোগ। কি বলেছি বুঝতে পেরেছ?'

বিরস চেহারায় মাথা দোলাল ব্যাগলে। মজা সব একাই লুটে নেবে বেনন, এটা ওর পছন্দ হচ্ছে না, কিন্তু কিছু বলার উপায় নেই। এমনকি অনুযোগ করাও চলে না। জরুরী কাজে ওকে পাঠাচ্ছে বেনন। নিম-তেতো চেহারায় ঘোড়া ফিরিয়ে নিল ব্যাগলে, রলিন্সের দিকে ছুটতে শুরু করল ঘোড়াটা।

গুহার বাইরে অসংখ্য খুরের ছাপ। ঘাসগুলো দুমড়ে মুচড়ে গেছে। বাইরে এসে ছড়িয়ে পড়েছে গরু, সেই সঙ্গে চওড়া হয়েছে ট্র্যাক। তাড়া নেই বেননের, সময় নিয়ে কেগল আর ডিলনের ট্র্যাক খুঁজতে শুরু করল ও।

বেশ অনেকক্ষণ পর যা খুঁজছিল পেয়ে গেল। একটা ঘোড়া গরুর পালের ট্র্যাক থেকে সরে পাহাড়ের দিকে গেছে। অনুসরণ করতে শুরু করল বেনন। ধীরেসুস্থে এগোচ্ছে। সতর্ক। সামনে আছে কেগল আর ডিলন।

জমিটা সামনে ঢালু। বাতাস বইছে সামনে থেকে। সামনেই আছে কেগল আর ডিলন। একটা সিগার ধরাল বেনন। লক্ষ করল ট্রিপল বার আর বার কিউয়ের দিকে কোনাকুনি ভাবে যাচ্ছে ট্র্যাক। পাহাড়ী পথ। দু'পাশে পাহাড়, পাইনের সবুজ রেখা তাদের গা ছুঁয়ে আছে।

সমতল চুড়োওয়ালা একটা টিলা পেরিয়ে বাঁক নিল বেনন। সামনে ঢালু টিলার রাজ্য। ওপর থেকে দেখলে মনে হয় লাল-হলদে ঢেউ বইছে। কেগল আর ডিলন সেদিকেই যাচ্ছে। ওগুলো পেরিয়ে গেলে আবার খোলা রেঞ্জে পড়বে ওরা। দিক না বদলালে আকাশে মাথা উঁচু করে প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে থাকা পাহাড়শ্রেণীর কাছে চলে যাবে। ওই পাহাড়শ্রেণীর পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে নদী, সমতলের জমিকে করে তুলেছে উর্বর। ওদিকে যাচ্ছে কেগল। কেন? কোন জবাব জানা নেই বেননের। অনুসরণ করছে ও। চারদিক লক্ষ করতে করতে চলেছে। সেজন্যেই ডিলন কতটা সামনে আছে সে-ধারণা পেয়ে গেল। আগেও লক্ষ

করেছে ঘাসের ডগায় ঘোড়ার মুখের ফেনা। পরপর খুব কাছাকাছি দু'জায়গায় ফেনা দেখে স্যাডল থেকে নামল ও, একটা ঘাসের ডগা ছিঁড়ে ফেনা নাড়াচাড়া করল। এখনও শুকাতে শুরু করেনি। বড়জোর মাইল খানেক সামনে আছে ডিলন। ঘোড়াটাকে মাত্রাতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়েছে লোকটা, ক্লান্তির শেষ সীমায় পৌঁছে দিয়েছে। প্রয়োজনের সময় ঘোড়াটা এখন দ্রুত ছুটতে পারবে না। সেকারণে ডিলন কম বিপজ্জনক হয়ে যায়নি, আরও সাবধান হয়ে গেল বেনন। চলার গতি আরও কমে গেল।

একটা ক্যানিয়ন ধরে এগোচ্ছে ও এখন। পাথরের মেঝেতে ঘোড়ার নালের ঘষা খাওয়ার দাগ ওর চোখ এড়ায়নি। এক জায়গায় নাদিও দেখেছে। কাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে দেখেছে, নরম। আঙুল দিয়ে ঘাঁটলে বোঝা যেত গরম কিনা, ঠিক কতক্ষণ আগে ঘোড়াটা গেছে এপথে। কিন্তু ইচ্ছা করেনি বেননের।

এক ঘণ্টা পর পুবের পাহাড়ে উঠল বেনন। এখানে থামল। নিচে, বহুদূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে—টিলা, ক্যানিয়ন, জঙ্গল আর খোলা ঘাস জমি এবং ট্রিপল বার আর বার কিউয়ের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া আঁকাবাঁকা নদী। সূর্যের আলোয় ঝিলিক মারছে ঢেউয়ের মাথা। ডিলনকে খুঁজল ওর চোখ। ডিলন বা কেগলের কোন চিহ্ন নেই। হরিণের তৈরি পাহাড়ী ট্রেইলটা পাহাড়ের গায়ে বাঁক নিয়ে ওপরে উঠেছে, সেদিকে তাকাল। ট্রেইলে দুটো ঘোড়ার ছাপ। একটা কেগলের অন্যটা ডিলনের। কেগল এগিয়ে আছে, ডিলন চাইছে তাকে ধরতে। কেগলের ঘোড়াটা পরিশ্রান্ত নয়, কিন্তু ডিলনেরটা পরিশ্রান্ত। কেগল চাইবে নিজের সুবিধে মতো জায়গায় গিয়ে রুখে দাঁড়াতে।

পাহাড় থেকে ধীরেসুস্থে নেমে এলো বেনন। নদী যে-পাহাড়শ্রেণীর কোল ঘেঁষে গেছে, সেদিকে যাচ্ছে ট্র্যাক। চোখের ওপর হ্যাট টেনে দিয়ে সামনের জমি ভাল করে লক্ষ করল বেনন। অনেকদূরে, ছোট্ট একটা বিন্দু নড়ছে না? প্রায় ওই পাহাড়সারির কাছে?

দ্রুত ঘোড়া ছোটাল বেনন। পনেরো মিনিট একই গতি ধরে রাখল। সামনের অশ্বারোহী এখন আর বিন্দু নয় ওর চোখে। অনেক কাছে চলে এসেছে ও লোকটার। তবে এতটা কাছে নয় যে ওর ঘোড়ার খুরের শব্দ পাবে ডিলন।

এক ঝলকের জন্যে কেগলকেও দেখতে পেল বেনন। লোকটা ডিলনের রাইফেলের রেঞ্জের বাইরে আছে, পেছনে তাকাচ্ছে না একবারও। ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে পাহাড়ের দিকে যাচ্ছে। ভ্রূ কুঁচকে গেল বেননের। কেগল কি আর জানে না ডিলন তাকে ধাওয়া করছে? বদমাসের হাড় এই কেগল লোকটা, শিয়ালের চেয়েও ধূর্ত। বেড়াল যেমন মারার আগে ইঁদুরকে নিয়ে খেলে, তেমনি করে ডিলনের সঙ্গে খেলছে কেগল। নিজের পছন্দ মতো জায়গায় নিয়ে ডিলনকে শেষ করে দেবে। আত্মবিশ্বাস আছে লোকটার! তবে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস

আত্মঘাতী হয়ে ওঠে। ডিলন লোকটাও বোকা নয়। তারও হাত চালু। নেতৃত্বের একটা সহজাত ক্ষমতাও আছে। দেখা যাক কি হয় শেষ পর্যন্ত।

ডিলন আর কেগল যেদিকে যাচ্ছে তাতে একমাইল পর পৌঁছে যাবে নদীর কাছে। নদী ওখ্যানে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে গেছে। পাহাড় বেয়ে উঠতে শুরু করল কেগল। একটু পরই ধূসর ধোঁয়ার একটা ছোট্ট কুণ্ডলী দেখল বেনন। কয়েক সেকেন্ড পর রাইফেলের আওয়াজ পেল। পাহাড়ের কিনারায় টলমল করছে ঘোড়াটা। পড়ে গেল কিনারা থেকে। তার আগেই লাফ দিয়ে স্যাডল থেকে নামল কেগল, স্যাডলব্যাগ আর রাইফেল বুকে চেপে ধরে বাউলি কেটে দৌড়ে একটা বোল্ডারের পেছনে চলে গেল।

ঝোপের ভেতর লুকিয়ে এগোচ্ছে ডিলন, একটু পরই তাকে পাহাড়ের পায়ের কাছে দেখতে পেল বেনন।

কড়াৎ!

পাহাড়ে পাহাড়ে বাড়ি খেয়ে প্রতিধ্বনিত হলো শব্দটা। খিঁচে দৌড় দিল ডিলন, রাইফেলটা দু'হাতে ধরে আছে বুকের কাছে, একটা বোল্ডারের পেছনে ঝাঁপিয়ে পড়ে আশ্রয় নিল। রাইফেল ব্যবহার করেছে কেগল। তারমানে স্যাডলরোলে একটা রাইফেল ছিল তার! বিরক্ত হলো বেনন। লড়াইটা দীর্ঘস্থায়ী হবার সম্ভাবনা বেশি।

মনোযোগ দিয়ে পাহাড়টা লক্ষ করল ও। কেগল আর ডিলন যেখানে আছে তার থেকে বেশ কিছুটা দূরে পাহাড়ের গায়ে ঘোড়া নিয়ে ওঠা সম্ভব। তাতে চোখে পড়ার সম্ভাবনা বেশি। ঝোপের মধ্যে ঘোড়া লুকিয়ে পাহাড়ে চড়লে? কপাল ভাল হলে কেউ দেখতে পাবে না। ওই জায়গায় পাহাড়টা ভেতরের দিকে ডেবে গেছে। উঁহু, সহজে ওকে দেখা যাবে না। কেগল আর ডিলনের মাথার ওপর একবার চড়ে বসতে পারলে…

ঠিক করে ফেলল বেনন, পাহাড়ে উঠবে। এখন একটু পরপরই রাইফেলের গর্জন শুনছে। ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে গুলির আওয়াজ, একটার সঙ্গে আরেকটা মিশে যাচ্ছে, জোরাল হয়ে উঠছে আরও। পরস্পরকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে আছে কেগল আর ডিলন। একজন আরেকজনকে শেষ করতে না পারলে সন্তুষ্ট হবে না। এই তো সুযোগ। এখন দূর দিয়ে ঘুরে পাহাড়ের কাছে চলে যেতে পারবে বেনন, ঝোপের ভেতর ঘোড়া রেখে পাহাড়ে চড়ার সুযোগ পাবে।

কোনাকুনি ঘোড়া ছোটাল বেনন, তীরবেগে দূরত্ব অতিক্রম করছে। পাহাড়ের দিকে যাচ্ছে, আবার একই সঙ্গে কেগল আর ডিলনের কাছ থেকে দূরেও সরে যাচ্ছে। আড়াল পেতে বেছে নিচ্ছে ঝোপগুলোকে।

ঘোড়া রেখে পাহাড়ের গায়ে সেঁটে গেল বেনন, ডিলনের অবস্থানের দিকে তাকাল। নদীখাতের পঞ্চাশ গজ দূরে, তিনশো ফুট ওপরে পাহাড়ী ঢালে আছে

সে। কয়েকটা বোল্ডারের পেছনে ঘাঁটি গেড়েছে। কেগল ওপরে আছে। পাহাড়ের গা বেয়ে উঠতে শুরু করল বেননের চোখ। একটু থমকে গেল। ডিলন যেখানে আছে তার ফুট তিরিশেক বাঁয়ে কিছুটা ওপরে একটা নালা মতো দেখা যাচ্ছে। চওড়ায় নয় ইঞ্চির বেশি হবে না। ভেতরটা অন্ধকার। গভীরতা বোঝা যাচ্ছে না। পাহাড়ের গা বেয়ে ওই নালা কতদূর উঠেছে কে জানে! দরকার কি জানার, নালা দিয়ে বেনন উঠতে পারবে না, ধরা পড়ে যাবে ডিলনের চোখে। কিন্তু চোখ সরাতে পারছে না বেনন। নালাটা চুম্বকের মতো ওর চোখ আটকে রেখেছে। ভ্রূ কুঁচকে উঠল বেননের। ভুল দেখছে না তো? গোলাগুলির আওয়াজের সাথে সাথে যেন চওড়া হচ্ছে নালাটা! একটু যেন আগুপিছু করছে পাহাড়ের ওই অংশ। চোখ সরু করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল বেনন। নিচে চিঁহি করে উঠল ওর ঘোড়াটা। কোন কারণে ভয় পেয়েছে।

পর পর আরও দুবার হুঙ্কার ছাড়ল ডিলন আর কেগলের রাইফেল, তারপর শুরু হলো একটানা গুরুগম্ভীর আওয়াজ। থরথর করে কাঁপতে শুরু করল পাহাড়। পাথরে পাথরে ঠোকাঠুকির বিকট শব্দ হচ্ছে। আতঙ্কিত বেননের চোখের সামনে চওড়া হলো নালা, পাহাড়ের বিরাট একটা অংশ এগিয়ে আসছে সামনে, যেন পেছন থেকে ঠেলছে কেউ। পাহাড়ের চূড়ো পর্যন্ত গেছে নালা, ওখান থেকে ধুলো আর বালি ঝরে পড়তে শুরু করল। গড়াচ্ছে ছোট-বড় নানা আকারের পাথর খণ্ড। আওয়াজটা শুধু বাড়ছেই। কানে তালা লাগিয়ে দেয়ার মতো আওয়াজ। ধুলোর মেঘে আকাশ দেখা যাচ্ছে না। হাঁ হয়ে গেছে বেননের মুখ। জীবনে এমন দৃশ্য দেখেনি। দেখবে তা কল্পনাও করেনি। পালানোর কথা ভুলে বোকার মতো তাকিয়ে আছে, সম্বিৎ নেই ওর।

অ্যাভালান্শ্!

আস্ত পাহাড়টার দশ ভাগের এক ভাগ, প্রকাণ্ড পাথরের সুবিশাল স্তূপ, কাত হয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে! প্রবল ভূমিকম্পে থরথর করে কাঁপছে চারপাশ। নদীর খাত বুজে গেল ধসে পড়া কয়েক মিলিয়ন টন পাথরে। ডিলন যেখানে ছিল সেই জায়গাটা এখন ছুটন্ত পাথরের একটা শুকনো নদী। আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ থেকে যেমন করে ধোঁয়া বেরোয়, তেমনি করে ধুলোর মস্ত কুণ্ডলী নিজের ভেতরে পাক খেতে খেতে ছড়িয়ে পড়ছে।

এখনও পাহাড়ের গায়ে সেঁটে আছে বেনন। ঘন ঘন ঢোক গিলছে। ওর মাত্র বিশ গজ দূর দিয়ে ছুটে যাচ্ছে পাথরের পর পাথর। নানা আকৃতির। ছোট নুড়ি থেকে শুরু করে বিশ টনী বোল্ডার। এই স্রোত পুরোপুরি থামতে কয়েকদিন লাগবে। পাহাড়ের নিরেট পাথুরে দেয়াল যতক্ষণ বেরিয়ে না আসছে, ততক্ষণ পাথর খসতেই থাকবে, নেমে আসার সময় সঙ্গে নিয়ে আসবে আরও পাথর।

ডিলন চাপা পড়েছে কয়েকশো টন পাথরের নিচে।

আরও কিছুক্ষণ পেরিয়ে যাওয়ার পর বেননের মধ্যে অনুভূতি ফিরতে শুরু করল। বুঝতে পারল নিরাপদ জায়গায় আছে ও।

ধুলোর একটা ঘন মেঘ চারদিক ঢেকে রেখেছে। আস্তে আস্তে থিতিয়ে আসছে ধুলো। হালকা বাতাসে সরে যাচ্ছে আরেকদিকে।

দুই মিনিট তাকিয়ে থাকার পর বেনন দেখতে পেল কেগল যেখানে ছিল তার আড়াই ফুট দূর থেকে ধসে গেছে পাহাড়। কেগল কোথাও নেই। তাকে দেখতে পাবার কথাও নয়। পাথরের পেছনে লুকিয়েছিল সে।

চিন্তা করছে বেনন, কেগল ওকে দেখেছে তা হতে পারে না। পাহাড় ধস বাদ দিয়ে অন্যকিছু দেখবে সেই ক্ষমতা স্বয়ং শয়তানেরও নেই। কেগল যেখানে আছে সেখানে পাথর পড়েনি। তারমানে লোকটা এখন ভাবছে সমস্ত বিপদ কেটে গেছে।

পাহাড়ের গা থেকে সরে এক ছুটে ঝোপের ভেতর ঢুকে পড়ল বেনন, অপেক্ষা করে দেখতে চাইছে কেগল কি করে। ধুলো কমছে, কিন্তু পাথর গড়ানোর আওয়াজ এখনও চলছে একটানা। নদীটা যে খাদ দিয়ে বইছিল অনেকদূর পর্যন্ত সেটার কোন অস্তিত্ব নেই।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো বেননকে, তারপর বোল্ডারের আড়াল থেকে বেরল কেগল। ঘোড়া থেকে লাফ দেয়ার সময় স্যাডল ব্যাগটা হাতছাড়া করেনি দেখা যাচ্ছে, কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়েছে ওটা। বেশ ভারী। ওজন সামলাতে সামনে ঝুঁকে আছে লোকটা, পাহাড়ী ছাগলের দক্ষতায় নেমে আসছে ঢালু পাহাড়ের গা বেয়ে।

তাকে পাহাড় থেকে নামতে দিল বেনন, তারপর উদ্যত সিক্সগান হাতে বেরিয়ে এলো ঝোপের ভেতর থেকে।

ওকে দেখে থমকে দাঁড়াল কেগল। চোয়াল ঝুলে পড়ল বিস্ময়ে। পরমুহূর্তেই সামলে নেবার চেষ্টা করল। বলল, 'হঠাৎ এদিকে? আমি ভেবেছিলাম কালকেই চলে গেছ তোমরা।'

'আমি সবই জানি, কেগল,' শান্ত, ধীর গলায় বলল বেনন। 'রাতে তুমি ডিলনের র‍্যাঞ্চে কি করেছ সেটা যেমন জানি তেমনি গরু স্ট্যাম্পিড করানোর সময় জারম্যানকে খুন করেছ সেটাও জানি। তোমার কোন কুকীর্তি আমার কাছে গোপন নেই।' সামনে বাড়ল ও। 'চালাকির কোন চেষ্টা কোরো না, কেগল, আমি গুলি করব।'

সময় থমকে দাঁড়াল। দু'জন দু'জনের দিকে তাকিয়ে আছে ওরা। চোখের পলক ফেলছে না কেউ, যেন ফেললেই হেরে যাবে। কেগলের চোখ সাপের মতো চকচক করছে। গানম্যানের চোখে একই সঙ্গে অনেকগুলো চিন্তার ছাপ দেখতে পেল বেনন। ঝুঁকি নেবার প্রবণতা, ভয়, ঘৃণা, আক্রোশ এবং সবশেষে পরাজয়

স্বীকার।

'স্যাডলব্যাগটা পিঠ থেকে নামানোর চেষ্টা কোরো না,' নির্দেশ দিল বেনন। আস্তে আস্তে সামনে বাড়ছে। দৃষ্টি সরাচ্ছে না গানম্যানের চোখ থেকে। 'কথা দিচ্ছি ন্যায় বিচার পাবে তুমি।'

দাঁতে দাঁত চাপল কেগল। ন্যায় বিচার মানেই ফাঁসি। কিন্তু এখন তো বেঁচে আছে! বেনন ঠাট্টা করছে না, গুলি করতে দ্বিধা করবে না। কিছু করা ঠিক হবে না। আপাতত নয়। পরে সুযোগ আসবে। আসতেই হবে। আসে সবসময়। পালানো যাবে। দরকার শুধু একটু সুযোগ। বিচারের আগেই···

মাপা হাতে কেগলের মাথায় সিক্সগানের নল নামিয়ে আনল বেনন। অজ্ঞান দেহটা ধরে শুইয়ে দিল মাটিতে। স্যাডল ব্যাগ থেকে দড়ি এনে ভাল-মতো হাত-পা বেঁধে ফেলল। তারপর পাহাড় বেয়ে উঠতে শুরু করল। কেগল যেখানে ছিল তার ফুট পঁচিশেক নিচে একটা পাথুরে চাতালে দাঁড়াল। একসময় যেখানে নদী বয়ে যেত সেখানে এখন পাথরের স্তূপ ছাড়া আর কিছু নেই। বিরাট একটা বাঁধ তৈরি করেছে প্রকৃতি। বাঁধে বাধা পেয়ে ক্রমশ পানির উচ্চতা বাড়ছে নদীর। উচ্চতা আরও পঞ্চাশ ফুট বাড়লে বাঁধ ডিঙিয়ে পানি উপচে পড়ত, কিন্তু ট্রিপল বারের দিকে যে শাখাটা গেছে সেটাতে পানির স্রোত বাড়ছে। বাঁধ আর ডিঙাবে না নদী, নতুন পথে ছুটবে। প্রয়োজনে নদী নিজেই তার পথের গভীরতা বাড়িয়ে নেবে। কিছুদিন পর বার কিউয়ের ওপর দিয়ে যাওয়া পুরনো নদীখাতটা প্রায় শুকিয়ে যাবে। সেজন্যেই ট্রিপল বার দখল করার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছিল ডিলন। ডিলন জানত পাহাড়ে ফাটল সৃষ্টি হয়েছে। একদিন না একদিন নদীর মূল স্রোত পাহাড় চাপা পড়ে হারিয়ে যাবে।

কৌতূহল মিটিয়ে নেমে এলো বেনন, কেগলকে কাঁধে তুলে নিয়ে স্যাডলে বাঁধল, তারপর রওনা হয়ে গেল টুইন স্প্রিংসের উদ্দেশে। নিজেকে বাঁচাতে গিয়ে ঝেড়ে কাশবে কেগল, কাজেই সমস্ত রহস্যের সমাধান এবার হয়ে যাবে। তবু একেবারে নিশ্চিন্ত হতে পারছে না বেনন। ব্যাগলে ওদিকে কি করছে কে জানে।

তেরো

বেশ বড়সড় একটা ভিড় জমেছে জেলখানার সামনে।

কেগলকে জেলখানায় ভরে সেলের তালার চাবি পকেটে পুরে বেরিয়ে এলো বেনন, ধৈর্য ধরে কি ঘটেছে ব্যাখ্যা করল। সবার কৌতূহল মিটিয়ে স্টেবলে রেখে এলো ঘোড়াটা, তারপর ক্লান্ত পায়ে বোর্ডওয়াক ধরে হোটেলের দিকে চলল।

হারবেনের হোটেলে একটা ঘর নিল ও, সেখানে বিশ্রাম করল ঘণ্টা দুয়েক। অপেক্ষা করছে, ব্যাগলে ফিরবে। ফিরছে না ব্যাগলে।

চাইনিজ চপ হাউজে রাতের খাওয়া সেরে শার্লি রাশল্যান্ডের বাড়িতে গিয়ে একবার আহত ক্লিন্টকে দেখে এলো। জামাই খাতির পাচ্ছে র‍্যাঞ্চার। বেনন যখন গেল, মস্ত বিছানায় ধবধবে সাদা চাদরে শুয়ে ছিল, পাশে ছোট্ট একটা টেবিলে হরেক জাতের ফলমূল আর বাড়িতে বানানো সুস্বাদু খাবার। সেবাযত্নের অভাব হচ্ছে না।

টাকাভরা স্যাডলব্যাগ শার্লির কাছেই রাখতে দিয়েছে বেনন। বলেছে ব্যাগে যা আছে সেগুলো ব্যাঙ্কের টাকা। ডিলনের ব্যাপারে খুলে বলেছে, জানিয়েছে পরিণতি। গভীর আগ্রহ নিয়ে বেননের কথা শুনেছে শার্লি আর ক্লিন্ট। শার্লির চেহারায় কোন দুঃখের ছাপ পড়েনি। এখন মেয়েটা জানে কে ওর বাবার হত্যাকারী। শহরে আসার পথে কেগলের জ্ঞান ফিরেছে, অনেক কথা বলেছে লোকটা। ডিলন ট্রিপল বার দখল করার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছিল। ডিলন জানত পাহাড়ে ফাটল সৃষ্টি হয়েছে। একদিন না একদিন নদীর মূল স্রোত পাহাড় চাপা পড়ে হারিয়ে যাবে, শুকোতে শুরু করবে বার কিউয়ের ভেতর দিয়ে যাওয়া নদীর অংশ। ট্রিপল বার নিজেদের জমিতে খাল কাটতে না দিলে মরুভূমি হয়ে যাবে বার কিউয়ের অধিকাংশ জমি। উপায় ছিল না ডিলনের। ট্রিপল বার দখল করা অত্যন্ত জরুরী হয়ে গিয়েছিল। ক্লিন্টের কাছে কোন সাহায্য চেয়ে ছোট হবার মানসিকতা ছিল না ডিলনের।

শার্লি তার বাড়িতে থেকে যাওয়ার অনুরোধ জানিয়েছে, সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেছে বেনন, ফিরে এসেছে হোটেলে।

হোটেলের ঘরে বসে সময় কাটছে না, বাইরে যাওয়ার জন্যে বেরিয়ে এলো বেনন। ওর ঘরটা দোতলায়। সিঁড়িতে ব্যাগলের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ওকে দেখেই চওড়া একটা হাসি উপহার দিল ব্যাগলে, হাত ধরে বেননকে টেনে নামিয়ে নিয়ে চলল। সেথ হারবেন হোটেল চালায় বটে, তবে মদও বিক্রি করে। কাউন্টারের পেছনে বসে আছে সে। দু'বন্ধু দুটো ড্রিঙ্ক নিল।

'তারপর?' জিজ্ঞেস করল বেনন।

'আর কি,' কাঁধ ঝাঁকাল ব্যাগলে। 'একেবারে সহজ কাজ দিয়েছিলে। শেরিফকে তোমার নাম বলতেই সে চিনল। এমনিতেই আমার কথা গুরুত্ব দিয়ে শুনছিল, তারপর যখন জারম্যানের ক্যাশ মেমো দেখালাম, বললাম ইচ্ছে করলে পিঙ্কারটন এজেন্সিতে টেলিগ্রাফ করে খবর নিতে পারে, তখন একেবারে করিৎকর্মা হয়ে উঠল। সেলুনে গিয়ে পাসির জন্যে সদস্য চাইতেই ছাব্বিশজন লোক হাত তুলল। আমি নিজে গুনে দেখেছি। সবাইকে নিয়ে আমরা এজেন্টের অফিসে গেলাম। শেরিফই ইন্ডিয়ান এজেন্টকে খুঁজে বের করল। ব্যাটা প্রথমে স্বীকার

করছিল না। কিন্তু ক্যাশ মেমোটা দেখে একেবারে কানে ধরে ধরে অবস্থা। বলল আগেও কয়েকবার এই কাজ করেছে। লোকটা এখন রলিন্সের জেলখানায় শেরিফের বন্দি। এজেন্টই আমাদের নিয়ে গেল রাসলারদের কাছে। গোলাগুলি হলো। পালাবার সময় দু'জন মারা গেছে; অন্যদের ধরা যায়নি। গরু চুরিতে কাদের হাত ছিল সেটা ক্লিন্ট যদি জানাতে পারে তো ওয়ারেন্ট ইশ্যু করবে শেরিফ। গরুগুলো রলিন্সের রেল স্টেশনের পেনে আছে।' একনাগাড়ে কথা বলে বিরাট করে দম নিল ব্যাগলে। তারপর জানতে চাইল, 'ক্লিন্টের কি অবস্থা?'

'ভাল,' সংক্ষেপে জবাব দিল বেনন। খুলে বলল ব্যাগলেকে বিদায় দেয়ার পর কি ঘটেছে। অ্যাভালান্শের কথা শুনে ব্যাগলের মুখটা ম্লান হয়ে গেল। ওর চেয়েও অনেক বেশি উত্তেজনাময় সময় কাটিয়েছে বেনন। ও থাকলে···ফোঁশ করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ব্যাগলে। সবার কপালে সব হয় না।

পরদিন সকালে ওদের হোটেল ঘরে এলো ক্লিন্ট আর শার্লি। হাত ধরাধরি করে আছে ওরা। আজকে ক্লিন্টকে অনেকটা সুস্থ দেখাচ্ছে। অকুণ্ঠ চিত্তে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল ও দু'বন্ধুর কাছে। ওর কথা শেষ হবার পর রীতিমতো লজ্জা লাগল বেনন আর ব্যাগলের। ক্লিন্টের জন্যে এতকিছু করেছে তা নিজেদেরও যেন জানা ছিল না ওদের। মনের মধ্যে একটু সন্দেহও হলো, ভদ্রতা করে বাড়িয়ে বলছে যুবক র‍্যাঞ্চার। ওদেরকে ট্রিপল বারে থেকে যেতে অনুরোধ করল ক্লিন্ট।

'সব তো ভালয় ভালয় শেষ হলো,' জবাবে বলল বেনন। 'এবার বিদায় নেব। জরুরী কাজ পড়ে আছে আমার। তাছাড়া ব্যাগলেকেও ফার্মে ফিরতে হবে। ওর বউ অপেক্ষা করে আছে।'

'আরও একটু অপেক্ষা করলে বিরাট কোন ক্ষতি হয়ে যাবে না,' তাড়াতাড়ি করে বলল ব্যাগলে। 'বেনন ভুল বলছে, সব কাজ এখনও শেষ হয়নি। বিয়ে না খেয়ে আমি যাচ্ছি না।' তাকিয়ে আছে ও শার্লির নিষ্পাপ অপরূপ মুখের দিকে।

লজ্জায় লাল হয়ে গেল শার্লি। ঘনঘন মাথা দুলিয়ে ব্যাগলের কথায় সম্মতি দিল ক্লিন্ট।

ফোঁশ করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল বেনন। একবার যখন মুখ ফুটে বলে ফেলেছে ব্যাগলে থাকবে, থাকবেই ও। কথা সেখানে নয়। কথা হচ্ছে, দেরি করার কারণে ব্যাগলের বউয়ের কাছে আর কাউকে নয়, জবাবদিহি বেননকে করতে হবে। ব্যাগলে তখন পেছনে লুকিয়ে থাকবে।

'থাকছি আমরা,' মুখ চুন করে বলল বেনন। তবে একটু খুশিও লাগছে, সুচারু ভাবে দায়িত্ব পালন করতে পেরেছে।

***

মাশুল

প্রথম প্রকাশ: ২০০৩

এক

ঘণ্টাখানেক আগে হিক্যারি পাস পেরিয়েছে বেন শ্লেজেল। সূর্য এখন বিস্তীর্ণ উপত্যকার ওপাশে পাহাড়শ্রেণীর আড়ালে ডুব দিচ্ছে, শেষ বিকেলের সোনালী আলোর রেখারা উঁকি-ঝুঁকি মারছে পাহাড়ের আনাচে-কানাচে। প্রেয়ারিতে পাইনের সুবাসিত ঠাণ্ডা বাতাস।

স্যাডলে বসেই ঘাড় ফিরিয়ে ফেলে আসা নিচু জমির দিকে তাকাল বেন, একটা মেসায় উঠে এসেছে ওর বাকস্কিন। সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে ঢেউ খেলানো তৃণভূমি জরিপ করল—পিছু নিয়ে আসছে না কেউ, কিংবা এলেও অন্তত ওর চোখে পড়ছে না। মাইল দশেক পেছনে হিক্যারি পাসে থেমে ঘোড়াকে পানি পান করার সুযোগ দিয়েছিল, সেই থেকে অস্বস্তি ভর করেছে মনে—কেবলই মনে হচ্ছে কেউ অনুসরণ করছে ওকে। আরেকটা কারণ সিরেনোর আশপাশে "গাট-হুক" র‍্যাঞ্চার টম নোলানের কুখ্যাতি—নিজের রেঞ্জে অনাহূত কারও উপস্থিতি সহ্য করে না দাম্ভিক বুড়ো; বেন শ্লেজেলের মত মানুষকে তো নয়ই। এ মুহূর্তে গাট-হুক রেঞ্জ পাড়ি দিচ্ছে ও।

মেসার এক পাশে সরে এল বাকস্কিন, প্রায় হেঁটে এগোচ্ছে এখন। চলার মধ্যেই তামাক আর কাগজ বের করে সিগারেট রোল করল বেন, ডানে-বামে তীক্ষ্ণ নজর চালাল। খোলা প্রেয়ারিতে নেমে গেছে মেসার ঢাল, বুনো কিছু ক্যাকটাস আর জুনিপার ঝোপ ছাড়া অন্য কোন গাছ নেই; বোল্ডার আর খানাখন্দে ভরা। ছায়া পাওয়া যাবে এমন কোন জায়গা দেখা যাচ্ছে না। তবে এ নিয়ে খুব একটা চিন্তিত নয় বেন; দুপুরের বিশ্রাম নেবে না ও, বরং রাত কাটাবে।

এবং তারও আগে, পরখ করে দেখবে আসলেই কেউ অনুসরণ করছে কিনা।

পাহাড়ের আড়ালে টুপ করে ডুবে গেল সূর্য, আবছা অন্ধকার নেমে এল প্রেয়ারিতে। ছেঁচড়ে স্যাডল ছাড়ল বেন। মেসার ঢাল শেষে অগভীর একটা অ্যারোয়ো চোখে পড়েছে, বাকস্কিনের লাগাম হাতে সেদিকে এগোল। ঘোড়াকে গ্রাউন্ড-হিচ করে স্ক্যাবার্ড থেকে রাইফেল বের করল, লেভার টেনে চেম্বারে একটা .৪৪-৪০ বুলেট পাঠিয়ে দিল। অ্যারোয়োর ঢাল বেয়ে ওঠা শুরু করল এবার; সন্ধের অস্পষ্ট আলোয় ব্যর্থ এক শিকারী মনে হচ্ছে ওকে। দীর্ঘ, ঋজু দেহ কিছুটা ঝুঁকে আছে সামনের দিকে। জেদ আর প্রতিজ্ঞায় দৃঢ় হয়ে গেছে চোয়াল—সত্যিই যদি কেউ পিছু নিয়ে থাকে, কপালে খারাবি আছে ব্যাটার!

পড়ে থাকা একটা বোল্ডার এড়িয়ে অ্যারোয়োর চূড়ায় উঠে এল ও। কিনারে

এসে শুয়ে পড়ল মাটির ওপর। ব্রিমে টোকা মেরে হ্যাটটা ঠেলে দিল পেছন দিকে, চিবুকের সঙ্গে স্ট্র্যাপ থাকায় পিঠের ওপর ঝুলে থাকল ওটা। জুনিপারের একটা শাখা ওর মাথাকে আড়াল করেছে সামনের জমি থেকে, এমনকি মেসার ওপর থেকেও চোখে পড়ার সম্ভাবনা কম। উপযুক্ত জায়গা নির্বাচন করেছে, সময় আর স্থানও ওর অনুকূলে—সন্তুষ্টির সঙ্গে উপলব্ধি করল বেন। সিগারেটের গোড়া মাটির সঙ্গে পিষে নেভাল, বাতাসে তামাকের ক্ষীণ গন্ধ ছাড়া আর কোন আভাস নেই যে পিছু নেওয়া লোকটির জন্যে অপেক্ষায় আছে ও। গন্ধটাও অবশ্য বেশিক্ষণ থাকবে না, শিগ্গিরই বাতাসে মিলিয়ে যাবে।

সন্দেহটা হত না, যদি সচরাচর কোন ট্রেইল ধরে এগোত ও। তৃণভূমি পাড়ি দিয়ে সংক্ষিপ্ত পথে গন্তব্যে পৌঁছতে চাইছে, ট্রেইলের কোন বালাই নেই; ঘণ্টা খানেক ধরে যদি পেছনে ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনা যায় তাহলে কার না সন্দেহ হবে?

এবার ধৈর্য ধরার পালা। আদপে কাউকে পিছু নিতে দেখেনি বেন, কিন্তু দক্ষিণ-পশ্চিমে বিপদসঙ্কুল ট্রেইলে বহু দিন কেটেছে ওর, সম্ভাব্য বিপদ আঁচ করার ব্যাপারে সচেতন একটা প্রবৃত্তি তৈরি হয়েছে, যার ওপর বেনের আস্থা ষোলোআনা। এ জিনিসটা না থাকলে এতদিনে হয়তো ট্রেইলের পাশে ফলকহীন কোন কবরে শুয়ে থাকতে হত ওকে।

ধীরে ধীরে কাটছে সময়। ঠাণ্ডা পড়ছে বেশ। কিন্তু অ্যাপাচীদের মত ধৈর্য আর সহিষ্ণুতা আয়ত্ত করেছে বেন, শারীরিক ব্যথা বা দুর্ভোগ অগ্রাহ্য করতে শিখেছে। দরকার হলে সারা রাত একই ভাবে পড়ে থাকতে পারবে এখানে।

মৃদু হ্রেষা ধ্বনি করল বাকস্কিন, জানিয়ে দিল সন্দেহটা অমূলক ছিল না—আসছে ওর শিকার!

উইনচেস্টারটা দেহের সামনে নিয়ে এল ও, তীক্ষ্ণ নজর চালাল বিস্তৃত তৃণভূমিতে। আবছা অন্ধকারে ক্ষণিকের জন্যে গাঢ় একটা অবয়ব দেখতে পেল, বোল্ডার সারির আড়ালে হারিয়ে গেল অশ্বারোহী। এখনও পঞ্চাশ গজ দূরে আছে, দুলকি চালে ঘোড়া ছোটাচ্ছে। মিনিট খানেকের মধ্যে নুড়িপাথর গড়ানোর ক্ষীণ শব্দ কানে এল, তারপর মেসার ওপর আকাশের পটভূমিতে গাঢ় একটা কাঠামো ফুটে উঠল। এক চুলও নড়েনি বেন, সম্ভবত অবচেতন মন সন্দিগ্ধ করে তুলেছে লোকটাকে, আচমকা ঘোড়ার গতি কমিয়ে এনেছে। ধীরে ধীরে মেসা পেরিয়ে এল সে, সতর্ক অনায়াস ভঙ্গি। ঢাল বেয়ে নেমে আসার পর নিচের উপত্যকা ধরে এগোল কয়েক গজ, বাকস্কিনটাকে সামনে দেখে দ্রুত রাশ টানল।

তীক্ষ্ণ স্বরে প্রতিবাদ করল লোকটার ঘোড়া, দু'কদম এগিয়ে থেমে গেল বাকস্কিনের পাশে। ইতি-উতি তাকাল লোকটা, কোমরে চলে গেছে ডান হাত। দ্রুত কয়েকটা সেকেন্ড পেরিয়ে গেল, একসময় ধাঁধা কাটিয়ে স্যাডল ছাড়ল

সে—অ্যারোয়োর কাছ থেকে বিশ গজ দূরে। জানে না অ্যারোয়োর কিনারে অপেক্ষায় আছে বেন।

বাঁকা হাসিতে ভরে গেল বেনের মুখ। একেবারে সহজ টার্গেট। জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিল ও, খানিকটা ঝুঁকে সামনে প্রসারিত করল শরীর। 'কাউকে খুঁজছ নাকি, দোস্ত?' মৃদু স্বরে জানতে চাইল এবার।

চরকির মত ঘুরল লোকটা। ঘোরার মধ্যেই ছোবল হেনেছে হোলস্টারে, নিমেষে বেরিয়ে এল পিস্তল। অ্যারোয়োর দিকে ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই কমলা আগুন ওগরাল তার হাতের কোল্ট, শব্দ লক্ষ্য করে গুলি করেছে।

সময়মত মাথা সরিয়ে নিয়েছে বেন, ঠিক ওর নাকের সামনে দিয়ে গুঞ্জন তুলে চলে গেল গুলিটা। নিশানা দারুণ লোকটার, ভাবল ও। 'রাইফেলে নিশানা করেছি তোমাকে, দোস্ত! ফের যদি গুলি করো, তোমার ডান হাতে একটা সীসা ঢুকিয়ে দেব!' চাপা, শীতল স্বরে সতর্ক করল বেন।

কিছুই দেখতে পাচ্ছে না লোকটা, স্রেফ ওর কণ্ঠ শুনে অবস্থান আন্দাজ করে নিয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয়বার সুযোগ নেওয়ার মত পরিস্থিতি নয়, অচিরেই উপলব্ধি করল সে, বেনের শীতল কণ্ঠ মনে ভয় ধরিয়ে দিয়েছে।

'পিস্তল ফেলে দাও!'

সশব্দে মাটিতে পড়ল কোল্টটা।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল বেন, সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে লোকটার ওপর। আগন্তুকের দশ হাত দূরে এসে থামল, আবছা অন্ধকারে খুঁটিয়ে দেখল লোকটাকে।

ছ'ফুটের কাছাকাছি হবে সে, সুঠামদেহী। নিচু ব্রিমের হ্যাট মাথায়, ঘাড়ের কাছে তুলে দিয়েছে শীপস্কিন কোটের কলার।

'কথার আগে দেখি পিস্তলের গুলি চালাও তুমি, দোস্ত! খুব অবাক হয়েছ আমাকে এখানে দেখে, না? ভেবেছ নিশ্চিন্তে অনুসরণ করতে পারবে, কিছুই টের পাব না?'

শীতল দৃষ্টিতে ওকে দেখছে লোকটা। 'জানতাম ওখানেই আছ তুমি,' অ্যারোয়াটা দেখিয়ে নিরুত্তাপ স্বরে বলল সে।

'তুমি তো দেখছি একটা মিথ্যুকও! আমার পিছু নিয়েছ কেন?'

'লেযি-এনের জমিতে আছ তুমি!'

'গাট-হুক রেঞ্জ?'

চোখ ছোট করে তাকাল লোকটা। 'যার মুখেই কথাটা শুনে থাকো, স্ট্রেঞ্জার, নির্দ্বিধায় বলতে পারি টম নোলান বা ওর রেঞ্জ সম্পর্কে ভাল কিছু বলেনি সে। লেযি-এনের জমিতে পা রেখে কখনও এই শব্দটা উচ্চারণ কোরো না, কারণ মি. নোলান বা আমরা—ওর ক্রুরা—কেউই শব্দটা শুনতে পছন্দ করি না। লোকটা নিশ্চয়ই এও বলেছে নিজের জমিতে অবাঞ্ছিত কারও উপস্থিতি সহ্য করে না টম

নোলান?'

'ওর হামবড়া ভাব কমেনি তাহলে!' দাঁত কেলিয়ে হাসল বেন। 'বসের মতই সামান্য কথায় খেপে যাচ্ছ দেখছি! ঠিক আছে, না হয় লেযি-এনের জমি পাড়ি দিচ্ছি আমি, কিন্তু তাতে দোষের কি হলো? যে কোন রেঞ্জই সবার জন্যে উন্মুক্ত, অন্তত রাইড করতে অসুবিধে হওয়ার কথা নয়।'

'ঠিক। কিন্তু তোমার মত নিঃসঙ্গ রাইডাররাও মাঝে মধ্যে সবচেয়ে জঘন্য কাজটা করে বসে, সুযোগ পেলে কয়েকটা গরু নিয়ে সীমানা পেরিয়ে যায়। ওদের ঠেকানোর জন্যে এই ব্যবস্থা। তোমার রাইড করা যেমন বেআইনী নয়, তেমনি নিজের রেঞ্জ দেখে-শুনে রাখাও বেআইনী নয়।'

যুক্তিটা অস্বীকার করার উপায় নেই। 'এবার বলো তো, আসলে লেযি-এনের হয়ে কেন কাজ করছ তুমি?'

দু'হাত প্রসারিত করল লোকটা, হাতের তালু ওপর দিকে থাকল। 'পুরো রিও ফ্রিয়ো এলাকা দু'ভাগে বিভক্ত। এখানে হয় মি. নোলানের, নয়তো যাদেরকে সে বেসিন থেকে তাড়াতে চাইছে তাদের কাজ নিতে হবে তোমার। লেযি-এন বেতন ভাল দেয়, বাঙ্ক বা খাবারের মানও ভাল। বরাবরই ভাল খাবারের সমঝদার আমি। তাছাড়া বুড়ো কখনোই আমার কাছ থেকে কিছু কেড়ে নিতে চায়নি।'

'ভালই লেকচার দিয়েছ! নিজের সম্পর্কে এমন খোলামেলা মন্তব্য কোন কাউহ্যান্ডের কাছ থেকে কখনও শুনিনি আমি।'

'বড়বড় কথা তো ভালই বলতে পারো, মিস্টার। কিন্তু লেযি-এন ক্রুদের চেহারা যখন দেখতে পাবে, তখন দেখব কোথায় থাকে এত তেজ! দু'জনকে লেজ তুলে পালাতে দেখলাম সেদিন, আরেকজন তো আরেকটু হলে পৈত্রিক প্রাণটাই হারিয়ে বসেছিল।'

'কারণ?'

'বেসিনের নিয়ম বা রীতি মানেনি ওরা,' নিস্পৃহ স্বরে ব্যাখ্যা দিল সে।

'গাট-হুক রীতি, তাই তো বলতে চাইছ?'

নিতান্ত অবহেলার সঙ্গে একটা হাত নাড়ল লোকটা। 'আবারও!'

উইনচেস্টারটা মাটিতে রাখল বেন। 'অস্ত্র তুলে নিয়ে কেটে পড়ো, দোস্ত।' ঘুরে হাঁটতে শুরু করল ও, জানে বড় বেশি ঝুঁকি নেওয়া হয়ে যাচ্ছে, হয়তো পেছন থেকে ওকে গুলি করার চেষ্টা করবে লোকটা। কিন্তু নিজের সদিচ্ছা বোঝাতে বোধহয় এটাই একমাত্র উপায়।

ইন্দ্রিয়গুলো সজাগ ওর, লোকটা নড়লেই টের পাবে। অবচেতন মন বলছে ঠকতে হবে না ওকে। প্রলোভনটা নিশ্চয়ই ধরতে পেরেছে আগন্তুক, নিঃসাড় দাঁড়িয়ে থাকল সে, শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বেনের দিকে।

থেমে, ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল বেন। 'নামটা কি তোমার, চাঁদ?'

পিস্তল তুলে লেগে থাকা বালি মুছল লোকটা। 'জ্যাক হারলো।'

'টেক্সাসে এখনও তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে রেঞ্জাররা, জানো?'

হাতটা স্থির হয়ে গেল, যেন তপ্ত লোহার ছ্যাঁকা খেয়েছে। স্থির দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থাকল জ্যাক হারলো। পিস্তলের নল নিশানা করে রেখেছে বেনের বুক বরাবর। 'কি বললে?'

'বাদ দাও। এবার আমার কথা শোনোঃ স্রেফ চলার মধ্যে আছি, দোস্ত। দড়ির ব্যবসা করি না আমি। যদি করতামও, টম নোলানের গরুর কাছ থেকে অন্তত দশ মাইল দূরে থাকতাম; কিংবা ঘোড়া চোরও নই। যত দ্রুত সম্ভব রিও ফ্রিয়ো পেরুতে চাই আমি।'

অন্ধকারে জ্যাক হারলোর প্রতিক্রিয়া দেখার সুযোগ হলো না ওর। ধীরে ধীরে হোলস্টারে পিস্তলটা ভরে রাখল সে। 'রিও ফ্রিয়োর দিকে যাচ্ছ কেন?'

'ব্যবসা করতে।'

নীরবে ওকে নিরীখ করছে জ্যাক হারলো—হিসেব কষছে। বেনের হেঁয়ালিতে বিরক্ত, গ্রাহ্য করতে চাইছে না, কিন্তু উরুতে নিচু করে বাঁধা জোড়া পিস্তল অস্বস্তি ধরিয়ে দিচ্ছে মনে; তাছাড়া একটু আগে নিজের কারিশমা দেখিয়েছে আগন্তুক, তিক্ত মনে ভাবল সে, এর সঙ্গে ঝুঁকি নেয়া উচিত হবে না।

আনাড়ী লোক ভাল করেই চেনে হারলো। বেসিনে দুই ধরনের গানম্যান আছে—একটা পক্ষ টম নোলানের অধীন, গাট-হূক করিডায় এদের আবাস; ওদের বিরুদ্ধে লড়ছে অন্যরা, তবে সংখ্যায় বেশি নয়। দুটো পক্ষের মধ্যে সীমানা হিসেবে কাজ করছে রিও ফ্রিয়ো। নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া লেযি-এনের জমিতে পা রাখে না কেউ, কারণ এর মাশুল বড় চড়া। নেহাত বোকা না হলে সবাই এড়িয়ে চলে গাট-হূক রেঞ্জ। এ লোকটি কোন কাতারেই পড়ে না—বোকা নয় সে, কিংবা লেযি-এনের সঙ্গেও কোন ব্যবসা নেই ওর।

'এবার বিদেয় হও, হারলো।'

প্রায় ঘোষণার মত শোনাল বেন স্লেজেলের কণ্ঠ, গলার স্বরে তাচ্ছিল্য আছে কিনা খুঁজতে গেল না জ্যাক হারলো, বরং নড করল। 'আমারও একটা উপদেশ শোনো, দোস্ত,' আগন্তুকের মত প্রায় একই সুরে জ্ঞান দান করল ও। 'এখনই রওনা দাও, সরাসরি উত্তরে গেলে সবচেয়ে কম সময়ে লেযি-এনের সীমানা পেরুতে পারবে, তাও অন্তত দশ মাইল পাড়ি দিতে হবে। রিও ফ্রিয়ো পেরুনোর আগে ভুলেও থেমো না।'

'নিজের ইচ্ছে মত পথ চলতে অভ্যস্ত আমি।'

শ্রাগ করল হারলো, হেঁটে নিজের ঘোড়ার দিকে এগোল। 'পরিচয় দিতে আপত্তি আছে তোমার?' খানিকটা কৌতূহলী স্বরে জানতে চাইল সে।

'বেন স্লেজেল।'

চরকির মত আধ-পাক ঘুরল হারলো, চোখ ছোট হয়ে এসেছে। 'সাহস আছে তোমার, স্লেজেল! পুরানো দিনের কথা ভুলে গেছ, নাকি ভেবেছ এতদিন পর ফিরে এসেছ বলে তোমাকে জামাই আদর করবে টম নোলান? মাঝে মধ্যেই তোমার কথা বলে বুড়ো, আর ফ্রেড মোরিস তো প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠে মুখ ধোয়ার আগে তোমার চোদ্দ গুষ্ঠি উদ্ধার করে!'

'সন্দেহ নেই ওসব শুনতে আমার অন্তত ভাল লাগবে না।'

দাঁত কেলিয়ে হাসল সে। 'ফ্রেড মোরিসের ব্যাপারটা না হয় জানি, কিন্তু টম নোলানের কি ক্ষতি করেছ তুমি? কারও ওপর এত খেপে থাকতে ওকে দেখিনি আমি, স্লেজেল। দুনিয়ায় যদি কাউকে সে ঘৃণা করে থাকে তো সেই লোক হচ্ছে তুমি।' আনমনে মাথা নাড়ল লেযি-এন গানহ্যান্ড। 'নার্ভ আছে তোমার, দোস্ত! লেযি-এনের জমিতে পা রাখার দুঃসাহস এমনিতেই কেউ করে না, আর তোমার তো রীতিমত কুখ্যাতি আছে এখানে!'

'জানতাম না আগের মত এখনও নিজেদের এলাকায় টহল দিয়ে বেড়ায় ওর লোকেরা।'

নড করল হারলো। 'এই একটা ব্যাপারে কখনও ব্যতিক্রম হয়নি। কার্ল ব্রেনেল খুন হওয়ার পর থেকে আরও বেশি লোক নিয়োগ করেছে বস্।'

নীরবে সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। কেউই মুখ খুলছে না। দূরে একটা নিঃসঙ্গ কয়োটের আর্তনাদ শোনা গেল।

'হয়তো কার্ল ব্রেনেলের মৃত্যুর কারণেই ফিরে এসেছ,' অনেকক্ষণ পর মন্তব্যের সুরে নীরবতা ভাঙল হারলো। 'ব্রেনেলের খুনের কিনারা করতে?'

'হয়তো।'

নড করল হারলো। মেসার ঢাল বেয়ে উঠে গেল সে, চূড়ায় উঠে ফিরে তাকাল। 'মাইল দেড় দূরে আমাদের লাইন ক্যাম্প, ছেলেদের নিয়ে ওখানে আছে ফ্রেড মোরিস। অন্তত ছয়জন আছে ওর সঙ্গে। ইচ্ছে করলে বিশ মিনিটের মধ্যে ক্যাম্পে পৌঁছে যেতে পারব আমি, ফ্রেডকে তোমার কথা জানালে এক মুহূর্তও সময় নষ্ট করবে না ও।'

'ঠিক তাই করবে তুমি?'

'হ্যাঁ। যে কোন ট্রেসপাসিঙের ঘটনা রিপোর্ট করতে হয়, এটাই নিয়ম।'

স্মিত হাসল বেন। 'দেরি করছ কেন তাহলে?'

চোখ তুলে উত্তর দিকে তাকাল হারলো। 'সরাসরি উত্তরে গেলে সংক্ষিপ্ত পথে লেযি-এনের সীমানা পেরুতে পারবে। জানোই তো স্কিলেট ক্রীকের ওপাড় থেকে ডাবল-বির জমির শুরু। আমার পরামর্শ শোনো: পাহাড়শ্রেণীর কাছাকাছি পৌঁছানো পর্যন্ত থেমো না, দরকার হলে সারা রাত রাইড কোরো।'

নড করল বেন। '*গ্রেসিয়াস*, হারলো।'

'ভুলে যাও। তোমার কথা অনেক শুনেছি, স্লেজেল। হয়তো তোমাকে সৎ পরামর্শ দেওয়ার মত যথেষ্ট কারণ আছে আমার।'

'যেমন?'

নীরবে ওকে নিরীখ করল লোকটা। 'মানুষটা তুমি যাই হও, আমার অন্তত খারাপ লাগেনি। তোমাকে খুন করতে চাই না আমি, এটাই হচ্ছে আসল কারণ। *অ্যাডিওস*, দোস্ত!'

লেযি-এন গানম্যান চলে যেতে বাকস্কিনের কাছে ফিরে এল বেন। দাঁড়িয়ে থেকে হারলোর ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনল মনোযোগ দিয়ে, ধীরে ধীরে দক্ষিণে চলে যাচ্ছে—একসময় মিলিয়ে গেল। বাকস্কিনের লাগাম ধরে হেঁটে খোলা জায়গায় সরে এল ও, তারপর স্যাডলে চড়ল।

ট্রেইলে এসে হাঁটুর গুঁতোয় বাকস্কিনকে এগোনোর নির্দেশ দিল ও। প্রায় হেঁটে এগোচ্ছে ঘোড়াটা। তাড়া নেই বেনের, কিন্তু মনে দুশ্চিন্তার ঝড় বইছে। ইচ্ছে করলেও জ্যাক হারলোর প্রচ্ছন্ন হুমকিকে উপেক্ষা করতে পারছে না।

দেখা যাচ্ছে ছয় বছরে এতটুকু বদলায়নি টম নোলান—এখনও প্রতিবেশী বা পাসিং-থ্রু রাইডারদের রাসলার মনে করে সে। রেঞ্জে প্রবেশ করা যে কোন লোকের দিকে তেড়ে আসত লেযি-এনের ভাড়াটে গানম্যানরা, ছয় বছর আগে দেখেছে বেন; সামান্য পান থেকে চুন খসলে তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে দিত। ওদের সুঁইয়ের খোঁচার মানে হচ্ছে ফর্টি-ফোরের সীসা—এই হচ্ছে গাট-হুক রীতি। নিরীহ অনেক রাইডার মারা গেছে এভাবে, লোকটাকে স্রেফ ট্রেসপাসার বা রাসলার হিসেবে দাবি করে লেযি-এন। ব্যস, আইনের ঝামেলা ওখানেই শেষ। টম নোলানকে প্রশ্ন করার সাহস কারও নেই। ঘাড়ের ওপর দুটো কল্লা আছে কার?

শীতল একটা অনুভূতি হচ্ছে বেনের। নেহাত ব্যক্তিগত কারণে ফিরে এসেছে ও, কিন্তু শেষে হয়তো ঝামেলায় পড়বে, অবচেতন মন বলছে ওকে। জ্যাক হারলোর কথাটা কিছুতেই ভুলতে পারছে না, ধারে-কাছে আছে ফ্রেড মোরিস···খবর পেলে পাগলা কুত্তার মত ছুটে আসবে সে। তার কারণও আছে।

অনর্থক রক্তপাত এড়াতে ছয় বছর আগে রিও ফ্রিয়ো এলাকা ছেড়েছে বেন, কিন্তু অন্য সবাই ভুলে গেলেও অন্তত ফ্রেড মোরিসের ওকে ভুলে যাওয়ার কথা নয়; এমনকি সারা জীবনেও ভুলতে পারবে না সে।

বেন স্লেজেল যখন স্কিলেট ক্রীক পেরুল, ততক্ষণে মাঝ আকাশ পেরিয়ে গেছে চাঁদ, ফিঁকে হয়ে এসেছে আলো। কিছুটা হলেও নিশ্চিন্ত বোধ করছে ও। এখন আর ওকে ট্রেসপাসার বা রাসলার দাবি করতে পারবে না কেউ, কারণ লেযি-এনের জমি ছেড়ে ডাবল-বির তৃণভূমিতে পা রেখেছে।

বাকস্কিন থামিয়ে ফেলে আসা ক্রীক আর লেযি-এন জমির দিকে তাকাল বেন। নিউ মেক্সিকোর উত্তরাঞ্চলের সবচেয়ে উর্বর জমি। বহু বছর ধরে এ জমি ভোগ করছে টম নোলান। হিক্যারি পাস থেকে রিও ফ্রিয়ো পর্যন্ত কয়েক হাজার একর নয়ন জুড়ানো তৃণভূমি—সৎ-অসৎ যে কোন উপায়ে হোক, দখল করেছে সে; তবে প্রতিবেশীদের অনেকের সঙ্গেই খুব একটা তফাৎ নেই তার, অন্তত নিজের জমি বাড়ানোর মানসিকতা বিবেচনা করলে। আর দশজনের চেয়ে কঠিন, পোড়-খাওয়া এবং দূরদৃষ্টি সম্পন্ন মানুষ বলেই আজ অন্যদের ঈর্ষার কারণ সে।

শীতল হুমকির মত ঠাণ্ডা বাতাস ধেয়ে এল গাট-হূক জমি থেকে, কাঁপ ধরিয়ে দিল বেনের শরীরে। আজও দীর্ঘ একটা দিন কেটেছে স্যাডলে, ক'দিন আগে সিমারন ত্যাগ করার পর থেকে বলতে গেলে স্যাডল থেকে নামেইনি।

ঘুরে সামনের জমির দিকে তাকাল ও। মাইলের পর মাইল বিস্তৃত ঢেউ খেলানো তৃণভূমি, এদিক-ওদিক গজিয়ে উঠেছে জুনিপার বা মেস্কিটের ঝোপ। মাইল কয়েক দূরে সেন্টিনেল পাহাড়ের চূড়ায় জমে থাকা বরফের চাঙড়ে প্রতিফলিত হচ্ছে চাঁদের আলো—রূপার পাহাড় যেন!

ডাবল-বির জমিতে পা রেখেছে ও এখন। কার্ল ব্রেনেলের রেঞ্জ। বেন সেধে ঝামেলা না করলে নিশ্চয়ই ক্রীকের ওপাড়ে নিজেদের জমিতে থাকতে বাধ্য হবে লেযি-এনের ভ্যাকুয়েরোরা। ভরসা করার উপায় না থাকলেও আপাতত নিশ্চিন্ত বেন। পালক-পিতার আচমকা মৃত্যুর খবর পেয়ে ফিরে এসেছে ও, ঝামেলা করার আদৌ কোন ইচ্ছে নেই।

নিজেই চিঠিটা লিখেছে বিল ব্রেনেল, ওর ভাই—রক্তের সম্পর্ক না থাকলেও একসঙ্গে বড় হয়েছে ওরা। কার্ল ব্রেনেলের মৃত্যুর পর ডাবল-বির দায়িত্ব বিলের ওপর বর্তেছে। ছয় বছর দূরে সরে থাকলেও ওকে ভুলে যায়নি বুড়ো। উইল অনুযায়ী নগদ কিছু টাকা পাবে বেন, প্রাপ্য অংশ বুঝে নিয়ে এ তল্লাট ছেড়ে চলে যেতে পারবে। ডাবল-বির কোন অংশ চায় না, কিংবা সঙ্গে উপরি হিসেবে লেযি-এনের শত্রুতাও চায় না।

শরীর ক্লান্ত, তারপরও ঘণ্টা খানেক ঘোড়া ছোটাল ও। যত দ্রুত সম্ভব ডাবল-বিতে পৌঁছতে চাইছে, লেযি-এনের সঙ্গে দূরত্ব সৃষ্টি করার ইচ্ছে আরেকটা কারণ।

ভি-আকারের একটা রীজের কাছে পৌঁছে স্যাডল ছাড়ল বেন। জায়গাটা মোটামুটি নিরাপদ মনে হচ্ছে। ঘোড়ার লাগাম হাতে জুনিপার ঝোঁপের আড়ালে চলে এল ও। ঝড়ে বাঁকা হয়ে বড়সড় পাথরের ওপর ঝুঁকে পড়েছে উইলোর শাখা, অস্থায়ী আশ্রয় হতে পারে ওর জন্যে। স্যাডল ছাড়িয়ে ঘোড়ার যত্ন নিল ও, তারপর ক্যাম্প করল। আগুন জ্বেলে পাশে বেডরোল বিছিয়ে শুয়ে পড়ল, কিছুটা হলেও উষ্ণতা পাবে।

পুরো ছয় বছর পর রিও ফ্রিয়োয় ফিরেছে বেন। ঈশ্বরের মত ভক্তি করত এমন একজন মানুষের কথায় বেসিন ছেড়েছে, যে মানুষটা আপন ছেলের মত লালন-পালন করেছে ওকে, নিজের ছেলে-মেয়ের সঙ্গে ওর পার্থক্য করেনি কখনও। একুশ বছরের মাথা-গরম এক তরুণ ছিল ও তখন, কিন্তু কার্ল ব্রেনেলকে এতটাই শ্রদ্ধা করত যে তার নির্দেশ অমান্য করতে পারেনি, সমস্ত অসন্তোষ চেপে রেখে নির্দ্বিধায় অজানার উদ্দেশে পা বাড়িয়েছে।

মানুষটা দৃঢ়চেতা ছিল, কিন্তু টম নোলানের মত যথেষ্ট দৃঢ় ছিল না বলেই বোধহয় অপঘাতে মৃত্যুবরণ করেছে। নিজের বিশ্বাস থেকে সরে আসেনি সে কখনও, গুটিকয়েক কাউহ্যান্ড নিয়েই লেযি-এনের কুখ্যাত ভ্যাকুয়েরোদের ঠেকিয়ে রেখেছিল এতদিন। গানস্লিংগার ভাড়া করার বিপক্ষে ছিল সে, এবং নিজের সীমিত জমি নিয়েও সন্তুষ্ট ছিল। সারা জীবন লেযি-এনের তোপের মুখে কাটিয়েছে কার্ল ব্রেনেল, কিন্তু ভেঙে পড়েনি কখনও।

দৃঢ় মনোবল আর যে কোন অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর সাহসের কারণে পুরানো অভিজ্ঞ কিছু কাউহ্যান্ডের শ্রদ্ধা অর্জন করেছে সে। কাউহ্যান্ডরা তাকে যতটা সমীহ করত, ঠিক ততটাই ঘৃণা করে টম নোলানকে।

ডাবল-বি ছাড়ার মুহূর্তটা স্পষ্ট মনে আছে বেনের। অফিসরুমে বিল আর ওকে ডেকে পাঠিয়েছিল কার্ল ব্রেনেল। দশ দিন আগে শহরে পাঁচ গান্ট-হুক ক্রুর মুখোমুখি পড়ে গিয়েছিল ওরা, সিরেনোর ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর গানফাইট সেটা। গান পাউডারের ধোঁয়া সরে যাওয়ার পর দেখা গেল দু'জন মারা গেছে, একজন আহত এবং সারা জীবনের জন্যে একটা হাত হারিয়ে বসেছে আরেকজন।

লেযি-এন প্রতিশোধ নিতে না পারলেও সুযোগ খুঁজছিল, বিল বা বেনকে মওকামত পাওয়ার জন্যে বেরিয়ে পড়েছিল বেশিরভাগ গানহ্যান্ড। কিন্তু হঠাৎ করেই নিজের লোকদের ফিরিয়ে নেয় টম নোলান, হয়তো সিরেনোয় গানফাইটের নেপথ্যে কারণটাই তার মত বদলে দিয়ে থাকবে--ঘটনাটা চেপে যায় লেযি-এন; এবং সম্ভাব্য একটা রেঞ্জ ওঅরও এভাবে এড়িয়ে যায় টম নোলান।

কিন্তু তাতে নিশ্চিন্ত হতে পারেনি বেন, বিল কিংবা ডাবল-বির অন্য কেউ। জানত হুমকিটা খাঁড়ার মত আজীবন ঝুলে থাকবে মাথার ওপর, সুযোগ পেলেই প্রতিশোধ নেবে লেযি-এন।

বিপদ এড়াতে একটা উপায় খুঁজে বের করল কার্ল ব্রেনেল। প্রিয় দুই ছেলের মধ্যে অন্তত একজনকে বেসিন ছাড়তে হবে। আলাদা আলাদা ভাবে ওরা কেউই তেমন ভয়ঙ্কর নয়, কিন্তু একসঙ্গে আগুন আর সলতের মত। পিস্তল বা মুঠি চালাতে দু'জনেই দক্ষ, গড়পড়তার চেয়েও বেশি ক্ষিপ্র। সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার দু'জনের ওপর ছেড়ে দিল কার্ল ব্রেনেল। স্বেচ্ছায় বেসিন ছাড়তে চাইছিল বিল, কিন্তু তার আগেই নিজের কথা জানিয়ে দেয় বেন। ভিন্ন রক্তের ও, পালক পুত্র।

যুক্তি না মেনে উপায় থাকল না কারও, না বিল কিংবা তার বাবার।

সাহসী লোকটা আর নেই এখন। প্রিয় নদীর কিনারে রূপালী এক রাতে মাথার পেছনে একটা বুলেট নিয়ে আজীবনের জন্যে শুয়েছে সে। কিন্তু কিছু পাওনা রয়ে গেছে তার, বেন স্লেজেলের কাছে; এই দেনা শোধ না করে নিশ্চিন্ত হতে পারবে না বেন।

পাশ ফিরে শুলো ও। ঠাণ্ডা বাতাস কাঁপ ধরিয়ে দিচ্ছে শরীরে। হয়তো কিছু দিনের জন্যে খোলা জায়গায় এটাই শেষ রাত কাটাচ্ছে, ভাবল বেন। আবারও বিল ব্রেনেলের সঙ্গে একত্রিত হলে—দুই হরিহর আত্মার পক্ষে আলাদা হওয়া সত্যিই কঠিন হবে, জানে ও।

উঠে বসে আগুনে কয়েকটা কাঠ ঠেসে দিল বেন। সিগারেট রোল করল এরপর। দক্ষিণে লেযি-এন তৃণভূমির দিকে তাকাল চিন্তিত দৃষ্টিতে। জ্যাক হারলো যদি লাইন ক্যাম্পে গিয়ে ফ্রেড মোরিসকে ওর কথা জানিয়ে দেয়, নির্ঘাত স্কিলেট ক্রীকের উদ্দেশে ঘোড়া ছোটাবে মোরিস। পৃথিবীতে কাউকে যদি সে ঘৃণা করে তো সেই লোক হচ্ছে বেন। সিরেনোর সেই গানফাইটের পর নিজের লোকদের কঠিন শাসনে বেঁধে রেখেছিল টম নোলান, সেজন্যেই বেন বেসিন ছাড়ার আগে সুযোগ পায়নি মোরিস। তাছাড়া, বেন খবর পেয়েছে শেষ দিকে কিছুটা হলেও কোমল মনোভাব দেখিয়েছে লেযি-এন বস্, শত্রুর উদ্দেশে রাইডারদের লেলিয়ে দেয়া বন্ধ করেছে; কিন্তু একাধিকবার মেক্সিকো পর্যন্ত খেদিয়ে নিয়ে গেছে রাসলারদের, এমনকি উদ্দিষ্ট লোকটাকে ধরার জন্যে পুরস্কারও ঘোষণা করেছে।

কিন্তু সেসব বহু দিন আগের কথা, যখন রক্ত গরম ছিল টম নোলানের; আর বসের মত আগ্রাসী, কলহপ্রিয় ছিল সব কাউহ্যান্ড। আপাতত বোধহয় ঝামেলা হওয়ার সম্ভাবনা নেই, যতক্ষণ না নিজে আগ বাড়িয়ে ঝামেলা করে ও। কিন্তু তেমন কোন ইচ্ছে নেই ওর, ছয় বছরে যথেষ্ট পরিণত হয়েছে বেন—সতর্ক থাকতে শিখেছে, বিপদ বা ঝামেলা এড়াতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে।

জুনিপারের শাখার সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখা গানবেল্টের দিকে তাকাল ও, হাত বাড়ালেই তুলে নিতে পারবে। সিগারেটের গোড়া মাটির সঙ্গে পিষে নেভাল, পলকের জন্যে আগুনের শিখার আড়ালে নাচতে থাকা অবয়বগুলো দেখল শূন্য দৃষ্টিতে—অস্পষ্ট একটা মুখ ফুটে উঠেছে। প্রায় ছয় বছর হতে চলল রক্তমাংসের অ্যাগনেস নোলানকে দেখেনি ও। কিন্তু ক্যাম্পের আগুনের পটভূমিতে এভাবে বহুবার অপূর্ব সুন্দর মুখটা কল্পনা করেছে, কল্পনা করতে ভাল লেগেছে।

টম নোলানের ঘরে কিভাবে অ্যাগনেসের মত মেয়ে জন্মেছে, ব্যাপারটা বরাবরই বিস্মিত করত ওকে। স্বভাবের মত দেখতেও বদখৎ সে। কিন্তু বেসিনের লোকজন জানে টম নোলানের স্ত্রী ছিল দারুণ সুন্দরী; অ্যাগনেসের জন্মের বছর

খানেক পরই স্বামীর ওপর খেপে গিয়ে চিরতরে চলে গিয়েছিল মহিলা—রেখে গিয়েছিল একটা বাচ্চা আর তিক্ত কিছু স্মৃতি।

স্যাডলে মাথা এলিয়ে দিল বেন। শত মাইল দূরে থাকতে অ্যাগনেস নোলানের চিন্তা কুরে কুরে খেত ওকে, আর এখন কয়েক মাইলের মধ্যে পৌঁছে অস্থির করে তুলেছে—এতে বিস্ময়ের কি আছে। কিন্তু মেয়েটিকে দেখার ইচ্ছে নেই ওর, কিংবা দেখা করারও ইচ্ছে নেই। পুরানো ক্ষতের মুখ খুলে কি লাভ, যেখানে সিরেনোর রাস্তায় ওই ভয়ঙ্কর গানফাইটের কারণ স্বয়ং অ্যাগনেস নোলান।

সেই ঘটনার জের ধরে দু'জন লোক মারা গেছে, একজন বিকলাঙ্গ হয়েছে। যে কোন লোকের প্রতিহিংসা বা ঘৃণা দমানোর জন্যে যথেষ্ট রক্তপাত।

দুই

'একাই আছে ও,' চাপা স্বরে বলল কেউ। 'ঠিক খবরই দিয়েছে হারলো।'

চোখ মেলে তাকাল বেন, দেখল আগুনের পাশে দাঁড়িয়ে আছে তিনটে ছায়া। কারও মুখ দেখা যাচ্ছে না, কারণ প্রত্যেকের হ্যাটের ব্রিম নিচু করা; তাছাড়া সবে ঘুম ভেঙেছে ওর, তন্দ্রালু ভাবটা উধাও হয়ে গেলেও দৃষ্টি পরিষ্কার হয়নি।

'জাগাও ওকে!' নির্দেশ দিল শীতল একটা কণ্ঠ।

কণ্ঠটা চেনা চেনা লাগছে, চোখ সরু করে লোকটাকে দেখল বেন। ছোটখাট গড়ন, লম্বায় বড়জোর সাড়ে পাঁচ ফুট হবে; তবে চওড়ায় পুষিয়ে নিয়েছে সে। 'কষ্ট করতে হবে না, জেগে আছি আমি,' নিরুত্তাপ স্বরে বলল ও।

'তাহলে উঠে বসো,' বলল সবচেয়ে কাছের লোকটা। 'পিস্তলের দিকে হাত বাড়িয়ো না আবার।'

নড করল বেন। কোল্টের দিকে হাত বাড়ানোর ইচ্ছে নেই ওর। গা থেকে কম্বল সরিয়ে দিল, ঠাণ্ডা বাতাস শরীরে কামড় বসাতে অজান্তে মৃদু কেঁপে উঠল। দেখল পশ্চিমাকাশে চলে গেছে চাঁদ, গাছপালার ছায়া লম্বা হয়ে গেছে। পায়ে বুট গলিয়ে জ্যাকেটের দিকে হাত বাড়াল ও।

'থামো!' শীতল একটা কণ্ঠ বাধা দিল।

খানিকটা পাশ ফিরে তাকাল বেন। 'লুকানো পিস্তল নেই আমার কাছে। জ্যাকেট পরব।'

'দরকার নেই, শ্লেজেল! একটু ঠাণ্ডা লাগলে এমন কিছু হবে না তোমার।'

শ্রাগ করল ও। একে একে সবার দিকে তাকাল, মুখগুলো ছায়ায় ঢাকা। তারপরও অন্তত একজনকে চেনা চেনা মনে হচ্ছে, কাঠামোটা পরিচিত। সবচেয়ে

খাটো লোকটা—ছোটখাট একটা গরিলা বলা যাবে তাকে; কি যেন একটা অসঙ্গতি আছে লোকটার মধ্যে, মনে হলো বেনের।

চিবুকে হাত বুলাল দীর্ঘদেহী লোকটা। 'এখানে কি করছ তুমি, স্লেজেল?'

'ক্যাম্প করেছি।'

'সে তো দেখতেই পাচ্ছি! কিন্তু লেযি-এনের জমিতে কেন?'

খানিকটা বিস্ময় নিয়ে লোকটার দিকে তাকাল বেন। 'এটা তো ডাবল-বির জমি! স্কিলেট ক্রীক পেরিয়ে এসেছি, নিশ্চিত হওয়ার পর ক্যাম্প করেছি আমি।'

'তাই নাকি? তুমি কি নিশ্চিত ওটাই স্কিলেট ক্রীক?' বিদ্রূপ ঝরে পড়ল লোকটার কণ্ঠে।

'তুমিও নিশ্চিত জানো, পার্ড।'

পরস্পরের দিকে তাকাল তিনজন। 'আগুনে কিছু কাঠ ফেলো,' নির্দেশ দিল খাটো গরিলা।

আগুন উস্কে দেওয়ার পর আলোকিত হলো জায়গাটা। জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট ভেজাল বেন। খাটো লোকটার ডান বাহুর দিকে তাকাল, শীতল শিহরণ বয়ে গেল সারা দেহে—লোকটার কনুইয়ের নিচ থেকে কিছুই নেই! কনুইয়ের নিচে শার্টের আস্তিন কাটা। 'ফ্রেড মোরিস!' প্রায় স্বগতোক্তি করল ও।

নড করল সে, একইসঙ্গে পিস্তলও তুলল। 'তাহলে মনে করতে পেরেছ আমাকে? এখনও মনে রেখেছ দেখে সত্যিই অবাক হয়েছি।'

'কাউকে পঙ্গু করে দেওয়া পছন্দ করি না আমি, মোরিস।'

'তাই? হাসালে, স্লেজেল! কিন্তু উল্টোটাই সত্যি মনে হচ্ছে আমার, ছয় বছর আগে আমাকে বিকলাঙ্গ করে দিতে তো খারাপ লাগেনি তোমার! পঙ্গু হাত নিয়েও দিব্যি কাজ চালিয়ে নিচ্ছি আমি, তাই না, বয়েজ?'

নড করল অন্যরা।

'লেযি-এনের ছায়াও মাড়াবে না, কয়েক বছর আগে সেই নির্দেশই দেয়া হয়েছিল তোমাকে, তাই না?'

'সেটার বরখেলাপ করলাম কোথায়! ওই তো স্কিলেট ক্রীক, আর এপাড়ে ডাবল-বির জমি।'

পাশের লোকটার দিকে ফিরল ফ্রেড মোরিস। 'স্লিম, ওটাই কি স্কিলেট ক্রীক?'

'নাহ্।'

'কার্লি?'

'আরে নাহ্, ফ্রেড।'

'মিথ্যে বলছে ওরা, মোরিস, এবং তুমিও তাই করছ!' শুকনো স্বরে বলল বেন। মনে শঙ্কার দামামা বাজছে, অনায়াসে আঁচ করতে পারছে নিকট ভবিষ্যৎ,

নির্ঘাত ওকে রাসলার বা ট্রেসপাসার দাবি করবে এরা।

ঝুঁকে এল খাটো গরিলা, সস্তা হুইস্কির গন্ধ আঘাত করল বেনের নাকে। 'আমাকে মিথ্যুক বলছ, স্লেজেল?' উস্কানির স্বরে জানতে চাইল সে। লোকটার কণ্ঠে হিংস্র সুর টের পেল বেন। পরিষ্কার আক্রোশ। মামলা চুকিয়ে ফেলতে অস্থির হয়ে পড়েছে।

ফ্রেড মোরিসের কাঁধের দিকে তাকাল ও। খাপ থেকে পিস্তল বের করে ফেলেছে কার্লি আর স্লিম। কোন চান্সই নেই ওর। নির্দ্বিধায় ওকে খুন করবে এরা, তারপর লাশটা টেনে নিয়ে যাবে রিও ফ্রিয়োর ওপাড়ে, যাতে দাবি করতে পারে বেনই ট্রেসপাস করেছে কিংবা ঝামেলা করছিল। রিও ফ্রিয়ো অঞ্চলে এই ঘটনা নতুন কিছু নয়।

'তো?' শীতল স্বরে তাগাদা দিল মোরিস।

'ওটাই স্কিলেট ক্রীক!' জেদী স্বরে ঘোষণা করল বেন।

চোখের নিমেষে সক্রিয় হলো ফ্রেড মোরিস। বাম হাতে সজোরে ঘুসি হাঁকাল বেনের পেটে, এক লহমায় বেরিয়ে গেল ফুসফুসের সব বাতাস। অজান্তে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল বেন, সুযোগটা কাজে লাগাল লোকটা, বিকলাঙ্গ ডান হাত দিয়ে আঘাত করল ওর মুখে। তারপর কাঁধ দিয়ে ধাক্কা মারল বেনের বুকে। কনুইয়ের নিচে হাতের বাকি অংশ না থাকলে কি হবে, আঘাতের চোটে চোখে অন্ধকার দেখল বেন, মনে হলো একটা গদা দিয়ে আঘাত করছে মোরিস। নিজের বেডরোলে চিৎপটাং হয়ে পড়ল ও।

ওর বুকের ওপর একটা বুট তুলে দিল মোরিস, ধীরে ধীরে চাপ বাড়াচ্ছে। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে বেনের। মরিয়া চেষ্টায় দু'হাতে বুটটা চেপে ধরল ও, তারপর গায়ের জোরে মোচড় দিল। অস্ফুট স্বরে কাতরে উঠল মোরিস, বুটের চাপ কমে গেছে।

সুযোগটা লুফে নিল বেন, বুট ধরে ঠেলে দিল মোরিসের শরীর। উড়ে গিয়ে চিৎ হয়ে পড়ল সে ঘাসের ওপর। এদিকে গড়ান দিয়ে সরে গেছে বেন, ছেড়ে দেওয়া স্প্রিঙের মত ঝটিতি উঠে বসল, দ্রুত হাত বাড়াল জুনিপারের শাখায় ঝুলন্ত কোল্টের দিকে।

কিন্তু ওর চেয়ে অনেক বেশি ক্ষিপ্র ফ্রেড মোরিস। এতটাই ক্ষিপ্র যে, নিজেকে শুধু সামলেই নেয়নি, বরং সুবিধাজনক অবস্থানে পৌঁছে গেছে। কিছু টের পাওয়ার আগেই মাথার পেছনে আবারও গদার মত আঘাত অনুভব করল বেন—সুযোগ পেয়ে সরোষে গায়ের ঝাল মেটাচ্ছে মোরিস। মুখ থুবড়ে পড়ল ও, দেখল জুনিপারের শাখাটা তীব্র গতিতে ধেয়ে আসছে ওর দিকে।

কোন রকমে সামলে নিল ও, জুনিপারের সঙ্গে সংঘর্ষ এড়াতে পারলেও ফ্রেড মোরিসের নির্মম মার এড়াতে পারল না। হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে দাঁড়াল ও, আধ-

পাক ঘুরে দাঁড়াতে পেটে পরপর দুটো ওজনদার ঘুসি এসে পড়ল। বাতাসের অভাবে খাবি খেল বেন, যন্ত্রণায় কুঁচকে গেছে মুখ। সুযোগ পেয়ে ওর অরক্ষিত মুখে আঘাত করল গরিলা, গদাসদৃশ ডান কনুই ব্যবহার করছে নিপুণ দক্ষতায়। আঘাতের চোটে চোখে সর্ষে ফুল দেখল বেন, মনে হলো নড়বড়ে হয়ে গেছে কয়েকটা দাঁত, মুখ ভরে গেছে তাজা রক্তে। ঠোঁটের কোণ দিয়ে গড়িয়ে পড়া রক্ত চিবুক হয়ে বুকের কাছে ওর শার্টে পড়ল।

টলমল পায়ে পিছিয়ে গেল বেন, নিজের ওপর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। ভারসাম্যহীন শরীরটা গিয়ে পড়ল আগুনের ওপর। লেভাইসের আবরণ ভেদ করে শরীরে আগুনের তপ্ত ছ্যাঁকা লাগতে যন্ত্রণায় অস্ফুট শব্দ করে উঠল।

'দাঁড় করাও হারামজাদাকে!' চাপা স্বরে নির্দেশ দিল মোরিস।

সঙ্গীর সাহায্যে এগিয়ে এল স্লিম নামের লোকটা, বেনের দুই বাহু চেপে ধরে আগুন থেকে সরিয়ে আনল, তারপর মোরিসের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিল।

শীতল ক্রোধ আর জিঘাংসা নিয়ে অপেক্ষা করছে ফ্রেড মোরিস। চোখ দুটো জ্বলছে হিংস্র শ্বাপদের মত, গরিলার ন্যায় বিশাল মুখে নগ্ন আক্রোশ ফুটে উঠেছে। এদিকে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে বেন, তবে এতটা হয়নি যে সুযোগ পেয়েও পাল্টা আঘাত করতে পারবে না—ক্ষণিকের বিরতির সুযোগ নিল ও। একটা হাঁটু তুলে মোরিসের পেটে আঘাত করল, চটপট দুটো ঘুসি হাঁকাল প্রশস্ত মুখটায়।

তীব্র ব্যথায় খিস্তি করল মোরিস, মুখ কুঁচকে গেছে। মাথা নিচু হয়ে গেল তার। বেনের বুটের ঝাড়া লাথিতে পরমুহূর্তে মাটিতে পড়ে গেল সে।

ঘুরে স্লিমের দিকে মনোযোগ দিল বেন। ঘুসির তোড়ে উড়ে গিয়ে ছুটে আসা কার্লির ওপর পড়ল স্লিম ফ্লেচার, জোড়া দেহ আছড়ে পড়ল একটা লগের ওপর।

স্খলিত পায়ে দু'পা এগোল বেন। অনুভব করছে তাজা রক্তে ভরে গেছে মুখ। সশব্দে থুথু ফেলল ও, হাতের চেটো দিয়ে মুখের কোণে লেগে থাকা রক্ত মুছল। ফ্রেড মোরিস উঠে বসার চেষ্টা করতে লাথি চালাল তার গলায়। কাত হয়ে ঘাসের গালিচায় ঢলে পড়ল লোকটা।

হাত বাড়িয়ে কোল্ট তুলে নিয়ে কক্ করল বেন। পিস্তল বাগিয়ে ধরে দেখল উঠে বসার চেষ্টা করছে কার্লি আর স্লিম, সমানে খিস্তি করছে। কোল্টের মাজল দিয়ে তিনজনকে কাভার করল বেন।

খুব কাছেই গর্জে উঠল একটা পিস্তল, সংবিৎ ফিরল ওদের।

'যথেষ্ট হয়েছে, স্লেজেল,' বলল চেনা একটা কণ্ঠ। 'পিস্তল ফেলে দাও!'

নিশানা করা কোল্টের নল নিচু করল বেন, কিন্তু ফেলল না। পাশ ফিরে দেখল তিনজন দর্শক জুটে গেছে। এদের একজন লেযি-এন ফোরম্যান স্টিভ হারকার। 'গোল্লায় যাও তুমি, হারকার!' তিক্ত স্বরে গাল দিল ও।

দীর্ঘ নীরবতা নেমে এল। স্থির দৃষ্টিতে বেনকে দেখছে স্টিভ হারকার, মুখটা

পাথরের মতই কঠিন, নির্বিকার। চোখের কোণ দিয়ে দেখল হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে অবাঞ্ছিত তিন অতিথি, দ্রুত শ্বাস ফেলছে এখনও। শীতল উষ্মা ঝরে পড়ছে ফ্রেড মোরিসের চাহনিতে। কিন্তু স্লিম আর কার্লির চোখে শঙ্কা। জানে খেপে গিয়ে বেন যদি গুলি করে, তবে ওদের তিনজনই আসল টার্গেট।

'আবারও বলছি, পিস্তলটা খাপে ভরে রাখো, স্লেজেল! কোন চান্স নেই তোমার!' নিরুত্তাপ স্বরে সতর্ক করল লেফি-এন র্যামরড।

'তিনটা ধেড়ে শয়তান পিটিয়ে আমাকে আধ-মরা করার চেয়ে বরং চান্সটা নেওয়াই ভাল!'

দু'পা এগিয়ে এল স্টিভ হারকার। দীর্ঘদেহী মানুষ সে, ছ'ফুটের কাছাকাছি হবে। কালো একটা কোট পরনে, এমনকি হাতের দস্তানাগুলোও কালো। চাঁদের আলোয় মুখটা মড়ার মত ফ্যাকাসে আর বিবর্ণ দেখাচ্ছে। 'ফ্রেড, সঙের মত দাঁড়িয়ে না থেকে সরে এসো,' শান্ত স্বরে নির্দেশ দিল সে। 'স্লিম, কার্লি…তোমরাও চলে এসো। ক্রীক পেরিয়ে সরাসরি লাইন ক্যাম্পে চলে যাও।'

'কিন্তু স্টিভ,' প্রতিবাদ করল মোরিস। 'এই হারামজাদা…' ফোরম্যানের চোখের দিকে তাকাতে নিস্তেজ হয়ে এল তার কণ্ঠ। হাতের চেটো দিয়ে মুখ মুছল, তারপর হিংস্র দৃষ্টিতে তাকাল বেনের দিকে। শ্রাগ করে হারকারকে পেরিয়ে গেল সে, অনুসরণ করল স্লিম আর কার্লি।

'পিস্তলটা খাপে ভরে রাখো, স্লেজেল,' নিস্পৃহ স্বরে বলল হারকার।

'মাথা খারাপ!'

'আপাতত নিরাপদ তুমি।'

ফোরম্যানের পেছনে পরিচিত একটা মুখ দেখতে পেল বেন। জ্যাক হারলো। বেনের সঙ্গে চোখাচোখি হলো তার, মৃদু নড করল টেক্সান।

'আমার সঙ্গে লাগতে এসো না, স্লেজেল!' আলগোছে কোটের ল্যাপেল সরিয়ে দিল হারকার, নিচু করে বাঁধা ভয়াল দর্শন কোল্ট উঁকি দিচ্ছে হোলস্টারে। টান টান বুক আর পা দুটো কিঞ্চিৎ ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছে সে, ডান হাতের আঙুলগুলো লেপ্টে আছে হোলস্টারের গায়ে; ভঙ্গিটায় স্পষ্ট প্রকাশ পাচ্ছে আত্মবিশ্বাসী সে, এতটাই যে বেনের হাতে খোলা পিস্তল থাকার পরও চ্যালেঞ্জ করতে দ্বিধা করেনি।

ঠাণ্ডা বাতাস বইছে প্রেয়ারিতে, বাতাসে মৃত্যুর ফিসফিসানি। শীতল অনুভূতি হচ্ছে বেনের। সামনে দাঁড়ানো লোকটিকে নিরীখ করল—লেফি-এন ফোরম্যানের নির্লিপ্ত মুখ, খানিক বেঁকে থাকা ঠোঁটের কোণে তাচ্ছিল্যের হাসি গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু নিজেকে সামলে নিল ও, অযথা বেপরোয়া হয়ে বেঘোরে প্রাণ হারানোর মানে হয় না। তাতে ফ্রেড মোরিসের ইচ্ছের কাছে নিজেকে সঁপে দেওয়াই সার হবে। শুধু রিও ফ্রিয়ো অঞ্চলই নয়, সারা নিউ মেক্সিকোয় বোধহয়

স্টিভ হারকারের চেয়ে ফাস্টগান নেই কেউ।

'স্লেজেল?' মৃদু স্বরে ডাকল সে। দস্তানা পরা হাতের মুঠি খুলে আবারও বন্ধ করল। 'এটাই তোমার শেষ সুযোগ।'

আবারও নড করল হারলো, চোখের কোণ দিয়ে দেখল বেন, বুকে ক্রস আঁকল।

হ্যামার নামিয়ে পিস্তলটা বেডরোলের ওপর ছুঁড়ে ফেলল ও। 'এবার নিশ্চিন্তে গুলি করতে পারো তুমি, হারকার,' তিক্ত স্বরে বলল বেন। 'কি চান্স বাকি থাকল আমার?'

কয়েক পা এগিয়ে এল স্টিভ হারকার। 'কফি তৈরি করো তো, জ্যাক, মি. স্লেজেলের সৌজন্যে।'

আগুনে আরও কাঠ ফেলল তৃতীয় লোকটা, আড়চোখে বেনকে জরিপ করছে সে। মেক্সিকান নাকি দো-আঁশলা, নিশ্চিত হতে পারল না বেন। পরিচিত মনে হচ্ছে লোকটাকে, কিন্তু চিনতে পারল না। রিও ফ্রিয়ো অঞ্চল ছাড়ার আগে এমন বহু লোককেই চিনত। লোকটার উপস্থিতি কিংবা নির্লিপ্ত চাহনি অস্বস্তি ধরিয়ে দিচ্ছে মনে, শীতল অনুভূতিটা ক্রমশ জোরাল হচ্ছে। স্টিভ হারকার হয়তো কঠিন বিপজ্জনক মানুষ, একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত তাকে বিশ্বাসও করা যায়; কিন্তু এই লোককে কখনোই বিশ্বাস করা যাবে না, অভিজ্ঞতা বলছে বেন স্লেজেলকে, কেউটের মতই দু'মুখো সাপ সে।

শ্রাগ করে ডেনিম জ্যাকেট গায়ে চাপাল বেন।

'বেশ ঠাণ্ডা পড়ছে,' আলাপী সুরে বলল হারলো। 'শীত বোধহয় এবার তাড়াতাড়ি আসবে। রাজহাঁসগুলো দেখেছ, দক্ষিণে যাচ্ছে ওরা?'

'পাখিদের দক্ষিণে যাওয়ার সময় এখন। তোমার মত অতিথি পাখি, স্লেজেল,' নড করে বলল লেযি-এন ফোরম্যান। 'রিও ফ্রিয়োয় কি করছ তুমি?'

'স্বজনদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি,' শুকনো স্বরে বলল বেন, আলতো হাতে কেটে যাওয়া ঠোঁট স্পর্শ করল।

'কনুইহীন হাতটা ব্যবহার করতে জানে বটে ফ্রেড,' মন্তব্যের সুরে বলল হারলো। 'এমনকি সুস্থ যে কোন লোকের মুঠির চেয়েও ঢের ভাল ব্যবহার করে।'

'কোন একদিন ওর গলাটাই কেটে ফেলব আমি!' বিড়বিড় করে বিষোদ্গার করল বেন।

'হয়তো,' নিস্পৃহ স্বরে বলল হারকার, বেনের মন্তব্যটাকে স্রেফ উপেক্ষা করল। আগুনের কাছে গিয়ে দস্তানা পরা মুঠি দুটো মালিশ করল উষ্ণতার আশায়। 'ওকে খেপিয়ে দেওয়া উচিত হয়নি তোমার, স্লেজেল।'

'আমি ওর ওপর চড়াও হইনি, হারকার, বরং ওরাই ঘুমের মধ্যে আক্রমণ করেছে আমাকে।'

ফ্যাকাসে নীল চোখ জোড়া স্থির হলো বেনের ধূসর চোখে। 'উঁহুঁ, আজ রাতে ওকে খেপাওনি তুমি, স্লেজেল। ছয় বছর আগে সিরেনোর রাস্তায় ওর ডান হাতের কনুই উড়িয়ে দিয়েছ তুমি।'

'ওর হাতে তখন একটা পিস্তল ছিল, হারকার। এর মানে নিশ্চয়ই বোঝো? যদ্দূর জানি তুমি নিজেও কয়েকটা খুন করেছ, কিছু লোককে পঙ্গুও করেছ।'

ফট্ করে ফাটল আগুনে ঠেসে দেওয়া জুনিপারের শুকনো শাখা। কফির কেতলি আগুনে চাপিয়ে দিল জ্যাক হারলো, তারপর সাবধানী দৃষ্টিতে তাকাল বেনের দিকে—চাহনিতে ভর্ৎসনা।

'বিকেলে লেযি-এনের জমি পাড়ি দিয়েছ তুমি,' শান্ত স্বরে বলল স্টিভ হারকার, যেন বেনের মন্তব্যটা শুনতেই পায়নি। 'এর পরিণতি জানো নিশ্চয়ই? অন্য যে কারও চেয়ে তোমার সেটা ভাল জানার কথা।'

'দ্রুত রিও ফ্রিয়ো পেরুতে চাইলে এটাই...'

'অন্য পথেও রিও ফ্রিয়ো পেরুনো সম্ভব। হয়তো ঘুরপথ, কিন্তু সেটাই স্বাভাবিক। তুমি ভাল করেই জানো লেযি-এনের জমিতে অবাঞ্ছিত কারও উপস্থিতি সহ্য করে না বস্। ইচ্ছে করলে তোমার শরীরে একাধিক বুলেট ঢুকিয়ে দিতে পারত হারলো।'

না হেসে পারল না বেন। 'সুযোগ আমারও ছিল।'

বরফের মত শীতল হয়ে গেল নীল চোখের চাহনি। 'কোন লেযি-এন ক্রুকে গুলি করেই দেখো, এই মাটিতেই খুন হয়ে যাবে তুমি!'

'গাট-হূক আইন, তাই না, হারকার?'

'ফিরে এসেছ কেন?'

'বলেছি তো, দেখা করতে।'

'কার্ল ব্রেনেলের মৃত্যু সম্পর্কে আগ্রহ নেই তোমার?'

কেতলিতে পানি ফুটতে শুরু করেছে। শীতল অস্বস্তিকর পরিবেশে উষ্ণ আমেজ এনে দিল যেন শব্দটা। একটু পর, কাপে কফি ঢেলে সবাইকে পরিবেশন করল জ্যাক হারলো।

দীর্ঘদেহী গানফাইটারকে নিরীখ করছে বেন। 'এক হিসেবে ঠিকই বলেছ।'

'প্রতিশোধ নিতে চাও?'

'না,' কফিতে চুমুক দিল ও। 'কার ওপর প্রতিশোধ নেব? কেউই জানে না কে খুন করেছে ওকে।'

'সেটা ঠিক।'

কফির কাপের ওপর দিয়ে চোখাচোখি হলো দু'জনের, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল ওরা। বেনের দৃষ্টিতে চ্যালেঞ্জ, কিন্তু র‍্যামরডের চাহনিতে শীতল উষ্মা ঝরে পড়ছে।

কাপ নামিয়ে রেখে সিগারেট ধরাল হারকার। 'হয়তো বুড়োর কাছে কোন দেনা আছে তোমার?'

নড করল বেন। 'স্মৃতি, হারকার। একজন বিশাল হৃদয়ের মানুষের স্মৃতি, যে কিনা কুড়িয়ে পাওয়া একটা বাচ্চাকে নিজের সন্তানের মত মানুষ করেছে, অথচ মানুষটা নিঃসন্তানও ছিল না। আমাদের মধ্যে কখনোই পার্থক্য করেনি সে, সবাই ওর কাছে সমান গুরুত্বপূর্ণ ছিলাম।'

'কিন্তু তারপরও তোমাকে বেসিন্ ছাড়া করেছে সে।'

'না, আমি নিজেই চলে গেছি। হয় বিল নয়তো আমাকেই যেতে হত। বিল ওর নিজের রক্তের।'

স্মিত হাসি দেখা গেল হারকারের ঠোঁটে। 'কেউ কেউ বলে বিলকেই বেসিন-ছাড়া করা উচিত ছিল তার।'

'কি বলতে চাও তুমি?'

কফি নিঃশেষ করে উঠে দাঁড়াল ফোরম্যান। 'শিগ্‌গিরই জেনে যাবে।'

সিগারেটের গোড়া আগুনে ছুঁড়ে ফেলে উঠে দাঁড়াল বেন। বুঝতে পারছে স্টিভ হারকারকে প্রশ্ন করে লাভ হবে না, নিজে না চাইলে মুখ খুলবে না সে। বরং আগে যা করেনি কখনও, অনেকক্ষণ কথা বলেছে ওর সঙ্গে।

আয়েশী ভঙ্গিতে দু'হাত মালিশ করছে হারকার। 'দেখো, স্লেজেল, ব্যক্তিগত ভাবে তোমার ওপর কোন বিদ্বেষ নেই আমার; কিন্তু টম নোলানের হয়ে কাজ করি আমি। সে যা বলে সেটাই হয় এখানে। কার্ল ব্রেনেলের মৃত্যুর পরপরই আমাকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছে বস্, ঠিকই আঁচ করেছে যে ফিরে আসতে পারো তুমি। আরও একটা আন্দাজ করেছে সে: এসেই ঝামেলা শুরু করবে তুমি। সেজন্যেই দেখতে এলাম কিছু ঝামেলা যাতে তোমাকেও ফেরত দেয়া যায়। পরিষ্কার?'

'নিজস্ব কোন ইচ্ছে আছে তোমার, হারকার? টম নোলান কি তোমার জন্যে ভাবে কখনও, বলে দেয় আসলে তোমার কি করা উচিত?'

রাগে জ্বলে উঠল ফোরম্যানের চোখ দুটো, চোখের পাশে দপদপ করে লাফাচ্ছে একটা শিরা। পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিল সে। 'মন্তব্যটা এড়িয়ে যাচ্ছি, আপাতত,' নিস্পৃহ স্বরে বলল। 'কাল ডাবল-বিতে পৌঁছে যাবে তুমি, যতদিন ইচ্ছে থাকো; কিন্তু ঝামেলা করতে এদিকে এসো না, কারণ বিনিময়ে এর কয়েকগুণ ফেরত পাবে তুমি। এবং আমি না চাইলেও হবে এসব।'

নড করল ও।

'আজ রাতে আর কোন ঝামেলা হবে না তোমার।'

'*গ্রেসিয়াস,*' শুকনো স্বরে বলল বেন।

মুহূর্তের জন্যে নীরব হয়ে গেল হারকার। 'ছয় বছর পর বিল ব্রেনেলের সঙ্গে দেখা হবে তোমার, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'শুনেছ তো বিয়ে করেছে ও, স্লেজেল? কিংবা জানো মেয়েটা কে?' বাঁকা হাসি ঝুলছে লেযি-এন র‍্যামরডের ঠোঁটের কোণে, পমেল আঁকড়ে ধরে স্যাডলে চড়ে বসল। মাথায় হ্যাট চাপিয়ে দস্তানা পরা হাত তুলে উইশ করল বেনের উদ্দেশে।

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল বেন। 'ওর বিয়ের খবর পাইনি আমি।'

'মাত্রই তো এলে। যাক না ক'টা দিন। আরও অনেক খবরই পাবে, বেন স্লেজেল!'

তিন

পুব আকাশে ভোরের রঙ ধরতে শুরু করেছে, হিমেল বাতাস বইছে প্রেয়ারিতে। নিভু নিভু হয়ে গেছে ক্যাম্পের আগুন, তবে দিনের আলো ফুটতে শুরু করায় দেখতে সমস্যা হচ্ছে না। তিক্ত এবং প্রায় নির্ঘুম একটা রাত কাটানোর পর ভোরের উন্মেষে ঘুমানোর চেষ্টা করার মানে হয় না, ভাবল বেন স্লেজেল। বেডরোল গুটিয়ে যাত্রার আয়োজন করল ও। সবকিছু গুছিয়ে বাকস্কিনের স্যাডলে চেপে বসল।

সরাসরি উত্তরে পাহাড়শ্রেণীর দিকে এগোল বেন। হিমেল বাতাস সঙ্গী হলো ওর। সামনে কটনউড আর উইলোর ঘন সারি চোখে পড়ছে, কিছুটা নিচুতে ঢেউ খেলানো জমির বুকে সরু ফিতের মত বয়ে যাচ্ছে নদীটা—রিও ফ্রিয়ো। একটা রীজের চূড়ায় এসে ক্ষণিকের জন্যে থামল ও, সিগারেট রোল করার ফাঁকে রিও ফ্রিয়ো উপত্যকায় নজর চালাল।

চির সবুজ এ উপত্যকায় সোনা ফলতে বহু রক্ত ঝরেছে। রিও ফ্রিয়ো যেন অপূর্ব সুন্দরী এক রমণী—যাকে পাওয়ার নেশায় বেপরোয়া হয়ে পড়েছে কিছু মানুষ, সংঘাত আর খুনোখুনি করতেও কুণ্ঠা বোধ করছে না কেউ। আসলেই কি এই উপত্যকার ততটা মূল্য আছে? আনমনে ভাবল বেন। কিন্তু অস্বীকার করার উপায় নেই নিজস্ব সৌন্দর্য আছে উপত্যকাটার, আছে অবারিত সবুজ তৃণভূমি আর পাইনের গন্ধ মাখা সুবাসিত বাতাস। স্বপ্ন দেখতে পারে যে কেউ—বসতির স্বপ্ন, ভবিষ্যতের স্বপ্ন।

এই উপত্যকার ইতিহাস রক্তাক্ত সংঘাতে ভরা। স্পেনিয়ার্ডরা আসার আগে এর দখল নিয়ে লড়েছে ইন্ডিয়ানরা, আর মেক্সিকান যুদ্ধের পর লড়েছে আমেরিকানরা। এখনও লড়ছে, মাঝে মধ্যেই তাদের প্রতিহিংসার আগুনে বলি

হয়েছে হতভাগ্য কিছু মানুষ; শত্রুতা আর ঘৃণার দীর্ঘস্থায়ী পথ তৈরি করেছে।

পুব আকাশে গোলাপী আভা ছড়িয়ে দিল সূর্য, উষ্ণ কোমল আলোয় ডুবে গেল প্রেয়ারি। রিও ফ্রিয়োর পশ্চিম আর দক্ষিণে ডাবল-বির জমি, বাপের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া ডলোরেস ক্যাস্টানেডার সম্পত্তি ছিল একসময়। টেক্সান কার্ল ব্রেনেলকে বিয়ে করে স্প্যানিশ এই মহিলা। পাঁচ সন্তানের জন্ম দেয় সে, যাদের মাত্র তিনজন বেঁচে আছে এখন: সবার বড় বিল ব্রেনেল, বাপের লালচে চুল আর মা-র কালো চোখ পেয়েছে সে; বাপের নীল চোখ আর মা-র ঘন কালো চুল এবং সৌন্দর্য পেয়েছে মিরিয়াম; সবার ছোট জেফরি ব্রেনেল মা-র কোমল স্বভাব পেলেও শারীরিক ভাবে বাপের হুবহু সংস্করণ।

ডলোরেসের সৎ বোন লূয বিয়ে করেছিল টম নোলানকে। লেযি-এনের যে কোন সম্পত্তি যেমন দৃঢ় হাতে আগলে রাখে নোলান, তেমন করেই মহিলাকে ভালবেসেছিল সে, কিন্তু তাতে দু'জনের কেউই সন্তুষ্ট হতে পারেনি। প্রথম বাচ্চার জন্মের পরপরই টম নোলানকে ছেড়ে চলে যায় মহিলা, পেছনে রেখে গেছে তিনটা জিনিস: বাচ্চা এক মেয়ে—অ্যাগনেস, স্বামীর প্রতি অপরিসীম ঘৃণা এবং রিও ফ্রিয়ো উপত্যকার অস্পষ্ট, সামঞ্জস্যহীন একটা দলিল।

কার্ল ব্রেনেল আর ডলোরেসের বিয়ের যৌতুক হিসেবে পাওয়া ডাবল-বির সম্পত্তির দলিলের ঠিক উল্টো এটা। দুই ক্যাস্টানেডা বোন পরস্পরকে যথেষ্ট ভালবাসত, কিন্তু নিজেদের অজান্তে ঘৃণা আর প্রতিহিংসার বীজ বপন করেছে ওরা। কার্ল ব্রেনেল আর টম নোলানকে তারই জের টানতে হচ্ছে, নিজের বা অধীন ক্রুদের রক্তের তেতো স্বাদ নিয়ে। লূয নোলান এই উপত্যকা ছেড়ে যাওয়ার পর দীর্ঘ সাতাশ বছর পেরিয়ে গেছে, কিন্তু সম্পত্তির নিষ্পত্তি যেমন হয়নি, তেমনি দুটো বাথানের মধ্যে শত্রুতারও শেষ হয়নি।

রীজ ছেড়ে উপত্যকা ধরে এগোল বেন। মিনিট ত্রিশের মধ্যে আরেক রীজে উঠে এল, থেমে নিচের উপত্যকায় ডাবল-বি র‍্যাঞ্চ হাউসের দিকে তাকাল। এটাই ওর বাড়ি, সত্যিকার বাড়ি। কয়েকদিন বয়সে রাস্তা থেকে তুলে আনার পর নিজের সন্তানের মত ওকে মানুষ করেছে কার্ল ব্রেনেল। বেন সম্পর্কে কেবল একটা কথাই জানত ব্রেনেলরা—ওর নাম স্লেজেল, রিও ফ্রিয়োর কিনারে পড়ে ছিল বাচ্চাটা, গায়ে জড়ানো কাপড়ে সুতো দিয়ে নাম লেখা ছিল। স্লেজেলের সঙ্গে নিজের মৃত ছেলের নাম জুড়ে দেয় কার্ল ব্রেনেল—বেন স্লেজেল নাম নিয়ে বড় হয় ও।

'বেন স্লেজেল,' আনমনে স্বগতোক্তি করল ও, স্যাডল হর্নে একটা হাত রেখে র‍্যাঞ্চ হাউস জরিপ করছে। 'ভাবছি আসলে তুমি কে!'

আলো আর উষ্ণতা দিয়ে রিও ফ্রিয়ো উপত্যকা ভরিয়ে তুলেছে সূর্য। র‍্যাঞ্চ হাউসের পেছনে বিশাল উইন্ডমিলটা নড়তে শুরু করেছে। কোথাও ডেকে উঠল একটা মোরগ।

আনমনে হাসল বেন, কিন্তু মুখের পেশীতে টান পড়তে ব্যথায় কুঁচকে গেল মুখ। ক্যাম্প ত্যাগ করার পর প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মধ্যে দুই মাইল পথ পাড়ি দিয়েছে, ব্যথা প্রশমন হয়নি এতটুকু কিংবা গরম কফিও কাজে আসেনি। সান্ত্বনার ব্যাপার একটাই—ফ্রেড মোরিস বা তার দুই সঙ্গীও নিশ্চয়ই ওর চেয়ে ভাল বোধ করছে না এখন।

ঢাল ধরে নিচে নামার সময় স্টিভ হারকারকে মনে পড়ল ওর। হ্যামার টানা পিস্তল ছিল বেনের হাতে, আর লেযি-এন র‍্যামরডের জোড়া কোল্ট ছিল হোলস্টারে; কিন্তু গ্রাহ্য করেনি সে। হারকার কি সত্যিই ততটা ফাস্ট, ও গুলি করার আগেই ড্র করতে পারত?

বেনকে চেনে সে, জানে ওর সম্পর্কে। সিরেনোর রাস্তায় সেই গানফাইটের কথা ছড়িয়ে পড়েছে চতুর্দিকে। লড়াইটা এত দ্রুত ঘটেছিল যে আসলে কি থেকে কি হয়েছে এই এতদিন পরও পরিষ্কার জানে না বেন। পিস্তলের মুহুর্মুহু গর্জন, গান পাউডারের তীব্র ঝাঁঝ আর প্রবল উত্তেজনায় কিছুই আঁচ করা সম্ভব ছিল না। দু'জন মারা গেছে, একজন আহত হয়েছে এবং আজীবনের জন্যে একটা কনুই হারিয়েছে আরেকজন—সবাই লেযি-এন ক্রু। কিন্তু বিপক্ষে ছিল মাত্র দু'জন—বিল আর বেন, উঠতি বয়সের দুই তরুণ; লড়াইয়ের পর দেখা গেল কারও গায়ে একটা আঁচড়ও লাগেনি।

জনশ্রুতি আছে হীথ পাওয়েলকে আহত করেছিল বিল, আর লাশ দুটো ফেলেছে বেন স্লেজেল এবং ফ্রেড মোরিসকে বিকলাঙ্গ করেছে। সত্যি কথা বলতে কি মদে চুর হয়ে ছিল তখন বিল, ওকে সেলুন থেকে বের করে নিয়ে আসে বেন; সেলুনের সামনের রাস্তায় লেযি-এন ক্রুদের তোপের মুখে পড়ে যায় দু'জন। বিলের পক্ষে ঠিকমত নিশানা করাও সম্ভব ছিল না তখন, কিন্তু এমনিতে বেনের চেয়েও ক্ষিপ্র সে। রাইফেলেও অসাধারণ।

এটাই আসল কারণ। এ জন্যেই বেসিন ছেড়েছে বেন। কার্ল ব্রেনেলের সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক নেই, এটা বিবেচ্য বিষয় ছিল না। সিরেনোর ওই গানফাইটের পর ও নিজেও কিছুটা অস্থির হয়ে উঠেছিল, চাইছিল অন্তত কিছু দিনের জন্যে হলেও অন্য কোথাও চলে যাবে। আর যাই হোক, মানুষ খুন করা মোটেও আনন্দের কাজ নয়। তাছাড়া শোধ নিতে মরিয়া হয়ে উঠেছিল লেযি-এন ক্রুরা। ভয় পায়নি বেন, বরং অনর্থক রক্তক্ষয় এড়াতেই দূরে সরে গেছে।

স্যাডল থেকে নামল ও, তারপর লাগাম হাতে এগোল বিশাল স্টেবলের দিকে। নিজের জন্যে স্থায়ী বাড়ি তৈরির আগেই স্টেবল তৈরি করেছিল কার্ল ব্রেনেল, জানে ও, বিভিন্ন জাতের শক্তিশালী ঘোড়ায় ভরা থাকত সবক'টা স্টল। কার্ল ব্রেনেল আসলে যতটা না ক্যাটলম্যান, তারচেয়ে বরং হর্স-ব্রীডার হিসেবে বেশি পরিচিত ছিল। ছয় বছরে যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছে ডাবল-বির, এবং

পরিবর্তনের প্রথম নমুনা শূন্য স্টলের সংখ্যা দেখেই জেনে গেল বেন। রিও ফ্রিয়োর চৌহদ্দিতে সবচেয়ে সমৃদ্ধ স্টেবল ছিল এটা, অথচ এখন যে ক'টা আছে এত কম ঘোড়া কখনোই দেখেনি ও।

বাকস্কিনের যত্ন করে ওয়ারব্যাগ, উইনচেস্টার আর বেডরোল নিয়ে স্টেবল ছাড়ল ও। অস্বাভাবিক নীরব মনে হচ্ছে বাড়িটাকে, যদিও রান্নাঘরের চিমনি দিয়ে ধোঁয়া উঠছে। বাতাসে পাক খাচ্ছে ঘোলাটে ধোঁয়া। পোর্চে এসে একটা খুঁটিতে গিয়ার আর রাইফেল রাখল বেন, তারপর হ্যাট দিয়ে বাড়ি মেরে গায়ের ধুলো ঝাড়ল। রান্নাঘরের দরজা খুলে ভেতরে উঁকি দিল। 'হ্যালো, টেকোস,' ব্যস্ত কূকের উদ্দেশে শুধাল ও।

ঘুরে তাকাল শীর্ণদেহী কূক। 'খোদা! এ যে বেন! বেন স্লেজেল!' এক হাতে সরু গোঁফে তা দিল সে, চোখ পিটপিট করে দেখছে ওকে। 'শুনলাম আসছ তুমি, কিন্তু ভাবিনি এত জলদি পৌঁছে যাবে!'

বয়স্ক লোকটির সঙ্গে হাত মেলাল বেন। 'চলার মধ্যে ছিলাম আমি, টেকোস। এই ঠাণ্ডায় খোলা জায়গায় রাত কাটানো সত্যিই কঠিন, তাই রাতেও রাইড করেছি।'

'বুঝেছি, বাড়ি ফেরার জন্যে তাড়া বোধ করেছ, সেটা প্রকাশ করতে চাইছ না।'

'এখনও রান্নাই করছ,' প্রসঙ্গ পাল্টাল বেন। 'ক'বছর হলো?'

'তোমার জন্মের আগ থেকে, সান। এখন কিন্তু এই কিচেনে রান্না করছি না।'

'তাহলে চলছে কিভাবে?'

দৃষ্টি ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকাল টেকোস। 'স্রেফ আগুনটা জ্বালিয়ে দিচ্ছি···কূকশ্যাকে রান্না করার দায়িত্বই শুধু আমার।'

কূকের দিকে তাকিয়ে থাকল বেন। একসময় কাউহ্যান্ড ছিল সে, কিন্তু ঘোড়া থেকে পড়ে একটা পা ভেঙে যাওয়ার পর থেকে কূক হিসেবে কাজ করছে ডাবল-বিতে। তাও অন্তত দশ বছর হবে।

নিতান্ত অবহেলায় একটা হাত নাড়ল টেকোস ফারমিন। 'সময়ে অনেক কিছুই বদলে যায়, বেন। এখানেও পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছে। একজন মহিলা রান্নার কাজ করে এখন। ওর নাম কেট। চমৎকার রাঁধে। মি. ব্রেনেল নয়, বরং মিসেস ব্রেনেলের আইডিয়া এটা। বিল যদিও আমার রান্না খুব পছন্দ করত, কিন্তু মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় কি! সত্যি কথা বলতে কি মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না ওর।'

'সময়ে অনেক কিছুই বদলে যায়,' স্বগতোক্তি করল বেন। 'বিয়ে করেছে ও। কিন্তু প্রায়ই বলত ওর গলায় দড়ি ঝোলাবে এমন কোন মেয়ের নাকি জন্ম হয়নি।'

চুলোয় আগুন ধরেছে। হাতের চেটো দিয়ে কপালের ঘাম মুছল টেকোস।

'হ্যাঁ,' মৃদু স্বরে বলল সে। 'কিন্তু ঠিকই সেধে গলায় দড়ি পরেছে ও।'

'বেসিনের মেয়ে?'

স্থির হয়ে গেল কূকের হাত, শূন্য দৃষ্টিতে দেখল বেনকে। 'হ্যাঁ, বলা যায়...কেন?'

'স্রেফ কৌতূহল।'

'হাতে কিছু কাজ আছে, বেন। পরে তোমার সঙ্গে আলাপ করব। তুমি বরং এই ফাঁকে কফিতে চুমুক দাও। ছয় বছর কেমন কাটল তোমার? জবর গল্প করা যাবে!' বলেই কিচেন থেকে বেরিয়ে গেল সে।

শ্রাগ করল বেন। কিচেন থেকে বেরিয়ে হলওয়ে ধরে বাড়ির সামনের দিকে এগোল। পুরো বাড়িই নীরব হয়ে আছে। কার্ল ব্রেনেলের প্রিয় বিশাল লিভিংরুমে ঢুকল ও, মাথা থেকে হ্যাট সরিয়ে হাতে তুলে নিয়েছে।

দরজার উল্টোদিকে বিশাল ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বলছে, কামরায় উষ্ণ আরামদায়ক আমেজ। প্রবল বিস্ময় নিয়ে দেখল বেন, আশাতীত পরিবর্তন হয়েছে কামরাটার। শিকার করা পশুর মাথা, হরিণের চামড়ার ওপর বসানো রাইফেল আর শটগান ছিল দেয়ালে, বেশিরভাগই উধাও হয়ে গেছে এখন। পুরু চামড়ায় মোড়া চেয়ারগুলোর একটাও নেই, মেহগনির টেবিল কিংবা সুদৃশ্য নাভাজো কার্পেটও নেই মেঝেয়।

ঐতিহ্যকে সরিয়ে আধুনিকতা তার জায়গা দখল করে নিয়েছে। দেয়ালে চুনকাম করা হয়েছে, ওয়ালপেপার মোড়া। আসবাবপত্র সবই হাল ফ্যাশনের, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে সারা ঘরে। মেঝেয় কার্পেট। বিশাল টেবিলটাকে মাঝখানে রাখা হয়েছে, সুদৃশ্য কাপড় দিয়ে ঢাকা এবং তাতে সুদৃশ্য ঝাড়বাতিদানি; মেক্সিকোর বড়বড় চার্চে এত দামী জিনিস দেখেছে বেন।

দেয়ালে পেইন্টিং আর কিছু স্কেচ শোভা পাচ্ছে এখন। কামরাটা যেন রিও ফ্রিয়ো উপত্যকার কোন র‍্যাঞ্চারের নয়, বরং প্রথম শ্রেণীর অভিজাত কোন হোটেলের সীটিংরুম। ফায়ারপ্লেসের সামনে বিশাল উইং চেয়ারে বসে আছে কেউ। লোকটার বুট জোড়া দেখা যাচ্ছে—দামী সুতী কাপড়ের ট্রাউজার আর মেক্সিকান চামড়ার বুট, এতটাই পালিশ করা যে ম্লান আলোয়ও চকচক করছে। অজান্তে নিজের পায়ের কাছে নেমে গেল বেনের দৃষ্টি, ধুলোমলিন জীর্ণ বুটের দিকে তাকাল; স্বভাবতই কার্পেটের ওপর স্থির হলো ওর দৃষ্টি।

কার্পেটটা নষ্ট হয়ে গেলে কেউ বকবে না তো?

ফায়ারপ্লেসের দিকে এগোল ও, পাশ থেকে দেখল বসে থাকা লোকটাকে। লালচে চুল দেখা যাচ্ছে। চেয়ারের হাতলের পাশে ঝুলে আছে একটা হাত, শূন্য গ্লাস ধরে রেখেছে লোকটা। চেয়ারের পাশেই ছোট্ট টেবিল, টেবিলে রূপালী ট্রে-র ওপর প্রায় শূন্য একটা বোতল।

ঝুঁকে এল বেন। 'বিল?' মৃদু স্বরে ডাকল ও।

নড়ল না বিল ব্রেনেল।

বিলের কাঁধে একটা হাত রাখল ও। 'বিল?' খানিকটা চড়া স্বরে ডাকল আবার।

মাথা তুলল কার্ল ব্রেনেলের বড় ছেলে, আধ-বোজা চোখে তাকাল ওর দিকে। 'টেকোস?' জড়ানো কণ্ঠে জানতে চাইল সে।

'আমি বেন।'

জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিল বিল, চোখ পিটপিট করে দৃষ্টি পরিষ্কার করে নেওয়ার প্রয়াস পাচ্ছে। 'ওহ্, বেন!' মাথা নাড়ল সে, দৃষ্টি বিভ্রম কাটাতে নাকি সত্যিই বেনের উপস্থিতি অবিশ্বাস্য লাগছে বোঝা গেল না। 'তাড়াতাড়িই চলে এসেছ, তাই না?' চেয়ারের হাতল ধরে উঠে দাঁড়াল সে। 'ডিনারের সময় থাকছ তো, বেন?'

বিলকে দেখল ও। কিছু লিকার উপচে পড়েছে কাপড়ে, কার্পেটের একটা জায়গা ভেজা। মিসেস ব্রেনেল, সে যেই হোক, কার্পেটের অযত্ন বা দুর্গতি দেখে নিশ্চয়ই খেপে যাবে।

বিলের হাত থেকে গ্লাসটা নিয়ে ছোট্ট টেবিলে নামিয়ে রাখল বেন।

স্মিত হাসল বিল। 'তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে এইমাত্র একটা ক্যাটল ড্রাইভ শেষ করে এসেছ। যাক্‌গে, আমাদের গড়ন প্রায় একই রকম। কেটকে গিয়ে বলো আমার ওয়ার্ডরোবটা যেন দেখিয়ে দেয়। বিয়ের সুটটা ছাড়া যে কোন কিছু পরতে পারো।' ফের হাসল সে। 'ভাবছি গ্লাসের একটা কেসে ভরে সুটটা সান্তা ফে-র যাদুঘরে পাঠাব কিনা।'

বোতলটা তুলে নিয়ে গন্ধ শুঁকল বেন। ব্র্যান্ডি, একেবারে খাঁটি জিনিস। কর্ক খুলে তলানিটুকু গলায় ঢালল ও। মুখ মুছে বোতল নামিয়ে রাখল, অনুভব করল গলা বেয়ে নেমে যাচ্ছে উষ্ণ পানীয়। গতরাতে এরকম ড্রিঙ্ক দরকার ছিল ওর।

চারপাশে তাকাল ও। পাশের দেয়ালে লিকার কেবিনেট দেখতে পেল, দরজার পাল্লা খোলা। অসংখ্য বোতল সারি করে রাখা, সবই সেরা জিনিস। কগ্‌ন্যাক ব্র্যান্ডি, লিকার, স্কচ। সংগ্রহটা সত্যি অসাধারণ। দক্ষিণ-পশ্চিমের দামী হোটেলেও এত ভাল সংগ্রহ দেখা যায় না। সময়ে অনেক কিছুই বদলে যায়, ভাবল বেন, ডাবল-বির মালিকপক্ষ এখন আর বীয়ার, বুরবন বা রাই পান করে না।

ডিনারের জন্যে ওকে থেকে যেতে বলেছে বিল, কিন্তু নিজে হয়তো সারা বিকেলই এখানে কাটিয়ে দেবে। কে জানে, রাতটাও বোধহয় এখানে কাটিয়েছে!

জানালার কাছে এল বেন, ভারী মখমলের পর্দা টেনে সরিয়ে দিল। উজ্জ্বল আলোয় ভরে গেল সারা ঘর।

'দিনের আলো?' সন্দিগ্ধ স্বরে জানতে চাইল বিল, চোখ কুঁচকে রেখেছে।

কিচেন থেকে বাসন-কোসন ধোয়ার শব্দ আসছে, আচমকা বেনের মনে পড়ল গতকাল দুপুরের পর ভাল করে কিছুই খাওয়া হয়নি। 'কুকের কাছ থেকে কিছু একটা মুখে দেওয়ার জন্যে নিয়ে আসছি আমি, বিল,' বলল ও।

উঠে দাঁড়াল বিল, চেয়ারের ব্যাকরেস্ট চেপে ধরেছে এক হাতে। ভঙ্গিটা আড়ষ্ট, অথচ বরাবরই স্বতঃস্ফূর্ত ছিল সে। বয়সের চেয়ে তরুণ মনে হত ওকে—সবাই ওকে "রিও ফ্রিয়ো কিড" বলে ডাকত এবং ব্যাপারটা পছন্দও করত সে—অথচ এখন দেখে মনে হচ্ছে চল্লিশের ঘরে পা পড়েছে।

'তুমি বরং অপেক্ষা করো,' মৃদু স্বরে বলল সে। 'টেবিলে বসার আগে কিছু খাওয়ার নিয়ম নেই এ বাড়িতে। শুনলেই খেপে যাবে আমার বউ। কেটের কাছে অনুরোধ করেও কিছু পাবে না তুমি। এভাবেই চলছে এ বাড়ির সবকিছু।'

'তুমি কখনও বলোনি যে বিয়ে করেছ, বিল।'

রক্তলাল চোখ জোড়া ঝিকিয়ে উঠল। 'মনে হয় না তাতে কিছু আসত-যেত।'

'নিশ্চয়ই আসত-যেত, তুমি ভাল করেই জানো।'

খানিকটা দ্বিধা করল বিল। 'ঠিক আছে, এক্ষেত্রে খানিকটা ব্যতিক্রম না হয় হয়েছে। কিন্তু মনে করে দেখো পরিস্থিতিটা আমাদের দু'জনের জন্যেই সমান ছিল—হয় আমি, নয়তো তুমি। বেসিন ছাড়ার ইচ্ছে আমারও ছিল, কিন্তু তুমিই চলে গেলে। জিতি বা হারি—সব দায়িত্ব আমাকেই নিতে হলো!' শুকনো হাসি দেখা গেল বিলের ঠোঁটে।

'কি বলতে চাচ্ছ, বিল?'

মিষ্টি একটা কণ্ঠ বাধা দিল ওদের। 'সত্যি বলার জন্যে সাহস সঞ্চয় করছে—বলবে আমাকে বিয়ে করেছে ও, বেন।'

হলওয়ের দরজার দিকে ফিরল বেন স্লেজেল। দরজায় দাঁড়িয়ে আছে অ্যাগনেস নোলান, একটা ফ্রক পরনে; দেখে মনে হচ্ছে ফ্যাশন ম্যাগাজিনের কোন সুন্দরী মডেল। হালকা বাদামী চুল খোঁপা করে তুলে রেখেছে মাথার পেছনে, অপূর্ব একটা মুখ, গাঢ় নীল চোখে নিরীখ করছে বেনকে।

হৃদয়ের গভীরে একটা আলোড়ন আবিষ্কার করল বেন। খোদা, আগের চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর ও পরিণত লাগছে অ্যাগনেসকে। ক্যাম্পের আগুনের পটভূমিতে প্রায়ই এই মেয়ের ছবি কল্পনা করেছে ও, কিন্তু ঠকিয়েছে নোলান-কন্যাকে—বাস্তবের ধারে-কাছেও কল্পনা করতে পারেনি!

'কি ব্যাপার, বেন, উইশ করবে না আমাকে?' ক্ষীণ হেসে জানতে চাইল অ্যাগনেস, একটা হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ওর দিকে।

'হ্যালো, অ্যাগনেস,' এগিয়ে গিয়ে অ্যাগনেসের সাথে হাত মেলাল বেন। মেয়েটির উজ্জ্বল স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি, সৌন্দর্য প্রায় মাদকতা সৃষ্টি করছে মনে।

'বেশ তাড়াতাড়ি চলে এসেছ,' মন্তব্যের সুরে বলল অ্যাগনেস, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বেনের মুখের ক্ষতগুলো দেখছে। 'স্যাডল থেকে পড়ে গেছ নাকি?'

হাত দিয়ে মুখ স্পর্শ করল ও। 'ঠিক তা নয়।'

একটা হাত তুলে আলতো ভাবে ফেটে যাওয়া ফোলা ঠোঁট স্পর্শ করল অ্যাগনেস। 'আমার ওপর ছেড়ে দাও, দেখি কি করা যায়,' হালকা সুরে বলল ও।

'*গ্রেসিয়াস*, অ্যাগনেস।'

খানিকটা ঝুঁকে বো করল বিল ব্রেনেল। 'রিও ফ্রিয়োর ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল!' শুকনো স্বরে বিদ্রূপ করল সে।

ঝটিতি ঘুরে তাকাল বেন, দেখল বিলের চোখের চাহনি কঠিন হয়ে গেছে। এক ট্যাংক ব্র্যান্ডি পেটে পড়েছে তার, সুস্থির ভাবে চিন্তা করতে পারছে না—অনর্থক ঈর্ষা আর সন্দেহের শিকার।

'ভুলে যাও, বেন!' মৃদু স্বরে বলল অ্যাগনেস।

অচেনা একটা কামরায় ওকে নিয়ে এল মেয়েটি। বহু দিন আগে একটা বাথটাব ছিল এখানে, আর ছিল র‍্যাঞ্চ হাউসের পরিত্যক্ত সব জিনিস। শীতল অন্ধকার থাকত সবসময়, ব্যবহার করা হত না বললেই চলে। আবর্জনা তো সরানো হয়েছেই, উপরন্তু বাসযোগ্য করা হয়েছে ঘরটাকে—একেবারে সাজানো-গোছানো, দামী আসবাবপত্রে ভরা।

'পছন্দ হয়েছে?' ঘাড়ের ওপর দিয়ে ওর দিকে ফিরে জানতে চাইল অ্যাগনেস।

স্মিত হাসল বেন। 'ডাবল-বিতে একটা বাথটাবই ব্যবহার করতাম আমরা—ঘোড়ার ট্রাফ। মাঝে মধ্যে অবশ্য রিও ফ্রিয়োয় চলে যেতাম।'

নড করল মেয়েটি। 'ঘুরে-ফিরে দেখে নাও, বেন,' সন্তুষ্টি ওর কণ্ঠে। 'দেখবে এখানকার সবকিছু কেমন বদলে দিয়েছি আমি।'

'হ্যাঁ, কেবল জড় পদার্থগুলোই নয়।'

ঝটিতি ঘুরে দাঁড়াল অ্যাগনেস। 'বিলের কথা বলতে চাইছ তুমি?'

'হয়তো।'

'এছাড়া উপায় ছিল না আমার।'

'সত্যি বলছ, অ্যাগনেস? শত্রুর ছেলেকে বিয়ে করতে দিল তোমার বাবা? বেসিনে আর কোন যোগ্য পুরুষ ছিল না?'

'মর্যাদা, প্রতিপত্তি বা আভিজাত্যের বিচারে নোলানদের সমকক্ষ শুধু ব্রেনেলরাই। হ্যাঁ, ব্রেনেলদেরই বেছে নিয়েছিলাম আমি। বাবা আপত্তি করেছিল বটে, কিন্তু পাত্তা দেইনি।'

'কিন্তু আমি তো জানতাম লেযি-এনের মত একই পরিবেশ ছিল এখানে—শত্রুর মেয়ে ছেলের বউ হয়ে আসবে, চিন্তাটাই হাস্যকর ছিল ডাবল-

বিতে। যদ্দূর মনে পড়ে বিলই এ ব্যাপারে বেশি সোচ্চার ছিল, রীতিমত লেকচার দিয়ে বেড়াত সবসময়!'

দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল মেয়েটি। 'কখনোই দৃঢ়চেতা ছিল না ও।'

'কিন্তু দৃঢ়, কঠিন চরিত্রের পুরুষ তোমার পছন্দ, তাই না?'

উত্তর দিল না অ্যাগনেস, বেনের ক্ষতের শুশ্রূষায় ব্যস্ত।

'তো?'

দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরল অ্যাগনেস, তারপর শ্রাগ করল অসহায় ভঙ্গিতে। 'ছয়টা বছর, বেন! বড় দীর্ঘ সময়, একবারও ফিরে আসোনি তুমি, কিংবা একটা চিঠিও লেখোনি!'

'কিন্তু মোটামুটি স্থায়ী একটা ঠিকানা ছিল আমার, বিল সেটা জানত।'

'কি আশা করেছ আমার কাছে, তোমার খোঁজে চলে যাব?'

'না। কিন্তু মাত্র একটা শব্দে ফিরে আসতাম আমি।'

'বাবার কথা ভুলে গেছ বোধহয়?'

না হেসে পারল না বেন। 'তোমার বাবাকে? গাট-হূক নোলান, রিও ফ্রিয়োর আতঙ্ককে কেউ ভুলতে পারে? তারপরও, তুমি যদি খবর পাঠাতে নির্ঘাত গাট-হূক দুর্গে হানা দিতাম আমি, বুড়োর সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদটা ছিনিয়ে নিয়ে বলতাম: গোল্লায় যাও তুমি!' দৃষ্টি নামিয়ে অ্যাগনেসের দিকে তাকাল ও, দেখল ওর মুখ থেকে শুকনো রক্ত পরিষ্কার করছে মেয়েটি। 'তুমিও জানো সেটা, অ্যাগনেস। স্বীকার করো!'

'বেশি কথা বলছ তুমি!'

'কিন্তু এটাই সত্যি। মেয়ে হয়ে বাপের নিষেধ মানোনি তুমি, আমি মানতাম? আমার বা বিলের মধ্যে পার্থক্যটা কোথায়—যোগ্যতায়, নাকি আমি ব্রেনেলদের রক্তের নই বলে?'

আচমকা আঙুল দিয়ে ওর ক্ষতে চাপ দিল অ্যাগনেস, অস্ফুট স্বরে গুঙিয়ে উঠল বেন। ভুরু কুঁচকে উঠেছে। মুহূর্তের জন্যে মেয়েটির মায়াবী চোখে নিষ্ঠুরতা দেখতে পেল, যেন সুদৃশ্য ফুলের বাগানে ওত পেতে আছে হিংস্র কোন শিকারী পশু। এ ধরনের নীচতা সবসময়ই ছিল মেয়েটির মধ্যে, মনে পড়ল বেনের, হয়তো নিষ্ঠুর বাবার পক্ষ থেকে পেয়েছে।

কাজ শেষে ওর দিকে ফিরে তাকাল অ্যাগনেস, হাত দুটো দেহের পেছনে কমোডের কিনারা চেপে ধরেছে। মেয়েটির চোখের দৃষ্টি দেখে সবই ভুলে গেল বেন—অ্যাগনেসের প্রতি ক্ষণিকের জন্যে জেগে ওঠা অসন্তোষ কিংবা এ-ও মনে থাকল না যে অ্যাগনেস এখন আর ধনীর দুলালী নয়, বরং ওর ভাইয়ের বউ। ছয় বছরের তীব্র আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠল বুকে। কিন্তু নিজেকে সামলে নিল ও, চোখ ফিরিয়ে নিল।

'বেন?' ডাকল অ্যাগনেস।

বেন জানে কি চাইছে মেয়েটা। কিন্তু ওর ইচ্ছে অন্যরকম, অবচেতন মন বলছে শিগ্‌গিরই এ কামরা ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত এবং অ্যাগনেস ব্রেনেলের কাছ থেকে যতটা সম্ভব দূরে থাকা উচিত।

'বেন!'

ঘুরে দরজার দিকে এগোল বেন, কিন্তু টম নোলানের মেয়েকে চেনে দাবি করলেও আসলে ঠিক ততটা চেনা হয়নি ওর। পেছন থেকে ওর বাম বাহু চেপে ধরল মেয়েটি, জোর করে ফেরাল নিজের দিকে। দ্রুত ওর গলায় উঠে এল মৃণাল দুই বাহু, ঘাড় ধরে টেনে নিচু করল ওর মুখ। ফোলা ক্ষত-বিক্ষত ঠোঁটে পুরুষ্টু পেলব এক জোড়া ঠোঁটের অস্তিত্ব অনুভব করল বেন। কোমল স্পর্শ, তবু ব্যথা পেয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেল ওর শরীর; কিন্তু মেনে নিল শেষে। অজান্তে সাড়া দিল ও।

মিনিট খানেক, তারপর ওকে ছেড়ে দিয়ে পিছিয়ে গেল অ্যাগনেস ব্রেনেল। 'রক্ত ঝরছে তোমার ঠোঁট থেকে,' প্রায় নিরুত্তাপ স্বরে বলল মেয়েটি। ওর ঠোঁটেও রক্ত লেগে আছে। পাতলা এক খণ্ড কাপড় দিয়ে ঠোঁট মুছল, তারপর বেনের ঠোঁটও মুছে দিল। মুহূর্তের জন্যেও বেনের চোখ থেকে দৃষ্টি সরায়নি।

রিও ফ্রিয়োয় ফিরে আসা ঠিক হয়নি, তিক্ত মনে ভাবল বেন স্লেজেল।

চার

শূন্য কফির মগ ভরে বেনের দিকে এগিয়ে দিল টেকোস ফারমিন। 'এবার তো স্বচক্ষে দেখলে সবকিছু কেমন বদলে গেছে এখানে,' বাতিলের ভঙ্গিতে একটা হাত নাড়ল কুক। 'এটা আর র‍্যাঞ্চ নয় এখন। জমি আছে, কিছু গরু আর ঘোড়াও আছে, কিন্তু কাজ করার মত পরিবেশ বা মেজাজ কোনটাই নেই। একসময় বিশ-ত্রিশজন কাজের লোক ছিল। এখন, আমার মত বুড়ো অথর্বকেও যদি গোনায় ধরো, সব মিলিয়ে হয়তো দশজন হবে। স্রেফ নিরীহ পাঞ্চার এরা, পুরানো একজনও নেই।'

কুকশ্যাকের জানালায় দাঁড়িয়ে বিশাল র‍্যাঞ্চ হাউসের দিকে তাকিয়ে আছে বেন স্লেজেল। প্রায় অসময়ে নাস্তা করেছে ও, অতীতের ডাবল-বির সঙ্গে যার কোন সামঞ্জস্যই নেই। ন্যাপারি* আর দামী রূপালী কাপড়ে ঢাকা ডিশ দেখে তাজ্জব বনে গেছে বেন, অ্যাগনেস ব্রেনেলের জন্যে অপেক্ষায় থাকতে হয়েছে

* ন্যাপারি (Napery) : টেবিলের ঢাকনা তৈরির কাপড়।

পুরো দশটা মিনিট। পুরোটা সময় থালার খাবার নিয়ে খেলেছে অর্ধ-মাতাল বিল ব্রেনেল। আর এদিকে ডাবল-বিকে নিয়ে নিজের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার ফিরিস্তি শুনিয়ে ওকে ক্লান্ত করে তুলেছে অ্যাগনেস, জানিয়েছে শহরে একটা বাড়ি তৈরির ইচ্ছেও আছে। ইচ্ছে করলে অবশ্য তাই করতে পারে মেয়েটি—স্বামীর টাকায় না হোক, বাপের টাকায় সেটা সম্ভব, কারণ একমাত্র মেয়ের কোন সাধই অপূর্ণ রাখেনি টম নোলান।

স্টোভের পাশে কাঠের বাক্সে থুথু ফেলল টেকোস। 'কার্লের মৃত্যুর পর থেকে মনে হচ্ছে সবকিছু উচ্ছন্নে যেতে বসেছে! বোতল নিয়ে পড়ে আছে বিল। ওকে নিরস্ত করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে মিরিয়াম, কিন্তু শেষে ঝগড়া করে আলাদা হয়ে গেছে দু'জন। তাতে বরং পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে। জেফকে নিয়ে শহরে থাকছে মিরিয়াম, জেফের স্কুলের পাট না চুকা পর্যন্ত ওখানেই থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।' শুকনো হাসি দেখা গেল কূকের মুখে। 'কিন্তু বেয়াড়া ওই ছেলেকে স্কুলে আটকে রাখতে পারবে না কেউ, এমনকি মিরিয়ামও পারবে না।'

'কেমন আছে ও?'

চোখ তুলে তাকাল টেকোস। 'অতীতের ডাবল-বির ঐতিহ্য নিয়ে বোধকরি কেবল ও একাই ভাবে। মেয়েটা হয়েছেও ঠিক ওর মা-র মত—সুন্দরী, বনেদী আচরণ আর মিশুক স্বভাবের কারণে বেসিনের সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত নারী।'

'আর জেফরি?'

ফের সশব্দে থুথু ফেলল টেকোস। 'ছোট্ট একটা বেয়াড়া আঁচিল ও। তোমার ধারণা তুমি আর বিল বুনো স্বভাবের? ঈশ্বরের দিব্যি, ওই ছেলে তারচেয়েও কয়েক কাঠি বাড়া। ওর তুলনায় তোমরা কিছুই না! নিজেকে বিলি দ্য কিড বা ওরকম কিছু মনে করে সে। পাগলামি ছাড়া আর কি, এভাবে নিজেকে জাহির করে কোন বাচ্চা ছেলে?'

জানালা থেকে ঘুরে দাঁড়াল বেন। 'কিন্তু বরাবরই শান্ত স্বভাবের ছিল ও।'

'হ্যাঁ, চুপচাপ ঠিকই। কিন্তু দারুণ বিপজ্জনক! গত ছয়টা বছরে অনেক পরিবর্তন হয়েছে ওর।'

'তাহলে পিস্তল বয়ে বেড়ায় ও?'

নড করল টেকোস। 'দুটো, বেন। একবার ওকে বলেছিলাম কাজ সারার জন্যে একটা পিস্তলই যথেষ্ট, দুটোর ওজন মানুষের গুরুত্ব বরং কমিয়ে দেয়—অন্তত যে লোক পিস্তলের সঠিক ব্যবহার জানে না। কথাটা হেসেই উড়িয়ে দিয়েছে ও।'

'বিলি দ্য কিড তো মাত্র একটা পিস্তল ঝোলায়,' স্মিত হেসে বলল বেন।

শ্রাগ করল সে। 'জেফরি ব্রেনেল দুটো ঝোলায়।'

'পিস্তলে কেমন ওর হাত?'

স্থির দৃষ্টিতে তাকাল কুক। 'বিলের চেয়ে ক্ষিপ্র, হয়তো তোমার চেয়েও। যদিও একটা কথা জানি আমি।'

'কি?'

বিরক্তি দেখা গেল নীল চোখে। 'স্টিভ হারকারের চেয়ে ক্ষিপ্র নয় ও।'

শূন্য কাপ টেকোসের দিকে বাড়িয়ে ধরল বেন।

'মাঝে মধ্যেই ভাবি···'

'কি?'

'সিরেনোর ওই লড়াইয়ের পর নিশ্চয়ই অনেক ভেবেছে স্টিভ হারকার। ওর মত বন্দুকবাজ সবার সমীহ কাড়তে পছন্দ করে। নিজের কাছাকাছি সামর্থ্যের কোন লোককেই এরা পছন্দ করে না, ক্ষমতার অহঙ্কার বলতে পারো। পশ্চিমের সব বিখ্যাত বন্দুকবাজই এই ম্যানিয়ার শিকার। সুযোগ পেলে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করবে, এটাই স্বাভাবিক। আমার তো মনে হয় হারকারের গোপন এই ইচ্ছে কোন ভাবে আঁচ করে ফেলেছিল কার্ল ব্রেনেল, সেজন্যেই বিলের বদলে তোমাকেই বেসিন্ ছাড়া করেছে।'

'মানে?'

গোঁফে তা দিল টেকোস। 'কোন একদিন শো-ডাউন হবেই, বেন। তোমার সঙ্গে হারকারের। কিন্তু কারও পক্ষে বাজি ধরতে পারছি না আমি।'

'বিল আমার চেয়েও ক্ষিপ্র, টেকোস, এবং নিশানাও ভাল ওর।'

'সিরেনোর গানফাইটে কিন্তু তার প্রমাণ হয়নি।'

'বিল প্রায় মাতাল ছিল।'

নড করল কুক। 'মাতাল না হলেও কিছু যেত-আসত না। বিল হয়তো ক্ষিপ্র, নিশানাও দারুণ, কিন্তু শত্রুর সামনে দাঁড়াতে সাহস লাগে, মনের জোর থাকতে হয়। শত্রুকে খুন করার ইচ্ছে নিয়ে গুলি ছুঁড়তে হয়, সেটা নেই ওর, যা তোমার আছে।'

'ফালতু কথা!'

'উঁহুঁ, ঠিকই বলেছি আমি।'

একটা চেয়ারে বসে কফিতে চুমুক দিল বেন। 'বাবার ব্যাপারটা কি, টেকোস?'

'মাথার পেছনে একটা বুলেট আঘাত করেছে। নরম ধাতুয় মোড়া পয়েন্ট ফর্টি-ফোর। রাইফেল বা পিস্তল, দুটোই হতে পারে। যদিও শেরিফ দাবি করেছে রাইফেলের বুলেট ওটা। ট্রেইলের পাশে কার্লের জন্যে অপেক্ষায় ছিল লোকটা। নরম মাটিতে কনুই আর হাঁটুর দাগ বসে গিয়েছিল, আর পাওয়া গেছে ডজন খানেক সিগারেটের গোড়া। বোঝা গেছে বহুক্ষণ অপেক্ষায় ছিল লোকটা। কার্ল বরাবরই ওই পথ ধরে ফিরত বাথানে। খুনী সেটা ভাল করেই জানত।'

'কে করেছে কাজটা, কোন ধারণা আছে তোমার?'

দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল টেকোস ফারমিন। 'এখানে ভাল একটা চাকুরি করি আমি, এবং কাজটা পছন্দও করি।'

'বিল তোমাকে বরখাস্ত করবে না, টেকোস।'

'বিল আমাকে বরখাস্ত করল বা না-করল, এ নিয়ে দুশ্চিন্তা নেই আমার, বেন। আমি যদি মুখ খুলি হয়তো অন্য কেউ অসন্তুষ্ট হবে। সুতরাং মুখ বন্ধ রাখাই ভাল।'

'লেযি-এনের লোকেরাই করেছে কাজটা?'

'হতে পারে, কোন কিছুই নিশ্চিত বলা যাবে না।'

'টম নোলানকে যতটা ঘৃণা করি, ঠিক ততটাই নিশ্চিত জানি কাউকে ড্রাই-গাল্‌শ করবে না সে।'

'কিভাবে নিশ্চিত হচ্ছ তুমি, বেন? কিছুই বলা যায় না। সবই সম্ভব।'

দরজার দিকে এগোল বেন, মাঝপথে ফিরে তাকাল। 'মনে হচ্ছে ফিরে না এলেই ভাল হত।'

'টাকা আসছে তোমার কাছে, বেন। বুড়ো তোমাকে ভুলে যায়নি। আমার তো ধারণা নিজের যে কোন ছেলের চেয়ে তোমাকেই বেশি পছন্দ করত ও।'

'হ্যাঁ। জানি আমি।' দরজা খুলে আঙিনার দিকে তাকাল ও, বহু দূরে খোলা প্রেয়ারি শেষে নদীর তীরে গাছের সারি চোখে পড়ছে। বাতাসে নড়ছে সবুজ শাখা। পাইন মাখা সুবাসিত বাতাস নাকে দোলা দিচ্ছে। 'তারপরও মনে হচ্ছে ফিরে না এলেই ভাল হত,' অন্যমনস্ক সুরে বিড়বিড় করল ও।

'তোমাকে ফিরে আসতেই হত, বেন। কিছু কিছু কাজ আছে যেটা সবাই করতে পারে না, এবং দেরিতে হলেও সেটা সারতে হয়। প্রীচাররা যেমন বলেঃ সাধারণ মানুষের চেয়েও বেশি ক্ষমতা আছে, এমন শক্তির পক্ষেই সম্ভব সেসব কাজ করা। তোমাকে ফিরে আসতেই হত, বেন স্লেজেল।'

ঘুরে দাঁড়াল ও। 'ভাল-মন্দ যাই হোক, তার জন্যে, টেকোস?'

'হ্যাঁ, ভাল বা মন্দের জন্যে। কারণ অদৃষ্টের খণ্ডন এখনও এড়াতে শিখিনি আমরা।'

'ভাবছি সেটা কি হবে!'

'কুয়েইন স্যাবে?'

বেরিয়ে এসে পেছনে দরজা বন্ধ করে দিল বেন। মূল র‍্যাঞ্চ হাউসের দিকে এগোল। আচমকা রীজের ওপর দু'জন রাইডারকে দেখতে পেল, ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করেছে। চোখ কুঁচকে তাকাল ও। রাইডারদের একজন মেয়ে—নিঃসন্দেহে মিরিয়াম। ভুল হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। বেশিরভাগ পুরুষের চেয়ে অনায়াস দক্ষতার সঙ্গে রাইড করে মেয়েটা, এবং অবশ্যই মেয়েলি

ঢঙে।

সাইড স্যাডলে রাইড করছে মেয়েটি। কালো চুলের রাশি খোঁপা বেঁধে রেখেছে ঘাড়ের পেছনে, হ্যাটটা চিবুকের সঙ্গে স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধা। নীল রাইডিং স্কার্ট আর চামড়ার জ্যাকেট মেয়েটির পরনে। কত হলো ওর বয়েস? আঠারো, উনিশ? বছর গুনতে শুরু করতে বেনের মনে পড়ল মিরিয়াম ব্রেনেলের বয়স অন্তত বাইশ বছর।

গেটের দিকে এগোল বেন, গেট খুলে দেবে।

বোনের পাশে রাইড করছে ছেলেটা। লম্বা হয়েছে জেফরি ব্রেনেল। স্যাডলে বসার ভঙ্গি অভ্যস্ত, স্বতঃস্ফূর্ত। কালো পোশাক জেফরির পরনে—হ্যাট থেকে বুট পর্যন্ত সবই কালো। সকালের সূর্যের আলোয় চকচক করছে বুট জোড়া।

'হ্যালো, বেন!' দূর থেকে স্বাগত জানাল মিরিয়াম ব্রেনেল। 'শেষপর্যন্ত এসেছ তুমি!'

'হ্যালো, মিরিয়াম! জেফ!'

দস্তানা পরা একটা হাত নাড়ল জেফরি।

ভাই-বোন প্রবেশ করার পর পেছনে গেট বন্ধ করে দিল বেন। মেয়েটির দিকে তাকাল ও, খানিকটা বিস্ময় নিয়ে দেখছে কিশোরী থেকে বদলে গিয়ে পরিপূর্ণ নারী হয়ে ওঠা মিরিয়ামকে। অপূর্ব সুন্দর কমনীয় মুখ, দীঘল কালো চুল বরাবরের মতই উজ্জ্বল। মায়াবী নীল চোখ, খানিকটা বেগুনী আভা তাতে; আর আছে যে কোন লোকের ভেতরটা দেখার মত তীক্ষ্ণ চাহনি।

মিরিয়ামের চেয়েও বেশি বদলেছে জেফরি। স্যাডল ছেড়ে বোনকে নামতে সাহায্য করল সে। প্রায় বেনের সমান লম্বা ও, খানিকটা শীর্ণ—অন্তত বেনের চওড়া পেশীবহুল কাঁধের তুলনায়। সুদর্শন ফর্সা মুখ, গোঁফ উঠতে শুরু করেছে। দস্তানা খুলে বেনের উদ্দেশে একটা হাত বাড়িয়ে দিল সে। জেফরির স্বতঃস্ফূর্ত ভঙ্গি অন্য একজনের কথা মনে করিয়ে দিল বেনকে—ব্রেনেল এবং ক্যাস্টানেডা, দুই রক্তের মিশেল হয়েছে তার মধ্যে, কিন্তু বাড়তি কি যেনও আছে—লুকাছাপা, সহজে চোখে পড়ে না—অশুভ একটা ব্যাপার, যেটা হয়তো একসময় তাড়া করবে ওকে, ক্ষতিই করবে ওর।

'তোমাকে দেখে খুশি হয়েছি, বেন,' বলল জেফরি—নিরুত্তাপ, চাঁছাছোলা স্বর; চোখের চাহনি নিস্পৃহ, স্থির।

মুহূর্তের মধ্যে কালো পোশাকধারী আরেকজনের কথা মনে পড়ল বেনের। আরেক স্টিভ হারকারের দিকে তাকিয়ে আছে ও! অনুভূতিটা সুখকর নয়, অন্তত ওর জন্যে। রিও ফ্রিয়ো উপত্যকার সব পিস্তলেরো কি কালো পোশাক পরতে শুরু করেছে নাকি?

'তুমি দেখছি বেশ স্লিম হয়ে গেছ,' হালকা চালে বলল মিরিয়াম।

'টেকোসের রান্না মিস্ করেছি না!'

বাড়ির দিকে ইঙ্গিত করল মিরিয়াম। 'ভেতরের লোকজনের জন্যে এখন আর রান্না করে না ও।'

'জানি।'

দস্তানা দিয়ে উরুতে নিচু করে বাঁধা হোলস্টারের ওপর চাপড় মারল জেফরি। 'তাহলে অ্যাগনেসের কথাও জানো তুমি?'

নড করল বেন।

'স্ত্রী হিসেবে ওকে পেয়ে ভালই হয়েছে বিলের,' মৃদু স্বরে মন্তব্য করল ছেলেটা।

জেফরির দিকে তাকাল বেন, শীতল চ্যালেঞ্জ দেখতে পেল ছেলেটার চোখে। 'হ্যাঁ, আমারও তাই ধারণা, জেফ।'

'এখানকার সবকিছু গুছিয়ে নিয়েছে ও।'

'হ্যাঁ।'

'ব্যাপারটা তোমার পছন্দ হয়নি, তাই না, বেন?'

ক্ষীণ হাসল বেন। 'আমার পছন্দ-অপছন্দে কি যায়-আসে, অন্তত এখন?'

নড করল ছেলেটা।

কত হবে ওর বয়েস? স্মৃতির পৃষ্ঠা হাতড়ে বেড়াল বেন। খুব বেশি হলে আঠারো বা উনিশ! বিস্ময়কর পরিবর্তন হয়েছে জেফরির—যে ছেলে সারাক্ষণ বাড়ির আশপাশে থাকত; বই, খেলনা আর পোষা জন্তুদের নিয়ে সময় কাটাত; সে-ই এখন জোড়া পিস্তল বয়ে বেড়ায়। প্রায় সময়ই অসুস্থ থাকত সে, অতি মাত্রায় স্পর্শকাতর বলে খুব বেশি সহানুভূতি দেখাতেও সাহস করত না কেউ, গাঢ় নীল চোখে মুহূর্তে অসন্তোষ ফুটে উঠত তাহলে।

কিন্তু সেই তিক্ত অসন্তোষ এখন পরিপূর্ণ এক যুবকের অহঙ্কার হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাহস দেখাতে গিয়ে ঔদ্ধত্য আর তাচ্ছিল্য প্রকাশ করছে জেফরি। স্পারঅলা বুট পরছে সে, মুক্তো বসানো হাতলের জোড়া কোল্টের ওজন বয়ে বেড়ায় ওর দুই উরু।

ওজনটা কি শেষপর্যন্ত বইতে পারবে সে? কিংবা জেফরি কি আদৌ বোঝে দুটো পিস্তল ঝোলানোর খেসারত হিসেবে কতটা মূল্য দিতে হয়?

'ছয় বছরে নিশ্চয়ই অনেক ঘুরেছ তুমি, বেন?' জানতে চাইল মিরিয়াম।

'হ্যাঁ, বেশিরভাগ সময় দক্ষিণ-পশ্চিমে কাটিয়েছি। কলোরাডো আর ওয়াইওমিংও গেছি। কিন্তু এ জায়গাটাই এখনও সেরা আমার কাছে।'

'এখানে থাকতে চাইছ তুমি?' প্রশ্নটা করেই বাড়ির দিকে হাঁটা ধরল জেফরি ব্রেনেল।

'মনে হয় না।'

'অ, তাহলে টাকা নিয়ে কেটে পড়বে?'

'জেফ!' লালচে হয়ে গেছে মিরিয়ামের মুখ।

ক্ষীণ হাসল বেন। 'হয়তো ঠিকই বলেছে ও। যাক্‌গে, তোমাদের দু'জন আর বিলকেও দেখতে এসেছি আমি, জেফ।'

দ্রুত ওর দিকে ফিরল ছেলেটা, আচমকা মুখে ভান করা পর্দাটা সরে গেল যেন। মুহূর্তের জন্যে,-তারপর আগের মতই নিস্পৃহ হয়ে গেল। 'মনে হয় না বাড়ি ফেরার জন্যে অস্থির হয়ে ছিলে তুমি,' প্রায় তাচ্ছিল্যের সুরে বলল সে।

মিরিয়ামের জন্যে দরজা মেলে ধরল বেন। 'হ্যাঁ, জেফ, আমার ধারণা ছিল সত্যিই বাড়ি ফেরার জন্যে অস্থির হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু এখানে এসে, অবস্থা দেখে ততটা নিশ্চিত নই আর।'

'শহরে একটা গুজব শুনলাম, এরই মধ্যে নাকি গাট-হুক ক্রুদের সঙ্গে ঝামেলায় জড়িয়েছ তুমি?'

কিচেনের কাছাকাছি চলে এসেছে ওরা। হলওয়েতে ঢুকে ঘুরে দাঁড়াল মিরিয়াম, বেনের মুখে স্থির হলো দৃষ্টি।

'খবর দেখছি দ্রুত ছড়ায়,' শুকনো স্বরে বলল বেন। 'হ্যাঁ, ওদের সঙ্গে কিছুটা ঝামেলা হয়েছে। সন্ধের পর লেযি-এনের সীমানা পেরিয়ে এসেছি আমি, স্কিলেট ক্রীকের এপাড়ে ক্যাম্প করেছিলাম। কিন্তু দেখা গেল ডাবল-বির সীমানা নিয়ে সন্দেহ আছে ওদের, ওদের দাবি অনুযায়ী তখনও গাট-হুক রেঞ্জে ছিলাম আমি।'

'গোলাগুলি হয়েছিল নাকি?' জেফরির প্রশ্ন।

'না। তিনজন ছিল ওরা—স্লিম, কার্লি আর ফ্রেড মোরিস।'

নড করল ছেলেটা। 'সাধারণত একসঙ্গেই থাকে ওরা। ত্রিরত্ন!'

'ওদের সঙ্গে হাতাহাতি হলো। স্টিভ হারকার সময়মত না এলে হয়তো মার খেয়ে ভর্তা হয়ে যেতাম। জ্যাক হারলো ছাড়াও আরেকজন ছিল ওর সঙ্গে, ব্রীড বা মেক্সিকান হবে।'

বোনের দিকে তাকাল জেফরি। 'বাজি ধরে বলতে পারি, ওই লোকটা কারাঞ্চো।'

'হ্যাঁ,' মৃদু স্বরে একমত হলো মিরিয়াম।

'কারাঞ্চো কে?' জানতে চাইল বেন।

'একটা শকুন!'

'এবং বাজার্ড!' ক্ষীণ হেসে বলল বেন। 'বিশেষণটা লাগসই হয়, সত্যিই যদি স্টিভ হারকারের সঙ্গে চলাফেরা করে ও।'

'ওর কাছ থেকে দূরে থেকো, বেন,' সতর্ক, উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল মিরিয়াম। 'স্টিভ হারকারের সব নোংরা কাজ করে দেয় সে।'

'মিথ্যে কথা!' তপ্ত স্বরে প্রতিবাদ করল জেফরি। 'এখানে কাউকে ডরায় না

স্টিভ হারকার। ওর চেয়ে ফাস্টগান আছে কেউ?' অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে বেনের দিকে তাকাল সে। 'বিলও ওর সমকক্ষ নয়।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে শ্রাগ করল বেন। মিরিয়ামের দিকে তাকাতে দেখল মাথা নাড়ছে মেয়েটি। বোনের দিকে পেছন ফিরে ওকে নিরীখ করছে জেফরি—মাপা, উস্কানি আর ঔদ্ধত্য ভরা চাহনি।

'তো, বেন,' নিস্পৃহ স্বরে জানতে চাইল সে। 'ঠিক বলেছি না?'

'হয়তো।'

'কিংবা তুমিও ওর সমকক্ষ নও।'

খানিকটা তেতে উঠল বেনের মেজাজ, জেফরির ছেলেমানুষিতে বিরক্ত। 'কে ফাস্টগান সেই ফালতু তর্ক করার জন্যে বাড়ি ফিরে আসিনি আমি, কিড।'

'কে জানে, কি জন্যে এসেছ তুমি, সেটা তুমিই ভাল বলতে পারবে,' শান্ত স্বরে বলল জেফরি। 'কিন্তু গাট-হূক ক্রুদের সঙ্গে মোলাকাত করতে একটুও দেরি হয়নি তোমার। সেধে লেযি-এন রেঞ্জে গেছ তুমি, যদিও ঠিকই জানতে ট্রেসপাসারদের দেখলেই তেড়ে আসে ওরা।'

একটা বাহু চেপে ধরে জেফরিকে সরিয়ে নিয়ে গেল মিরিয়াম, লিভিংরুমের দিকে এগোল। বিড়বিড় করে অসন্তোষ প্রকাশ করল জেফরি, কিন্তু মিরিয়াম চাপা স্বরে ধমকে উঠতে নিরস্ত হলো।

দেহের পাশে দু'হাত ছড়িয়ে অসহায় ভঙ্গি করল বেন। ছেলেটার ওপর প্রায় খেপে উঠেছিল, ইচ্ছে করছিল খানিকটা হলেও শাসন করবে; কিন্তু শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়েছে। জেফরির জোড়া পিস্তল দেখে ভয় পেয়েছে বা দ্বিধা বোধ করেছে তা নয়, বরং নিজেদের মধ্যে তিক্ততা বাড়ানোর অনিচ্ছাই আসল কারণ। শত হলেও এরাই ওর একমাত্র আপনজন, এবং এটাই বড় সত্যি। নিজের সামর্থ্য প্রমাণ করতে জেফরির অতি উৎসাহ তারুণ্যের খামখেয়ালীপনা বলে নিজেকে প্রবোধ দিলেও নিশ্চিন্ত হতে পারছে না।

দু'জনকে অনুসরণ করে লিভিংরুমে ঢুকল ও। বিশাল উইং চেয়ারে বসে আছে বিল ব্রেনেল, হাঁটুর ওপর পড়ে আছে দুই কনুই, শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ফায়ারপ্লেসের দিকে। ঠোঁটে জ্বলন্ত সিগার, আর এক হাতে পানীয়ের গ্লাস। ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাক খেয়ে উঠে যাচ্ছে সিলিঙের দিকে। উল্টোদিকের জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আছে মিরিয়াম, উদাস দৃষ্টিতে রিও ফ্রিয়োর সৌন্দর্য দেখছে বোধহয়। টেবিলের কাছে একটা চেয়ারে বসেছে জেফরি, বরাবরের মতই নিস্পৃহ চাহনি চোখে।

'মাথা ধরেছে অ্যাগনেসের,' চোখ না তুলেই বেনের উদ্দেশে বলল বিল। 'আমার মনে হয়...ওকে ছাড়াই শুরু করতে পারি আমরা। বেন, নিশ্চয়ই কৌতূহল হচ্ছে বাবা ঠিক কতটা দিয়ে গেছে তোমাকে?'

'তাড়া নেই আমার।'

আড়চোখে ওকে দেখল জেফরি, তারপর আপন-ভাইয়ের ওপর ফিরে গেল তার দৃষ্টি।

সিগারে পাফ করল বিল। 'উইল অনুযায়ী নগদ টাকা পাবে তুমি, বেন। টাকা...অথবা তোমার আগ্রহ থাকলে র‍্যাঞ্চের অংশও পেতে পারো—চার ভাগের এক অংশ,' ক্ষীণ হাসল সে। 'কিন্তু একটা শর্ত আছে: কখনও আলাদা হতে পারবে না। সত্যি কথা বলতে কি, শর্তটা আমাদের যে কারও জন্যেও প্রযোজ্য; র‍্যাঞ্চের কাজে সরাসরি কোন অবদান না থাকলেও লভ্যাংশ পাবে, কিন্তু আলাদা হতে পারবে না কেউ কিংবা অন্য কারও কাছে এই রেঞ্জের কোন অংশ বিক্রিও করা যাবে না। ক্রেতা-বিক্রেতা, এই চারজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এই হচ্ছে অবস্থা, ইচ্ছে থাকলে আমার সঙ্গে পার্টনারশীপে র‍্যাঞ্চ চালাতে পারবে তুমি। সেজন্যে মাসিক একটা বেতনও ধার্য করে দিয়েছে বাবা।'

'এ ব্যাপারে নিশ্চিত নই আমি, বিল,' অন্যমনস্ক স্বরে বলল বেন, আনমনে কার্ল ব্রেনেলের উইলের কথা ভাবছে। বুড়োর ইচ্ছে পরিষ্কার: সে চায়নি চার ছেলে-মেয়ে আলাদা হয়ে যাক; চেয়েছে সম্পত্তি এবং সম্পর্ক, দুটোই অটুট থাকুক।

স্থির দৃষ্টিতে ওকে দেখছে বিল। কিন্তু কোন কিছু বিচার বা নিরীখ করার মত বিচক্ষণতা নেই তার চাহনিতে। 'তারমানে...আমার সঙ্গে পার্টনারশীপে যেতে চাও না?'

'কারণটা ভাল করে জানো তুমি। সমস্যাটা অন্যখানে, লেযি-এনের সঙ্গে শত্রুতাই আমার দুশ্চিন্তার কারণ।'

নিতান্ত অবজ্ঞা ফুটে উঠল জেফরির চাহনিতে।

'এটাই শেষ কথা, বেন?' মরিয়া হয়ে জানতে চাইল বিল।

'বাথানের অবস্থা যা দেখলাম, আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে আসলে র‍্যাঞ্চিং করছ তুমি। বেশিরভাগ ঘোড়া নেই। টেকোসের কাছে শুনলাম আগের তুলনায় গরুর সংখ্যাও অনেক কমে গেছে। কারণটা জানি না, কিন্তু রাসলিঙের কারণে স্টক ছোট হয়ে গেছে এমন কিছু মানতে রাজি নই আমি, কারণ বরাবরই এ ব্যাপারটা দৃঢ় হাতে সামাল দিত বাবা। রাসলাররাও অদ্ভুত কোন কারণে ডাবল-বি এড়িয়ে চলত।'

'তো?' জেফরির উষ্মা ভরা জিজ্ঞাসা।

পাশ ফিরে তার দিকে তাকাল বেন। সবসময়ই খানিকটা তাচ্ছিল্য আর চ্যালেঞ্জ প্রকাশ পাচ্ছে তরুণের স্বরে। 'র‍্যাঞ্চিং করার ইচ্ছে আমার ষোলোআনাই আছে, কিড। ডাবল-বির জমি বেসিনে সেরাগুলোর একটা, ঘোড়া বা গরু চরানোর জন্যে আদর্শ। কিন্তু অযথা ঝামেলা বাড়িয়ে লাভ কি! টাকাই নেব আমি,

বিল।'

দীর্ঘ নীরবতা নেমে এল কামরায়, ফায়ারপ্লেসে আগুনের মৃদু শব্দই কেবল শোনা যাচ্ছে।

'তো?' শেষে জানতে চাইল বেন, পুরো ব্যাপারটাই অপছন্দ হচ্ছে ওর, প্রায় ঘৃণা করছে পরিস্থিতিটা।

'ওকে বলো, বিল,' শান্ত, মৃদু স্বরে বলল মিরিয়াম।

গ্লাসের সবটুকু তরল গলায় ঢালল বিল ব্রেনেল। 'কিছু নগদ টাকা ছিল আমার কাছে। কিন্তু বিয়ের সময়, এবং পরে সবকিছু গুছিয়ে নিতে বেশিরভাগই খরচ হয়ে গেছে,' হাত নেড়ে বিলাসবহুল লিভিংরুমটা দেখাল সে। 'সান্তা ফে থেকে মহিলা কুক আনতে হয়েছে, অ্যাগনেসের জন্যে কাপড় কিনতে হয়েছে। সান ফ্রান্সিসকোয় হানিমুন করেছি আমরা। প্রায় সব টাকাই খরচ হয়ে গেছে, বেন।'

'অপেক্ষা করব আমি।'

হেসে উঠল বিল। 'ক'দিন? এত টাকা কামাই হবে না র‍্যাঞ্চ থেকে, বেন, বহু দিন লাগবে।'

'কত টাকা?'

'দশ হাজার ডলার।'

মৃদু শিস দিল বেন। 'জানতামই না বাবার কাছে নগদ এত টাকা ছিল!'

গ্লাসটা আবার ভরে নিল বিল। 'এরচেয়েও বেশি ছিল। বাবা মারা যাওয়ার আগেই কিছু খরচ করেছি আমি, বেশিরভাগই জুয়ার দেনা। মিরিয়াম আর জেফরিরও টাকা দরকার ছিল—মাস খানেক ধরে শহরে থাকছে ওরা।'

'এটা আমার আইডিয়া নয়,' অসন্তুষ্ট স্বরে বলল জেফরি, হেঁটে বেরিয়ে গেল কামরা থেকে। সশব্দে বন্ধ করে দিল দরজাটা।

'শহরে থাকাটা অবশ্য জরুরী ছিল না,' স্বীকার করল মিরিয়াম। কিন্তু আর কিছু যোগ করল না, ব্যাখ্যা দিতে নারাজ।

ব্যঙ্গ ঝরে পড়ছে বিলের হাসিতে, বিদ্রূপ মাখা আমুদে হাসিটা লেপ্টে থাকল ঠোঁটের কোণে। বেনের সন্দেহ হলো স্রেফ হুইস্কির জন্যেই বোনের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রকাশ করছে না সে, কিছুটা হলেও অসন্তোষ রয়েছে এর পেছনে।

'বাদ দাও। এভাবেই চলুক না!'

বেনের প্রস্তাবে যেন সংবিৎ ফিরল বিলের। ধীরে ধীরে নির্বিকার হয়ে গেল মুখ, দৃষ্টি নামিয়ে হাতের গ্লাসের দিকে তাকাল। পলকহীন দৃষ্টি। কিছুই ভাবছে না সে, নিশ্চিত বলতে পারবে বেন, এক ধরনের ঘোর তাড়া করছে ওকে। 'সত্যি কথা হচ্ছে, তোমাকে দেয়ার মত পর্যাপ্ত টাকা নেই আমার কাছে, বেন!' শেষে নিচু তিক্ত স্বরে বলল সে।

'অপেক্ষা করব আমি।'

'উঁহুঁ,' বাধা দিল মিরিয়াম। 'বাকিটাও বলো ওকে, বিল।'

ব্র্যান্ডিতে চুমুক দিল বিল। 'আমি সত্যিই জানি না কিভাবে ওই টাকা জোগাড় করতে হবে।'

'র্যাঞ্চটা আছে। সিরেনোর চৌহদ্দিতে সেরাগুলোর একটা।'

'কিন্তু এটা চালাতে পারছি না আমি। কখনোই র্যাঞ্চার ছিলাম না, হতেও পারব না, বেন। তুমি চলে যাওয়ার পর বাবা বহুবার কথাটা বলেছে আমাকে। ছয় বছর আগে হয়তো আমারই চলে যাওয়া উচিত ছিল।'

'কিন্তু যাওনি তুমি,' চাঁছাছোলা স্বরে বলল মিরিয়াম।

অসন্তোষ নিয়ে বোনের দিকে তাকাল বিল, মুখ খুলেছিল কিছু একটা বলতে, কিন্তু নিজেকে নিবৃত্ত করে নিল শেষে।

বেনের দিকে তাকাল মিরিয়াম। 'বেন, বিলের সঙ্গে একটা রফা করছ না কেন? এখানেই থাকতে পারো তুমি, র্যাঞ্চটা চালাও। তোমার হাতে পড়লে হয়তো ক্ষতি সামলে নিতে পারবে ডাবল-বি। তারপর না হয় ইচ্ছে হলে থাকবে, কিংবা টাকা নিয়ে চলে যাবে।'

চিবুক ঘষছে বেন। 'এখানে থাকার পরিকল্পনা করিনি আমি।'

'লেযি-এনের ক্রুরা কি সিদ্ধান্তটা নিতে সাহায্য করেছে তোমাকে?' অধৈর্য স্বরে জানতে চাইল মিরিয়াম।

অজান্তে লাল হয়ে গেল বেনের মুখ। 'সময় দাও আমাকে,' বিব্রত স্বরে বলল ও। 'এখানকার পরিস্থিতি পছন্দ হচ্ছে না আমার। কিন্তু এটা ঠিক, এই বাথান কিংবা রিও ফ্রিয়ো এলাকা...সত্যিই আমার পছন্দের জায়গা। তাই বলে গান পাউডার ভরা একটা বাক্সের ওপর বসতে চাই না আমি, যেখানে সলতেয় আগুন দেয়ার জন্যে মুখিয়ে আছে কিছু লোক!

'তাছাড়া, বাবার মৃত্যুর ব্যাপারটা সুরাহা হয়নি। কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর আগে এ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে। আপাতত শুধু এটা নিয়েই ভাবছি আমি। ফিরে যাওয়ার সময় আমি নিশ্চিন্ত হতে চাই যে বাবার খুনী ধরা পড়েছে কিংবা ডাবল-বিকে নিয়ে কেউ ষড়যন্ত্র করছে না। সেজন্যে যদি ছয় মাসও অপেক্ষা করতে হয়, থাকব আমি, এবং প্রয়োজনে যদি লেযি-এনেও হানা দিতে হয়, তাই করব!'

মুখ তুলে তাকাল বিল, স্থির দৃষ্টিতে দেখছে বেনকে। দুর্বোধ্য একটা ইঙ্গিত তার চোখের গভীরে, মিরিয়ামের অগোচরে কি যেন বোঝাতে চাইছে; কিন্তু অর্ধ-মাতাল যুবকের দিকে মনোযোগ নেই বেনের, ঘুরে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে এগোচ্ছে। পোর্চে বেরিয়ে এল ও।

বাড়ি ফিরতে না ফিরতেই সবকিছু গুলিয়ে যাচ্ছে, তিক্ত মনে ভাবল ও।

ঘোড়ার জন্যে স্টেবলের দিকে এগোনোর সময় শুনতে পেল নিচু স্বরে বিলের সঙ্গে তর্ক করছে মিরিয়াম।

কতটা বিপদে আছে ডাবল-বি? তিন ভাই-বোন চাইছে বাথানের দায়িত্ব নিক ও…এখন—অথচ এতদিন চেয়েছে কিনা যথেষ্ট সন্দেহ আছে। বিলের দায়িত্বহীনতাই কি ডাবল-বির ভরাডুবির কারণ, নাকি সত্যিই লেযি-এনের সঙ্গে কোন ঝামেলায় পড়েছে?

পাঁচ

চওড়ায় অন্তত ত্রিশ গজ হবে রিও ফ্রিয়ো। দু'পাড়ে উইলোর শাখা হেলে পড়েছে পানির ওপর, জোরাল বাতাস ঘূর্ণি তুলছে পানিতে। সূর্য এখন ঠিক মাথার ওপর, মেঘের পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দিচ্ছে নীল আকাশ। ঘোলাটে মেঘের দল ছুটছে অবিরাম, নিচের জমিনে পড়া ছুটন্ত ছায়াগুলোকে ধরার নিরন্তর চেষ্টায় আছে যেন।

উইলো সারির কাছে এসে ঘোড়া থামাল বেন স্লেজেল, স্যাডল ছেড়ে নদীর বাঁক ধরে এগোল। কার্ল ব্রেনেলকে যে জায়গায় অ্যাম্বুশ করা হয়েছিল, জায়গাটার বর্ণনা দিয়েছে টেকোস ফারমিন—বুঝিয়ে দিয়েছে কিভাবে পৌঁছতে হবে।

রিও ফ্রিয়োর ওপারে লেযি-এনের জমি, ঢালের আকারে উঠে গেছে পাহাড়ের ওপর। পাহাড় না বলে বিশাল মাটির ঢিবিই বলা উচিত। ঘন ঝোপ আর বোল্ডার ছাড়াও কিছু গুল্ম জাতীয় গাছ আছে। ওখান থেকেই গুলি করা হয়েছে কার্ল ব্রেনেলকে।

উপত্যকা ধরে ওপরে-নিচে তীক্ষ্ণ নজর চালাল বেন। ডাবল-বি র‍্যাঞ্চ হাউস থেকে এ জায়গাটা বহু দূরে, রিও ফ্রিয়োর বাঁকের ঠিক মুখে। ডাবল-বির জমি হলেও তিন দিকেই লেযি-এন রেঞ্জ। নদীর এপাড়ের জমি অপেক্ষাকৃত নিচু, আর ওপাশে গাট-হুক জমি ঢালের আকারে পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে মিশেছে। ন্যাড়া মাথার কিছু পাহাড় আছে পেছনে, তারপরই বেসিনের সবচেয়ে উর্বর তৃণভূমি—অবারিত, সমৃদ্ধ এই জমির মালিক, স্বভাবতই টম নোলান।

জায়গাটার অবস্থান এমনই যে রিও ফ্রিয়োর ওপাড়ে ঝোপের আড়াল থেকে ডাবল-বির তৃণভূমিতে নজর রাখতে পারবে যে কেউ। অন্তত কয়েক মাইল জায়গা দৃষ্টিসীমায় থাকবে তার। জায়গা আর সময় নির্বাচন ঠিক থাকলে এখানে বসেই যে কাউকে খুন করে সরে পড়া সম্ভব। লুকিয়ে থাকার মত যথেষ্ট আড়াল আছে, আছে পালানোর উপযুক্ত পথ।

কে করেছে কাজটা? লেযি-এন? সন্দেহটা প্রথমে ওদের ওপরই গিয়ে পড়ে, কারণ আড়াই দশক ধরে দুটো বাথানের শত্রুতার নিষ্পত্তি হয়নি এখনও। অস্বীকার করার উপায় নেই কার্ল ব্রেনেল না থাকলে লেযি-এনই সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবে। পেছন থেকে কিংবা অ্যাম্বুশ করে খুন করার লোক যথেষ্ট আছে লেযি-এন করিডায়, ভাল বেতন দেয়া হয় এদের, এবং লেযি-এনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর মত লোক বেসিনে কমই আছে।

নিদারুণ কৌতূহল বোধ করছে বেন। বিপদের আশঙ্কা বা সম্ভাবনার চেয়ে তীব্র হয়ে উঠেছে ওর কৌতূহল, এতটাই যে পরোয়া না করে ফোর্ড* ধরে রিও ফ্রিয়োর ওপাড়ে উঠে এল। চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি চালাল বেন, মনে হলো না কেউ দেখছে ওকে।

বিপজ্জনক "গাট-হুক" জমিতে আবারও পা রাখল ও। পানিতে নামার আগে বুট জোড়া খুলে নিয়েছিল, পাড়ের নরম মাটি এড়িয়ে অপেক্ষাকৃত শক্ত মাটিতে উঠে আসার পর বুট পরে নিল।

ঢিবির মত উঁচু পাহাড়ের দিকে দ্রুত এগোল ও, ছোট্ট একটা চাতাল আছে বিশ ফুট ওপরে। ওটার কাছে পৌঁছে হাঁটু গেড়ে বসল, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জরিপ করল জায়গাটা। গাছের ফাঁক দিয়ে লেযি-এন তৃণভূমির বড়সড় একটা অংশ চোখে পড়ছে। ডাবল-বির দিকে তাকাতে রীতিমত বিস্মিত হলো। যতটা ভেবেছিল তারচেয়ে অনেক বেশি জায়গা চোখে পড়ে এখান থেকে, পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে ওপাড়ের সবকিছু—রিও ফ্রিয়োর পাড় বরাবর দক্ষিণে প্রায় এক মাইল এবং উত্তরে আধ-মাইলের মত নদীর দু'ধার, এমনকি বহু দূরে ডাবল-বি র‍্যাঞ্চ হাউসও চোখে পড়ছে।

একটা সিগারেট রোল করল ও। ভাবছে ঠিক কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছিল খুনীকে, মাত্র একটা শটে ওর সারা জীবনে দেখা সবচেয়ে ভাল মানুষটাকে খুন করেছে লোকটা।

ফর্টি-ফোর ক্যালিবারের গুলিতে মারা গেছে কার্ল ব্রেনেল। খুব চলতি ক্যালিবার, এবং কার্তুজগুলো পিস্তল বা রাইফেল দুটোতেই ব্যবহার করা যায়। নিবিষ্ট মনে আশপাশের মাটি আর ঘাস পর্যবেক্ষণ করল বেন, ক্ষীণ আশা করছে কোন চিহ্ন খুঁজে পাবে যার মাধ্যমে খুনীর পরিচয় পেতে পারে।

ডজন খানেক সিগারেটের গোড়া পড়ে আছে মাটিতে, কিছু নুয়ে পড়া ঘাস...ব্যস, আর কিচ্ছু না। চাঁদের অস্পষ্ট আলোয় গুলি করতে হয়েছে লোকটাকে, রিও ফ্রিয়োর ওপাড়ে ট্রেইলের ওপর চোখ রেখে আনমনে ভাবল বেন,

---

* ফোর্ড (Ford): নদী বা ক্রীকের যে অগভীর স্থান হেঁটে পার হওয়া যায়।

এবং অন্তত তিনশো ফুট দূর থেকে। মাত্র এক গুলিতে কাজ সেরে ফেলেছে খুনী—নিখুঁত নিশানায়!

বেনের সন্দেহ, যতটা বলেছে তারচেয়ে বেশি জানে টেকোস ফারমিন। কে জানে কি কারণে সত্য চেপে গেছে সে! কিন্তু মুখ না খোলার জন্যে দোষ দেয়া যায় না তাকে, কারণ এখানে বেশিরভাগ লোকই মুখ বুজে থাকতে পছন্দ করে, কিংবা বাধ্য হয়। বেয়াড়া যে কোন মুখ মাত্র একটা গুলিতে চিরতরে বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

আচমকা মেরুদণ্ডে শিরশিরে একটা অনুভূতি হলো ওর। বিপদ! তৎক্ষণাৎ নিজের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হলো—লেযি-এনের জমিতে আছে এখন, বিপদ এলে ওখান থেকেই আসবে। ঝটিতি ঘুরে তাকাল ও, গাছের ফাঁক-ফোকর দিয়ে দেখল পাহাড়ী উপত্যকা ধরে দ্রুত এগিয়ে আসছে তিন রাইডার। নির্ঘাত লেযি-এন ক্রু। কিন্তু কিভাবে ওর খবর পেল ওরা?

ফিরতি পথে এগোল ও, ঘুরতে যেতে আচমকা কিছু একটায় বেধে গেল ডেনিম জ্যাকেট। বাম হাতে সেটা চেপে ধরে টান দিল ও, দেখল ধুলো মাখা একটা স্পার-জ্যাংলার—সাধারণত টেক্সাস জাতীয় স্পারের সঙ্গে এ ধরনের ধাতব টুকরো ব্যবহার করা হয়। দ্রুত জ্যাকেটের পকেটে জিনিসটা চালান করে দিয়ে ফিরতি পথে ছুটতে শুরু করল ও।

রাইডাররা যখন পাহাড়ের চূড়ায় উঠে এল, ততক্ষণে বাকস্কিনের স্যাডলে চেপে বসেছে বেন। ছুটে আসায় হাঁপাচ্ছে কিছুটা, দম নিচ্ছে ধীরে ধীরে। হঠাৎ অসঙ্গতিটা চোখে পড়ল ওর, রাইডারদের একজন উধাও হয়ে গেছে, দু'জনকে দেখতে পাচ্ছে এখন। ঢাল বেয়ে নেমে এল তারা, নদীর কাছাকাছি হলো। ঠিক উল্টোদিকে বাকস্কিনের স্যাডলে স্থির হয়ে বসে আছে বেন, নীরবে দেখছে লোকগুলোকে। স্ক্যাবার্ডে রাখা উইনচেস্টারের ওপর ফেলে রেখেছে একটা হাত।

'আবারও তুমি, স্লেজেল?' পরিচিত একটা কণ্ঠ জানতে চাইল ত্যক্ত কণ্ঠে।

'হ্যাঁ, হারলো,' স্মিত হেসে বলল ও।

'মনে হয় তোমাকে একটু আগে এপাড়ে দেখেছি?'

'হয়তো, প্রতিবেশী হিসেবে ওপাড়ে যেতেও পারি আমি, তাই না?'

নেহাত গুরুত্বহীন জিজ্ঞাসা, অন্তত জ্যাক হারলোর আচরণে তাই প্রমাণ হলো। দস্তানা পরা ডান হাত বাতাসে নাড়ল সে, যেন প্রতিবেশী হিসেবে বেনের অধিকার বাতিল করে দিচ্ছে। নীল চোখ স্থির হলো ওর মুখে, গম্ভীর স্বরে জানতে চাইল: 'এখানে এসেছ কেন, স্লেজেল?'

'হারিয়ে যাওয়া একটা মেয়েকে খুঁজছি, *অ্যামিগো!*'

উরুতে সপাটে চাপড় মারল হারলো, বেনের কৌতুকে আহত হয়েছে বোধহয়। 'কাজ শুরু করে দিয়েছ তাহলে?'

স্যাডলে নিশ্চল বসে আছে অন্য লোকটা, নিচু ব্রিমের হ্যাটের তলা দিয়ে নিরীখ করছে বেনকে। পোড়-খাওয়া দৃঢ় চেহারা, ইস্পাত-ধূসর চোখ জোড়ায় সতর্ক দৃষ্টি। দেখলেই বোঝা যায়, বহু পথ চলার আর বহু মানুষের সাথে মেশার অভিজ্ঞতা আছে তার।

রীজের ঢাল ধরে সতর্ক দৃষ্টি চালাল বেন। তৃতীয় লোকটা কোথায়? হয়তো ঝোপের আড়ালে শুয়ে থেকে রাইফেলে নিশানা করছে ওকে।

'ব্যস্ত আছ নাকি, স্লেজেল?' জানতে চাইল হারলো।

'জরুরী কিছু নয়। কেন?'

'বুড়ো কথা বলতে চায় তোমার সঙ্গে।'

'কি চায় সে?'

শ্রাগ করল টেক্সান, দু'হাত ছড়িয়ে দিল। 'আমাকে কিছু বলেনি। বস্ নিজেই বলবে তোমাকে।'

বাকস্কিন ঘুরিয়ে নিল বেন। প্রায় ছয় বছর হলো টম নোলানকে দেখেনি, এবং বুড়ো কয়োটটাকে দেখার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই ওর, স্রেফ খানিকটা কৌতূহল অনুভব করছে।

'সত্যিই আসছ?' খানিকটা বিস্মিত কণ্ঠে জানতে চাইল হারলো।

আঙুল চালিয়ে হ্যাটের কিনারা ওপরে তুলে দিল বেন, স্যাডল হর্নে কনুই রেখে ঝুঁকে এল কিছুটা। 'যেতেও পারি। আগে শোনা যাক তোমাদের সঙ্গে ছিল এতক্ষণ, ওই লোকটা কোথায় গেছে?'

সবক'টা দাঁত বের করে হাসল হারলো। ঘুরে স্যাডল ক্যান্টারে একটা হাত রাখল, মুক্ত হাত আগু-পিছু করল অবহেলার ভঙ্গিতে। মিনিট কয়েকের মধ্যে দেখা গেল তৃতীয় লোকটাকে, রীজের চূড়ায় উঠে এসেছে এখন, হারলোর উদ্দেশে হাত নেড়ে কিনারা ধরে উত্তরে এগোল।

লোকটা দৃষ্টির আড়ালে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল বেন, তারপর রিও ফ্রিয়ো পেরিয়ে লেযি-এনের জমিতে পা রাখল। কৌতূহলী দৃষ্টিতে হারলোর সঙ্গীর দিকে তাকাল।

'ডড কিনলে,' সঙ্গীর দিকে খানিকটা মাথা ঝুঁকিয়ে জানাল হারলো।

নড করল বেন।

চোখ তুলে ওর দিকে তাকাল কিনলে। 'পরিচিত হয়ে খুশি হলাম,' মৃদু স্বরে বলল সে; মার্জিত উচ্চারণ, কণ্ঠে বিদ্বেষ বা অতিরিক্ত আগ্রহ কোনটাই নেই। পরিষ্কার কাপড় পরনে, দামী না হলেও ভদ্রস্থ এবং পরিচ্ছন্ন। সাধারণ লেযি-এন রাইডার বা ভ্যাকুয়েরোদের চেয়ে সহজে আলাদা করা যাচ্ছে তাকে—মাসিক একশো ডলারে পোষা ভ্যাকুয়েরো নয়।

নীরবে লেযি-এন র‍্যাঞ্চ হাউসের দিকে এগোল ওরা।

র‍্যাঞ্চ হাউসটা তৈরি করার সময় সৌন্দর্য এবং নিরাপত্তা দুটো দিকই বিবেচনা করা হয়েছে। দোতলা বিল্ডিং—অ্যাডোবি দালান, টালির ছাদ। আঙিনায় ফ্লাওয়ার বেড আর একটা পুকুর কাটা হয়েছে। পুকুরে কিছু হাঁস সাঁতার কাটছে। অসংখ্য কটনউড এবং উইলোর ঝাড় ছায়া আর প্রশান্তি বিলাচ্ছে র‍্যাঞ্চ হাউসের চারপাশে। ঠিক পেছনে পাহাড়ের নিরেট শরীর। শিকাগোয় দেখা যায়, এমন একটা উইন্ডমিল রয়েছে এক পাশে, লাগোয়া ট্যাঙ্কে পানি পাম্প করছে।

মূল দালানকে ঘিরে রাখা অ্যাডোবি দেয়ালের প্রশস্ত গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকল তিন অশ্বারোহী। র‍্যাঞ্চ হাউসটা দেখে মাথা নাড়ল বেন স্লেজেল। বহু বছর আগেও যেমন দেখেছে, অপূর্ব সুন্দর একটা বাড়ি। শান্তি, নীরবতা আর আন্তরিকতার এক স্বর্গ। বাস্তবের সঙ্গে ওর কল্পনার অমিল লক্ষ করে ক্ষীণ হাসল বেন, বেসিনের সমস্ত অশান্তি যে এখান থেকে শুরু হয়েছিল তা ক'জন জানে? অথচ এমন একটা বাড়ির স্বপ্ন দেখবে যে কেউ।

'দারুণ, তাই না?' প্রসন্ন সুরে জানতে চাইল হারলো।

নড করল ও। 'অন্য কোথাও এত সুন্দর বাড়ি দেখিনি আমি।'

থুথু ফেলল সে। 'আমি প্রায়ই ভাবি এত সুরক্ষিত করে বাড়ি তৈরি করার কারণটা কি!'

টেক্সানের দিকে তাকাল বেন। মানুষটাকে কিছুটা হলেও ভিন্ন রকম মনে হচ্ছে এ মুহূর্তে। মার্সেনারির মতই কঠিন, দৃঢ়চেতা; কিন্তু একইসঙ্গে একজন খুনীর সহজাত প্রবৃত্তিও লুকিয়ে আছে জ্যাক হারলোর মধ্যে।

'কিছু মানুষ ঘোড়া পছন্দ করে, কেউ কেউ লিকার বা মেয়েদের পছন্দ করে,' খানিকটা তিক্ত স্বরে বলল বেন। 'টম নোলানের ক্ষেত্রে এর কোনটাই খাটে না, শুধু ক্ষমতা আর সমৃদ্ধিই পছন্দ তার।'

'কোনটারই অভাব নেই ওর।'

'কিন্তু সবকিছুরই শেষ আছে,' দার্শনিক সুরে খেই ধরল বেন। 'একটা সময় আসে যখন সবাইকেই হাল ছেড়ে দিতে হয়, কিংবা বিদায় নিতে হয়।'

ঝট করে বেনের দিকে ফিরল ডড কিনলে। 'কেন?' শান্ত স্বরে জানতে চাইল সে।

'এটাই রীতি, এভাবেই চলে আসছে পৃথিবী।'

'সন্দেহ আছে আমার!'

'প্রতিটি মানুষেরই নিজস্ব উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য আছে।'

'তোমার লক্ষ্য কি, স্লেজেল?' জানতে চাইল কিনলে।

'নিশ্চিত নই আমি।'

'নিশ্চিত হলে কি করবে, নোলানের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যাবে আবার?'

'নিজের উদ্দেশ্য পূরণ করতে গিয়ে কাউকে খুন করার ইচ্ছে নেই আমার।'

স্মিত হাসল কিনলে, প্রায় বিদ্রূপের মত দেখাচ্ছে হাসিটা। 'কিন্তু যদ্দূর শুনেছি খুন-খারাবি নতুন কিছু নয় তোমার কাছে।'

'ছয় বছর আগে সিরেনোর ওই ফাইটের কথা বোঝাতে চাইছ?'

'হ্যাঁ। তাছাড়া আরও কিছু ঘটনা আছে।'

শীতল একটা অনুভূতি হলো বেনের। 'কিসের কথা বলছ?'

ওর চোখে চোখ রাখল ডড কিনলে, স্থির নিষ্কম্প দৃষ্টি। 'কিভাবে ভাবলে মাঝখানের ছয়টা বছর আড়াল করতে পারবে?'

ধীরে ধীরে সিগারেট রোল করল বেন, উত্তর দেয়ার আগে খানিক ভাবল মনে মনে। 'জানতাম না ইতিহাস তৈরি করেছি আমি, কিনলে,' ব্যাখ্যা দেয়ার সুরে বলল ও, যদিও জানে সেটা মোটেই জরুরী নয়। 'পশ্চিম বড় অদ্ভুত জায়গা, বাঁচার তাগিদেই বেপরোয়া হয় লোকেরা।'

ক্ষীণ হাসি দেখা গেল লোকটার মুখে, বেনের ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হয়েছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। 'আমাকে আর দরকার নেই তোমার, হারলো, অন্তত আজকে,' লেযি-এন রাইডারের উদ্দেশে বলল সে, তারপর বেনের দিকে ফিরল। '*হাস্টা লা ভিস্টা*, স্লেজেল।'

নড করল বেন। তামাক আর কাগজ হারলোর হাতে ধরিয়ে দিয়ে সিগারেট ধরাল। 'লোকটা কে? পিঙ্কারটনের গোয়েন্দা?'

'স্টক ডিটেকটিভ।'

'ভাড়াটে খুনী, তাই তো বলতে চাইছ, হারলো?'

'যীশুর দোহাই, ব্যাপারটাকে সহজ ভাবে নাও, স্লেজেল!'

হেসে আলতো স্পার দাবাল বেন, গেট দিয়ে ঢুকে পড়ল ওর বাকস্কিন। 'আমি কি একাই যাব?' ঘাড়ের ওপর দিয়ে পেছন ফিরে জানতে চাইল ও।

'একাই যেতে হবে তোমার। বুড়ো নোলানের সঙ্গে দেখা করতে গেলে আমার প্রায়ই মনে হয় সঙ্গে এক ট্রুপ সৈন্য না থাকলে ঠিক নিশ্চিন্ত হওয়ার উপায় নেই।'

খুব বেশি বাড়িয়ে বলেনি লোকটা, বিশাল বাড়ির সামনের হিচিং রেইলে ঘোড়ার লাগাম বাঁধার সময় ভাবল বেন। হ্যাট দিয়ে কাপড় থেকে ধুলো ঝেড়ে ছায়া ঘেরা বারান্দায় উঠে এল ও, মূল দরজায় পেতলের নকার ধরে নাড়া দিল দু'বার। ভারী মেহগনি কাঠের পাল্লায় খোদাই করে বসানো হয়েছে নকারটা, গরুর মাথার মত হুবহু আকৃতির। শিং দুটো আঙটার কাজ করছে, ওগুলো ধরে নাড়া দিতে হয়। মিনিট পূর্ণ হওয়ার আগেই সরে গেল পাল্লা দুটো, বয়স্ক এক মেক্সিকান এসে দাঁড়াল সামনে।

'মি. নোলানের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। আমার নাম বেন স্লেজেল।'

নড করল লোকটা। 'এসো, সেনর।'

প্রশস্ত সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠে এল ওরা। দুটো দরজা পেরিয়ে তৃতীয়টার দরজায় মৃদু করাঘাত করল মেক্সিকান।

'এসো!' ভেতর থেকে গম্ভীর একটা কণ্ঠ ভেসে এল।

দরজা মেলে এক পাশে সরে দাঁড়াল ভৃত্য। হেঁটে বিশাল কামরায় ঢুকল বেন। টম নোলানের অফিসরূম এটা। পাখিদের এয়ারি রূমের মত—উঁচু জায়গায় নির্মিত, এখান থেকেই নিজের সাম্রাজ্য পরিচালনা করে লেযি-এন বস্। বিশাল কামরাটা সাজানো-গোছানো, ছবির মত সুন্দর। সারা ঘরে উষ্ণতা বিতরণ করছে ফায়ারপ্লেস। চুনকাম করা দেয়ালে নাভাজো কম্বল, অ্যাপাচী বর্শা, গদা, পেতলের তৈরি স্প্যানিশ স্পার সমেত জুতো, মাজল-লোডিং বন্দুক, বাফেলো গান, বুলেটের খোলস…এমনি সব অ্যান্টিক, শিল্পকর্ম বা পুরা-নিদর্শনে ভরা। বিশাল রোল-টপ ডেস্কের পেছনে সাদা-চুলো লোকটি বসে আছে, পেছনের জানালায় লেযি-এন তৃণভূমির একটা অংশ দেখা যাচ্ছে।

'তোমাকে দেখে টাফ লোক মনে হচ্ছে, বেন,' গম্ভীর স্বরে নীরবতা ভাঙল টম নোলান।

ক্ষীণ হাসল বেন। 'কিন্তু তোমার চেয়ে টাফ নই, মি. নোলান।'

হাসতে যাচ্ছিল লেযি-এন মালিক, বেনের মন্তব্যে হাসিটা মিলিয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে। স্ফটিকের মত স্বচ্ছ নীল চোখে নির্বিকার চাহনি। জীবিত অবস্থায় কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছে মানুষটা। অহংকার তো থাকবেই, বেন যেন নিজের অজান্তে তাতে খানিকটা চোট দিয়ে ফেলেছে। নিমেষে চেপে বসল টম নোলানের চোয়ালের পেশী, কঠিন মাপা দৃষ্টিতে নিরীখ করল ওকে।

বরাবরের মত, এবারও বিস্ময় বোধ করল বেন—অ্যাগনেসের বাবা টম নোলানের মত নিষ্ঠুর মানুষ, হিসেবটা কোন দিনই মেলাতে পারেনি, এবারও ব্যর্থ হলো।

একটা চেয়ার ইঙ্গিত করল লেযি-এন মালিক। 'বোসো, বেন। কি দেব তোমাকে?'

'রাই?'

দুটো গ্লাসে হুইস্কি ঢালল নোলান, একবারের জন্যেও চোখ তুলে তাকাল না। 'তোমার সম্পর্কে ইদানীং অনেক খবর আসছে আমার কানে,' খানিকটা হেসে মন্তব্য করল সে।

'কোন কিছুই দেখছি তোমার অগোচরে থাকে না, মি. নোলান।'

'চারপাশে কি হচ্ছে, উপস্থিত না থাকলেও খবর রাখতে হয়, বেন, নইলে এত বড় একটা বাথান চালানো সম্ভব হত না।'

'মানছি। হয়তো আমার বাবার মৃত্যু সম্পর্কেও কিছু খবর দিতে পারবে তুমি।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওকে দেখল টম নোলান। নীরবে গ্লাসে চুমুক দিল ওরা, কেউই নীরবতা ভাঙছে না। বিশাল দেয়াল-ঘড়ির টিকটিক শব্দ কানে বাজছে। 'এজন্যেই ফিরে এসেছ?'

'এক হিসেবে তাই বলা যায়।'

'উত্তরাধিকার বুঝে নেওয়ার জন্যে আসোনি?'

'হয়তো। আমার ধারণা সেটা তুমিও ভাল করে জানো।'

'কিংবা...অ্যাগনেসের কারণেই ফিরে এসেছ তুমি।'

'না। তবে ও চাইলে অনেক আগেই ফিরে আসতাম।'

'কিন্তু ও তোমার ভাইয়ের বউ এখন, বেন।'

ঘড়িটা টিকটিক করেই যাচ্ছে।

গ্লাসের অর্ধেকটা পান করেছে নোলান। বাকি পানীয়ের দিকে তাকিয়ে থাকল শূন্য দৃষ্টিতে, নির্বিকার মুখ দেখে বোঝার উপায় নেই ঠিক কি ভাবছে। আনমনে হাতের গ্লাস নাড়ল সে, গ্লাসের ভেতরে পানীয়তে ঘূর্ণন উঠল। 'হয়তো তোমাকে বিশ্বাস করা উচিত, করতে পারলেই ভাল লাগত আমার।'

'কিন্তু এটাই সত্যি।'

'তাহলে কার্ল ব্রেনেলের খুনীর পরিচয় জানতে এসেছ তুমি?'

'হ্যাঁ।'

'আমিও তাই ভেবেছি।'

প্রসঙ্গটা ঠিকই তুলেছে বুড়ো। প্রশংসা না করে উপায় নেই। এক ধরনের নিষ্ঠুরতা বলা যায় এটাকে, কিন্তু একইসঙ্গে স্পষ্টবাদিতার নমুনাও, শল্য চিকিৎসকের কাঁচির মত—নিষ্ঠুর কিন্তু অত্যাবশ্যক এবং দারুণ কার্যকরী, এই হচ্ছে টম নোলান।

'খুনটা আমি করিনি, বেন,' ঘোষণা করল সে।

'তোমার মতই বলতে হয়: বিশ্বাস করতে পারলে খুশি হতাম, মি. নোলান।'

স্যুইভেল চেয়ার ঘুরিয়ে জানালার দিকে ফিরল টম নোলান, আয়েশ করে হেলান দিল চেয়ারে। পেছন থেকে শুধু গ্লাস ধরা হাত আর এক মাথা চুল দেখতে পাচ্ছে বেন।

'তুমি হয়তো বিশ্বাস করবে না,' নিস্পৃহ স্বরে বলল সে। 'কিন্তু কার্ল ব্রেনেলকে খুন করিনি আমি, আসলে খুন করার যৌক্তিক কোন কারণও ছিল না।'

'হয়তো ব্যক্তিগত কোন কারণ নেই। নিজের পোশাকে কখনোই রক্ত লাগতে দাওনি তুমি। ঠিক বলিনি?'

ঝট করে চেয়ার ঘুরিয়ে ওর মুখোমুখি হলো লেযি-এন মালিক, কঠিন চোখে চাপা অসন্তোষ ফুটে উঠেছে। 'স্বীকার করছি কার্লের প্রতি ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ছিল আমার, মনে-প্রাণে ঘৃণা করতাম ওকে। জনমের শত্রুতা বোধহয় একেই বলে।

সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে ওর পেটে বুলেট ঢুকিয়ে দিতে পারলে শান্তি পেতাম আমি। কিন্তু ড্রাই-গাল্‌শ করা আমার ধাতে নেই, বেন।'

'বড়বড় কথা বলছ তুমি, মি. নোলান। সারা নিউ মেক্সিকোর লোকেরা অন্যদের সম্পর্কে তোমার দৃষ্টিভঙ্গির কথা জানে, বছরকে বছর নিজের রেঞ্জে নিষ্ঠুর এক আতিথেয়তার নমুনা দেখিয়ে এসেছ তুমি। অপছন্দের লোকটাকে খুন করে গাট-হুক জমিতে এনে ফেলে রাখো, তারপর দাবি করো ট্রেসপাস নয়তো রাসলিং করছিল সে। ব্যস, ঝামেলা খতম। কেউ তোমাকে জিজ্ঞেস করতে আসে না, সেই সাহসও নেই কারও। আরেকটু হলে গতরাতে এই আতিথেয়তার শিকার হয়ে গেছিলাম আমি।'

এক চুমুকে গ্লাসের অবশিষ্ট পানীয় শেষ করে ফেলল টম নোলান। ক্ষীণ বিদ্রূপের হাসি ঝুলছে ঠোঁটের কোণে, চোখে কৌতুক ফুটে উঠল। 'নিজের পিঠ বাঁচাতে যথেষ্ট করেছ তুমি, বেন। কিন্তু স্টিভের ধারণা, ও সময়মত না পৌঁছালে হয়তো খুনোখুনি হয়ে যেত।'

'ঠিকই বলেছে ও।'

'ফ্রেড মোরিস তোমাকে ভুলে যায়নি, বেন, উপযুক্ত কারণও আছে।'

'ছয় বছর আগে সিরেনো কর্নারে বিল আর আমার মুখোমুখি হয়েছিল ও,' ক্ষত-বিক্ষত মুখে হাত বুলাল বেন, র‍্যাঞ্চারের ভর্ৎসনায় আমল দিল না, বরং পাল্টা বিদ্রূপের স্বরে মনে করিয়ে দিলঃ 'খুন করার জন্যেই গুলি ছুঁড়েছিল ওরা। যা পাওয়া উচিত ছিল, তাই পেয়েছে সে।'

নড করল টম নোলান। 'মজার ব্যাপার কি জানো, আসল সত্য কিন্তু চাপা পড়ে গেছে। লড়াইয়ের সমস্ত কৃতিত্ব নিজের করে নিয়েছে বিল ব্রেনেল আর বেসিন ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছ তুমি।'

'তো?'

এবার চওড়া হাসি দেখা গেল র‍্যাঞ্চারের মুখে। 'তুমি নও, বরং বিলই দু'জনকে খুন করেছে এবং আহত করেছে ফ্রেডকে। এটাই হচ্ছে সিরেনোর ওই লড়াই সম্পর্কে অন্যদের ধারণা। কিন্তু সত্যটা তুমি যেমন জানো, আমিও জানি। আর জানে ফ্রেড মোরিস। ও ঠিকই জানে সেদিন কার গুলিতে বিকলাঙ্গ হয়েছে। বিলের পক্ষে দু'জনকে ধরাশায়ী করা কোন ভাবেই সম্ভব ছিল না, কারণ বেহেড মাতাল না হলেও নেশায় এতটাই বিপর্যস্ত ছিল যে ট্রিগার টানার মত মনের জোরও ছিল না ওর তখন।'

'বলে যাও।'

'স্বীকার করছি, তুমি চলে যাওয়ায় আমি কিন্তু খুশিই হয়েছিলাম। কিছু দিন নিশ্চিন্তে চলে গেছে, কারণ কার্ল বা বিল সেধে কখনও ঝামেলা করেনি। আসলে সিরোনোর ওই লড়াইয়ের পর পরস্পরের কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্বে থেকেছে দুই

বাথানের ক্রুরা। দু'একটা মারামারির ঘটনা ঘটেছে অবশ্য, কিন্তু কোনটাই গুরুত্ব পায়নি। কিন্তু তুমি ফিরে আসার পর বোধহয় পরিস্থিতি পাল্টে গেছে। শোনো, বাছা, বিল ব্রেনেলকে অনায়াসে সামলাতে পারব আমি, ওর মত লোককে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব।'

গ্লাস খালি করে উঠে দাঁড়াল বেন। 'ঝামেলা করতে ফিরে আসিনি আমি, মি. নোলান।'

'সত্যি কথা হচ্ছে: ফিরে এসেছ তুমি, এবং রিও ফ্রিয়োর দখল এখনও চাই আমার। একজন ব্রেনেলকে বিয়ে করেছে আমার মেয়ে। আমার একমাত্র মেয়ে! আমার কষ্টটা বুঝতে পারবে না, বেন। বুঝবে, কখনও যদি সন্তানের বাবা হও।

'একটা কথাই বলার আছে তোমাকে: হয় চলে যাও, নইলে ঝামেলা পোহাও। জানি না বিলের কাছে কত পাওনা হয়েছ তুমি, কিন্তু এটা জানি ফুটো পয়সা দেওয়ারও সামর্থ্য নেই ওর। তোমাকে দশ হাজার ডলার দিতে রাজি আছি আমি, স্রেফ একটা শর্তে: বেসিন ছেড়ে চলে যাবে চিরদিনের জন্যে, কখনও ফিরে আসতে পারবে না।'

'কেন?' ধীরে ধীরে প্রশ্নটা করল বেন।

দুটো গ্লাসে আবারও পানীয় ঢালল টম নোলান। 'তোমার মধ্যে যে জিনিস দেখেছি, স্লেজেল, স্বীকার করছি দুশ্চিন্তা হচ্ছে আমার। বিল ব্রেনেল বা অন্যদের অনায়াসে সামলাতে পারব, কিন্তু তুমি ওদের চেয়ে আলাদা কিসিমের। ...রিও ফ্রিয়ো ছেড়ে চলে যাও, সান। টাকাটা নিয়ে ছুটতে থাকো। এখানে যেমন নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছি আমি, ঠিক ততটাই নিশ্চিত জানি তুমি থেকে গেলে কিছু দিনের মধ্যে আমাদের যে কোন একজন খুন হয়ে যাবে।'

গ্লাস তুলে পানীয়টা দেখল বেন। 'অন্তত কিছু দিন থাকছি আমি।'

স্থির দৃষ্টিতে ওকে দেখল টম নোলান, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে গ্লাসটা তুলে ধরল। 'জানতাম এ কথাই বলবে। ঠিক আছে, হয়তো এটাই হওয়া উচিত ছিল—যেহেতু আমাদের দু'জনের পরিণতি একই সূত্রে গাঁথা। নিজের পিঠের দিকে খেয়াল রেখো, স্লেজেল।'

'*গ্রেসিয়াস,* মি. নোলান।'

পরস্পরের গ্লাস ঠোকাঠুকি করল ওরা, তারপর পানীয় ঢেলে দিল গলায়।

ছয়

রিও ফ্রিয়োর নিচু জমি পেরিয়ে যখন ডাবল-বি র‍্যাঞ্চ হাউসের কাছাকাছি পৌঁছল বেন স্লেজেল, ততক্ষণে পশ্চিমে ঢলে পড়েছে সূর্য। গেটের কাছে আসতে আচমকা গুলির শব্দে চমকে উঠল ও, অজান্তে লাগাম টেনে ধরল। স্টির‍্যাপের ওপর ভর দিয়ে শরীর উঁচু করে দেখার প্রয়াস পেল, গুলির উৎস খুঁজে বের করল—স্টেবলের পেছনে বিশাল করালের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে তিনজন লোক।

হাঁটুর গুঁতোয় বাকস্কিনকে আগে বাড়াল বেন, দ্রুত র‍্যাঞ্চ হাউস পেরিয়ে গেল। প্রায় টানা কয়েক ঘণ্টা রাইড করেছে ও, বেসিনের বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে নিজের পরিকল্পনা আর উপস্থিতি বিবেচনা করেছে—একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চেয়েছে। টম নোলান কোন কালেই বোকা ছিল না, বরং ওর চেয়ে বেশিই উপলব্ধি করেছে সে; কিন্তু একটা ব্যাপার ঘোলাটে মনে হয়েছে বেনের কাছে—ওর উপস্থিতিতে বেসিনের পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর দিকে মোড় নেবে, টম নোলানের এ আশঙ্কা কি অমূলক নয়?

দ্রুত স্যাডল ত্যাগ করল ও, তারপর লাগাম হাতে এগোল করালের দিকে। ঠিক তখনই আবারও গুলির শব্দ হলো। করালের শেষ প্রান্তে দাঁড়ানো তিনজনের দিকে এগোল ও। গান পাউডারের ধোঁয়ায় ভরে গেছে জায়গাটা। বিল ব্রেনেল, টেকোস ফারমিন আর পুরোপুরি কালো কাপড়ে ফিটফাট এক তরুণ—জেফরি ব্রেনেল। সুদৃশ্য পিস্তলটা রিলোড করছে সে। দারুণ সন্তুষ্টি ছেলেটার চোখে-মুখে।

ওকে দেখে ঘুরে দাঁড়াল বিল। ঢেকুর তুলল হঠাৎ। 'তোমাকে ফিরতে দেখে খুশি হলাম, বেন,' জড়ানো স্বরে বলল সে। 'আমাদের এক হাত দেখে নিচ্ছে কিড।'

'গোল্লায় যাক ও!' বিরক্তি প্রকাশ করল টেকোস। 'গানস্লিংগার নই আমি, কখনও এমন দাবিও করিনি!'

হোলস্টারে লোডেড পিস্তল ভরে রাখল জেফরি, তারপর বেনের দিকে তাকাল পলকের জন্যে। ঘুরে দাঁড়িয়ে করালের বেড়ার দ্বিতীয় রেইলের ওপর সাজানো ক্যানগুলোর মুখোমুখি হলো। একজন মানুষের পেট বা বুকের উচ্চতায় বসানো সবক'টা ক্যান। খানিকটা সামনের দিকে ঝুঁকে দাঁড়াল জেফরি, বন্দুকবাজরা ড্র করার আগে যা করে। লম্বা একটা নিঃশ্বাস নিল সে, চোখের পলকে হাতে উঠে এল জোড়া কোল্ট, তারপর মুহুর্মুহু গুলি শুরু হলো—একবারে

একটা পিস্তল থেকে গুলি পাঠাল জেফরি, শব্দ শুনে মনে হলো মেশিন পিস্তল থেকে গুলি হচ্ছে। সার বেঁধে পড়তে থাকল ক্যানগুলো।

সব ক্যান পড়ে যাওয়ার পর দুই আঙুলে পিস্তল দুটো চরকির মত ঘোরাল জেফরি, তারপর দ্রুত চামড়ার হোলস্টারে ভরে রাখল।

আনমনে মাথা নাড়ল বেন স্লেজেল। চোখ ধাঁধানো ড্র আর নিখুঁত নিশানার প্রদর্শনী দেখল এই মাত্র। জেফরিকে চালু বলতেই হবে।

'ক্যানগুলো তুলে সাজাও আবার, টেকোস!' গম্ভীর স্বরে, সদম্ভে নির্দেশ দিল জেফরি ব্রেনেল।

নির্দেশ তামিল করল কুক, তারপর বিলের পেছনে এসে দাঁড়াল।

থোক্ করে মাটিতে থুথু ফেলল বিল। নিচু করে বাঁধা একটা পিস্তল ওর উরুতে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ক্যানের সারি দেখল, মুখটা নির্বিকার রাখার চেষ্টায় প্রায় ক্লান্ত বোধ করছে। আড়চোখে দেখল চাপা হাসি ঝুলে আছে ছোট ভাইয়ের ঠোঁটের কোণে।

'এবার তোমার কারিশমা দেখাও তো, বিল!' চ্যালেঞ্জ করল সে।

ক্ষণিকের দ্বিধার পর ড্র করল বিল। কোমরের কাছ থেকে গুলি করল। রেইল থেকে পড়ে গেল তিনটা ক্যান, বাকিগুলো আগের মতই খাড়া থাকল। শূটিংটাও থেমে থেমে, সময় নিয়ে করেছে; জেফরির তুলনায় যথেষ্ট শ্লথ।

মাথা নাড়ল বিল, তারপর ব্যাখ্যা দেয়ার সুরে বলল, 'সাধারণত এরচেয়ে ভাল করি আমি।'

বেড়ার পোস্টের সঙ্গে হেলান দিল জেফরি। 'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই!' টিটকারির সুরে একমত হলো সে।

'বিশ্বাস করছ না?'

এবার হেসে উঠল জেফরি। 'সিরেনোর সেই বিখ্যাত গানফাইটের কথা অনেক শুনেছি। দু'জন লোককে খুন করেছ তুমি, বিল, আরেকজনকে নাকি বিকলাঙ্গ করেছ। তোমাদের দু'জনই আছে এখানে, সিরেনোর ইতিহাসে সবচেয়ে চালু দুই পিস্তলবাজ!'

চোখ ফিরিয়ে নিল বিল। হাতের চেটো দিয়ে মুখের ঘাম মুছল। 'কিন্তু বরাবর এরচেয়ে ভাল শূটিং করি আমি, জেফ,' প্রায় অসন্তোষের সুরে সাফাই গাইল সে। 'আজকে ঠিক চলছে না হাত দুটো।'

'ফালতু কথা বলো না তো!' চাঁছাছোলা স্বরে বলল ছেলেটা।

'যথেষ্ট হয়েছে, জেফ!'

দ্রুত বেনের দিকে তাকাল টেকোস, শ্রাগ করল।

বেড়ার গায়ে হেলান দিল বেন। 'আমার মনে হয় একটু বেশি গিলে ফেলেছ তুমি, বিল।'

'ওটা আমার ব্যাপার!'

'কিন্তু এ অবস্থায় শূটিং করা সত্যিই বিপজ্জনক, তাই না?'

'ঠিকই সামাল দিতে পারব আমি।'

'নিশ্চয়ই।'

একটা পিস্তল তুলে সিলিন্ডার খুলল জেফরি। সময় নিয়ে নতুন বুলেট ভরল, কিন্তু দৃষ্টি ভাইয়ের ওপর স্থির হয়ে আছে। 'সিরেনোয় গাট-হূক রাইডারদের কিভাবে ধরাশায়ী করলে, বলো আমাদের, বিল! তখন ঠিক কেমন লেগেছিল তোমার? কিভাবে করলে কাজটা? দু'জন পটল তুলল আর তো- গুলিতে ডান কনুই হারিয়ে ফেলল ফ্রেড মোরিস। তোমার তুলনায় ব্রেনের কৃতিত্ব অবশ্য অনেক কম, তবুও বলা যায় অন্য একজনকে আহত করে যোগ্য সহযোগিতা করেছে সে। পেটে এক গ্যালন হুইস্কি পড়ার পরও চোস্ত শূটিং বলা যাবে এটাকে, তাই না?'

লাল হয়ে গেছে বিলের ফর্সা মুখ। তৎক্ষণাৎ ভাইয়ের দিকে দু'পা এগোল সে, একটা মুঠি উঠে গেছে মাথার ওপর। কিন্তু একেবারে নির্বিকার দেখাচ্ছে ছেলেটাকে, সিলিন্ডার বন্ধ করে দু'পা পিছিয়ে গেল সে, তারপর মুহূর্তের মধ্যে পিস্তলে বিলের পেট নিশানা করল। 'যেখানে ছিলে ওখানেই থাকো, বিল!' শীতল সাবধানী সুরে বলল সে। 'আমার গায়ে হাত দিতে এসো না। গালিগালাজও কোরো না, তাহলে কিন্তু তোমার পেটে একটা ফুটো তৈরি করে দেব।'

থমকে দাঁড়াল বিল ব্রেনেল। বিহ্বল, মুখে ঘাম জমতে শুরু করেছে। 'পিস্তলটা সরিয়ে রাখো!' নেশা ছুটে গেছে তার, ভয় ফুটে উঠল স্বরে।

ঢোক গিলল টেকোস ফারমিন, আড়চোখে বেনের দিকে তাকাল। 'দেখো, ছেলেরা, কি শুরু করেছ তোমরা!'

'চুপ করো তুমি!' দাবড়ানি দিল জেফরি।

মাতাল কিংবা সুস্থই হোক, ইচ্ছে করলে এক হাতে ছেলেটাকে পিটিয়ে তক্তা বানাতে পারবে বিল, কিন্তু পেট বরাবর ছুটে আসা একটা সীসাকে সামাল দেওয়ার ক্ষমতা নেই ওর। বহু আগেই সেই ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে।

দু'পা পিছিয়ে হোলস্টারে কোল্টটা ফেরত পাঠাল জেফরি। ক্ষীণ হাসি ফুটে উঠল ঠোঁটের কোণে। 'বেহেড মাতাল,' উস্কানি আর তাচ্ছিল্যের সুরে বলল সে। 'সিরেনোর সেই গানফাইটের নায়ক তুমি নও, বিল। বেনই আসল কাজ সেরেছে, এবং তুমিও জানো সেটা। কিন্তু এত মিথ্যে বলেছ যে কথাটা তুমি নিজেই বিশ্বাস করতে শুরু করেছ।'

খানিকটা পাশ ফিরে বেনের দিকে তাকাল বিল, অনুনয় ফুটে উঠেছে চাহনিতে। 'ওকে বলো, বেন। ভুলটা ভেঙে দাও!'

বেন জানে এতটুকু মিথ্যে বলেনি জেফরি, দুঃখজনক হলেও সত্যি যে ভুল ধারণাটাই বিশ্বাস করতে শুরু করেছে বিল ব্রেনেল। সারাক্ষণ নেশার ঘোরে যার

বসবাস, সহজে তাকে সচেতন করা যাবে না, বিল সেটা মেনেও নেবে না।

ব্যাপারটা এড়িয়ে যেতেই মনস্থির করল বেন। 'ভুলে যাও, জেফ,' তরুণের দিকে ফিরে বলল ও। 'ভেতরে যাও। দেখতেই পাচ্ছ, বিল ঠিক সুস্থির নেই।'

পাশ ফিরে থুথু ফেলল তরুণ, ভঙ্গিটায় একইসঙ্গে ঔদ্ধত্য আর বিদ্রূপ প্রকাশ পেল। 'দুই মহা পিস্তলবাজ!' ঠোঁট বাঁকিয়ে টিপ্পনি কাটল সে।

অপমানটা অসহ্য বোধ হলো বিলের, ধৈর্য হারিয়েছে। চরকির মত আধ-পাক ঘুরে দাঁড়াল, একইসঙ্গে ছোবল হেনেছে হোলস্টারে। কিন্তু জেফরি অনেক বেশি ক্ষিপ্র, ভোজবাজির মত লাফিয়ে হাতে উঠে এল জোড়া কোল্ট; ততক্ষণে মাত্র হোলস্টার মুক্ত হয়েছে বিল ব্রেনেলের পিস্তল।

আরেকজন মানুষ তারচেয়েও ক্ষিপ্র—বেন স্লেজেল। করালের বেড়ার রেইল ধরে টান দিল ও, আড়াই ফুট দীর্ঘ একটা অংশ ভেঙে চলে এল হাতে। গায়ের জোরে সেটা দিয়ে জেফরির বাহু বরাবর আঘাত করল ও, ছেলেটা ট্রিগার টানার মুহূর্ত খানেক আগে। ভারী কাঠের চেলার আঘাতে ঘুরে গেল জেফরির শরীর। কিন্তু ট্রিগার টেনে দিয়েছে তরুণ, সামান্য নড়ে গেল নিশানা।

গুলির তীক্ষ্ণ শব্দের পরপরই আর্ত চিৎকার করে হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল টেকোস ফারমিন। সেকেন্ড কয়েক ওভাবেই স্থির হয়ে থাকল দেহটা, তারপর ধুলো মাখা ইয়ার্ডে মুখ থুবড়ে পড়ল।

দ্রুত সক্রিয় হলো বেন। কাঁধ দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিল বিল ব্রেনেলকে, দুই ভাইয়ের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে। আঘাতটা তখনও সামলে উঠতে পারেনি তরুণ, শরীর কাঁপছে ওর, পিস্তল তুলে নিশানা করার চেষ্টা করছে আবার।

দু'পা এগিয়ে জেফরির কব্জি চেপে ধরল বেন, চাপ দিয়ে খসাতে চাইল মুঠিতে ধরা পিস্তল। কিন্তু পাল্টা জোর খাটাচ্ছে ছেলেটা, বাধ্য হয়ে হাতটা ওপরের দিকে ঠেলে দিল বেন। এবারে সময়মত কাজটা করেছে, আরেকবার গর্জে উঠল জেফরির পিস্তল। আকাশে চলে গেল গুলিটা।

অদম্য ক্রোধে জ্বলে উঠল বেনের সারা শরীর। গায়ের জোরে জেফরির কব্জি মুচড়ে ধরল ও, টের পেল হাল ছেড়ে দিয়ে শরীর শিথিল করে দিল ছেলেটা। মুঠি থেকে মাটিতে পড়ল কোল্ট। লাথি মেরে করালের ভেতর ওটাকে পাঠিয়ে দিল বেন।

'নিকুচি করি তোমার!' সরোষে বিষোদ্গার করল তরুণ, বেনকে ধরতে হাত বাড়াল সে। চোখে নগ্ন আক্রোশ আর শীতল চাহনি।

ডান হাতের মুঠি চালাল বেন। জেফরির চিবুকে গিয়ে লাগল ঘুসিটা। উড়ে গিয়ে বালির ওপর পড়ল সে, যন্ত্রণায় কুঁচকে গেছে মুখ। কিন্তু বিদ্বেষ বা আক্রোশ বিদায় নেয়নি চাহনি থেকে। রাগে জ্বলছে চোখ দুটো, বেনের চোখে চোখ রেখে থুথু ফেলল। থুথুর সঙ্গে নিজের রক্ত দেখে খেপা বিড়ালের মত গরগর করে

উঠল।

'খোদা! ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে!' জড়ানো স্বরে বলে উঠল বিল।

'ওর সঙ্গে লাগতে যাওয়ার আগেই তোমার বোঝা উচিত ছিল ব্যাপারটা!' বিরক্তি প্রকাশ করল বেন। পালাক্রমে দুই ভাইকে নিরীখ করল, বুঝল কিছুটা হলেও শান্ত হয়েছে জেফরি, আপাতত কারও জন্যেই বিপজ্জনক নয় সে। দ্রুত টেকোস ফারমিনের পাশে এসে দাঁড়াল ও, ঝুঁকে উপুড় হয়ে পড়ে থাকা দেহটা চিৎ করল। শূন্য দৃষ্টি কূকের চোখে, চোখ খোলা কিন্তু কিছুই দেখছে না। আর কখনও তাকাবে না মানুষটা।

নিশ্চিত হওয়ার জন্যে গলায় ধমনীর স্পন্দন পরখ করল বেন। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে সিধে হলো। মাটিতে পড়ে থাকা হ্যাট তুলে নিয়ে ফিরল দুই ভাইয়ের দিকে।

'মরে গেছে নাকি?' বিমূঢ় স্বরে জানতে চাইল বিল ব্রেনেল।

নড করল ও।

'খোদা, নরক নেমে এসেছে এখানে!'

র‍্যাঞ্চ হাউসের দিকে তাকাল বেন। গুলির শব্দ শুনে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসছে মিরিয়াম। দরজায় দাঁড়িয়ে আছে কেট, এ বাড়ির কূক। পরনের অ্যাপ্রনে হাত মুছছে মহিলা।

'ইদানীং প্রায়ই উসখুস করত ও,' ত্যক্ত স্বরে অভিযোগ করল বিল। 'ঝামেলা খুঁজে বেড়াত। সিরেনোর গানফাইটের কথা তুলে প্রায়ই খোঁচাত আমাকে। আমিই তো লোকগুলোকে মেরেছিলাম, তাই না, বেন?'

ধীরে ধীরে বিলের দিকে ফিরল বেন। 'চুপ করো, মাতাল বোকার হদ্দ! তোমাদের দু'জনের কারণে মারা গেছে নিরীহ মানুষটা!'

'রেইল দিয়ে তুমিই তো জেফরিকে মেরেছ!'

'তা না করলে তুমিই খুন হয়ে যেতে, বিল!'

'উঁহুঁ, অনায়াসে ওকে গুলি করতে পারতাম আমি।'

'কিছুই করতে পারতে না,' সোজাসাপ্টা বলল বেন। 'সেই ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছ তুমি। ...একজন মানুষ মারা গেছে, তোমাদের যে কারও চেয়ে ভাল ছিল মানুষটা।'

বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল বিল। আপাতত নেশা ছুটে গেছে, কিন্তু একটু পরই হয়তো এক গ্যালন হুইস্কি গিলে ভুলে যাবে সব। দায়িত্ব আর বাস্তবতা, এভাবেই এড়িয়ে যাচ্ছে সে।

বিভ্রান্ত দেখাচ্ছে মিরিয়ামকে, ছুটে আসায় হাঁপাচ্ছে। কূকের পাশে গিয়ে বসল মেয়েটা, শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। বিড়বিড় করে কি বলল বোঝা গেল না। উঠে দাঁড়িয়ে যখন বেনের দিকে ফিরল, মেয়েটির চোখে বেদনা

আর হতাশা দেখতে পেল বেন।

ওর মতই হতভাগ্য মানুষটার অভাব বোধ করবে মিরিয়াম, ভাবল বেন, এবং কূকের দুঃখজনক মৃত্যুর হতাশা মেয়েটিকে পোড়াবে বহু দিন।

'কি হবে এখন, বেন?' শুকনো, ম্লান স্বরে জানতে চাইল মিরিয়াম।

'জানি না, তবে শহরে যাচ্ছি আমি।'

'শহরে!?'

'শেরিফকে নিয়ে আসতে হবে। সবকিছু আইনের হাতে ছেড়ে দেয়ার সময় হয়েছে।'

স্থির দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থাকল মিরিয়াম, চোখে শঙ্কা ফুটে উঠেছে। বেন ভেবেছিল মেয়েটির চোখে বিদ্রোহ দেখতে পাবে, কিন্তু বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করল সিদ্ধান্তটা বিনা তর্কে মেনে নিয়েছে সে।

বাকস্কিনের দিকে এগোল ও, স্যাডলে বসে ফিরে তাকাল বিল আর মিরিয়ামের দিকে। 'লাশটা ওখানেই থাকুক, কম্বল বা একটা কিছু দিয়ে ঢেকে রাখো। জেফরিকে আশপাশে থাকতে বোলো, শেরিফ হয়তো প্রশ্ন করবে ওকে।' হাঁটুর গুঁতোয় এগোল বাকস্কিন। সিরেনোর উদ্দেশে যাত্রা করল বেন স্লেজেল।

সিরেনোয় যখন পৌঁছল ও, ততক্ষণে সন্ধে হয়ে গেছে।

দূর থেকে শহরের বাতির হলদে আভা চোখে পড়ছে। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে প্রেয়ারিতে। মালভূমির মত উঁচু জমির ঢাল ভেঙে নিচের দিকে নামতে শুরু করল বেন স্লেজেল। ঢালের নিচে ছোট্ট শহরটাকে দেখা যাচ্ছে অস্পষ্ট ছবির মত। উল্টো বাতাসের সঙ্গে কাঠ পোড়ার কটু গন্ধ আর খাবারের সুবাস ভেসে আসছে। জীর্ণ বোর্ডওঅক আর ক্ষত-বিক্ষত রাস্তায় ফ্যাকাসে আলো এসে পড়েছে, দেখল বেন। সেলুন বা ড্যান্স হল থেকে ভেসে আসা পিয়ানোর ক্ষীণ সুর কানে বাজছে।

গত কয়েক বছরে বেশ বদলে গেছে সিরেনো টাউন। বেশিরভাগ বাড়িই জীর্ণ, চুনকাম করা হয়নি বহু দিন। একসময় ছোট্ট একটা শহর ছিল, স্থানীয় র‍্যাঞ্চারদের জন্যে কেনা-কাটা এবং গরুর বাজার হয়ে গেছে এখন। আয়তনে বড় হয়েছে বটে, কিন্তু সবকিছুতে যত্নের অভাব।

সরাসরি শেরিফের অফিসের দিকে এগোল ও। কাছাকাছি এসে স্যাডল ছাড়ল, হিচিং রেইলে ঘোড়া বেঁধে পোর্চে উঠে এল। ঠিক তখনই দক্ষিণের প্রেয়ারি থেকে ধেয়ে এল ঠাণ্ডা হিমেল বাতাস, সঙ্গে বৃষ্টির বড়বড় ফোঁটা। ঘুরে দীর্ঘ মূল রাস্তার দিকে তাকাল ও, চল্লিশ গজ দূরে "কটনউড" সেলুন। ছয় বছর আগের স্মৃতি মনে পড়ল: ওটার সামনেই পাঁচ লেযি-এন ক্রুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল তরুণ বিল ব্রেনেল আর বেন স্লেজেল।

স্মৃতিটা কখনোই মুছে যাওয়ার নয়, একেবারে তাজা মনে হচ্ছে। অথচ

সেদিনের পর আর কখনও সিরেনোয় পা রাখেনি ও। আজ, ছয় বছর পর, আবারও এল। মনে মনে দুটো পরিস্থিতির তফাৎ বিবেচনা করল বেন...বাইশ বছরের টগবগে এক তরুণ ছিল ও সেদিন। জেফরির মত বেপরোয়া স্বভাব বা ঔদ্ধত্য ছিল না; কিন্তু খানিকটা হলেও অস্থিরতা কাজ করত মনে। ঠাণ্ডা মাথায় বিপদ সামলে ওঠার ব্যাপারে একেবারেই অনভিজ্ঞ ছিল ওরা।

কিভাবে পাঁচজন লোককে মোকাবিলা করেছে ওরা, হিসেবটা এখনও মেলাতে পারে না বেন। বিলকে নিয়ে মাত্র সেলুন থেকে বেরিয়ে এসেছিল, পোর্চ ছেড়ে রাস্তায় নামতেই পড়ে গেল ফ্রেড মোরিসের তোপের মুখে। একা থাকলে হয়তো উল্টো ঘুরে ঝেড়ে দৌড় দিত, নিদেনপক্ষে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করত নিশ্চয়ই; কিন্তু শেষে দেখা গেছে শুধু রুখেই দাঁড়ায়নি ওরা, বরং নির্মম হয়ে উঠেছিল—পাঁচজনের বিরুদ্ধে পিস্তলবাজিতে খাড়া থাকতে হলে যতটা নিষ্ঠুর হওয়া উচিত, ঠিক ততটাই। বেন জানত বিলের পক্ষে ঠিক ভাবে নিশানা করাও সম্ভব হবে না, কিন্তু পরোয়া করেনি ও, অদম্য জেদ আর বিদ্বেষই শক্তি যুগিয়েছে ওকে। ফ্রেড মোরিসের জন্যে নিশ্চয়ই দারুণ চমকের ছিল পুরো ব্যাপারটা।

পাঁচজনের বিরুদ্ধে দু'জন—গাণিতিক হিসেবে কোন ভাবেই মেলে না, কিংবা সম্ভাবনা বিচার করলেও একতরফা লড়াই হওয়ার কথা। কিন্তু ডাবল-বির দুই তরুণ মাথা উঁচু করে শহর ছেড়েছে সেদিন। ক্ষণিকের জন্যে খেপা, বুনো ষাঁড়ের মত বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল বেন, ফ্রেড মোরিসকে পিস্তলের দিকে হাত বাড়াতে দেখেই নিজের অস্ত্র বের করে একের পর এক গুলি করেছে। ফলাফল দেখার সুযোগ বা সময় কোনটাই ছিল না, এমনকি বিলের কি হলো তা দেখারও ফুরসত ছিল না।

গান পাউডারের ধোঁয়া মিলিয়ে যাওয়ার পর দেখা গেল ওর পাশেই খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিল, নেশার ঘোর কেটে গেছে পুরোপুরি। ভয়ের লেশমাত্র নেই চোখে-মুখে, তবে খানিকটা বিস্ময় ছিল চাহনিতে, বুঝতে পারছিল না সত্যিকারে কি ঘটেছে। উল্টোদিকে ত্রিশ গজ দূরে ধূলিময় রাস্তায় গড়াগড়ি খাচ্ছিল ফ্রেড মোরিস, ডান বাহু ধরে কাতরাচ্ছে। আরও একজন পড়ে ছিল, ঠিক নেড়ি কুকুরের মত। মাত্র একটা লোক বহাল তবিয়তে ফিরতে পেরেছে, পাশে দাঁড়ানো সঙ্গীকে পড়ে যেতে দেখে উল্টো দৌড় দিয়েছে। লেযি-এনে ফিরে যায়নি সে, বেসিন ছেড়েই চলে গেছে।

ছয় বছরে অনেক কিছুই বদলে গেছে। বেন নিজে পরিণত হয়েছে, তারুণ্যের অস্থিরতা বা বেপরোয়া স্বভাব নেই। ইচ্ছে করলেও ছয় বছর আগের মত ওকে খেপিয়ে তুলতে পারবে না কেউ, স্বয়ং টম নোলানও পারবে না। কিছু করার আগে পরিণতি আর নিজের সম্ভাবনা বিচার করতে শিখেছে, পোড়-খাওয়া জীবনের অভিজ্ঞতার মূল্য এখানেই। সূক্ষ্ম বিচারশক্তি আর বিপদ থেকে দূরে থাকার প্রবৃত্তি

তৈরি হয়েছে মনের গভীরে, ওর অজান্তে। ছয় বছর আগের মত ওরকম ভেল্কি দেখানো এখন আর সম্ভব নয়, জানে বেন, একমাত্র কোণঠাসা হলেই সেটা সম্ভব।

ঘুরে শেরিফের অফিসের দিকে এগোল ও। দরজাটা বন্ধ। পাল্লার সঙ্গে একটা কার্ড ঝুলছে, তাতে লেখা:

পাসি নিয়ে বাইরে আছি। রোববার সকালে ফিরব।

—এডলে ভার্ন, শেরিফ

ডাবল-বিতে ফিরে গিয়ে কাজ নেই, তাছাড়া ইচ্ছেও নেই ওর। ক্লান্তি লাগছে, একটা ড্রিঙ্ক হলে ভাল হয়, অনুভব করল বেন। সবচেয়ে কাছের বারের উদ্দেশে এগোল ও, নামটা দেখার চেষ্টাও করল না। ব্যাটউইং দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে সরাসরি মেহগনির কিনারে এসে দাঁড়াল।

বাইরে বৃষ্টি বা মেঘাচ্ছন্ন আবহাওয়ার পরও বেশ জমে গেছে সেলুন। কয়েকটা টেবিলে পোকার চলছে, খেলোয়াড়ের চেয়ে দর্শকই বেশি। কোণের এক টেবিলে ঢুলতে শুরু করেছে এক মাতাল। মেহগনির সঙ্গে কনুই ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তিনজন লোক, হাতে হুইস্কির গ্লাস; নির্বিকার মুখে তাকিয়ে আছে দেয়াল-জোড়া আয়নার দিকে, যার যার নিজস্ব ভাবনায় মগ্ন।

'কি দেব তোমাকে?' জানতে চাইল বারটেন্ডার, একটা ন্যাকড়া দিয়ে মেহগনির মসৃণ পিঠ মুছছে।

'রাই।'

বোতল আর গ্লাস ওর সামনে ঠেলে দিল লোকটা। গ্লাসে পানীয় ঢেলে মুখের কাছে তুলে ধরল বেন।

'তুমি বেন শ্লেজেল, তাই না?' ওকে নিরীখ করছে বারকীপ।

ক্ষীণ নড করল বেন, টের পেল আচমকা নীরব হয়ে গেছে পুরো সেলুন, দেয়ালে ঝোলানো ঘড়ির টিকটিক শব্দ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। স্থির হয়ে গেছে পোকার খেলোয়াড়দের হাত, বারের মাঝামাঝি দাঁড়ানো তিনজনের দিকে ঘুরে গেল তাদের দৃষ্টি, তারপর বেনের ওপর স্থির হলো।

সেলুনে ঢুকে কারও দিকে তাকায়নি বেন, কিন্তু এবার তাকাতে বাধ্য হলো। তিনজনের দলটাকে দিয়ে শুরু করল ও, পরিস্থিতি সেই দাবি করছে। শীতল একটা অনুভূতি হলো ওর। ফ্রেড মোরিস, স্লিম আর কার্লি।

এখনও মেহগনি মুছছে বারকীপ। 'বহু দিন বাইরে ছিলে তুমি, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'দেশটা ঘুরে দেখেছ? বেশ! আমার মনে হয় সব লোকেরই সংসারের জোয়াল কাঁধে নেওয়ার আগে দেশটা ঘুরে দেখা উচিত। এবার কিন্তু...'

'চুপ করো, টড!' ধমকে উঠল ফ্রেড মোরিস।

মুহূর্তে ফ্যাকাসে হয়ে গেল বারটেন্ডার। আড়চোখে মোরিসের দিকে তাকাল, লেযি-এন ক্রুর কনুইহীন গদাকৃতির হাত থেকে চোখ সরাতে পারছে না।

'মজার কিছু দেখতে পাচ্ছ নাকি, টড?' জানতে চাইল মোরিস।

'কে, আমি? মাথা খারাপ, মজার কিছুই দেখতে পাইনি!'

'তাহলে আমার কনুইয়ে কি দেখছ?' শীতল, চাঁছাছোলা স্বরে জানতে চাইল মোরিস, যেন একটা র‍্যাটল ভাষা খুঁজে পেয়েছে।

ঘাম জমতে শুরু করেছে বারকীপের চর্বিবহুল মুখে। 'আমি...'

'এক হাত-অলা লোক এর আগে দেখোনি নাকি?'

'নিশ্চয়ই, ফ্রেড। আমার এক চাচা...'

'চোপরাও!'

মুহূর্তের জন্যেও নড়েনি বেন, টডের সঙ্গে ফ্রেড মোরিসের তর্ক শুনছিল মনোযোগ দিয়ে। বাজি ধরে বলতে পারবে আসলে ঝামেলা খুঁজছে লেযি-এন ক্রু, এবং তার যা স্বভাব সেটা পেয়ে যেতে দেরিও হবে না। বেনের গুলিতে কনুই হারানোর আগে থেকেই ঝগড়াটে ছিল সে, আর এখন বাতাসে কেবলই রক্ত আর মৃত্যুর গন্ধ শুঁকে বেড়ায়।

সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বারকীপ, ভয়ে জমে গেছে শরীর। সারা সেলুনে পিনপতন নিস্তব্ধতা। ঘড়ির টিকটিক শব্দ, টড ম্যালকমের দ্রুত লয়ের নিঃশ্বাস এবং মাঝে মধ্যে লোকজনের পায়ের ভর বদল করে দাঁড়ানোর ক্ষীণ শব্দ—এই হচ্ছে এ মুহূর্তে একটা জমজমাট সেলুনে একমাত্র কোলাহল। কেউ কেউ চলে যেতে ইচ্ছুক, কিন্তু আচমকা নড়ে উঠলে নরক গুলজার হয়ে উঠবে সেলুনটা, এরকম তটস্থ পরিস্থিতিতে যে কেউ পিস্তলের দিকে হাত বাড়াতে পারে—যেই নড়বে, হয়তো প্রাণের বিনিময়ে সেই ভুলের খেসারত দিতে হবে তাকে।

সেলুনের প্রতিটি লোক জানে গোবেচারা টড ম্যালকমের প্রতি সত্যিকার কোন আগ্রহ নেই ফ্রেড মোরিসের, বরং বেন স্লেজেলকে জড়াতে চাইছে সে। এটাই তার রীতি। কিন্তু সমস্যাটা অন্যখানে, মাঝখানের লোকটা অযথাই বলির পাঁঠা হয়ে যেতে পারে।

হুইস্কির গ্লাস তুলে বারকীপের মুখে ছুঁড়ে মারল ফ্রেড মোরিস।

ক্ষণিকের জন্যে চোখে অন্ধকার দেখল টড ম্যালকম। হাতের চেটো দিয়ে চোখ-মুখ মুছল সে, তারপর বিষণ্ন দৃষ্টিতে তাকাল লেযি-এন ক্রুদের দিকে, মোরিসের ওপর স্থির হলো দৃষ্টি। 'এভাবে আমাকে ত্যক্ত বা অপমান করার অধিকার নেই তোমার, ফ্রেড!'

'তাই নাকি?' তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল মোরিসের কণ্ঠ। 'অধিকার নেই আমার? তাহলে কি আশা করো তুমি? কাপুরুষ জারজ! কনুইহীন কোন লোকের হাতের

দিকে তাকিয়ে তাচ্ছিল্য করতে পারো, অথচ বুক ফুলিয়ে সামনে দাঁড়ানোর সাহস নেই! বারের তলায় একটা ডাবল-বেরেল শটগান আছে না তোমার? যদি আমার ওপর অধিকার ফলাতেই চাও, টড, বের করো ওটা!'

রক্তশূন্য হয়ে গেছে বারটেন্ডারের মুখ, মেহগনির কিনারায় চেপে বসল হাত দুটো। ভয় পেয়েছে মানুষটা, কিন্তু মোটেই কাপুরুষ নয় সে, এবং ভীত একজন মানুষ ঠাণ্ডা মাথার যে কোন লোকের চেয়েও বেশি বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে কখনও কখনও। শটগানটা বের করলে, হয়তো একটা-দুটো গুলি করার সুযোগ পাবে, কিন্তু নিশ্চিত বলা যায় না গুলিটা মোরিস বা ওর সাঙ্গপাঙ্গদের শরীরে লাগবে, বরং নিরীহ কেউ মারা পড়তে পারে। সবচেয়ে বড় কথা হোলস্টারে ছোবল হানার জন্যে মুখিয়ে আছে মোরিস, টড হয়তো শটগানে হাত রাখার আগেই পড়ে যাবে ওর লাশ।

'সহজ ভাবে নাও ব্যাপারটা, ফ্রেড,' ম্লান কণ্ঠে বলল টড, কিন্তু কণ্ঠে তোষামোদের সুর নেই। 'তোমার সঙ্গে লাগতে চাই না আমি। কেনই বা চাইব!' আড়চোখে বেনের দিকে তাকাল সে। 'এর আগে কখনও আমার সঙ্গে ঝামেলা হয়নি তোমার, স্লেজেল এখানে আসার পর থেকেই...'

'স্লেজেল? ওর সঙ্গে এসবের সম্পর্ক কি?'

বারের ওপর হুইস্কির গ্লাস নামিয়ে রেখে ধীরে ধীরে পাশ ফিরল বেন, লেযি-এন ক্রুদের মুখোমুখি হলো। 'ওকে একা থাকতে দাও, ফ্রেড,' শান্ত নিষ্কম্প সুরে বলল ও।

'টড আর আমার ফাইটে নাক গলাচ্ছ তুমি, স্লেজেল?'

'শুধু শুধু ওকে ত্যক্ত করছ কেন? আমার সঙ্গে ঝামেলা করতে চাইছ, বেশ তো! তোমার সামনেই দাঁড়িয়ে আছি আমি। এবার অবশ্য ঘুমের মধ্যে আক্রমণ করতে পারবে না, তাই না?'

পাশ ফিরে থুথু ফেলল মোরিস। 'ট্রেসপাস করছিলে তুমি। তাই তো করছিল ও, বয়েজ?' সঙ্গীদের উদ্দেশে জানতে চাইল সে।

নীরবে নড করল স্লিম আর কার্লি।

'তাহলে ফয়সালা হয়েই গেছে?' স্মিত হেসে জিজ্ঞেস করল বেন।

'হয়নি নাকি?' তাচ্ছিল্যের সঙ্গে পাল্টা জানতে চাইল মোরিস।

স্থির দৃষ্টিতে খাটো ভালুককে নিরীখ করল বেন, ক্রমশ ধৈর্য হারাচ্ছে। 'দেখো, মোরিস,' নিজেকে শান্ত রেখে মৃদু কণ্ঠে বলল, 'শুধু কথা বলেই কাজ সারতে চাচ্ছ? যদি সাহস থাকে তো সেলুন ছেড়ে বাইরে এসো, রাস্তায় সামনা-সামনি লড়ব আমরা, পুরুষ মানুষের মত।'

'ওর কথা শোনো,' পরামর্শ দিল স্লিম।

থুথু ফেলল কার্লি। 'যাচ্ছ না কেন, ফ্রেড? ঠিকই ওকে সামলাতে পারবে

তুমি।'

একটু আগের আত্মবিশ্বাস এখন আর ততটা নেই ফ্রেড মোরিসের, ক্ষণিকের জন্যে চিন্তিত চাহনি ফুটে উঠল চোখের তারায়, দ্বিধা করছে। নীল চোখের গভীরে তাকিয়ে লেমি-এন ক্রুর ভাবনা স্পষ্ট পড়তে পারল বেন। হিসেব কষছে সে। বাররুমের উজ্জ্বল আলোয় কাউকে কোণঠাসা করা এক কথা, যখন সাহায্য করার জন্যে দু'জন সঙ্গী থাকে; আর বৃষ্টিস্নাত অন্ধকার রাতে খোলা রাস্তায় কারও মুখোমুখি হওয়া পুরোপুরি ভিন্ন ব্যাপার, লোকটা যেই হোক। কিন্তু এ লোক যেনতেন কেউ নয়, একবার হিসেব গরমিল করে দিয়েছে সে—নিরন্তর সেই সাক্ষ্য দিচ্ছে ওর কনুইহীন ডান হাতটা—এরচেয়ে ফেয়ার ফাইট কখনও হতে পারে না!

কৌশলে দাবার ঘুঁটি উল্টে দিয়েছে বেন স্লেজেল, তিক্ত মনে উপলব্ধি করল ফ্রেড মোরিস। এখনই ড্র করতে হবে, নয়তো বেরিয়ে গিয়ে রাস্তায় মুখোমুখি লড়তে হবে। বিকল্প কোন উপায় নেই। কিন্তু সমস্যা অন্যখানে, যে কোন একটা পথ বেছে নেওয়ার কোন ইচ্ছেই নেই ওর; কারণ এভাবে সবকিছু পরিকল্পনা করেনি বা ভাবেনি ও। ব্যাপারটা পরিষ্কার জানে মোরিস, এবং বুঝতে পারছে বেন স্লেজেলও ওর আসল উদ্দেশ্য টের পেয়ে গেছে।

দীর্ঘদেহী যুবক আরেকটা জিনিস জানে—স্থির দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে আছে স্লেজেল—মোরিসের মনে হলো ওর চোখের গভীরে তাকিয়ে ভেতরটা অনায়াসে পড়ে নিচ্ছে। হাতটা হারানোর পর থেকে কিছুটা হলেও বদলে গেছে ফ্রেড মোরিস। ঘুমন্ত কোন লোকের অসহায়ত্বের সুযোগ নেওয়া এক কথা, যখন সঙ্গে দু'জন গানম্যান থাকে; সমান-সমান সুযোগ পাবে এমন পরিস্থিতিতে সেই একই লোকের মোকাবিলা করা আরেক কথা, যখন লোকটা নিজেই মুখিয়ে থাকে লড়ার জন্যে।

'তো, মোরিস?' শান্ত, আগের চেয়েও শান্ত স্বরে তাগাদা দিল বেন।

জানালার শার্সি এবং অ্যাডোবি দেয়ালে আক্রোশ ঝাড়ছে দমকা বাতাস আর বৃষ্টির ছাঁট, চাপা শব্দ হচ্ছে। ঘড়িটা টিকটিক করছে। এছাড়া আরও একটা শব্দ শোনা গেল এবার: কর্দমাক্ত রাস্তা ধরে ছুটে আসছে কয়েকটা ঘোড়া। বাইরে এসে থামল লোকগুলো, কয়েকটা কণ্ঠ এগিয়ে এল সেলুনের দিকে। পোর্চে বুটের ভারী শব্দ হলো, তারপর ঝট করে খুলে গেল ব্যাটউইং দরজা। অর্ধ-ডজন লোক ঢুকল ভেতরে, সবার সামনে বিশালদেহী চল্লিশোর্ধ্ব এডলে ভার্ন। মাথা থেকে হ্যাট সরিয়ে পানি ঝাড়ল শেরিফ, ধূলিমলিন মেঝেয় ছিটিয়ে পড়ল বৃষ্টির পানি।

'বারের সঙ্গে পেট ঠেকিয়ে দাঁড়াও, বয়েজ,' সহাস্যে সঙ্গীদের উদ্দেশে বলল সে, সবক'টা দাঁত বেরিয়ে পড়েছে। 'আজকে ড্রিঙ্কের পয়সা আমি দেব। ব্যাটাদের একেবারে খেদিয়ে দিয়েছি কাউন্টির শেষ সীমানা পর্যন্ত!'

'মেক্সিকো পৌঁছার আগে বোধহয় থামবে না কেউ,' উত্তরে হাসল এক

ডেপুটি। 'এটাই এডলে ভার্নের রীতি, তাই না?'

ধীরে ধীরে বারের দিকে ফিরে দাঁড়াল ফ্রেড মোরিস। পাশে এসে দাঁড়িয়েছে কার্লি আর স্লিম। বারের অন্য প্রান্তে এসে জমায়েত হওয়া পাসির সদস্যদের দিকে এগিয়ে গেল টড ম্যালকম, মুখে নিদারুণ স্বস্তি।

'হ্যালো, শেরিফ,' স্বাগত জানাল বেন।

ঝটিতি ফিরে তাকাল ভার্ন। 'খোদা! এ যে দেখছি বেন স্লেজেল!' প্রায় দৌড়ে এল সে, বিশাল হাতটা বাড়িয়ে ধরেছে। 'তোমাকে দেখে খুশি হলাম, বেন। ডেপুটির ব্যাজ পরার ইচ্ছে আছে?'

মাথা নাড়ল ও। 'এখনই নয়, এড।'

'যখনই ইচ্ছে করে বলতে দ্বিধা কোরো না। দক্ষিণে একটা ট্রেন লুঠ করেছে ডরোটিও নাভারেজ, দলবল সহ মেক্সিকোর উদ্দেশে ছুট লাগিয়েছে। অযথা ওর পেছনে ছোটার কোন কারণ দেখছি না আমি। এরই মধ্যে টেলিগ্রাম করে খবরটা ছড়িয়ে দিয়েছি। আশা করছি ধরা পড়ে যাবে ব্যাটা।'

অনেকক্ষণ পর খেলার দিকে মনোযোগ দেওয়ার সুযোগ পেল পোকার খেলোয়াড়রা। মুখ খোলার ইচ্ছে নেই কারও, অন্তত আজ রাতে। আবারও ঘড়ির টিকটিক শব্দের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ঢুলতে শুরু করেছে মাতাল লোকটা। নিজেদের ড্রিঙ্ক গলায় ঢেলে সেলুন ছেড়ে বেরিয়ে গেল ফ্রেড মোরিস আর ওর সঙ্গীরা।

শেরিফকে এক পাশে সরিয়ে নিয়ে এল বেন, তারপর সিরেনোয় আসার কারণ ব্যাখ্যা করল।

আনমনে মাথা নাড়ল এডলে ভার্ন। 'বেচারা টেকোস! এই জিনিসটাই আশঙ্কা করছিলাম আমি, বেন, জানতাম যে কোন দিন ওই ছেলের হাতে খুন হয়ে যাবে কেউ।'

'এটা একটা দুর্ঘটনা, এড।'

'মানুষ কোরবানি নয়?'

ক্ষণিকের জন্যে ভাবল বেন। 'মনে হয় না তেমন কিছু ঘটেছে।'

'নিশ্চয়ই ভাইয়ের বিরুদ্ধে ড্র করেনি ছেলেটা, করেছে কি?'

পকেট হাতড়ে তামাক আর কাগজ বের করল বেন। মনে করার চেষ্টা করল মুহূর্তের মধ্যে ঘটে যাওয়া ঘটনাটা। বিল ব্রেনেলই আগে পিস্তলে হাত বাড়িয়েছে, স্পষ্ট জানে বেন, মাতাল না হলে হয়তো জঘন্য কাজটা করত না সে। অপরিণত খামখেয়ালী তরুণের মত নিজের বিপদ ডেকে এনেছে; এবং পরাজিত হয়েছে মুখোমুখি লড়াইয়ে। কিন্তু যে সর্বনাশ বিলের হতে পারত, তাই হয়েছে টেকোস ফারমিনের। বেন রেইল দিয়ে জেফরিকে আঘাত করায় ভিন্ন পথ নিয়েছে বুলেটটা, কিন্তু সেটা করা ছাড়া উপায়ও ছিল না, নইলে নির্ঘাত ছোট ভাইয়ের হাতে খুন হয়ে যেত বিল ব্রেনেল।

'তো, তোমার কি ধারণা?' শান্ত স্বরে জানতে চাইল ভার্ন।

'আগে বরং ডাবল-বিতে যাই, ওখানে গিয়ে সবকিছু খোলসা করা যাবে,' নিচু স্বরে প্রস্তাব করল বেন।

নড করল শেরিফ। মুহূর্তের জন্যে শান্ত নীল চোখ জোড়া নিরীখ করল বেনকে, স্পষ্ট টের পাচ্ছে সাধারণ একটা বিবরণের চেয়েও বেশি কিছু আছে বেন শ্লেজেলের গল্পের অন্তরালে। হয়তো সত্যিই স্রেফ দুর্ঘটনাবশত খুন হয়েছে টেকোস ফারমিন, কিন্তু পরিস্থিতি ভিন্ন দিকে ইঙ্গিত করছে, বদ্ধমূল ধারণা এডলে ভার্নের।

সাত

আকাশে ঘন কালো মেঘের আনাগোনা, বাতাসে বৃষ্টির সোঁদা গন্ধ। আবারও বৃষ্টি হবে বোধহয়। প্রায় সারা রাতই ঝিরঝিরে বৃষ্টি হয়েছে। রিও ফ্রিয়োর পানির উচ্চতা বেড়ে গিয়ে দুই কূল ছাপিয়ে উঠেছে এখন।

অস্বাভাবিক নীরব হয়ে আছে ডাবল-বি র‍্যাঞ্চ হাউস। কূক শ্যাকের পাশে নিজের ছোট্ট রুমে রাখা হয়েছে টেকোস ফারমিনের মৃতদেহ। ডাক্তার ডেভন রাশবী পরীক্ষা করছে লাশটা, এদিকে মূল র‍্যাঞ্চ হাউসের উষ্ণ লিভিংরুমে অন্যদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে শেরিফ এডলে ভার্ন।

রকিং চেয়ারে বসে আছে বিল ব্রেনেল, দু'হাতে মুখ ঢাকা। জানালার কাছে দাঁড়িয়ে মিরিয়াম, ফুলে-ফেঁপে ওঠা রিও ফ্রিয়ো আর বৃষ্টিস্নাত তৃণভূমি দেখছে বোধহয়।

ফায়ারপ্লেসের পাশে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বেন শ্লেজেল, মাঝে মধ্যে অজান্তে মিরিয়ামের দিকে চলে যাচ্ছে ওর দৃষ্টি। দীর্ঘ স্লিম দেহ, নারীত্বের লক্ষণগুলো স্পষ্ট জায়গায় জায়গায়। শান্ত কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি। মেয়েটির মধ্যে এই পূর্ণতার আভাস আগে কখনও টের পায়নি ও, যেন আচমকাই ঘটে গেছে। অথচ মিরিয়ামকে কখনও নিজের বোন হিসেবে দেখেনি, কিন্তু কার্ল ব্রেনেলকে বাবা আর বিল এবং জেফরিকে আপন ভাইয়ের মত দেখে এসেছে। ব্যাপারটা সত্যিই ধাঁধার মত, এই অদ্ভুত পরস্পরবিরোধিতার ব্যাখ্যা কি?

রান্নাঘর থেকে কফির কাপ হাতে লিভিংরুমে ঢুকল শেরিফ এডলে ভার্ন। বিশাল হাতের তালুয় প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে কাপটা। বগলের তলায় একটা রোল করা কাগজ—কূকের স্বীকারোক্তি। কেট অবশ্য তেমন কিছুই বলতে পারেনি। কাউকে গুলি করতে দেখেনি সে, স্রেফ দূর থেকে ফলাফলটা প্রত্যক্ষ করেছে।

টেবিলে কফির কাপ নামিয়ে রাখল এডলে ভার্ন। 'এবার তোমার বক্তব্য শুনব আমরা, মিস্ ব্রেনেল। কি দেখেছ তুমি?'

ফিরে তাকাল মিরিয়াম, প্রায় লালচে দেখাচ্ছে চোখ জোড়া। টেকোসকে যথেষ্ট পছন্দ করত ও, অস্বাভাবিক মৃত্যুটা তাই বিষণ্ন করে তুলেছে ওকে। 'তেমন কিছুই নয়, শেরিফ। রান্নাঘরে কেটের সঙ্গে কথা বলছিলাম আমি, গুলির শব্দ শুনে একবার উঁকি দিয়েছিলাম। রেইলে ক্যান বসিয়ে শূটিং প্র্যাকটিস করছে বিল আর জেফ। কিছুক্ষণ পরপরই গুলির শব্দ শোনা যাচ্ছিল। শেষবার, গুলির আওয়াজের সঙ্গে চিৎকার শুনে বেরিয়ে এলাম। দেখি করালের কাছে পড়ে আছে টেকোস, ওর ঠিক পাশেই পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে ছিল বিল। আর হ্যাঁ, জেফের হাতেও পিস্তল ছিল।'

চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিল শেরিফ, মুখ নির্বিকার। 'তাহলে গুলিটা কে চালিয়েছে, দেখোনি তুমি?'

'না।'

মিরিয়ামের দিকে তাকাল বেন, বাজি ধরে বলতে পারবে মিথ্যে বলছে মেয়েটা।

নড করল ভার্ন। 'হুম্, ভাল ঝামেলায় পড়লাম দেখছি,' বিল আর বেনের দিকে তাকাল সে। 'জেফরির সাক্ষ্য নিতে হবে। দেখা যাক কি বলার আছে ওর।'

'ওকে ডেকে আনছি আমি,' লিভিংরুম থেকে বেরিয়ে এল বেন। করিডর ধরে এগোল বাড়ির শেষ দিকে, দুটো কামরার পরই জেফরির রুম। দরজায় নক্ করল ও। কয়েকবারের পরও সাড়া না পেয়ে পাল্লা ধরে ঠেলা দিল।

ফাঁকা কামরা। বিছানার চাদর নিভাঁজ, তার মানে রাতেও এখানে শোয়নি কেউ। সারা শরীরে শীতল একটা অনুভূতি নিয়ে লিভিংরুমে ফিরে এল বেন।

'রুমে নেই ও।'

'গতরাতে সাপারের সময়ও আমাদের সঙ্গে ছিল না ও,' জানাল বিল।

'আর সকালে?' জানতে চাইল ল-ম্যান।

মাথা নাড়ল ভাই-বোন।

চেয়ার ছেড়ে জানালার দিকে এগোল এডলে ভার্ন, হাতের চেটো দিয়ে আনমনে থুতনি ঘষছে। আচমকা ঘুরে দাঁড়িয়ে বেনের দিকে ফিরল। 'রাতে ওকে এখানে থাকার জন্যে বলেছিলে, বেন?'

'হ্যাঁ।'

'ওকে চলে যেতে দেখেনি কেউ···কিংবা কাউকে বলেও যায়নি সে?'

খানিকটা অপ্রতিভ দেখাল বিলের মুখ। 'কালকের ওই ঘটনার পর পরস্পরের সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছিলাম আমরা।'

নির্দিষ্ট কারও দিকে তাকাচ্ছে না মিরিয়াম, আনমনে ফায়ারপ্লেসের দিকে

তাকিয়ে আছে। 'ঘটনাটার পর জেফের সঙ্গে কথা বলেছি আমি। শেরিফ এলে এখানে উপস্থিত থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ও আমাকে।'

শ্রাগ করল শেরিফ। 'ওকে খুঁজে বের করার জন্যে লোক পাঠাতে হবে। এছাড়া তো উপায় দেখছি না।'

তামাক আর কাগজ বের করে সিগারেট রোল করল বেন। 'তোমার আপত্তি না থাকলে আমি যেতে পারি।'

'কেন? সেজন্যে আমার ডেপুটিরাই যথেষ্ট। ও এতটা চালাক হয়নি যে আমাদের ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে বেড়াবে।'

'জেফরি ভাবছে একজন মানুষ খুন করেছে ও, সেই ভয়েই পালিয়েছে। ওকে ধরতে গেলে···দরকার হলে আরেকজনকে খুন করবে এখন।'

আধ-বোজা হয়ে গেল ভার্নের চোখ। 'বোকা আর কাকে বলে!'

'জেফরি এখনও বাচ্চাই রয়ে গেছে, অন্তত চিন্তা-ভাবনায়। ঘটনার আকস্মিকতায় পালিয়ে যাওয়াই ভাল মনে করেছে ও, কারণ এটাই মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। ঠাণ্ডা মাথায় ভাবলে হয়তো ঠিকই বুঝতে পারত। কিন্তু ওর বয়সে কোন ছেলেই ঠিকমত চিন্তা করতে পারে না। সেটা সহজও নয়।'

শুকনো হাসি ফুটে উঠল বিলের মুখে, কিন্তু তাতে আমোদ নেই। 'ও কিন্তু তা মনে করে না। ওর শূটিং যদি দেখতে, ভার্ন! আমার বা তোমার চেয়েও ক্ষিপ্র ও। স্টিভ হারকারকে বাদ দিলে, আমার ধারণা যে কারও চেয়ে ফাস্ট।'

ফায়ারপ্লেসে কাঠ ফাটার শব্দ হচ্ছে। নীরব উষ্ণ কামরায় ওদের ছন্দময় নিঃশ্বাসের শব্দ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। যার যার নিজস্ব ভাবনায় মগ্ন সবাই। রান্নাঘরের দরজা খুলে যাওয়ার শব্দ শোনা গেল, একটু পরই লিভিংরুমে প্রবেশ করল ডাক্তার রাশবী। দু'হাতে কি যেন লোফালুফি করছে সে।

'কিছু বুঝতে পারলে?' জানতে চাইল শেরিফ।

'কাউবয়দের একজনের কাছে শুনলাম জেফরি নাকি পালিয়েছে? ওর ধারণা টেকোসকে নাকি ওই মেরেছে?' ক্ষীণ হাসি ডাক্তারের ঠোঁটের কোণে।

'কিন্তু এতে মজার কি আছে?' খেঁকিয়ে উঠল বিল।

হাতের জিনিসটা শূন্যে ছুঁড়ে মারল ডাক্তার, তারপর লুফে নিল। 'এই জিনিসটা টেকোসের ওয়ালেটে পেয়েছি, আর ট্রাউজারের বাম পকেটে ছিল ওয়ালেটটা। ওর সারা শরীরে কোথাও ক্ষত নেই, বুঝতেই পারছ বুলেটের কারণে মরেনি সে।'

সবক'টা চোখ স্থির হলো ডাক্তারের ওপর। 'তাহলে?'

'হার্ট অ্যাটাক। আমার ধারণা, টেকোসের জন্যে বুলেটের শক্-ই কাল হয়ে দাঁড়িয়েছিল, এবং দুর্ভাগ্যক্রমে হলেও, হার্ট অ্যাটাকের কারণে মারা গেছে ও। রিপোর্টে তাই লিখব আমি। তাছাড়া···ছেলেটা হয়তো বিবেকের তাড়নায় ভুগতে

শুরু করেছে, অভিযোগ থেকে মুক্তি পেলে খুশি হবে ও।'

'তাই?' এখনও থুতনি ঘষছে এডলে ভার্ন, কোঁচকানো ভুরুর নিচে চঞ্চল দৃষ্টি স্থির হলো বেনের ওপর। 'তোমার কি মনে হয়, কোণঠাসা হয়ে গেলে আক্রমণ করবে ও?'

'হ্যাঁ।'

'এখনও যাওয়ার ইচ্ছে আছে তোমার?'

নড করল বেন।

'তাহলে বেরিয়ে পড়ো।' চেয়ার ছেড়ে কাগজপত্র গোছাল শেরিফ, হঠাৎ বিল আর বেনের দিকে ফিরল, জরুরী কি যেন মনে পড়ে গেছে। 'তোমাদের সাক্ষ্য নেয়া হয়নি।'

তৃষিত দৃষ্টিতে লিকার কেবিনেটের দিকে তাকাল বিল ব্রেনেল, সাহস সঞ্চয় করার জন্যে নিশ্চয়ই পানীয়ের সাহায্য নেওয়ার কথা ভাবছে। শেরিফের অলক্ষ্যে বিলের উদ্দেশে ক্ষীণ মাথা নাড়ল বেন।

'তাহলে টার্গেট প্র্যাকটিস করছিলে তোমরা, এই তো?' নিরুত্তাপ স্বরে জানতে চাইল শেরিফ। 'ড্র করেই গুলি করল জেফরি। গুলিটা টেকোসের গায়ে লাগে এবং পড়ে যায় সে। ওকে পরীক্ষা করে দেখোনি তোমরা, ভেবেছ লক্ষ্যভ্রষ্ট গুলির কারণে মারা গেছে সে; করোনারের পরীক্ষা-নিরীক্ষার আগে টেকোসকে স্পর্শ করার ইচ্ছেও ছিল না তোমাদের। ঠিক এমনই ঘটেছে?'

নড করল বিল।

'ভাবছি কিভাবে টার্গেট ছেড়ে টেকোসের এত কাছাকাছি গুলি করল ছেলেটা! যদ্দূর জানি ওর নিশানা তো দারুণ।'

'টার্গেট হিসেবে ক্যান ব্যবহার করছিলাম আমরা, ক্যানগুলো রেইলের ওপর সাজিয়ে রাখছিল টেকোস। একটা ক্যান বেশ কাঁপছিল, রেইলের ওপর ঠিকমত বসেনি বোধহয়। ওটা ঠিক করতে এগিয়ে গিয়েছিল টেকোস, লাইন অভ ফায়ারে গিয়ে পড়ে ও।'

নড করল এডলে ভার্ন, গম্ভীর দেখাচ্ছে। 'তাহলে এই হচ্ছে ব্যাপার। করোনারের কাছে সশরীরে সাক্ষ্য দিতে হবে তোমার, বিল। জেফরিকেও দরকার হবে। যত তাড়াতাড়ি ঝামেলা শেষ হয় ততই ভাল।'

ফায়ারপ্লেসের আগুনে সিগারেটের গোড়া ছুঁড়ে ফেলল বেন। 'যত দ্রুত সম্ভব ফিরে আসব আমি।'

'কোন্ দিকে যাবে তুমি?' জানতে চাইল ল-ম্যান।

'কোথায় যেতে পারে ও?'

সবক'টা দাঁত বের করে হাসল শেরিফ। 'হয়তো মেক্সিকোর দিকে। পথে ডরোটিও নাভারেজের সঙ্গে দেখা না হলেই বাঁচি, তাহলে নির্ঘাত ওকে লুফে নেবে

মেক্সিকান লুটেরাটা। নাহ্, আরেকটা টেলিগ্রাম করতে হবে দেখছি।'

শেরিফ বেরিয়ে যাওয়ার পর রান্নাঘরে ঢুকল বেন। ক'দিন বাইরে থাকতে হবে, কিছু খাবার সঙ্গে না নিলেই নয়। জেফরি কোথায় যেতে পারে এ সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা নেই ওর। এলাকাটা হাতের তালুর মত চেনে জেফরি, তাছাড়া এর আগেও একা দীর্ঘ রাইড করেছে; প্রায়ই নদীর কিনারা ধরে পাহাড়ের দিকে চলে যেত সে।

ওর চাহিদা মত খাবার ভরে একটা প্যাকেট এগিয়ে দিল কেট। 'তাহলে টেকোসের মৃত্যুর পেছনে জেফরির কোন দোষ ছিল না?' জানতে চাইল কুক।

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু খুন থেকে মুক্তি পেলেও একজন মানুষের মৃত্যুর দায় থেকে মুক্তি পায়নি ও, তাই না, মি. স্লেজেল?'

স্থির দৃষ্টিতে মহিলাকে দেখল বেন। 'শেরিফের কাছে দেয়া সাক্ষ্যে যা বলেছ, আমার তো মনে হচ্ছে তারচেয়েও বেশি জানো তুমি, কেটি।'

ক্ষীণ নড করল মহিলা, তারপর কিছুটা কাছে সরে এল। 'সবই দেখেছি আমি,' নিচু স্বরে বলল সে। 'রান্নাঘর থেকে করাল আর বাঙ্ক হাউসের পুরোটাই চোখে পড়ে।'

'কিন্তু তারপরও দুর্ঘটনাই বলতে হবে এটাকে।'

'কিন্তু এমন নয় যে এড়ানো যেত না।'

'না,' তিক্ত মনে স্বীকার করল বেন।

'কোথায় খুঁজবে ওকে?'

'ভাবছি পাহাড়ে যাব। হয়তো এতক্ষণে কয়েক মাইল দূরে চলে গেছে ও।'

নড করল কেট। 'আমি কিন্তু আগে থেকেই জানতাম এখানে থাকবে না ও।'

'কিভাবে জানলে?' বিস্ময় চেপে জানতে চাইল বেন।

কাঁধের ওপর দিয়ে একটা আঙুল তুলে বাড়ির মূল অংশের দিকে ইঙ্গিত করল মহিলা। 'ওর কারণে।'

'মিস্ ব্রেনেল?'

'উঁহুঁ, মিসেস ব্রেনেল। গতরাতে জেফরির কামরায় গিয়েছিল সে, অনেকক্ষণ ধরে কি যেন বলেছে ছেলেটাকে।'

হৃৎস্পন্দন দ্রুত হলো বেনের। 'সবকিছু খুলে বলো তো!'

'মিসেস ব্রেনেলের সঙ্গে কথা বলার পর আর এক মুহূর্তও দেরি করেনি জেফরি। আমার ধারণা ছেলেটার ওপর যথেষ্ট প্রভাব আছে অ্যাগনেস ব্রেনেলের, হয়তো এ নিয়ে দুই ভাইয়ে ঝগড়া হলো! আর পরোক্ষ ভাবে হলেও চড়া মূল্য দিতে হলো টেকোস ফারমিনকে। একটা কথা না বলে পারছি না, মি. স্লেজেল, ছেলেটা সত্যিই ভয়ঙ্কর এবং ওকে ব্যবহার করছে ওই মহিলা। এ বাড়ির পরিবেশ

এখন আর ভাল লাগছে না আমার, অশুভ কি যেন আছে এখানে!'

দু'জনের কেউই টের পায়নি কামরায় প্রবেশ করেছে অ্যাগনেস ব্রেনেল। নিঃশব্দে, চুপিসারে। ক্ষিপ্র বেড়ালের মত স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করতে পারে মেয়েটি। বেনই ওকে দেখতে পেল প্রথম, ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে তাকাল কুক, মুহূর্তের মধ্যে নিস্তেজ হয়ে এল স্বর।

কুকের দিকে এমন ভাবে তাকাল অ্যাগনেস, যেন কুষ্ঠ রোগী দেখছে—নীল চোখে অসন্তোষ, রাগ এবং বিদ্বেষ—একে একে সবই ফুটে উঠল; দৃঢ় চোয়াল দেখে বোঝা গেল চরম সিদ্ধান্তটা নিয়ে ফেলেছে। বেনের আবারও মনে হলো টম নোলানের ছেলে নেই তো কি হয়েছে, অ্যাগনেস সেই অভাব কখনও অনুভব করতে দেয়নি বোধহয়। অ্যাগনেসের মধ্যে এতটা বিদ্বেষ দেখতে পাবে কল্পনা করেনি ও, কিন্তু মেয়েটির নিজেকে সামলে নেওয়ার ক্ষমতা তারচেয়েও বেশি বিস্মিত করল ওকে। স্বয়ং টম নোলানও কি নিজেকে এভাবে সামলে নিতে পারত?

'নোটিশ পেয়ে গেছ তুমি, ক্যাথেরিন!' প্রায় নিরুত্তাপ স্বরে বলল অ্যাগনেস ব্রেনেল।

ঝুঁকে বো করল কেট।

'দুই সপ্তাহ কি যথেষ্ট হবে তোমার জন্যে?' এবার হেসে জিজ্ঞেস করল অ্যাগনেস, চোখে আমোদ দেখা যাচ্ছে।

'না।'

'কিন্তু এরচেয়ে বেশি সময় যে দিতে পারব না তোমাকে, যেখানে নিয়োগকর্তার প্রতি তোমার আচরণ বা বিশ্বস্ততা দুটোই প্রশ্নের সম্মুখীন!'

ক্ষীণ, তিক্ত হাসি দেখা গেল কুকের মুখে। 'আমিও এক মুহূর্ত বেশি থাকতে চাই না, মিসেস ব্রেনেল। আজই চলে যাব।'

'প্রশংসা পত্র ছাড়াই?'

এটাই হচ্ছে টম নোলানের রীতি, জিনিসটা তার মেয়েও পেয়েছে। বাপ কা বেটি! মন্টানার স্কুলে পড়াশোনা করলেও বাপের কাছ থেকে নোংরা কৌশল আর ধূর্ততা শেখার জন্যে প্রচুর সময় পেয়েছে অ্যাগনেস।

মুহূর্তে ফ্যাকাসে হয়ে গেল কেটের মুখ, আড়ষ্ট হয়ে গেছে চোয়াল। আপ্রাণ চেষ্টা করল নিজেকে সামলে নিতে। মহিলা কুকের পক্ষে এ দেশে ভাল কাজ পাওয়া কঠিন, জানে সে।

অ্যাগনেসের দিকে ফিরল বেন। 'একটা প্রশংসা পত্র দিয়ে দাও ওকে।'

'দেব না!'

ক্ষীণ হাসল বেন। 'দেবে, নিশ্চয়ই দেবে। জেফরিকে এখান থেকে চলে যেতে বলেছ তুমি। কথাটা যদি বিলকে জানিয়ে দেই···শুনেই খেপে যাবে ও।

এখন ওর কাছে যতটা গুরুত্ব পাচ্ছ, তা নিশ্চয়ই থাকবে না, তাই না?'

কঠিন হয়ে গেল অ্যাগনেসের চাহনি, কূকের ওপর থেকে সমস্ত আক্রোশ যেন এবার বেনের ওপর গিয়ে পড়েছে।

'লিখে ফেলো, অ্যাগি,' মৃদু স্বরে তাগাদা দিল বেন। মেয়েটির ডাক নাম ব্যবহার করল এবার, ভাল করেই জানে এ নামটা ঘৃণা করে অ্যাগনেস।

ওর দিকে তাকিয়ে থাকল অ্যাগনেস, শীতল ক্রোধে জ্বলছে নীল চোখ জোড়া। পরস্পরের সঙ্গে চেপে বসেছে ঠোঁট, কামড়ে ধরায় ফ্যাকাসে হয়ে গেল। মুহূর্তের জন্যে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগল বোধহয়, কিংবা বেনের হুমকির পরিণতি চিন্তা করল। 'ঠিক আছে, দেব!' নিচু কিন্তু তপ্ত স্বরে বলল মেয়েটা, তাকিয়ে আছে বেনের চোখে, সেখানে স্পষ্ট বিদ্বেষ। 'কিন্তু সেজন্যে তোমাকে মাশুল দিতে হবে, বেন স্লেজেল! দুঃখ প্রকাশ করার সুযোগও পাবে না তুমি!' তারপর এক মুহূর্তও দাঁড়াল না অ্যাগনেস, ঝটিতি ঘুরেই কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

'ধন্যবাদ, মি. স্লেজেল,' তিক্ত স্বরে বলল কেট।

'ভুলে যাও।' উল্টো ঘুরে দরজার দিকে এগোল বেন।

'এক মিনিট, মি. স্লেজেল।'

ঘুরে তাকাল বেন।

খানিকটা দ্বিধা দেখা গেল কূকের মুখে। 'পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে জেফরিকে মিথ্যে বলেছে মিসেস ব্রেনেল,' দ্রুত বলে গেল মহিলা। 'ওকে পরামর্শ দিয়েছে কিছু দিনের জন্যে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারলে টেকোসের খুনের ব্যাপারটা চাপা পড়ে যাবে। ডাবল-বি থেকে দূরে থাকলে নিরাপদ থাকবে ও—বলেছে মিসেস ব্রেনেল—এবং নিজের পিঠের দিকে চোখ রাখার পরামর্শ দিয়েছে ওকে।'

'একটু আগে কিন্তু কথাগুলো বলোনি আমাকে!'

'আসলে...ঝামেলা করতে চাইনি আমি।'

'জেফরি কোথায় যেতে পারে, আসলেই কি কোন ধারণা নেই তোমার?'

মাথা নাড়ল কূক, কিন্তু বেন ঠিকই বুঝতে পারল মিথ্যে বলছে মহিলা। ফাঁকিটা যে ও ধরে ফেলেছে তাও জানে ক্যাথেরিন, কিন্তু গ্রাহ্য করছে না।

মিনিট খানেকের মধ্যে ফিরে এল অ্যাগনেস, হাতের কাগজটা নিতান্ত অবহেলায় ছুঁড়ে ফেলল মেঝেয়। ঝুঁকে ওটা তুলে নিতে উদ্যত হলো কেট, কিন্তু তাকে বাধা দিল বেন। 'ওটা তুলে নাও, অ্যাগি,' মৃদু স্বরে নির্দেশ দিল ও।

নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরল অ্যাগনেস। শীতল ইস্পাতের মত দেখাচ্ছে নীল চোখ জোড়া।

'তোলো ওটা,' আবারও বলল বেন। 'আমাদেরকে দেখাও যে একজন সম্মানিত লেডি তুমি, অ্যাগি। টম নোলান তোমাকে কাউন্টির সেরা স্কুলে পড়াশোনা করিয়েছে, তুমি নিশ্চয়ই বাবাকে ছোট করবে না কিংবা নিজের অমর্যাদা

করবে না, অ্যাগি?'

ঝুঁকে কাগজটা তুলে নিল অ্যাগনেস। কাজটা করতে ঘৃণা বোধ করছে, কিন্তু সমস্ত বিদ্বেষের সঙ্গে অপমানটাও হজম করে ফেলল। কেটের হাতে কাগজটা ধরিয়ে দিয়ে আর এক মুহূর্তও দাঁড়াল না, ঘুরেই ছুটে বেরিয়ে গেল কামরা থেকে। স্কার্টের খসখস শব্দে বুনো রাগ আর অসন্তোষ প্রকাশ পেল।

'ধন্যবাদ, মি. স্লেজেল,' শ্রাগ করে বলল কুক, কিছুটা বিব্রত দেখাচ্ছে। 'এখান থেকে চলে যেতে পারছি বলে এক হিসেবে খুশিই আমি। স্বীকার করছি বেতন, খাবার বা থাকার আয়োজনও ভাল ছিল এখানে। তবুও...ডাবল-বির পরিবেশে অশুভ কি যেন আছে, খুব বেশি দিন হয়নি, কিন্তু কয়েক মাস ধরে চারপাশে মৃত্যুর গন্ধ পাচ্ছিলাম!'

শ্রাগ করে প্যাকেট তুলে নিয়ে দরজার দিকে এগোল বেন। মহিলার শেষ কথাটা প্রায় উপেক্ষা করেছে। মৃত্যুর গন্ধ? হয়তো কার্ল ব্রেনেল আর টেকোস ফারমিনের কথা বোঝাতে চেয়েছে সে। কুকের অতি কল্পনা এসব, আবার দুই মহিলার পারস্পরিক বিদ্বেষের বহিঃপ্রকাশও হতে পারে।

স্টেবলে এসে বাকস্কিনটাকে স্টল থেকে বের করল বেন। জানে যথেষ্ট বিশ্রাম না পেলেও এখনও ছুটতে পারবে ঘোড়াটা। তাছাড়া সঙ্গী হিসেবে অন্য ঘোড়াকে পছন্দ করতে পারছে না ও। স্যাডল সাজিয়ে, স্ক্যাবার্ডে উইনচেস্টার রেখে বেরিয়ে আসতে উদ্যত হলো, দরজার দিকে তাকাতে দেখল স্টেবলের দিকে এগিয়ে আসছে মিরিয়াম।

'ব্যাপারটা পছন্দ হচ্ছে না আমার, বেন,' চিন্তিত স্বরে বলল মেয়েটি। 'জেফরি হয়তো রুখে দাঁড়াতে পারে।'

'উঁহুঁ, আমার কথা শুনবে ও। ভুলে গেছ ছোট থাকতেও সবচেয়ে বেশি মানত আমাকে? তাছাড়া খুনের অভিযোগ নেই ওর বিরুদ্ধে, এ খবরটাই ওকে ফিরিয়ে আনার জন্যে যথেষ্ট।'

'বাচ্চা ছিল ও তখন, তোমাকে বীর-পূজা করত, নিজের আদর্শ হিসেবে মানত। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলেও সত্যি যে তোমাকে বা তোমার মত লোককে এখন স্রেফ চ্যালেঞ্জ মনে করে ও, নিজের দক্ষতার বিরুদ্ধে হুমকি বলে ভাবছে। বুক ফুলিয়ে হাঁটতে চায় ও, চায় সবাই ওকে সমীহ করুক, ভয় পাক।'

'আমরাও তাই চাই...সবাই।'

'কিন্তু ওর ব্যাপারটা প্রায় অসুস্থতার পর্যায়ে পড়ে। স্টিভ হারকারের মত লোককে সমীহ করে ও। চায় হারকারের মত সবাই সমীহ করুক ওকে, ভয় পাক।'

'এটা একটা কারণ বটে!'

বেনের মুখ নিরীখ করছে মেয়েটির চঞ্চল দৃষ্টি। 'সমীহ কিংবা ভয়, কোন্টা

মানুষের বেশি কাঙ্ক্ষিত, বেন?'

'সমীহ।'

'তোমাকে সমীহ করে সবাই, শ্রদ্ধা করে, তাই না?'

দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল বেন।

'বেন?' তাগাদা দিল মিরিয়াম।

'হয়তো।'

'সিরেনোই তো সবকিছু নয়! বাইরে ভিন্ন এক দুনিয়া আছে, তাই না?' বেনের নির্লিপ্ত উত্তরে মোটেই নিবৃত্ত হয়নি মিরিয়াম।

স্যাডলের পেটি টাইট করল ও। 'দ্রুত রওনা দিতে পারলে হয়তো সন্ধের আগে পাহাড়ে পৌঁছতে পারব,' মিরিয়ামের প্রশ্নটা বাতাসেই জমা থাকল, এড়িয়ে গেল ও।

'তোমার ধারণা পাহাড়ে গেছে ও?'

'যে কোন জায়গায়...যেখানে নিরাপত্তা পাবে ও, পিছু নেওয়া যে কোন লোককে ফাঁকি দিতে পারবে।'

এগিয়ে এসে পাশে দাঁড়াল মিরিয়াম, ওর শরীরের সুবাস বেনের নাকে দোলা দিচ্ছে। 'প্রার্থনা করছি যেন কোন গোলাগুলি না হয়!' মৃদু, অস্ফুট স্বরে বলল মেয়েটি।

'ওকে গুলি করব না আমি, মিরিয়াম,' তীক্ষ্ণ স্বরে বলল বেন।

আচমকা নীরব হয়ে গেল মেয়েটি।

উত্তর আশা করেছিল বেন, এল না দেখে ফিরে তাকাল। অদ্ভুত, অচেনা দৃষ্টি মিরিয়ামের মায়াবী চোখের গভীরে–উদ্বেগ, মমতা আর সহানুভূতিতে ভরা। 'তোমাকে নিয়ে ভাবছি না, বেন,' মৃদু স্বরে নীরবতা ভাঙল মিরিয়াম। 'বরং জেফরিকে নিয়ে আশঙ্কা হচ্ছে। ও হয়তো তোমাকেই গুলি করে বসতে পারে।'

'উঁহুঁ, তা করবে না সে।'

'ছয় বছর বেশ দীর্ঘ সময়,' তিক্ত হাসি দেখা গেল মেয়েটির ঠোঁটের কোণে। 'তুমি যতটা উপলব্ধি করছ, তারচেয়ে অনেক দীর্ঘ সময়। সবাই বদলে গেছি আমরা—বিল, জেফরি...এমনকি আমিও।'

'কাউকে তো যেতেই হবে, ওকে ফিরিয়ে আনা দরকার। বিল যেতে পারছে না।'

স্যাডলে উঠে বসল বেন, তাকিয়ে দেখল নড়ার কোন লক্ষণ নেই মেয়েটির মধ্যে। শঙ্কা, একইসঙ্গে উদ্বেগও প্রকাশ পাচ্ছে চাহনিতে। হাত বাড়িয়ে মিরিয়ামের চিবুক তুলে ধরল ও, তারপর ঝুঁকে আলতো চুমো খেল কপালে। *'অ্যাডিওস,'* বলে হাঁটুর গুঁতোয় বাকস্কিনকে সামনে বাড়াল ও, বৃষ্টিস্নাত আঙিনায় বেরিয়ে এল।

র‍্যাঞ্চ হাউস থেকে একশো গজ দূরে রীজের ওপর উঠে এসে ফিরে তাকাল

বেন, নিজের ওপর কিছুটা হলেও বিরক্ত। আচমকা ব্যাপারটা ঘটে গেছে। মিরিয়ামকে কেন চুমো খেল ও? এভাবে নিশ্চয়ই ভরসা আশা করে না কেউ?

বৃষ্টি কুয়াশার মত ঘোলাটে একটা পর্দা সৃষ্টি করেছে দৃষ্টিপথে, কিন্তু তারপরও মোটামুটি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। বৃষ্টির ছাঁট উপেক্ষা করে এখনও করালের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে মিরিয়াম ব্রেনেল, ওকেই দেখছে। একটা হাত তুলে নাড়ল বেন, দেখল পাল্টা হাত নাড়ছে মিরিয়াম। দীর্ঘশ্বাস ফেলে স্লিকারের কলার কাঁধ পর্যন্ত তুলে দিল ও, তারপর স্পার দাবাল। বৃষ্টিস্নাত পাহাড় ওর গন্তব্য।

জেফরির জায়গায় নিজে হলে কি করত, ভাবছে বেন। সম্ভবত পাহাড়ে চলে যেত—দক্ষিণ অথবা পশ্চিমে, দু'দিকেই পাহাড়শ্রেণী আছে। রেলরোডের কাছাকাছি যেতে হলেও একই পথ ধরতে হবে। রেলরোড পেরিয়ে উত্তর-পুবে যেতে পারবে সে, কিংবা ঠিক দক্ষিণেই যেতে পারবে। এডলে ভার্ন যদি সত্যিই টেলিগ্রাম করে থাকে, তাহলে যেদিকে যাক নিশ্চয়ই ট্রেনেই ধরা পড়বে ছেলেটা।

রীজ পেরিয়ে তৃণভূমি ধরে ঘোড়া ছোটাল বেন স্লেজেল। বৃষ্টি বেড়ে গেছে, হঠাৎ করে যেন খেপে গেছে কারও ওপর। ঠোঁটে একটা সিগারেট ঝুলিয়ে ঘোড়ার গতি কমিয়ে আনল ও, নিচু ব্রিমের হ্যাটের কারণে বৃষ্টিতে ভিজবে না সিগারেট। দেয়াশলাই জ্বালিয়ে সিগারেট ধরাল।

নিচু ব্রিমের হ্যাটের কারণে ওর দৃষ্টিসীমাও কমে গেছে, সেজন্যেই পুবের এক রীজের চূড়ায় নিঃসঙ্গ ঘোড়সওয়ারকে দেখতে পেল না, অথচ ডাবল-বি থেকে রওনা দেয়ার পর থেকে সারাক্ষণ ওর ওপর নজর রাখছে লোকটি।

অদৃশ্য কোন লোকের উদ্দেশ্যে নিজের হ্যাট বাতাসে নেড়ে সংকেত দিল লোকটা, সেটাও দেখতে পেল না বেন স্লেজেল। মুহূর্তের মধ্যে রীজের চূড়া থেকে হারিয়ে গেল লোকটার অবয়ব।

আট

মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে এখন। খুব বেশি দূর দৃষ্টি যায় না। আবছা ভাবে দূরে পাহাড়ের নিরেট অবয়ব দেখতে পাচ্ছে বেন স্লেজেল। ঘোড়ার গতি কমিয়ে প্রায় হাঁটার পর্যায়ে নামিয়ে এনেছে। বাকস্কিনের ওপর ভরসা রেখেছে, এছাড়া যেহেতু আর কিছু করার নেই। ঘোড়াটার সহজাত প্রবৃত্তি আর ভাগ্যই ভরসা।

ঘণ্টাখানেক এভাবেই রাইড করল বেন। খুব বেশি হলে মাইল দুয়েক এগিয়েছে। শুরুতে জেফরির ট্রেইল ধরে এগিয়েছে, কিন্তু বৃষ্টির কারণে প্রায় মুছে গেছে ট্র্যাক। আন্দাজের ওপর এগোচ্ছে এখন। বৃষ্টি তো কমেইনি, বরং বেড়েছে; ট্রেইল বা জমিও পিচ্ছিল হয়ে গেছে, যে কোন সময় ঘোড়াটার পা হড়কে যেতে

পারে। নিতান্ত অনিচ্ছায় একসময় ছেঁচড়ে ভেজা স্যাডল থেকে নামল ও, ঘোড়া আর নিজের জন্যে নিরাপদ আশ্রয় হবে এমন জায়গার খোঁজে চারপাশে চকিত দৃষ্টি চালাল।

সবে একটা ক্যানিয়নের কাছাকাছি পৌঁছেছে ও। ক্যানিয়নের ভেতরে আশ্রয় নেওয়া মৃত্যুর শামিল হবে, পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে আসা পানির স্রোত চলে যাচ্ছে ক্যানিয়নের ভেতরে, সঙ্গে বিপুল বিক্রমে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ভাঙা গাছপালা, উপড়ে যাওয়া ঘাস, নুড়িপাথর···চলার পথে যা পেয়েছে, সবই ভাসিয়ে নিয়ে আসছে, যেন ফুঁসে ওঠা নিষ্ঠুর সাগর।

ক্যানিয়নের বাইরে আছে বলে যে খুব নিশ্চিন্ত তা-ও নয়। যে কোন সময়ে ভরে যাবে খাদটা, উপচে পড়া পানির স্রোত ছড়িয়ে পড়বে চতুর্দিকে। তার আগেই কোথাও নিরাপদ একটা জায়গায় আশ্রয় নেওয়ার তাড়া অনুভব করছে বেন।

ঢাল বেয়ে একটা চাতালে উঠে এল ও, সাহস দেয়ার জন্যে ঘোড়াটার সঙ্গে কথা বলছে। পিচ্ছিল ঢাল বেয়ে উঠতে চাইছে না বাকস্কিন. বারবার নাক ঝেড়ে অনীহা প্রকাশ করছে। আচমকা দুই চোখ চরকির মত ঘুরতে শুরু করল ওটার, তীক্ষ্ণ হ্রেষাধ্বনি করে উঠল। নিচের দিকে সমূহ বিপদ দেখতে পেল বেন। বৃষ্টির শব্দ ছাড়িয়ে ভিন্ন একটা আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে এখন, উপত্যকা ধরে তেড়ে আসা পানির স্রোতের শব্দ—উন্মত্ত কোন বুনো জানোয়ার ক্ষোভে ফেটে পড়ছে যেন। অভিজ্ঞতা থেকে জানে বেন, যে কোন মুহূর্তে ছুটে আসবে ফুঁসে ওঠা জলরাশি, বিপুল বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়বে চলার পথে পড়া যে কোন কিছুর ওপর।

কোন মতেই উঠবে না বাকস্কিন, আসন্ন বিপদ আতঙ্কিত করে তুলেছে ওটাকে। বাধ্য হয়ে হাল ছেড়ে দিল বেন। বাড়তি কিছুই করার নেই ওর। স্ক্যাবার্ড থেকে রাইফেল, খাবারের প্যাকেট, বেডরোল আর স্যাডল ব্যাগ তুলে নিল; তারপর স্যাডল-ব্রিডলের বাঁধন ছাড়িয়ে মুক্তি দিল ঘোড়াকে। নেহাত ভাগ্যের জোরে যদি বেঁচে যায় ঘোড়াটা, তিক্ত মনে আশা করল বেন, এছাড়া যেহেতু উন্মত্ত জলরাশির আক্রোশ থেকে বাঁচার কোন উপায় দেখতে পাচ্ছে না।

ঢাল বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করল ও। মিনিট খানেক পরই ঢালের গোড়ায় আঘাত হানল পানির স্রোত। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল শেষ মুহূর্তে বিপদ বুঝতে পেরে উঠতে শুরু করেছিল ঘোড়াটা, কিন্তু পা পিছলে পড়ে গেল কয়েক ফুট। ঘোলাটে পানির স্রোত গ্রাস করল ওটাকে, আতঙ্কে চিৎকার করল বাকস্কিন, মরিয়া চেষ্টায় পানি থেকে উঠে আসার চেষ্টা করল; কিন্তু সমস্ত চেষ্টা বিফলে গেল, পানির তোড়ে একসময় স্রোতের সঙ্গে ভেসে যেতে থাকল ঘোড়াটা।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল বেন, স্বজন হারানোর মত তিক্ত অনুভূতি হচ্ছে ওর। কোন কোন সময় ঘোড়াও মানুষের বিশ্বস্ত বন্ধু হতে পারে, অন্তত ওর কাছে বাকস্কিনটার গুরুত্ব সেরকমই ছিল। অথচ অসহায় ভাবে ঘোড়াটাকে মরতে দেখা ছাড়া কিছুই

করার ছিল না ওর।

পিচ্ছিল ঢাল বেয়ে আরও ওপরে উঠে এল ও। ক্যানিয়নের তলা থেকে নিরাপদ উচ্চতায় উঠে আসার পর নিশ্চিন্ত বোধ করল। কাছে ক্যানিয়নের বাঁকে পানির স্রোতের সঙ্গে গ্র্যানিটের সংঘর্ষের গম্ভীর শব্দ কানে আসতে ঘুরে তাকাল। বাঁকের কাছে ফেনা আর বাস্প তৈরি হয়েছে, তরল দানবের মত ফুঁসে উঠছে পানির স্রোত।

পানির উচ্চতা ক্রমশ বাড়ছে।

একসময়, ওর কাছ থেকে পাঁচ হাত নিচে থাকতে রাক্ষুসে খিদে মিটল ক্যানিয়নের, দেয়ালের উচ্চতার সমান সমান হয়ে গেল; নিস্তরঙ্গ জলরাশি নিতান্ত আলসেমির সঙ্গে বইল কিছুক্ষণ, তারপর দ্রুত কমতে শুরু করল। পাহাড় থেকে নেমে আসা ঢল বন্ধ হয়ে গেছে এখন, আর ক্যানিয়নের ফাঁক-ফোকর দিয়ে পানি সরতে শুরু করায় যেভাবে ভরে উঠেছিল, ঠিক ততটাই দ্রুত খালি হতে শুরু করল। ততক্ষণে সন্ধে হয়ে গেছে, বৃষ্টির দাপটও কমে এসেছে।

আবছা অন্ধকারে চড়াই বেয়ে উঠতে শুরু করল বেন। উঠছে তো উঠছেই। পাহাড় বা ক্যানিয়ন, কোনটাই পরিচিত নয় ওর, কিন্তু কি যেন একটা মনে পড়ছে পড়ছে করেও মনে করতে পারছে না। বাকস্কিনটা যেন কোন্ দিকে নিয়ে যাচ্ছিল ওকে?

মিনিট ত্রিশ পর একেবারে চূড়ায় উঠে এল বেন। দূরে ক্ষীণ ভাবে ভগ্নপ্রায় কিছু দালানের অবশিষ্ট চোখে পড়ছে, দূরত্ব আর আলোর স্বল্পতার জন্যে প্রায় ভূতুড়ে দেখাচ্ছে কাঠামোগুলো। জায়গাটার কথা শুনেছে ও, বিস্মৃত অতীতের সাক্ষীঃ ক্যানিয়নের গভীরে নিঃসঙ্গ এই বসতি তৈরি করেছিল হুহোক্যাম নামে পাগলাটে এক লোক, বহু আগে—এমনকি অ্যাপাচী, নাভাজো, পুয়েবলো কিংবা হুপিদের আসারও আগে।

নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল, আনমনে ভাবল বেন। ঠাণ্ডায় শরীর প্রায় অসাড় হয়ে গেছে। টেরেসের দেয়াল টপকে সবচেয়ে কাছের দালানের দিকে এগোল। বাড়িটার ছাদ প্রায় ধসে পড়েছে, বৃষ্টিতে ভিজে গেছে মেঝে। ওটাকে বাতিল করে দিয়ে পাশেরটার দিকে এগোল।

ভাগ্য এবার প্রসন্ন হলো। বাড়িটার দরজা বা জানালা এমনকি ছাদও আস্ত রয়েছে এতদিন পরও। টি-আকৃতির দরজার ফাঁক গলে ভেতরে ঢুকল ও। স্লিকার আর ডেনিম জ্যাকেট খুলে ফেলল, শরীরে শীতের কামড় অনুভব করে অজান্তে কেঁপে উঠল।

কত দিন পর মানুষের পা পড়েছে এখানে? আনমনে ভাবল বেন। কিন্তু জানতে চাইছে কে, হারিয়ে যাওয়া একজন মানুষ? মানতেই হচ্ছে আপাতত, অন্তত সূর্য বা তারা দেখার আগ পর্যন্ত ট্রেইল হারিয়ে ফেলেছে ও। সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে, তারপর হয়তো এই গোলক-ধাঁধা থেকে বেরোতে পারবে।

তার আগে প্রাচীন এই আশ্রয়টিই ওর এক রাতের আবাস। এবং স্বস্তির ব্যাপার, খাবার আর পানি আছে সঙ্গে। মন্দের ভাল বলা যায়। অবশ্য সঙ্গে না আনলেও পানির অভাব হত না, পুরো একটা ফ্রিগেটকে উড়িয়ে দেয়ার মত পানি জমা হয়েছে ক্যানিয়নে।

কিছুক্ষণের মধ্যে ভাগ্যের সহায়তা পেল বেন। দমকা বাতাসে উড়ে আসা কটনউড আর স্প্রুসের শুকনো ডাল খুঁজে পেল দুটো দালানের ভেতর–গরাদহীন জানালা বা পাল্লাহীন দরজা দিয়ে ভেতরে চলে এসেছে। প্রসন্ন মনে আগুন জ্বালাল ও, প্রচণ্ড শীতের মধ্যে খানিকটা উষ্ণতা পাবে জেনে নিশ্চিন্ত বোধ করছে। কফি আর বেকন তৈরি করে আগুনের আঁচে ভেজা কাপড় শুকিয়ে নিল। আয়েশ করে আগুনের পাশে বেডরোল বিছিয়ে বসে পড়ল ও, তারপর আগুনের উষ্ণতায় পেট-পূজা শুরু করল।

কম্বল বিছিয়ে শোয়ার আয়োজন করল, কাপড়গুলো শুকিয়ে নিয়েছে আগুনে। নিচু ছাদের ঘরটা যথেষ্ট উষ্ণ হয়ে উঠেছে ততক্ষণে। দেয়ালে হেলান দিয়ে দ্বিতীয় কাপ কফি গলাধঃকরণ করল বেন। বহু আগে, তরুণ বয়সে হরিণ শিকার করতে বহুবার পাহাড়ে কাটিয়েছে ও, এলাকাটা সম্পর্কে মোটামুটি অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। এরকম বিচ্ছিন্ন কেবিন বা জায়গায় আশ্রয় নিয়েছে বহুবার। কিন্তু এ জায়গায় আগে কখনও আসেনি, এমনকি চোখেও পড়েনি। বেনের ধারণা স্কিলেট ক্রীকের দক্ষিণে পাহাড়ের কোথাও জায়গাটা। বৃষ্টি থেমে গেলে, লোকালয়ে ফিরে যেতে হলে আগামীকাল দীর্ঘ পথ হাঁটতে হবে ওকে।

চোখ খুলে আবছা অন্ধকারে ছাদের দিকে তাকাল বেন স্লেজেল। আগুনটা প্রায় নিভে গেছে, ছাইয়ের স্তূপের গভীরে কিছু জ্বলন্ত অঙ্গার উঁকি দিচ্ছে এখনও। মাথা তুলে দরজা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল ও, ক্ষীণ আলোর আভা চোখে পড়ছে টি-আকৃতির দরজা পথে। স্যাতস্যাতে কম্বল সরিয়ে উঠে বসল ও, তারপর দরজার দিকে এগোল। বৃষ্টি থেমে গেছে, মেঘ সরে যাওয়ায় ঝকঝকে তারাভরা আকাশ চোখ মেলে তাকিয়েছে; রূপালী স্নিগ্ধ আলোয় ডুবে যাচ্ছে পাহাড়সারি আর ক্যানিয়ন।

বিপদের খাঁড়া নেই মাথার ওপর, তারপরও অস্বস্তিকর একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। ক্যানিয়নের আনাচে-কানাচে অস্বস্তিকর নীরবতা, দম বন্ধ করা নৈঃশব্দে অমঙ্গল আর আসন্ন বিপদের পূর্বাভাস যেন।

পিছিয়ে এসে উইনচেস্টার তুলে নিল বেন, চেম্বারে একটা বুলেট পাঠিয়ে দিল। আসার পথে নিচে ক্যানিয়নের ঢালে ফেলে এসেছে স্যাডল ব্যাগ দুটো, তারই একটায় বাড়তি কার্তুজ রয়ে গেছে। কিন্তু তারপরও, রাইফেলের ম্যাগাজিনটা পূর্ণ–বারো রাউন্ড আছে, দরকার হলে পিস্তলের কার্তুজের সঙ্গে বদল করতে পারবে।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পাহাড়সারি আর ক্যানিয়নের এবড়োখেবড়ো শরীর জরিপ করল বেন। একটা ঝোপ নড়ে উঠতে আড়ষ্ট হয়ে গেল ওর দেহ, নিঃসন্দেহ যে ভোরের ঠাণ্ডা বাতাসে নড়েনি ঝোপটা, তাহলে পাশেরগুলোও নড়ত। ক্যানিয়নের ব্রিমের কাছাকাছি কোন মানুষ, নিদেনপক্ষে কিছু একটা আছে; যে-ই থাকুক ওর অবস্থান যে টের পেয়েছে সেটা একরকম নিশ্চিত।

টেরেসের আড়াআড়ি এগোল ও, ছায়া আর বাড়ির দেয়ালের আড়ালে থাকার চেষ্টা করছে। একটা ভগ্নপ্রায় দালানের পেছনে এসে ভাঙা দেয়াল বেয়ে উঠে এল পাশের বাড়ির ছাদে। গড়ান দিয়ে সামনের দিকে চলে এল বেন, খোলা ছাদের কিনারায় পড়ে থেকে উঁকি দিল। ক্যানিয়নের কিনারে লেগে থাকল ওর সন্দিগ্ধ দৃষ্টি। চাঁদের ম্লান আলো আর বাতাসের কারসাজিতে গাছ আর ঝোপগুলোকে হঠাৎ হঠাৎ মানুষ বলে ভুল হচ্ছে, তটস্থ নার্ভে নাড়া দিয়ে যাচ্ছে প্রতিবার। কিন্তু বেন নিশ্চিন্তও হতে পারছে না যে আসলেই কেউ নেই ওখানে।

ধৈর্য ধরতে হলো ওকে। মিনিট দশ…বিশ, …চল্লিশ মিনিট পেরিয়ে গেল। কিন্তু কেউ যে ওর অপেক্ষায় আছে তার বিন্দুমাত্র নমুনা দেখতে পাচ্ছে না। চাঁদের আলো ফিকে হয়ে এসেছে, পুব দিগন্তে সূর্য ওঠার তোড়জোড় শুরু হয়েছে।

ত্যক্ত হয়ে উঠল বেন, এভাবে অপেক্ষায় থাকতে বিরক্তি লাগছে। সন্দেহ নিরসন করার জন্যে হলেও কিছু একটা করা দরকার। ধীরে ধীরে ক্রল করে পিছিয়ে এল, ছাদের উল্টোদিকে এসে নেমে পড়ল, তারপর টেরেসের দিকে এগোল। আচমকা ক্যানিয়নের কিনারে কমলা রঙের আগুনের ঝলক দেখতে পেল। গম্ভীর শব্দটা এল সেকেন্ড খানেক পর।

টেরেসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ও। ক্যানিয়নের দেয়ালে দেয়ালে আর পাহাড়সারিতে প্রতিধ্বনি তুলল রাইফেলের গম্ভীর শব্দ। একটু আগে যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল ও, ঠিক পেছনের দেয়ালে গেঁথেছে গুলিটা। বিধ্বস্ত দেয়াল থেকে চল্টা তুলে ছড়িয়ে দিয়েছে চতুর্দিকে।

বুকে হেঁটে টেরেসের কিনারে চলে এল বেন। জানে পাল্টা গুলি করা সহজ হবে না: একে তো ওর চেয়ে নিচু জায়গায় আছে টার্গেট, তাছাড়া আলোর স্বল্পতা এবং শত্রুর সঠিক অবস্থানও জানা নেই। আসলে কাউকেই দেখতে পায়নি বেন। টেরেসের সমান্তরালে এগোল ও, শেষ প্রান্তে এসে দেয়ালের কিনারা ধরে উঁকি দিল। ঠিক সেই মুহূর্তে আরেকবার আগুনের ঝলক দেখতে পেল।

এবার আরও কাছে লাগল বুলেটটা। টেরেসের দেয়াল থেকে সুরকি আর অ্যাডোবির তুবড়ি ছোটাল, ওর চোখে-মুখে এসে পড়েছে। মাথা নিচু করে পড়ে থাকল বেন। *হারামজাদা শূটিং জানে বটে*, তিক্ত মনে বিড়বিড় করে গাল দিল।

ধীরে ধীরে পিছিয়ে এল ও, একটা দালানের পাশে আশ্রয় নিল। দুই হাত আড়াআড়ি ফেলে তার ওপর চিবুক রেখে চোখ রাখল ঢেউ খেলানো জমির শেষ

প্রান্তে। প্রায় তিনশো গজ দূরে পাথরের স্তূপ আর বোল্ডারের আড়ালে লুকিয়ে আছে লোকটা।

বাতাসের হা-হুতাশ ছাড়া আর সবই নীরব হয়ে আছে। চাঁদ ডুবে যেতে আচমকা অন্ধকার নেমে এল, কালো পর্দা যেন ঢেকে ফেলেছে টেরেস আর বসতিটাকে। সুযোগটা নিতে দেরি করল না বেন, জানে আবছা অন্ধকারে অনায়াসে সরে যেতে পারবে যে কোন দিকে, শুধু শব্দ না করলেই হলো।

ক্রল করে হাইড-আউট থেকে বেরিয়ে এল ও, টেরেসের দেয়াল টপকে ভেজা শীতল পাহাড়ী ঢালে চলে এল। নিঃশব্দে নেমে যাচ্ছে ও, ওঠার সময় যতটা আয়াস লেগেছিল সেই তুলনায় প্রায় সহজ, সমস্যা কেবল একটাই—আলগা নুড়িপাথরে যাতে পা হড়কে না যায় সেজন্যে সতর্ক থাকতে হচ্ছে।

মিনিট দশের মধ্যে ক্যানিয়নের দেয়ালের কিনারে পৌঁছে গেল বেন। পাহাড়ী ঢালে উঠে এল, তারপর বাদামী দেয়ালের সঙ্গে শরীর মিশিয়ে পড়ে থাকল। উল্টোদিকে বিস্তৃত, ক্ষয়ে যাওয়া দেয়ালের দিকে তাকাল। আবছা অন্ধকারে ওই দেয়াল পাড়ি দেয়া দারুণ বোকামি হবে, গতকাল প্রচুর বৃষ্টিপাতের পর পিচ্ছিল হয়ে আছে দেয়ালটা।

সকাল হওয়ার আগ পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।

নিতান্ত আলসেমির সঙ্গে ভোর হলো, ধীরে ধীরে আলো ফুটল পুব দিগন্তে, তারপর ক্যানিয়নের পশ্চিম প্রান্ত আলোকিত হয়ে উঠল। নিঃসাড় পড়ে রয়েছে বেন, হাতে কক্ করা উইনচেস্টার। মিনিট দশেকের মধ্যে পুরো উপত্যকাই আলোকিত হয়ে উঠল, অন্তত বোল্ডার আর পাথরের সারি স্পষ্ট দেখতে অসুবিধে হলো না।

আচমকা অস্বাভাবিক একটা শব্দ শুনতে পেল বেন। মনে হলো কেউ যেন পিছলে ঢাল বেয়ে নেমে আসছে। মুখ তুলে তাকাতে ক্যানিয়নের দেয়ালে দুটো কাঠামো দেখতে পেল, দ্রুত বোল্ডারের আড়ালে হারিয়ে গেল লোকগুলো।

ওকে আগের জায়গায় দেখতে না পেয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে লোকগুলো। তবে কোন ভাবে সতর্ক হয়ে গেছে এখন, বিন্দুমাত্র নড়াচড়া করছে না কিংবা বোল্ডারের আড়াল থেকে উঁকিও দিচ্ছে না। ক্লিফের ওপাশে ঢাল বেয়ে নেমে আসবে বেন, এই অপেক্ষায় আছে হয়তো।

দূর থেকে চেনার মত পরিষ্কার আলো ফোটেনি এখনও, তাই দু'জনের কাউকে চিনতে পারেনি বেন। একজনের পরনে বর্ষাতি দেখেছে, বৃষ্টিতে ভিজে গাঢ় হয়ে ওঠা একটা সির‍্যাপি* দেখেছে অন্যজনের গায়ে। নিচু করে রাখা হ্যাটের ব্রিমের কারণে এতদূর থেকে মুখ দেখা সম্ভব ছিল না।

---

* সির‍্যাপি (Serape) : পন্‌চোর মত এক ধরনের বর্ষাতি, সাধারণত মেক্সিকানরা ব্যবহার করে।

আশ্রয় ছেড়ে বেরিয়ে এল ও, সন্তর্পণে ঢাল বেয়ে ওঠা শুরু করল। যেভাবে হোক লোকগুলোর ওপরে পৌঁছতে হবে, এবং ওদের অলক্ষ্যে; নইলে খেলাটা একতরফা থেকে যাবে—স্রেফ ওকে আটকে রাখবে একজন, অন্যজন ঘুরপথে ওর পেছনে এলে কোণঠাসা করতে পারবে ওকে। এতক্ষণে কেন যে কাজটা করেনি সেটাই বিস্ময়ের ব্যাপার। এর ব্যাখ্যা একটাই হতে পারে: লোকগুলো এখনও ওর সঠিক অবস্থান জানে না।

চল্লিশ ফুট উঠে এল ও, এমন এক জায়গায় পৌঁছেছে যেখান থেকে দু'জনকেই দেখতে পাচ্ছে। অবশ্য পুরো শরীর নয়, ওপর থেকে যতটা দেখা সম্ভব—শুধু দুটো হ্যাট দেখা যাচ্ছে। নিতান্ত না হলেই নয়, প্রয়োজন ছাড়া নড়ছে না দু'জনের কেউ; কিন্তু হাতের রাইফেল তৈরি, নিজেরাও সতর্ক এবং শিকারকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই গুলি করার জন্যে উদ্গ্রীব।

হুহোক্যামের প্রাচীন টেরেস আর ঢালের ওপর লেপ্টে আছে লোকগুলোর দৃষ্টি, জানেই না ঢাল বেয়ে নেমে এসেছে বেন, এবং ঠিক একশো ফুট ওপরে ক্যানিয়নের ঢালে আশ্রয় নিয়েছে, ইচ্ছে করলেই প্রথম গুলিটা করতে পারে।

আচমকা নড়ে উঠল সির‍্যাপি পরা লোকটি, বোল্ডার আর বুনো ঝোপে ঘেরা সঙ্কীর্ণ পথ ধরে ক্যানিয়নের দিকে এগোল সে। স্বতঃস্ফূর্ত, অনায়াস ভঙ্গি। অন্য লোকটা আগের মত পড়ে থাকল একই জায়গায়, একটু পর ক্ষীণ নীল ধোঁয়ার একটা রেখা উঠতে শুরু করল—সিগারেট ধরিয়েছে লোকটা।

সির‍্যাপি পরা লোকটাকে ক্যানিয়নের গভীরে হারিয়ে যেতে দেখল বেন। যথেষ্ট আড়াল রয়েছে ওদিকে, ইচ্ছে থাকলেও গুলি করার উপায় নেই; তাছাড়া অন্য লোকটা তাহলে সতর্ক হয়ে যাবে।

সন্তর্পণে কিছুটা পাশে সরল বেন, কিন্তু বুটের ঘষায় স্থান-চ্যুত হলো একটা আলগা নুড়িপাথর। গড়িয়ে ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল ওটা। শব্দটা পিলে চমকে দিয়েছে ওর। মাথা নিচু করে ছুট লাগাল বেন, লক্ষ্য দশ হাত দূরের একটা ঝোপ।

ঝোপের পেছনে চলে আসার আগেই দেখল দ্রুত সক্রিয় হয়ে উঠেছে সিগারেটঅলা। সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে গড়ান দিয়ে পাশে সরল সে, ঘোরার মধ্যেই শব্দ লক্ষ্য করে গুলি করেছে। আনাড়ী নয় মানুষটা, কিন্তু এতটা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে যে শব্দের কারণ না জেনেই অ্যাকশনে নেমে গেছে। সেটাই তার কাল হলো।

নিশানা করাই ছিল, নির্দ্বিধায় গুলিটা পাঠিয়ে দিল বেন। গুলির ধাক্কায় থমকে গেল সে, মুহূর্তের জন্যে স্থির হয়ে গেল শরীরটা, তারপর ঢলে পড়ল পাথুরে জমিতে, রাইফেলটা ছুটে গেছে হাত থেকে। রাইফেল আর হতভাগ্য লোকটা, একইসঙ্গে ঢাল বেয়ে গড়াতে শুরু করল।

গুলির শব্দের প্রতিধ্বনি মিলিয়ে যাওয়ার আগেই ঢাল বেয়ে নেমে এল বেন।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ক্যানিয়নের উল্টোদিক জরিপ করল, কিছুই দেখা যাচ্ছে না। সির‍্যাপি পরা লোকটার পাত্তাও নেই। নিশ্চয়ই গুলির শব্দ শুনতে পেয়েছে সে, হয় মাথা নিচু করে রেখেছে নয়তো নিজের কাজে ব্যস্ত—ঘুরপথে ওর পেছনে এসে পৌঁছতে চাইছে।

অখণ্ড নীরবতা নেমে এল। অস্বস্তিকর নীরবতা।

জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট ভেজাল বেন, সন্তর্পণে নিচে নেমে এল। একটু আগে লোক দুটো যেখানে আশ্রয় নিয়েছিল, চাতালে নেমে থামল। বোল্ডারের সারি, ক্যানিয়নের নিরেট দেয়াল আর ঢাল ধরে তাকাল। কিছুই নড়ছে না। কিন্তু অন্য লোকটা পালিয়ে গেছে ভাবতে বাধছে ওর, তবে যাচাই করার জন্যে উঁকি দিতেও নারাজ।

প্রথমে একটা কাশির শব্দ শোনা গেল। অস্ফুট শব্দে ব্যথা বা বিরক্তি প্রকাশ করল কেউ। ক্ষণিকের জন্যে বড়সড় পাথরটার আড়ালে একজনের মাথা দেখতে পেল বেন, তারপর মুহূর্তে মাথা নিচু করে ফেলল লোকটা। নিশ্চয়ই বুকে লেগেছে গুলিটা, ভাবল ও। লোকটাকে খরচের খাতায় রেখে দিল, আর কখনও গুলি করতে পারবে না সে।

'স্লেজেল?' কর্কশ একটা কণ্ঠ শোনা গেল।

শব্দ শুনে লোকটার অবস্থান আন্দাজ করল বেন। কণ্ঠটা ওর পরিচিত।

'স্লেজেল? খোদার দোহাই!'

আনমনে নড করল বেন, এবার পরিষ্কার চিনতে পারছে। জ্যাক হারলো!

'স্লেজেল, দয়া করে এদিকে এসো। আমার অবস্থা খারাপ করে দিয়েছ তুমি। গুলি করার মত অবস্থা নেই আমার!'

ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল বেন, সামনে বাগিয়ে ধরেছে উইনচেস্টার, সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে ক্যানিয়নের উল্টোদিকে। যে কোন আকস্মিক নড়াচড়া দেখতে পেলেই গুলি করবে। নিরাপদে চাতালের কিনারে পৌঁছে গেল।

'তুমিই তো, স্লেজেল?' অধীর কণ্ঠে জানতে চাইল হারলো, বেনের নীরবতা অস্থির করে তুলেছে তাকে।

'খুব ভাল করেই জানো তুমি কার পিছু নিয়ে এখানে এসেছ।'

'হ্যাঁ,' ফের কাশল জ্যাক হারলো। 'দারুণ শূটিং তোমার, দোস্ত!'

'কিন্তু সীসাটা তোমার শরীরেই ঢুকল! বলতে পারছি না তোমার জায়গায় আমি হলে এতটা সন্তুষ্টির সঙ্গে প্রশংসা করতে পারতাম। যাক্গে, তোমার হাতের টিপও কিন্তু মন্দ নয়। আরেকটু হলে আমার কপালে একটা বুলেট ঢুকিয়ে দিয়েছিলে।'

'আমি নই। কারাঞ্চো গুলি করেছে তোমাকে।'

দু'দিন আগের একটা ভোরের কথা মনে পড়ল বেনের, স্টিভ হারকারের সঙ্গে আচমকা উপস্থিত হয়েছিল আরও দুই রাইডার। তাদেরই একজন কারাঞ্চো।

একটা শব্দও উচ্চারণ করেনি লোকটা। হাফ-ব্রীড বা যাই হোক, নিজের কাজ সে ভালই বোঝে।

'খেলাটা কি, হারলো?'

মিনিট খানেক নীরব থাকল টেক্সান। 'তোমাকে অনুসরণ করে এসেছি আমরা। আমাদের ওপর নির্দেশ ছিল তুমি যাতে এখান থেকে বেরোতে না পারো, কিন্তু আমরা যে জড়িত তাও কাউকে জানতে দেওয়া যাবে না। হঠাৎ করেই গায়েব হয়ে গেলে তুমি,' কর্কশ ভাবে হাসল জ্যাক হারলো। 'কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, আসলে আমারই গায়েব হওয়ার পালা এসে গেছে!'

আরেকটু এগিয়ে বোল্ডারের ফাঁক গলে উঁকি দিল বেন, রুক্ষ গ্র্যানিটের বুকে পড়ে থাকা ফ্যাকাসে টেক্সানকে দেখতে পেল। ঘামছে লোকটা, মুখের কোণ দিয়ে ফেনিল রক্ত উঠে এসেছে। নিষ্প্রাণ দৃষ্টি হারলোর চোখে।

'দো-আঁশলাটাকে আগে পাকড়াও করে নিই, তারপর তোমাকে নিয়ে এখান থেকে বেরিয়ে যাব, হারলো।'

'তুমি তো দেখছি আস্ত বেকুব! ওকে ধরতে পারবে না তুমি, ধারে-কাছেও যেতে পারবে না, কিংবা আমাকে নিয়ে এখান থেকে বেরোতেও পারবে না।'

'তাহলে তোমাকে ছাড়া চলে যাব। ওই বাজার্ডটাই তোমাকে নিয়ে যাবে।'

'কারাঞ্চো?' আবারও কর্কশ ভাবে হাসল হারলো। 'খোদা জানে, কি ধরনের লোক তুমি! বুঝতে পারছি না আসলেই কি মিথ্যে বলেছে ওরা, নাকি আমার সঙ্গে তামাশা করছ। উঁহুঁ, আমাকে নিয়ে পাহাড় পাড়ি দেওয়ার ঝামেলায় যাবে না কারাঞ্চো, স্রেফ গলায় ছুরি ঢুকিয়ে ঝামেলা চুকে ফেলবে। যাক্গে, ওদের নোংরা খেলায় জড়িয়েছি, মাশুল তো দিতেই হবে। কিন্তু কিছুটা হলেও যদি পুষিয়ে নেওয়া যেত!'

ক্যানিয়নের ওপাশে তন্নতন্ন করে একটা কাঠামো খুঁজে বেড়াচ্ছে বেনের দৃষ্টি। 'মানে?'

'ব্যক্তিগত ভাবে তোমার সঙ্গে শত্রুতা নেই আমার। অথচ নির্দেশ না মেনে উপায় ছিল না, তোমাকে খুন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে আমাদের।'

'টম নোলানের নির্দেশ?'

'না।'

'তাহলে স্টিভ হারকারের?'

'উঁহুঁ, বলব না। মরতে যাচ্ছে এমন লোকের ভয়-ডর বলতে কিছু থাকে না, সুতরাং আমার কাছ থেকে তথ্যটা বের করতে পারবে না।'

টেক্সানের দিকে তাকাল বেন। মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে স্বেচ্ছায় কিছু না বললে হারলোর কাছ থেকে কিছু জানা যাবে না।

মাথা খানিকটা তুলল সে। 'তুমি ফিরে আসার পর সবকিছুই বদলে গেছে, স্লেজেল। কিছু লোককে ভয় পাইয়ে দিয়েছ তুমি, তোমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছে

ওরা। তোমাকে ভয় পাইয়ে দিতে চেয়েছিলাম আমি, ফ্রেড মোরিসও তাই করেছে। আমার ধারণা বুড়ো টম নোলানও চেষ্টার ত্রুটি করেনি। কিন্তু ভয় পাওনি তুমি। মনে হচ্ছে অদূর ভবিষ্যতে পাবেও না।

'আমার পরামর্শ শোনো: বেসিন ছেড়ে চলে যাও। ডাবল-বি বা লেযি-এনের কথা স্রেফ ভুলে যাও, দোস্ত। মেয়েটা তোমার মত লোকের জন্যে স্রেফ উন্মাদিনী, স্লেজেল! টম নোলানের রক্ত বইছে ওর শরীরে; হাজারবার ধুলেও কিংবা হাজার বছর পরেও তা বদলাবে না। আধ-মাইল পশ্চিমে ক্যানিয়নের ব্রিমের কাছে ঘোড়া রেখে এসেছি আমরা, কিছু সিডার আর স্প্রুস আছে ওখানে। জায়গাটা অনায়াসে চিনতে পারবে। ঘোড়া দুটো নিয়ে জঘন্য এই এলাকা ছেড়ে চলে যাও!'

'আমাকে খুন করার নির্দেশ কে দিয়েছে, হারলো?'

মাথা নাড়ল টেক্সান। 'বলব না। পালাও এখান থেকে! *প্রন্তো!*'

'কার্ল ব্রেনেলকে খুন করেছে কে?'

চোখ বন্ধ করল জ্যাক হারলো, টানা কথা বলায় হাঁপিয়ে উঠেছে। আচমকা কাশি উঠল, কাশির দমকে কেঁপে উঠল সারা দেহ। মুখ আর চিবুক রক্তে ভরে গেল। তারপর হঠাৎ করেই স্থির হয়ে গেল দেহটা। জেদে দৃঢ় হয়ে গেছে চোয়াল দুটো, চোখে স্থির চাহনি দেখে বোঝা গেল মুখ খুলবে না সে, বেঈমানি করবে না নিজের ব্র্যান্ডের সঙ্গে। দুনিয়ার কোন কিছুর মাধ্যমেই বোধহয় সেটা সম্ভব নয়।

হারলোর রাইফেল তুলে নিয়ে কার্তুজগুলো বের করে ফেলল বেন, তারপর দুটো পাথরের ফাঁকে চাপ দিয়ে মাজলটা বাঁকা করে ফেলল। ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল ও, ক্যানিয়নের উল্টোদিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে। জানে ধারে-কাছে কোথাও লুকিয়ে আছে দো-আঁশলা লোকটা। সুযোগ পেলেই তপ্ত সীসা পাঠিয়ে দেবে ওর উদ্দেশে।

চাতালের দিকে ফিরে তাকাল বেন। জ্যাক হারলোকে ফেলে যেতে খারাপ লাগছে। অন্য লেযি-এন ক্রুদের তুলনায় মানুষটা নেহাত খারাপ নয়, অথচ অসহায় ভাবে মৃত্যুর ক্ষণ গুনছে এখন। উদ্ধার পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। মৃত্যুর জন্যে জ্যাক হারলোকে হয়তো অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। নিঃসঙ্গ এবং তিক্ত অপেক্ষা।

'এই, *স্লেজেল!*' ক্যানিয়নের দেয়ালে দেয়ালে প্রতিধ্বনি তুলল হারলোর কণ্ঠ। 'বলতে ভুলে গেছি, আবারও গাট-হুকদের জমিতে আছ তুমি, এবার কিন্তু কোন চালাকি করছি না!'

উত্তরটা এল দো-আঁশলার কাছ থেকে। শব্দ লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছে সে, হয়তো জ্যাক হারলোর মুখ চিরতরে বন্ধ করে দিতে চাইছে।

'গোল্লায় যা তুই, বেজন্মা ব্রীড!' রাইফেলের প্রতিধ্বনি মিলিয়ে যাওয়ার আগেই গাল দিল হারলো। 'আশা করছি আমার মত তোরও ব্যবস্থা করবে স্লেজেল!'

আবারও গর্জে উঠল রাইফেলটা।

মুহূর্তের জন্যে দু'শো গজ দূরে একটা কাঠামো দেখতে পেল বেন। বাদামী দেয়ালের জন্যে ঠিক চোখে পড়ছে না, কিন্তু নিশানা করতে গিয়ে সময় নষ্ট করল না ও। আগের গুলির শব্দ শুনে লোকটার সম্ভাব্য অবস্থান আঁচ করে নিয়েছে, ঠিক পাশেই দেখতে পেল লোকটাকে। রাইফেলের নল এক চুল সরাতে হলো কেবল, তারপরই ট্রিগার টেনে দিল।

আশা করেনি লাগবে, কিন্তু হাফ-ব্রীডের অস্ফুট কাতরানি শুনে উল্লসিত হয়ে উঠল বেন। ঢাল বেয়ে আবার নামতে শুরু করল ও, সজাগ দৃষ্টি রেখেছে জায়গাটার পাশে। কারাঞ্চোকে দেখতে পেলেই গুলি করবে।

মিনিট কয়েক পর একটা গুলির শব্দ শুনতে পেল। অসঙ্গতিটা ধরতে অসুবিধে হলো না ওর, পিস্তলের গুলি এটা। শব্দের উৎসও উল্টোদিকে। অপেক্ষার প্রহর নিজেই সংক্ষিপ্ত করে দিয়েছে জ্যাক হারলো।

পশ্চিমের ঢাল বেয়ে উঠছে ও, ক্যানিয়নের দেয়ালের বাঁকের আড়াল পাচ্ছে। জানে ওকে দেখতে পাবে না কারাঞ্চো। সুযোগের পুরো সদ্ব্যবহার করল ও, দ্রুত উঠে এল চল্লিশ ফুটের মত।

হাঁপাচ্ছে ও, হাপরের মত ওঠা-নামা করছে প্রশস্ত বুক। বিশ্রাম চাইছে পা দুটো। কিন্তু চূড়ায় ওঠার আগে থামল না বেন, এমনকি চূড়ায় উঠে আসার পরও বিশ্রাম নেওয়ার সুযোগ পেল না। কয়েকটা ঝোপ আর ক্যাটক্লু এড়িয়ে সঙ্কীর্ণ পথ ধরে এগোল ও, ধারণা করছে সামনে খোলা জায়গা রয়েছে। ঝোপের কিনারে পৌঁছতে দেখল খোলা জায়গায় পিকেট করা হয়েছে ঘোড়া দুটো।

ঝোপের কিনারে শুয়ে পড়ে অপেক্ষায় থাকল বেন। পুব আকাশে রঙ ধরতে শুরু করেছে, সূর্য উঁকি দেবে কিছুক্ষণের মধ্যে। অপেক্ষায় থাকতে হলো ওকে, একসময় প্রায় অধৈর্য বোধ করল। কিন্তু নিজেকে বোঝাল ক্যুগারের মত ধূর্ত এক লোকের সঙ্গে ধৈর্যের পাল্লা দিচ্ছে, বেতাল কিছু করলে চড়া মাশুল গুনতে হবে।

বাতাস-তাড়ানো ধোঁয়ার মত নিঃশব্দে এল কারাঞ্চো, শুকনো নিষ্পত্র ঝোপের ওপাশে আবছা একটা ছায়া দেখা গেল প্রথমে; মিনিট দুয়েক স্থির হয়ে থাকল ছায়াটা, তারপর নড়ে উঠল। ঝোপ এড়িয়ে সন্তর্পণে খোলা জায়গার কিনারে এসে দাঁড়াল হাফ-ব্রীড, ঘোড়া আর আশপাশের জমির ওপর শ্যেনদৃষ্টি চালাল।

স্থির পড়ে আছে বেন, এক চুল নড়ছে না। জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিল, উইনচেস্টারের নলে নিশানা করল লোকটাকে। খানিকটা খোঁড়াচ্ছে কারাঞ্চো, হাঁটুর নীচে ট্রাউজারে শুকনো রক্তের দাগ লেগে আছে। ধীরে ধীরে ঘোড়ার কাছে চলে এল সে, প্রভুকে চিনতে পেরে হ্রেষাধ্বনি করল একটা ঘোড়া। দ্রুত হাতে স্যাডল-ব্রিডল পরখ করল হাফ-ব্রীড, স্ক্যাবার্ডে রাইফেল রেখে পমেল আঁকড়ে ধরল।

উঠতে যাবে, ঠিক এসময় তাকে ডাকল বেন, সন্তর্পণে ঝোপের আড়াল

থেকে খোলা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে।

স্থির হয়ে গেল লোকটা, ঘাড়ের পেশীগুলো আড়ষ্ট হয়ে যেতে স্পষ্ট দেখল বেন।

'কে, জ্যাক নাকি?' সন্দিগ্ধ স্বরে জানতে চাইল কারাঞ্চো।

আনমনে হাসল বেন। হারামজাদা ঠিকই জানে হারলোর পরিণতি, কিন্তু সময় কাটাতে চাইছে, হয়তো আশা করছে কোন ভাবে বেচাল করতে পারবে ওকে।

'তোমার বাপ!'

দুর্বোধ্য একটা শব্দ করল লোকটা, বিরক্তি নাকি অসন্তোষ প্রকাশ করল কে জানে, কিন্তু কারাঞ্চোকে চরকির মত ঘুরে দাঁড়াতে দেখে প্রমাদ গুনল বেন। দেখল হোলস্টারে ছোবল হেনেছে হাফ-ব্রীডের দু'হাত, উরুতে ঝোলানো জোড়া পিস্তল তুলে আনবে।

ঘূর্ণন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, পিস্তল দুটো যেন ভোজবাজির মত চলে এসেছে হাতে, সরাসরি বেনের চোখে চোখ রাখল কারাঞ্চো। সরীসৃপের মত শীতল চাহনি, চোখের গভীরে খুনের নেশা।

তার চোখে চোখ রেখে স্মিত হাসল বেন, ট্রিগার টেনে দিল।

মাত্র ত্রিশ গজ দূরত্ব, মিস্ করার কোন সম্ভাবনাই নেই, কিন্তু তারপরও মিস্ হলো। নেহাত ভাগ্যের জোরে বেঁচে গেল কারাঞ্চো। ঘোরার মধ্যেই মাথা নিচু করেছিল সে, কপালে না ঢুকে মেক্সিকান হ্যাটের ক্রাউন ফুটো করল বুলেট।

অজান্তে কেঁপে উঠল হাফ-ব্রীড, টের পেয়েছে মৃত্যুর কতটা কাছাকাছি চলে গিয়েছিল। এবার দ্বিতীয় ভুলটা করল সে, বেনকে পুনরায় চেম্বারে বুলেট পাঠাতে দেখে মরিয়া হয়ে উঠল, নিশানা ছাড়াই গুলি করল।

কারাঞ্চোকে তৎপর হতে দেখেই ঝাঁপ দিয়েছে বেন, পড়ন্ত অবস্থায় দ্বিতীয় গুলি করল। স্রেফ ধাক্কা দিয়ে যেন ফেলে দিয়েছে কেউ, ঘোড়ার পিঠের ওপর হেলে পড়ল হাফ-ব্রীডের দেহ, তারপর গড়ান খেয়ে মাটিতে পড়ল। আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল ঘোড়াটা, লাফিয়ে সরে গেল কয়েক হাত।

কারাঞ্চোর পাঠানো গুলি বেনের সামনের মাটিতে গেঁথেছে। শিথিল মুঠিতে পিস্তল দুটো ধরে রেখেছে সে এখনও, ডান বুকে একটা গর্ত তৈরি হয়েছে, দ্রুত রক্তাক্ত হয়ে যাচ্ছে সেটা। শীতল, নিষ্প্রাণ দৃষ্টিতে ওকে দেখল কারাঞ্চো, আপ্রাণ চেষ্টায় পিস্তল তোলার চেষ্টা করল, কিন্তু হাতে শক্তি পাচ্ছে না। ক্রমশ ফ্যাকাসে হয়ে যাচ্ছে মুখ, ঘাম জমছে কপালে। শীতল জিঘাংসা নিয়ে তাকিয়ে থাকল বেনের দিকে।

জ্যাক হারলোর কথা মনে পড়ল বেনের। ঠিকই বলেছে টেক্সান, একটা র‍্যাটলের মতই বিষাক্ত লাগছে লোকটাকে। ঘৃণায় গা রিরি করে উঠল ওর।

রাইফেলের ট্রিগারে আঙুল রেখে কারাঞ্চোর দিকে এগোল ও। জানে বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নেই একে, প্রায় মুমূর্ষু দেখালেও কাছে গেলেই হয়তো ছোবল

হানবে।

'বেজন্মা স্লেজেল!' হিসহিস করে গাল বকল কারাঞ্চো।

তাচ্ছিল্যের হাসি ফুটে উঠল বেনের ঠোঁটে। রাইফেলের মাজল দিয়ে সপাটে লোকটার গালে আঘাত করল, হাফ-ব্রীডকে ককিয়ে উঠতে দেখে বুনো আনন্দ অনুভব করল সারা দেহে। কারাঞ্চো কাত হয়ে পড়ে যেতে লাথি হাঁকাল, দুমড়ে ছোট হয়ে গেল লোকটার দেহ। রাইফেলের বাঁট দিয়ে এবার তার অরক্ষিত পিঠে আঘাত করল বেন।

'কুত্তার বাচ্চা!' থুথু ফেলল কারাঞ্চো, থুথুর সঙ্গে রক্ত দেখে জ্বলে উঠল চোখ দুটো, বেনের কাছে মনে হলো বিষধর একটা সাপ ফণা তুলেছে।

গুলি করল ও।

পিস্তল ফেলে দু'হাতে হাঁটু চেপে ধরল সে। যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে গেছে মুখ। বিড়বিড় করে খিস্তি করল, শব্দগুলো জোরে উচ্চারণ করতে সাহস পাচ্ছে না বোধহয়।

'মুখটা বন্ধ রাখো, দো-আঁশলা শয়তান!' মৃদু স্বরে সতর্ক করল বেন। 'এবার আমার কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দাও।'

শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল লোকটা।

এগিয়ে এসে বুট দিয়ে পিস্তল দুটো কারাঞ্চোর নাগালের বাইরে ঠেলে দিল বেন। 'তোমাদের পাঠিয়েছে কে?'

'নিকুচি করি তোমার!'

ক্ষীণ হাসল বেন। 'জবাবটা আমার পছন্দ হয়নি,' রাইফেলের চেম্বারে আরেকটা বুলেট পাঠাল ও। 'কিন্তু উত্তরে আরেকটা বুলেট তোমার অন্য হাঁটুতে পাঠিয়ে দিতে কিন্তু ভালই লাগবে।'

দৃষ্টি সরিয়ে নিল লোকটা। দৃঢ় হয়ে গেছে চোয়ালের পেশী। হাঁটু চেপে রাখা হাত দুটো মৃদু মৃদু কাঁপছে। বোঝা যাচ্ছে মুখ খুলবে না।

শ্রাগ করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল বেন। জ্যাক হারলোর চেয়ে এক কাঠি সরেস এই লোক, প্রশ্নের উত্তরগুলো ওর নিজেরই জেনে নিতে হবে।

কারাঞ্চোর শরীরে তল্লাশি চালিয়ে কোমরের কাছে একটা ছুরি খুঁজে পেল ও। স্ক্যাবার্ড থেকে উইনচেস্টার সরিয়ে হাফ-ব্রীডের সব কাপড় খুলে নিল এবার। সমানে গালাগাল করছে লোকটা, কিন্তু গ্রাহ্য করছে না বেন। ইচ্ছে ছিল পিস্তলের বাঁট চালিয়ে লোকটাকে অজ্ঞান করে নেবে আগে, কিন্তু হাফ-ব্রীডের ঔদ্ধত্য দেখে জেদ চেপে গেছে মনে।

হালকা দেহটা চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে স্যাডলে আড়াআড়ি করে ফেলল ও। ল্যাসো দিয়ে শক্ত করে বাঁধল কারাঞ্চোর দুই কব্জি। সির‍্যাপি খুলে কোমরে পেঁচিয়ে দিল, ন্যূনতম এটুকু করুণা বোধহয় পাওনা যে কোন লোকের।

পিছিয়ে এসে হাফ-ব্রীডের উদ্দেশে দাঁত কেলিয়ে হাসল ও। 'সন্দেহ নেই

লেযি-এন পর্যন্ত যাত্রাটা খুব উপভোগ করবে তুমি, আর যাই হোক এভাবে নিশ্চয়ই কাজ শেষে কখনও র‍্যাঞ্চে ফিরে যাওনি?'

বিষদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কারাঞ্চো, মুখে কথা সরছে না। কিন্তু মুখ ফুটে বলার দরকারও হলো না, সুযোগ পেলে বিনিময়ে কি করবে সেটা চাহনিতে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

পিছিয়ে এসে অন্য ঘোড়ার স্যাডলে চাপল বেন, তারপর দক্ষিণে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। কারাঞ্চোর ঘোড়ার লীড-রোপ ওর হাতে।

গন্তব্য লেযি-এন বাথান।

দুপুরের কিছু পর লেযি-এন র‍্যাঞ্চ হাউসের কাছাকাছি পৌঁছল বেন স্লেজেল। র‍্যাঞ্চ হাউস থেকে মাইল খানেক দূরের একটা রীজে অবস্থান নিয়েছে। খানিক আগে ঢাল বেয়ে নেমে গেছে কারাঞ্চোর ঘোড়া, হেলে-দুলে দুর্গের ন্যায় বিশাল র‍্যাঞ্চ হাউসের দিকে এগোচ্ছে। পরিচিত করালে ফিরবে ঘোড়াটা, এটাই স্বাভাবিক।

সময় নিয়ে সিগারেট রোল করল ও। সিগারেট ধরিয়ে ঘোড়া আর সওয়ারীর দিকে তাকাল, দেখল কারাঞ্চোর যন্ত্রণাকাতর মুখে বিতৃষ্ণা আর বিদ্বেষ ঝরে পড়ছে, কুচকুচে কালো চোখে খুনের নেশা।

ঘোড়ার পেটে হাঁটু দিয়ে গুঁতো মারল ও, সন্তুষ্ট মনে রিও ফ্রিয়োর দিকে এগোল এবার। দিগন্ত জুড়ে দাঁড়িয়ে থাকা রেডরক ক্যানিয়নের দিকে তাকাল, মনে পড়ল পাথুরে এক চাতালে পড়ে আছে জ্যাক হারলোর নিষ্প্রাণ দেহ। মানুষটা হয়তো বন্ধুও হতে পারত, যদি বেনের মত বেড়ার একই পাশে থাকত দু'জন। একটা হাত তুলে বিদায় জানানোর ভঙ্গিতে নাড়ল ও, হতভাগ্য টেক্সানের প্রতি করুণা আর সহানুভূতি জানানো ছাড়া কিছুই করার নেই। হারলোর ঘোড়াটাই ব্যবহার করছে ও এখন।

অবস্থাটা এখন আর গতকালের মত নেই। সরাসরি লেযি-এনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে ও। অথচ যে কাজে বেরিয়েছিল, তার কিছুই করতে পারেনি—জেফরি ব্রেনেলের কোন খোঁজ পায়নি, আসলে সুযোগই হয়নি। জানে না কোথায় আছে ছেলেটা, কিংবা কার নির্দেশে দুটো বিষাক্ত নেকড়ে পিছু নিয়েছিল ওর।

রিও ফ্রিয়ো পেরিয়ে ডাবল-বির জমিতে পা রাখল ওর ঘোড়া। সিগারেট রোল করে ধরাল ও। নিজের ওপর কিছুটা বিরক্তি বোধ করছে, জেফরি ব্রেনেলকে নিয়ে র‍্যাঞ্চে ফিরবে বললেও আসলে দেখাই পায়নি ছেলেটার। এডলে ভার্নের টেলিগ্রাম পেয়ে আইন যদি ছেলেটাকে না আটকে থাকে, তাহলে নিশ্চিত বলা যায় এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছে সে; সবচেয়ে বড় দুঃসংবাদ বা আশঙ্কার বিষয় হচ্ছে জেফরি এখনও জানে একটা খুন করেছে সে।

আপাতত কাজ একটাই, ভাবছে বেন, অ্যাগনেসকে চেপে ধরতে হবে। ডাবল-বি ছাড়ার আগের রাতে জেফরির সঙ্গে দেখা করেছিল অ্যাগনেস, ছেলেটাকে কি বলেছে জানা দরকার।

ব্যাপারটা নিশ্চই রোমাঞ্চকর হবে। সিগারেট ধরানোর সময় ক্ষীণ হাসল বেন, ফুঁ দিয়ে দেয়াশলাইয়ের জ্বলন্ত কাঠি নিভিয়ে দিল। অভিজ্ঞতাটা অনুমান করতে পারছে, সন্দেহ নেই বুনো একটা ঘোড়াকে পোষ মানানোর মতই যুগপৎ কঠিন এবং আনন্দদায়ক হবে ব্যাপারটা।

নয়

অস্বাভাবিক নীরব হয়ে আছে ডাবল-বি র‍্যাঞ্চ হাউস, প্রায় ভূতুড়ে মনে হচ্ছে। একটা বাতিও জ্বলছে না, কেবল দূরে বাঙ্ক-হাউসে ক্ষীণ আলো চোখে পড়ছে। বাতাসে বৃষ্টির সোঁদা গন্ধ রয়ে গেছে এখনও। রীজের ঢাল বেয়ে খোলা উপত্যকায় নেমে এল বেন, প্রায় হাঁটার গতিতে এগোচ্ছে সোরেল।

করালে এসে স্যাডল ছাড়ল ও, ঘোড়ার যত্ন নিয়ে পোর্চে পা রাখল। এখনও নীরব হয়ে আছে পুরো বাড়ি, সামান্য টু শব্দও হচ্ছে না। শূন্য কোন বসতিতে যেন পা রেখেছে, তাই মনে হলো বেনের, অথচ সিরেনোর চৌহদ্দিতে একসময় এটাই ছিল সবচেয়ে ব্যস্ত, কোলাহলমুখর র‍্যাঞ্চ।

অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন হয়েছে ডাবল-বির—ঘরে এবং বাইরে। বিয়ের সময় বাপের জমানো টাকার শ্রাদ্ধ করেছে বিল ব্রেনেল, কিন্তু সোনাফলা জমিটা রয়ে গেছে এখনও, থাকবে আজীবন। লেযি-এনকে বাদ দিলে এরচেয়ে ভাল জমি আর নেই শত মাইলের মধ্যে। বুড়ো কার্ল ব্রেনেল শুয়ে আছে এই মাটিতে, তার আত্মা হয়তো হা-পিত্যেশ করছে। অদ্ভুত এক উইল করে গেছে মানুষটা। আর কারও জন্যে না হোক, অন্তত বেনের জন্যে একটা দায় রেখে গেছে।

আকারে বড় হলেও একদিনে বা অনায়াসে ডাবল-বির কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়নি এখানে, সেজন্যে বহু ঘাম ঝরাতে হয়েছে কার্ল ব্রেনেলকে, এবং টম নোলানের মত প্রতিদ্বন্দ্বী থাকায় কাজটা নিঃসন্দেহে কঠিন ছিল। ক্যাটলম্যান হিসেবে নিজের দক্ষতা দেখিয়েছে ডাবল-বি বস্, কিন্তু যোগ্য উত্তরসূরী রেখে যেতে পারেনি। পালক-পুত্র বেসিন-ছাড়া হয়েছে, বড় ছেলে পুরোমাত্রায় অ্যালকোহলিক; ছোট ছেলে কার্যত নিজেকে গানস্লিংগার ভাবছে, খ্যাতির নেশায় পেয়ে বসেছে ওকে, সামান্য কারণে গুলি ছুঁড়তেও দ্বিধা করছে না। বাকি থাকছে কেবল মিরিয়াম। সন্তানদের মধ্যে শুধু এই মেয়েটির মধ্যেই বাপের রক্ত আর প্রাণপ্রবাহ সঞ্চারিত হয়েছে।

খুনীর পরিচয় প্রকাশ না পাওয়া পর্যন্ত কিংবা বিচার না হওয়া পর্যন্ত নিশ্চয়ই কার্ল ব্রেনেলের অতৃপ্ত আত্মা ঘুরে বেড়াবে এই র‍্যাঞ্চ হাউসের আশপাশে। অস্বীকার করার উপায় নেই বেনের জন্যে একটা দায় রেখে গেছে মানুষটা। আসল কাজ এটাই—কার্ল ব্রেনেলের খুনীকে খুঁজে বের করে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। অন্তর থেকে জানে বেন, কাজটা শেষ করার আগে বেসিন ছেড়ে যেতে পারবে না।

তথাকথিত গাট-হুক আইন ওর ওপর ফলাতে চেয়েছিল কেউ, দুটো নেকড়েকে লেলিয়ে দিয়েছে পেছনে। নির্দেশ ছিল: সুযোগ পেলেই বেন স্লেজেলের লাশ ফেলে দাও। নীল আকাশের নিচে পড়ে আছে একজন, অন্যজনকে চরম লজ্জা বরণ করতে হয়েছে, এরচেয়ে বেশি লজ্জা পেতে পারে না কোন লোক। নগ্ন এবং অসহায় অবস্থায় কারাগুলোকে পাঠিয়ে অলিখিত একটা বার্তা পাঠিয়েছে বেন—উদ্দেশ্য টম নোলান, কিংবা যে-ই লোকগুলোকে পাঠিয়ে থাকে—সহজে নিজের লক্ষ্য থেকে টলানো যাবে না ওকে। তবে বেন এও জানে, আজকের দিনটায় সত্যিই ভাগ্য পক্ষে ছিল ওর।

সব দিন এমন যাবে না, যেতে পারে না।

রিও ফ্রিয়োর অধিকার এখনও চায় টম নোলান, নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে নিজেই স্বীকার করেছে সে। বেনকে বেসিন-ছাড়া করার জন্যে লোভনীয় অফারও দিয়েছে। বেন যদি চলে না যায়, নিঃসন্দেহে যে কোন দুঃখজনক পরিণতির জন্যে তৈরি থাকতে হবে।

একের পর এক হুমকি এসেছে। কিন্তু খুব একটা পরোয়া করেনি বেন, এখনও নিজের পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। নিজের সাহস, দক্ষতা আর পিস্তলের ওপর নির্ভর করছে। অ্যারিজোনার সবচেয়ে বিপজ্জনক করিডার দুর্ধর্ষ কিছু লোকের মোকাবিলা করতে হবে, অবচেতন মন বলছে ওকে, আর তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছে এমন লোক যে নিজেই জীবন্ত এক কিংবদন্তী।

রান্নাঘরের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল বেন। গোরস্থানের মতই নীরব ও ঠাণ্ডা হয়ে আছে ঘরটা। করিডর ধরে লিভিংরুমের দিকে এগোল ও, আগুন জ্বালাবে। এক হিসেবে বাড়িটা খালি থাকায় কিছুটা হলেও স্বস্তি বোধ করছে। চায় না অ্যাগনেসের সঙ্গে কথা বলার সময় কেউ অযথা ঝামেলা করুক।

বিশাল ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বালাল ও। বিলের কেবিনেট থেকে রাই হুইস্কির বোতল নামিয়ে গ্লাসে ঢালল, তারপর দুটো চুমুক দিয়ে সিগারেট রোল করল। ফায়ারপ্লেসের সামনের চেয়ারে এসে বসল ও। মোজা পরা পা মেলে দিয়েছে আগুনের দিকে।

কোথায় গেছে বিল? মিরিয়াম নিশ্চই চলে যায়নি, ওর ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করার কথা। জেফরির ব্যাপারে কেবল মিরিয়ামই উদ্বিগ্ন, অন্যরা বোধহয় খরচের খাতায় ফেলে দিয়েছে তরুণকে। সত্যিই কি এতটা বিতৃষ্ণা অর্জন করার মত বখে

গেছে জেফরি? বেনের অন্তত বিশ্বাস হয় না।

জ্যাক হারলোর কথাগুলো উপেক্ষা করা যাচ্ছে না। সত্যিই কি অন্যদের জন্যে হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে বেন? কারাঞ্জো আর হারলোকে কে লেলিয়ে দিয়েছে ওর পেছনে? টম নোলান, নাকি স্টিভ হারকার? অ্যাগনেসের কথা বলল কেন হারলো?

রিও ফ্রিয়োতে আসার পর থেকে উদ্ভট কিছু সমস্যায় পড়েছে ও। অনেক ঘটনারই ব্যাখ্যা খুঁজে পায়নি, প্রায় দুর্বোধ্য এবং অস্পষ্ট মনে হয়েছে। অথচ জানে এসবের তাৎপর্য জানা জরুরী, অন্তত ওর জন্যে, হয়তো ডাবল-বির জন্যেও।

অথচ ঠাণ্ডা মাথায় সবকিছু ভেবে দেখার সুযোগ বা অবসর হয়নি এ পর্যন্ত।

অবচেতন মনে এক ধরনের তাড়া অনুভব করছে ও, স্যাডলে চেপে রিও 'ফ্রিয়ো ছাড়ার ইচ্ছে ক্রমে তীব্র হয়ে উঠছে—যে কোন দিকে ঘোড়া ছোটালেই হলো; এখানে থাকলে দুই বাথানের চিরশত্রুতার পরিণতি ওকেও টানতে হবে। পরিস্থিতি ঘোলাটে হয়ে উঠছে, ঘটনাগুলো জট পাকিয়ে গেছে, দ্রুত পরিণতির দিকে এগোচ্ছে এখন; যেমন আচমকা এসেছিল, তেমনি দ্রুত বেসিন ছাড়তে না পারলে গান পাউডার আর রক্তের তিক্ত স্বাদ নিতে হবে ওকে।

পোড়া কাঠের তিক্ত-মধুর গন্ধ ছাড়িয়েও ক্ষীণ, মিষ্টি একটা সুবাস পেল বেন; যেন পাহাড় থেকে বসন্তের বুনো ফুলের সুবাস টেনে নিয়ে এসেছে শীতল বাতাস। খানিকটা মাথা তুলে দেখল ও, তারপর সিধে হয়ে বসল চেয়ারে। অন্ধকার কামরায় এখন আর একা নয় ও। পাঁচ ফুটের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে অস্পষ্ট একটা মূর্তি।

'হ্যালো, বেন!' মৃদু স্বরে শুভেচ্ছা জানাল অ্যাগনেস ব্রেনেল।

উঠে দাঁড়াল বেন, হাতের গ্লাস টেবিলে নামিয়ে রেখে মেয়েটির দিকে ফিরল। 'বাড়ি ফিরেছ কখন?'

চাপা স্বরে হাসল অ্যাগনেস। 'সারাক্ষণ এখানেই ছিলাম আমি, বুড়ো খোকা!'

'অন্যরা কোথায়?'

নিস্পৃহ ভঙ্গিতে শ্রাগ করল মেয়েটি। 'সিরেনোয় গেছে বিল, অল্প বিস্তর জুয়া খেলবে, কিন্তু গিলবে প্রচুর। ডাবল-বির পরিস্থিতি পছন্দ না হলে কিংবা সমস্যায় পড়লে ওখানেই চলে যায় সে। ...তুমি বেরিয়ে যাওয়ার পরপরই চলে গেছে মিরিয়াম, জানি না কোথায় গেছে। হয়তো জেফরিকে খুঁজতে বেরিয়েছে।'

'পাহাড়ে?'

বাচ্চা মেয়ের মত মুখটা এক পাশে কাত করল অ্যাগনেস। 'কেন ভাবছ পাহাড়ে গেছে ও?'

অদ্ভুত একটা চিন্তা খেলে গেল বেনের মাথায়, কুৎসিত একটা সন্দেহ উঁকি দিচ্ছে মনে। অ্যাগনেস বোধহয় নোংরা একটা খেলা খেলছে; মেয়েটি টম নোলানের সন্তান, ব্যাপারটা কোন ভাবেই উপেক্ষা করা যায় না।

'জেফরি কোথায়, অ্যাগি?' তীক্ষ্ণ স্বরে জানতে চাইল ও।

'জানি না।'

'জেফরি এখান থেকে চলে যাওয়ার আগে ওর সঙ্গে কথা বলেছ তুমি, হয়তো ওকে পালিয়ে যাওয়ার পরামর্শও দিয়েছ।'

'হয়তো তাই করেছি,' নির্বিকার মুখে বলল অ্যাগনেস, তবে কণ্ঠে আপসের সুর। 'আমি চাই না এখানে থাকুক ও। ওকে দেখলেই বিরক্ত হয় বিল।'

মন্তব্যটার যথার্থতা মনে মনে যাচাই করল বেনঃ সম্ভব। জেফরির ঔদ্ধত্য যে কাউকে বিতৃষ্ণ করে তুলতে পারে, ও নিজেও সেদিন অধৈর্য হয়ে পড়েছিল। 'বিলকে একটা সুযোগ দিচ্ছ না কেন তুমি?' আন্তরিক স্বরে জানতে চাইল ও।

'কিসের সুযোগ?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল অ্যাগনেস।

'বিলের যোগ্য স্ত্রী হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারো, ওর নেশা ছাড়ানোর চেষ্টা করবে, জেফরিকে ঘাঁটাবে না।'

সহাস্যে মাথা নাড়ল অ্যাগনেস। 'কথাটা তোমার কাছ থেকে শুনতে পাচ্ছি বলে সত্যিই হাস্যকর লাগছে, বেন। এখান থেকে চলে যাওয়ার সময় আমাকে ভালবাসতে তুমি, আমার ধারণা এখনও ভালবাস। ওই মাতাল গর্দভটাকে যদি আমি বোকা বানাই তাতে কি যায়-আসে তোমার?'

মাতাল গর্দভ? স্বামীকে এভাবে উপহাস করে কোন মেয়ে? এটাও সম্ভব, কারণ অ্যাগনেস টম নোলানের মেয়ে। সীমাহীন ঔদ্ধত্য আর অহংকার মেয়েটিকে প্রায় অন্ধ করে দিয়েছে। তাছাড়া বিলের স্বভাব অনেকটাই বদলে গেছে, অন্যদের করুণা আর বিরক্তিই কেবল আশা করতে পারে সে। মানুষটা যতই বদলে যাক, কিংবা খারাপ হোক, স্ত্রীর কাছে এতটা গুরুত্বহীন হওয়ার মত খারাপ হয়নি নিশ্চয়ই?

ফায়ারপ্লেসের পাশে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়াল বেন, নিবিষ্ট মনে সিগারেট রোল করছে। ঘুরে টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল অ্যাগনেস। কাঠের ছোট্ট একটা বাক্স টেবিলের ওপর রাখা, ঢাকনা খুলে আগেই রোল করে রাখা দুটো সিগারেট বের করল মেয়েটি। দুটোই নিজের ঠোঁটে লাগিয়ে জ্বালাল, তারপর একটা বেনের ঠোঁটে ঝুলিয়ে দিল। এর আগে কখনও অ্যাগনেসকে ধূমপান করতে দেখেনি বেন, কিন্তু মেয়েটির ভাবভঙ্গি দেখে স্পষ্ট বুঝতে পারল ব্যাপারটা ওর কাছে নতুন কিছু নয়, এবং সম্ভবত উপভোগও করছে।

'বিলকে কেন বিয়ে করেছ?' মৃদু স্বরে জিজ্ঞেস করল বেন।

'তুমি তো চলেই গেলে...এছাড়া আর কি করার ছিল আমার!'

'বাজে কথা! স্পষ্ট ভাবে আমার সম্পর্কে নিজের আবেগ কখনও প্রকাশ করোনি তুমি, অথচ অসংখ্য সুযোগ পেয়েছ।'

'খোদা!' ঠোঁট থেকে সিগারেট সরিয়ে সশব্দে শ্বাস টানল অ্যাগনেস। 'লোকটার কথা শোনো!'

'একটা ট্রাউটের মত আমার সঙ্গে খেলেছ তুমি, তোমার প্রতি আগ্রহ দেখিয়েছে এমন যে কোন লোকের সঙ্গে যেমন খেলেছ।'

সামনের দিকে ঝুঁকে এল মেয়েটি, সরু চোখে নিরীখ করছে বেনকে। 'আসলে কি বলতে চাইছ তুমি?'

সিগারেটটা ফায়ারপ্লেসে ছুঁড়ে ফেলল বেন। লিপস্টিক লাগার কারণে স্বাদ নষ্ট হয়ে গেছে, ব্যাপারটা প্রায় অসুস্থ করে তুলল ওকে; তলে তলে স্বয়ং অ্যাগনেস ব্রেনেলও যেন অসুস্থ করে তুলছে ওকে!

খানিকটা কাছে সরে এল মেয়েটা। 'কিছু একটা ত্যক্ত করছে তোমাকে, বেন, কি সেটা?'

'অনেক কিছু। কার্ল ব্রেনেলের খুন, ডাবল-বির দুরবস্থা...'

'এবং আমি?'

'কিছুটা।'

আরও কাছে সরে এল অ্যাগনেস। ভরাট কোমল শরীরের চাপ অনুভব করছে বেন, মিষ্টি একটা সুবাস দোলা দিচ্ছে নাকে, সুস্থির ভাবে চিন্তা করা কঠিন হয়ে উঠল।

'কি বলতে চাও, বেন?' তাচ্ছিল্যের হাসি অ্যাগনেসের ঠোঁটে, বুঝতে পারছে নিজস্ব আবেদন দিয়ে প্রায় অস্থির করে তুলেছে বেনকে।

অ্যাগনেসের কাঁধ চেপে ধরল বেন। দেখল মুখ তুলে দিয়েছে মেয়েটি, ভাবছে ওকে চুমো খাবে বেন। দৃষ্টি নামিয়ে নোলান-কন্যাকে দেখল ও। সত্যিই সুন্দর মেয়েটা, কিন্তু একইসঙ্গে বিকর্ষী কি যেন আছে ওর চরিত্রে। যেখানেই যায় ঘৃণা আর ধ্বংস ছড়িয়ে দিচ্ছে মেয়েটা। রাতের পর যেমন দিন আসে, তেমনি ঘৃণার পরপরই সংঘাত আর রক্তপাত হচ্ছে।

কোমল কাঁধে চেপে বসল বেনের আঙুলগুলো। দেখল আয়ত দুই চোখ মেলে তাকিয়ে আছে অ্যাগনেস, সুন্দর মুখে যন্ত্রণার ছাপ স্পষ্ট ফুটে উঠছে। 'বেন, ব্যথা দিচ্ছ আমাকে!'

শিথিল হলো না হাত দুটো, বরং আরও চাপ দিল বেন। অনুভব করল ওর হাতের মুঠোয় আড়ষ্ট হয়ে গেছে অ্যাগনেসের দেহ।

'বেন!' চড়া গলায় প্রতিবাদ করল অ্যাগনেস।

'এবার মন খুলে কিছু আলাপ করব আমরা, অ্যাগি,' নিরুত্তাপ স্বরে বলল ও। 'আমার ধারণা জেফরি কোথায় গেছে সেটা জানো তুমি।'

'ছাড়ো আমাকে...গোল্লায় যাও তুমি!'

'জেফকে তুমি বুঝিয়েছ যে খুনটা ও-ই করেছে, স্রেফ দুর্ঘটনার কারণে মারা যায়নি টেকোস; অথচ তুমি ভাল করেই জানো যে নিতান্ত দুর্ভাগ্যের কারণে মারা গেছে কুক। আসলে তুমি চেয়েছ জেফ যাতে এখানে না থাকে। কেন, অ্যাগি?'

ততক্ষণে ধৈর্য হারিয়েছে অ্যাগনেস ব্রেনেল, নীল চোখে ক্রোধ আর জেদ

ফুটে উঠছে। সজোরে লাথি হাঁকাল মেয়েটা। 'আমার হাতে যদি একটা পিস্তল থাকত, খোদার কসম, এতক্ষণে তোমার মাথা উড়িয়ে দিতাম!'

অ্যাগনেসকে ছেড়ে দিয়ে ফের দেয়ালে হেলান দিল বেন। 'বিশ্বাস করছি,' স্মিত হেসে বলল ও, মেয়েটির চোখে চোখ রেখেছে। 'পিস্তল বা রাইফেলে ছেলেদের মত দক্ষ তুমি, তাই না? টম নোলানও খুশি মনে সেটা অনুমোদন করেছে। শুনেছি প্রায়ই লেযি-এন ভ্যাকুয়েরোদের চ্যালেঞ্জ করতে তুমি, এবং প্রতিবার তাদের হারিয়ে দিয়েছ। হয়তো বসের মেয়েকে অখুশি করতে চায়নি ওরা, তাই ইচ্ছে করে তোমার সঙ্গে ড্র-য়ে হারত।'

প্রবল অসন্তোষের সঙ্গে মাথা নাড়ল অ্যাগনেস, সুন্দর মুখে উড়ে এসে পড়ল সোনালী চুলের রাশি। 'উঁহুঁ, কারও বদান্যতা দরকার ছিল না আমার। কাউহ্যান্ডদের প্রায় প্রত্যেককে ড্র কিংবা শূটিং-এ হারানোর সামর্থ্য ছিল আমার।'

'মানলাম,' সরাসরি অ্যাগনেসের চোখের দিকে তাকাল বেন। 'এবার আমার প্রশ্নের জবাব দাও, অ্যাগি।'

'গোল্লায় যাও তুমি! আমার নাম অ্যাগনেস!'

'হ্যাঁ,' তিক্ত স্বরে স্বীকার করল ও। 'অ্যাগনেস ব্রেনেল।'

ঝুঁকে এল বেন। মিষ্টি ঘ্রাণ আর ভরাট শরীরের অমোঘ আকর্ষণ প্রায় আচ্ছন্ন করে ফেলছে ওর অনুভূতিকে, বেপরোয়া হয়ে যেতে চাইছে মন; কিন্তু নিজেকে সামলে নিল। সুন্দর এই নারীটির মধ্যে অস্বাভাবিক, অশুভ যে শক্তির অস্তিত্ব অনুভব করেছে, সেটাই সাহায্য করল ওকে।

'বলো আমাকে, অ্যাগি!' এক হাতে মেয়েটির বাহু চেপে ধরে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে তাগাদা দিল বেন। 'জেফরি নিজেকে খুনী ভাবছে, নিশ্চয়ই ধারণাটা ওর মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছ তুমি? সেটা কি উচিত হয়েছে? কোন কারণ ছাড়াই ফেরারী হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ও, লড়াই ছাড়া ওকে ধরতে পারবে না এডলে ভার্ন, এবং সিক্সগানে জেফরির দক্ষতা অসাধারণ, বেসিনের যে কোন লোকের চেয়ে ভাল। ওকে ধরতে গেলে গুলি করবে জেফরি, এবং খুন করার জন্যেই করবে। আমি যদি ওকে খুঁজে পাই, হয়তো বুঝিয়ে-শুনিয়ে ফিরে আসতে রাজি করাতে পারব।'

উচ্চস্বরে হেসে উঠল অ্যাগনেস, বেনের অসহায়ত্বে মজা পাচ্ছে।

সজোরে চড় মারল বেন। ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি পরিণতিতে বুনো বেড়ালীর মত খেপে উঠবে অ্যাগনেস। ওর হাতটা চেপে ধরেই কামড় বসিয়ে দিয়েছে মেয়েটা, খামচে ধরল বেনের শার্ট, তারপর টান দিতে হুড়মুড় করে কার্পেটের ওপর পড়ে গেল দু'জনেই। অ্যাগনেসের ওপর পড়ল বেন।

ঠিক সেই মুহূর্তে খুলে গেল দরজাটা। শীতল বাতাসের ঝাপটায় উজ্জ্বল হয়ে গেল ফায়ারপ্লেসের ম্লান আলো। চোখ তুলে দরজায় থমকে দাঁড়ানো বিহ্বল মিরিয়াম ব্রেনেলকে দেখতে পেল বেন।

অ্যাগনেসের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল ও, খানিকটা হলেও বিব্রত

বোধ করছে। উঠে দাঁড়িয়ে মিরিয়ামকে নিরীখ করল, চোখের চাহনিই বলে দিচ্ছে প্রিয় এবং আদর্শ একজন মানুষের স্খলন দেখার তিক্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে মেয়েটি।

হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে দাঁড়াল অ্যাগনেস। রাগে কুৎসিত দেখাচ্ছে সুন্দর মুখটা। মিরিয়ামের দিকে ফিরল, সমর্থন আর অনুমোদনের চাহনি ফুটে উঠেছে চোখে। 'ও-ই যত নষ্টের গোড়া!' দ্রুত বলল মেয়েটা। 'আমাকে একা পেয়ে সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করেছে! ও চলে যাওয়ার পর বিলকে বিয়ে করেছি বলে আমার ওপর খেপে আছে। দেখো ওকে, মিরিয়াম, ওর মুখে পাপের চিহ্ন ফুটে উঠেছে! আমি নই, মিরিয়াম! ও-ই আমাকে জোর করছিল!'

নিস্পৃহ ভঙ্গিতে ভেতরে ঢুকল মিরিয়াম, হ্যাটটা টেবিলের ওপর রেখে আনমনে মাথা ঝাঁকাল। 'মনে হচ্ছে খুব বেশি প্রতিবাদ করছ তুমি।'

খেপে গিয়ে মিরিয়ামের দিকে এগোল অ্যাগনেস। 'কি বলতে চাও তুমি?' শান্ত, মৃদু স্বরে জানতে চাইলেও শীতল সুরটা চাপা থাকল না।

ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল মিরিয়াম। 'আমি বরং এ ব্যাপারে মুখ বুজে থাকব, অ্যাগনেস। সত্যিটা যদি প্রকাশ করার প্রয়োজন পড়ে কখনও, মনে হয় না এ ব্যাপারে খুব একটা সাহায্য করতে পারবে বেন।'

'তোমার অনুগ্রহ বা কটাক্ষ কোনটাই পছন্দ হচ্ছে না আমার, মিরিয়াম!'

'তুমি আসার পর শুধু ঝামেলাই বেধেছে এখানে, অ্যাগনেস, এবং মনে হচ্ছে তোমার খায়েশ না মেটা পর্যন্ত আরও ঝামেলা পোহাতে হবে আমাদের।'

দু'পা এগিয়ে সজোরে চড় কষল অ্যাগনেস। মিরিয়ামের গালে লাগল চড়টা, আঘাতের চোটে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল ও। কর্কশ হেসে আবারও বাম হাতে চড় মারতে উদ্যত হলো অ্যাগনেস। কিন্তু সরে গেল মিরিয়াম, ঠোঁটের কোণে রক্ত দেখা যাচ্ছে, টেবিল আঁকড়ে ধরে কোন রকমে সামলে নিয়েছে। ঠিক তখনই ওকে লাথি হাঁকাল অ্যাগনেস।

অ্যাগনেসের একটা বাহু চেপে ধরে মেয়েটিকে নিজের দিকে ফেরাল বেন। রাগ আর প্রতিহিংসায় জ্বলছে মেয়েটার চোখ, ভস্ম করে দেবে যেন সবকিছু।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল মিরিয়াম। 'বেন,' হাতের তালু দিয়ে ঠোঁট থেকে রক্ত মুছল মেয়েটা, শীতল নিস্পৃহ স্বরে বলল: 'ছেড়ে দাও ওকে। কোন একদিন হয়তো উচিত শিক্ষা হত ওর, কিন্তু আজকের দিনটাই উপযুক্ত সময়, তাছাড়া ও-ও এটাই চাইছে।'

সত্যি সত্যিই অ্যাগনেসকে ছেড়ে দিল বেন, তারপর স্রেফ দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। দেখল মিরিয়ামের দিকে ছুটে যাচ্ছে অ্যাগনেস, এক পা পিছু হটল মিরিয়াম, একটা হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে গেছে, বাড়িয়ে দিয়েছে সামনে। অ্যাগনেস পৌঁছে যেতে সজোরে হাঁকাল মুঠি, টলে উঠল নোলান-কন্যা। কিন্তু ওকে সামলে নেয়ার সুযোগ দিল না মিরিয়াম, ডান হাতে জোরাল ঘুসি বসিয়ে দিল অ্যাগনেসের

চিবুকে। টলমল পায়ে দরজার দিকে ছুটে গেল মেয়েটি।

এবার নিজেই এগিয়ে গেল মিরিয়াম। জায়গা বেছে বেছে মারছে। একসময় মেঝেয় লুটিয়ে পড়ল অ্যাগনেস, নাক-মুখ থেকে রক্ত গড়াচ্ছে।

স্মিত হাসল মিরিয়াম। 'তিন ভাইয়ের সঙ্গে শুধু শুধুই বড় হইনি আমি!' ঘুরে বেনের দিকে ফিরল মেয়েটা, ক্ষীণ হাসল।

উঠে দাঁড়িয়েছে অ্যাগনেস, কোত্থেকে ভারী একটা বই তুলে নিয়েছে। ছুটে এসে মিরিয়ামের কাঁধে আঘাত করল। ব্যথায় কুঁচকে গেল মিরিয়ামের মুখ। সুযোগটা নিল অ্যাগনেস, বুনো আক্রোশে একের পর আঘাত করছে মিরিয়ামকে।

কিন্তু ব্রেনেলদের রক্ত বোধহয় এত সহজে পরাজয় বরণ করার নয়। পাল্টা আঘাত করল মিরিয়াম। ঠেলে অ্যাগনেসকে সরিয়ে দিল ও, তারপর চুল চেপে ধরল।

এবার আর দর্শক হয়ে থাকা হলো না বেনের, লড়াইটার সমাপ্তি টানতে বাধ্য হলো। দু'জনকে আলাদা করতে গিয়ে খামচি, চড় বা ঘুসি হজম করতে হলো ওকে। অ্যাগনেসকে হলঘরের দরজার দিকে ঠেলে সরিয়ে দিল, ঘরের এক কোণে সরে যেতে বাধ্য করেছে মিরিয়ামকে।

আচমকা নীরব হয়ে গেল কামরাটা, মেয়েদের দ্রুত লয়ের শ্বাস-প্রশ্বাস আর ফায়ারপ্লেসে কাঠ-ফাটার মৃদু শব্দ শোনা যাচ্ছে শুধু।

হাত চালিয়ে মুখের রক্ত মুছল অ্যাগনেস, বিক্ষত মুখে ঘৃণা আর বিদ্বেষ উপচে পড়ছে। 'চলে যাচ্ছি আমি। যথেষ্ট হয়েছে এখানে, এই গর্তের মধ্যে বাস করা সত্যিই কঠিন! বোকা আর অসভ্য কিছু মানুষের সঙ্গে কোন মতেই থাকতে পারব না আমি!'

'যাত্রা শুভ হোক তোমার,' বিদ্রূপের স্বরে বলল মিরিয়াম। 'আশা করছি যে জঞ্জাল ফেলে যাচ্ছ সেসব পরিষ্কার করতে পারব আমরা।'

'কিছুই করতে পারবে না তোমরা, বরং র‍্যাঞ্চটাই হারাবে! সবকিছু উচ্ছন্নে যাবে তোমাদের! সবকিছু, বুঝেছ? আমি দেখব এক কাপড়ে যাতে তোমাকে রিও ফ্রিয়ো ছেড়ে চলে যেতে হয়, মিরিয়াম!' বলেই আর দাঁড়াল না নোলান-কন্যা, ছুটে বেরিয়ে গেল কামরা ছেড়ে। যাওয়ার সময় সপাটে বন্ধ করে দিল দরজা।

আনমনে থুতনি ঘষছে বেন। 'মার তো তুমিও কম খাওনি দেখছি,' স্মিত হেসে বলল ও, খানিকটা হলেও সমীহ ফুটল স্বরে। 'ক্ষতগুলোর পরিচর্যা করো। আমি দেখছি, অ্যাগনেসের জন্যে একটা ঘোড়ায় স্যাডল সাজিয়ে দেই।'

'তুমি কি সত্যিই মনে করো চলে যাচ্ছে ও?'

নড করল ও। 'কিন্তু একটা প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছে আমার মাথায়ঃ কেন এখানে এসেছে ও, অথচ বিল কখনোই পাত্তা পায়নি ওর কাছে!'

বেরিয়ে এসে অ্যাগনেসের ডান-মেয়ারে স্যাডল চাপাল বেন। একটু পর দেখল হনহন করে ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে অ্যাগনেস। জেদে দৃঢ় হয়ে গেছে

চোয়াল দুটো, বুক টানটান করে হাঁটছে। দ্রুত পা ফেলে এগিয়ে এল, কোন দিকে তাকাচ্ছে না। স্যাডলে চেপে দৃষ্টি নামিয়ে বেনের দিকে তাকাল। 'আমার জিনিসপত্র নেওয়ার জন্যে পরে কাউকে পাঠিয়ে দেব,' শীতল স্বরে বলল মেয়েটি।

'লেযি-এন পর্যন্ত এগিয়ে দেব তোমাকে?'

'কেন? তুমি কি মনে করো টম নোলানের মেয়েকে বিরক্ত করার সাহস হবে কারও?'

'না।'

চলে যাওয়ার জন্যে তাড়া দেখা যাচ্ছে না অ্যাগনেসের মধ্যে। 'একটা সিগারেট রোল করে দাও আমাকে, বেন।'

দুটো রোল করল বেন, জ্বালিয়ে একটা ধরিয়ে দিল অ্যাগনেসের হাতে। পাফ করল মেয়েটা, মুখে খানিকটা হলেও সন্তুষ্টি দেখা যাচ্ছে এখন, কোমল হয়ে এসেছে চাহনি। 'এখান থেকে চলে যাচ্ছ না কেন, বেন? কি আশায় পড়ে আছ? তুমি কি বুঝতে পারছ না আসলে ডাবল-বির কোন চান্সই নেই?'

'এখনই যেতে পারছি না আমি।'

কর্কশ স্বরে হাসল অ্যাগনেস। 'বিলের কাছ থেকে ওই টাকা কখনোই পাবে না তুমি। দশ হাজার দূরে থাক, এক হাজার দেয়ার সামর্থ্যও নেই ওর।'

'অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি, অ্যাগি।'

'র‍্যাঞ্চ পরিচালনা করার কথা ভাবছ?' সন্দিহান সুরে জানতে চাইল মেয়েটি। খানিকটা নিচু হয়ে এল, আবছা অন্ধকারেও বিক্ষত মুখে কালসিটে দাগগুলো স্পষ্ট দেখতে পেল বেন। 'এখানে থেকে নায়ক হওয়ার চেষ্টা কোরো না, বেন। ব্রেনেলরা শেষ হয়ে গেছে! এই জায়গার কানাকড়িও মূল্য নেই। শিগ্গিরই পুরো রিও ফ্রিয়োর দখল পেয়ে যাবে বাবা।'

'ঠিক টম নোলানের মতই কথা বলছ তুমি, অ্যাগি।'

ক্ষীণ হাসল মেয়েটা। 'আমি তো ওরই মেয়ে, তাই না? একটা কথা কি জানো, বেন, আজীবন কিন্তু বেঁচে থাকবে না সে। লেযি-এনের দায়িত্ব তখন অন্য কেউ নেবে।

'আমার পরামর্শ শোনো, বেন। সুযোগ পেলেই বেসিন ছেড়ে চলে যাও, নয়তো বাবার রোষের শিকার হতে হবে তোমাকে। বাবা তোমাকে পছন্দ করে না, কিন্তু লড়াকু মানুষ হিসেবে ঠিকই সমীহ করে। তুমি থাকলে হয়তো সামলে নিতে পারবে ডাবল-বি, কিন্তু নিজে কি পাবে ভেবে দেখেছ? দেনার দায়ে প্রায় শেষ হয়ে যেতে বসেছে র‍্যাঞ্চটা, এটার জন্যে লড়াই করে কি হবে? অথচ এরচেয়েও গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় থাকার যোগ্য তুমি···এমন একজন মানুষ টম নোলানের অনুপস্থিতিতে যে দক্ষ হাতে লেযি-এন সামলাতে পারবে।'

'মানে!?'

ফের হাসল অ্যাগনেস, রহস্যময় চাহনি চোখের গভীরে। 'নিজেই বুঝে নাও।

তোমার বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত কোন বিদ্বেষ বা ক্ষোভ নেই আমার, বেন।' আলতো স্পার দাবাল অ্যাগনেস, মৃদু ঝুনঝুন শব্দ তুলল স্পারগুলো। একবারও ফিরে না তাকিয়ে ঢাল ধরে ঘোড়া ছোটাল মেয়েটা।

দশ

মিরিয়াম আর নিজের জন্যে নাস্তা তৈরি করল বেন। ভোর হওয়ার খানিক আগে পুরো মাতাল অবস্থায় র‍্যাঞ্চে ফিরেছে বিল। নিজের বেডরুমে অঘোরে ঘুমাচ্ছে সে, বিকেলের আগে ঘুম ভাঙার সম্ভাবনা নেই।

প্রায়ই আনমনা হয়ে যাচ্ছে বেন। চুলোয় কফির পানি চড়িয়েছে, এখানে আসার পর থেকে ঘটে যাওয়া ঘটনা এবং সুদূর অতীত বারবার তাড়া করছে ওকে। ওপাশের দেয়ালের লাগোয়া ডাইনিং টেবিলে বসে আছে মিরিয়াম, উৎসুক দৃষ্টিতে ওর কাজ দেখছে মেয়েটা। মাঝে মধ্যেই শান্ত, স্বল্পভাষী মিরিয়ামের দিকে চলে যাচ্ছে বেনের দৃষ্টি। এখন বোধহয় মেয়ে বলা উচিত হবে না ওকে, মহিলা বলা উচিত, ভাবল বেন। রক্তের সম্পর্ক নেই ওদের, কিন্তু ভাই-বোনের মত বড় হয়েছে। তিন ভাইয়ের মধ্যে ওকেই বেশি পছন্দ করত মেয়েটা, মনে পড়ল বেনের, ছোট থেকে প্রায় ছায়ার মত লেগে থাকত ওর সঙ্গে।

'ভাবছি জেগে ওঠার পর বিল যখন দেখবে অ্যাগনেস চলে গেছে কি প্রতিক্রিয়া হবে ওর,' মৃদু স্বরে নীরবতা ভাঙল মিরিয়াম।

শ্রাগ করল বেন। 'হয়তো এ থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত ওর। কি মনে হয় তোমার, মিরিয়াম, সত্যিই কি বিলকে ভালবাসত অ্যাগনেস?'

'নিজেকে ছাড়া কখনও কাউকে ভালবাসেনি ও, এমনকি বাপকেও নয়। তবে টম নোলানকে বোধহয় সমীহ করে। আসলে নিজের ইচ্ছেমত যাকে চালানো সম্ভব নয়, তাকেই সমীহ করে অ্যাগনেস।'

'যেমন তোমাকে?'

ক্ষীণ হাসল মেয়েটি। 'আমার ব্যাপারটা ব্যতিক্রম। তুমি বোধহয় ওকে সামলে রাখতে সক্ষম, বেন।'

বাতিলের ভঙ্গিতে একটা হাত নাড়ল বেন। 'কিন্তু বেসিন ছাড়ার আগে আমাকে ইচ্ছেমত নাচিয়ে ছেড়েছে ও।'

কফির মগের কিনারার ওপর দিয়ে ওকে নিরীখ করছে মিরিয়াম। 'মনে হচ্ছে শেষপর্যন্ত ওর ভেতরটা ঠিকই দেখতে পেয়েছ তুমি।'

'ছয় বছর আগে যেমন দেখেছি, অ্যাগনেস যে আগের মত নেই সেটা বোঝার মত যথেষ্ট দেখতে পেয়েছি। অনেক বদলে গেছে ও।'

'উঁহুঁ, বরাবরই এরকম ছিল ও…ওর আগের রূপটা সম্পর্কে জানতে না তুমি, যা এখন জানো। ও সত্যিই বিপজ্জনক, তাই না?'

'নোলানদের রক্ত ওর শরীরে,' সংক্ষেপে মন্তব্য করল বেন, ফের মগে কফি ভরে ফিরে এসে টেবিলে বসল। 'বিলকে কবে বিয়ে করেছে ও?'

'তুমি চলে যাওয়ার আগে বোধহয় শুধু তোমাকে নিয়ে ভাবত অ্যাগনেস। কিন্তু…তুমি চলে যাওয়ার পর, কিছু দিন কয়েকজনের সঙ্গে মেলামেশা করল। মন্টানার স্কুলে পড়ার সময়ও কিছু গুজব রটেছে ওর নামে, বাধ্য হয়ে ওকে ফিরিয়ে আনে টম নোলান। কিন্তু বেসিনের স্বার্থে বোধহয় ওকে সেখানেই রেখে আসা উচিত ছিল মি. নোলানের।' কথাটার তাৎপর্য অনুধাবন করে নিজেই হেসে উঠল মিরিয়াম।

'কিন্তু বিলকে বিয়ে করল কেন?'

'বাবা যতদিন বেঁচে ছিল, ডাবল-বির কারও পক্ষে কোন নোলানকে বিয়ে করা কোন দিনই সম্ভব ছিল না। বাবাকে তো চিনতে তুমি।'

'জানি,' শুকনো স্বরে বলল বেন। 'অ্যাগির প্রতি আমার আগ্রহ দেখে বাবা কয়েকবারই কথাটা বলেছে আমাকে।'

'বাবার কারণেই ব্যাপারটা ঘটেনি, বিলকে পাত্তা দেয়নি অ্যাগনেস। কিন্তু বাবার মৃত্যুর পর, হঠাৎ করেই যেন রিও ফ্রিয়োর ব্যালে আচমকা আগ্রহী হয়ে উঠল বিলের প্রতি। বিল তো আনন্দে আত্মহারা, ঠিক তখনই সিরেনোর ওই ফাইট সম্পর্কে বড়াই করা শুরু করল ও, দাবি করল তুমি নও, বরং সে-ই ফ্রেড মোরিসের চ্যালেঞ্জ উতরে গিয়েছিল।'

থেমে বেনের দিকে তাকাল মিরিয়াম। 'বাবার মৃত্যুর পর বিলের সঙ্গে মেলামেশা শুরু করে অ্যাগনেস, ঘন ঘন ডাবল-বিতে আসত,' তিক্ত হাসি ফুটল মেয়েটার ঠোঁটের কোণে। 'এখানকার কোন্ জিনিসটা আগের মত আছে? সবকিছু বদলে ফেলেছে ও। টাকার বিনিময়ে ঝামেলা এনেছে। বিল আর জেফরির মধ্যে বিরোধ হলো ওর কারণে, আমার আর বিলের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হলো। টেকোস ফারমিনকে অন্দর মহল থেকে বের করে দিল, দায়িত্ব দিল পাঞ্চারদের রান্নার; নিজের জন্যে সান্তা ফে থেকে কুক নিয়ে এল। বিল মদের প্রতি আগ্রহী হওয়ার পর থেকে বাথানের ভরাডুবি শুরু হলো। সত্যটা তুমিও বুঝতে পারছ এখন, বেন, শিগ্গিরই হয়তো চূড়ান্ত ভরাডুবি হবে আমাদের।'

'জমিটা এখনও আছে,' একগুঁয়ে স্বরে বলল বেন।

'মর্টগেজ সহ, যার দেনা কখনোই শোধ করতে পারব না আমরা।'

'কি বললে?'

নড করল মিরিয়াম। 'র‍্যাঞ্চ বন্ধক রেখে প্রচুর টাকা ধার করেছে বিল। কিছু দিনের মধ্যে প্রথম কিস্তি শোধ করার কথা। কিন্তু অত টাকা আমাদের হাতে নেই, বেন, জোগাড় হওয়ার কোন সম্ভাবনাও নেই।'

'সময়টা কি বাড়ানো যায় না?'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল মিরিয়াম, জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। 'অন্য কেউ হলে হয়তো সেটা সম্ভব হত।'

'কিন্তু কোথাও নিশ্চয়ই কেউ একজন আছে যে তোমাদের সাহায্য করতে পারে!'

মাথা নাড়ল মেয়েটি। 'না, কেউ সাহায্য করবে না আমাদের। বন্ধক থেকে বাথানটা ছাড়ানোর অধিকার থেকে বঞ্চিত হব আমরা।'

'কথা বলতে তো দোষ নেই,' চিন্তিত স্বরে বলল বেন, টেবিল ছেড়ে মিরিয়ামের পাশে এসে দাঁড়াল। 'কার কাছে বন্ধক রেখেছে বাথান?'

ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল মেয়েটা। 'টম নোলানের কাছে।'

'খোদা! আর লোক পেল না বিল? সেই ছোট থেকেই জানি আমি, এই জমিটা আজীবন চেয়ে এসেছে টম নোলান।'

'হ্যাঁ। বাবা বেঁচে থাকতে ডাবল-বিতে থাবা বসাতে পারেনি সে, কখনও পারতও না। কিন্তু বাবা মারা যাওয়ার পর ডাবল-বির দুরবস্থার শুরু, টম নোলানের মেয়ে সেটাকে ত্বরান্বিত করল। আমি বিশ্বাস করি স্রেফ আমাদের সর্বনাশ করার জন্যেই বিলকে বিয়ে করেছে অ্যাগনেস, শেষে বাপের হাতে তুলে দেবে ডাবল-বি। মনে হচ্ছে সফল হয়েছে ও, বেন। গতরাতে ওর ওপর চড়াও না হলে হয়তো রাজি করানো যেত ওকে, আমাদের হয়ে টম নোলানের সঙ্গে কথা বলে সময়টা বাড়ানো যেত।'

হতাশায় মাথা নাড়ল বেন। নিশ্চিত ভরাডুবি হতে যাচ্ছে ডাবল-বির। ভাবাই যায় না মাত্র একজন মানুষের অনুপস্থিতিতে বদলে গেছে পুরো পরিস্থিতি—দেনার দায়ে ডুবতে বসেছে ডাবল-বি, তিন ভাই-বোনের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটেছে। সবকিছুর জন্যে কি বিল ব্রেনেলের অযোগ্যতা আর খামখেয়ালীপনাই দায়ী, নাকি অ্যাগনেসেরও ভূমিকা আছে এসবে? মিরিয়াম হয়তো ঠিকই বলেছে, অ্যাগনেস নোলান সত্যিই বিপজ্জনক এবং ওর বিলাসী জীবনযাপনের ব্যয় বহন করতে গিয়ে কাঁধে ঋণের পাহাড় জমিয়েছে বিল ব্রেনেল।

'জেফকে খুঁজে বের করতে হবে,' মিরিয়ামের প্রসঙ্গ বদলে সংবিৎ ফিরে পেল বেন।

'ভাবছি আবার বেরোব।'

'তোমার সঙ্গে যাব আমি।'

'না।'

'কেন, বেন?' চ্যালেঞ্জ মেয়েটার চোখে।

মিরিয়ামের কাঁধ দুটো চেপে ধরল ও। 'কারণ বাইরে মৃত্যুর আশঙ্কা আছে,' সংক্ষেপে আগের দিনের অভিজ্ঞতা জানাল বেন। 'হয়তো লেযি-এনের জমি পাড়ি দিতে হবে আবার, তুমি সঙ্গে থাকলে সহজে বেরিয়ে আসতে পারব না।'

অজান্তে খানিকটা কেঁপে উঠল মিরিয়াম। 'ওই লোকটা, কারাঞ্জো···ওকে খুন করা উচিত ছিল তোমার, বেন। এভাবে বলা ঠিক হচ্ছে না বোধহয়, কিন্তু ওকে যা করেছ···আসলে নিজের মৃত্যু পরোয়ানায় সই করেছ।'

'ফিরে আসার পর থেকেই মার খাচ্ছি আমি, মিরিয়াম। খুন করার জন্যে গুলি ছুঁড়ছে ওরা। পরিস্থিতি এমন হবে আশা করিনি, কিন্তু বিস্মিত বা বেচাল হইনি, কারণ এভাবেই নিজেকে গড়ে নিয়েছি আমি। ···এবার যাও তো, বিলকে জাগাও। ওর সঙ্গে কথা বলব।'

বেরিয়ে গেল মেয়েটা।

লিভিংরুমে এসে কোল্ট আর উইনচেস্টার বের করে তেল দিয়ে যত্ন নিল বেন। পাশের কামরায় মিরিয়াম আর বিলের কথোপকথন অস্পষ্ট ভাবে কানে আসছে। জড়ানো স্বরে প্রতিবাদ করছে বিল।

'বেন!' উত্তেজিত, চড়া স্বরে ওকে ডাকল মিরিয়াম।

'বলো।'

'এক্ষুণি এদিকে এসো, প্লীজ!'

হলঘর হয়ে দ্রুত এগোল ও, বিলের কামরায় ঢুকল। বিছানায় জবুথুবু হয়ে পড়ে আছে বিল ব্রেনেল। দরজার উল্টোদিকে বিশাল জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আছে মিরিয়াম, দৃষ্টি রিও ফ্রিয়োর দিকে।

'দেখো!' উত্তেজনার ছোঁয়া মেয়েটার কণ্ঠে।

মিরিয়ামের কাঁধের ওপর দিয়ে তাকাল বেন। ডাবল-বি র‍্যাঞ্চ হাউসের দিকে আসছে তিন ঘোড়সওয়ার। বলা উচিত দু'জন পূর্ণ বয়স্ক লোক এবং এক তরুণ—জেফরি ব্রেনেল। স্টিভ হারকারের পাশাপাশি ঘোড়া ছোটাচ্ছে সে; পোশাক, আচরণ কিংবা সামর্থ্যের বিচারে যাকে নিজের আদর্শ মনে করে ছেলেটা। *একজন খুনীর প্রতি সমীহ বোধ করছে সে, পরোক্ষ ভাবে আসলে খুনী হতে চাইছে,* তিক্ত মনে ভাবল বেন।

তৃতীয়জন ডড কিনলে। লোকটার উপস্থিতি ঘোলাটে করে তুলেছে পরিস্থিতি। একেবারে স্বল্পভাষী মানুষ, সারাক্ষণই নির্বিকার। মনে কি ভাবনা চলছে বোঝা কঠিন। কিন্তু একটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে গেছে, গত ছয় বছরে বেন স্লেজেলের ভূমিকা সম্পর্কে যথেষ্ট ধারণা রাখে সে। জ্যাক হারলো তাকে স্টক ডিটেকটিভ হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিলেও যথেষ্ট সন্দেহ আছে বেনের।

শীতল একটা আঙুল যেন মেরুদণ্ডে স্পর্শ বুলিয়ে দিচ্ছে, টের পেল বেন। তিনজন কঠিন মানুষ। কিন্তু ওকে সাহায্য করার মত নেই কেউ। যে ক'জন পাঞ্চার ছিল, প্রত্যেকেই বাইরে আছে এখন। কিন্তু এরা থাকলেও এমন কিছু যেত-আসত না, কারণ মানুষগুলো নিতান্তই নিরীহ। বেঁচে থাকতে কিছু কঠিন লোককে ভ্যাকুয়েরোর কাজ দিয়েছিল কার্ল ব্রেনেল, মালিকের বিদায়ের পর এরাও বিদায় নিয়েছে। হয়তো অ্যাগনেস ব্রেনেলের আঙুলের ইশারায় মেরুদণ্ডহীন হয়ে

পড়েছে ডাবল-বি!

'কি করবে, বেন?' উদ্বিগ্ন স্বরে জানতে চাইল মিরিয়াম।

ক্ষীণ হাসল ও। 'কি করব? দেখি, কি বলার আছে ওদের।'

নড করে পিছিয়ে গেল মেয়েটা। 'আরও আগেই ফিরে আসা উচিত ছিল তোমার, বেন, অন্তত আমি তাই মনে করি। প্রায়ই ভাবতাম তুমি যদি থাকতে...হয়তো সবকিছু এভাবে শেষ হয়ে যেত না!'

হাসিটা প্রসারিত হলো বেনের ঠোঁটে। 'তাই? ফিরে আসার পর থেকে কেবলই মনে হচ্ছিল এখানে এসে ভুল করেছি। টম নোলান আর ওর লোকেরা কিংবা অ্যাগনেসও সেটাই মনে করিয়ে দিচ্ছিল আমাকে। কিন্তু অন্তত একজন মনে-প্রাণে আমাকে আশা করেছে এখানে...শুনে সত্যিই ভাল লাগছে। যাক্‌গে, নিশ্চয়ই বাথানের কথা চিন্তা করে কথাটা বলেছ?'

কাঁপা হাত তুলে আলতো ভাবে বেনের মুখ স্পর্শ করল মিরিয়াম, বেন দৃষ্টি নামিয়ে তাকাতে অনিশ্চয়তা দেখতে পেল মেয়েটির চোখে।

'হ্যাঁ, এক অর্থে তাই,' নিচু স্বরে স্বীকার করল মেয়েটি।

বেরিয়ে এসে পোর্চে অপেক্ষায় থাকল বেন। সিঁড়ির ধাপে দাঁড়িয়ে আছে ও, সিগারেট রোল করছে সময় নিয়ে। দূর থেকে দেখল স্যাডল ছেড়ে গেট খুলে দিয়ে অন্যদের ঢোকার সুযোগ দিল জেফরি, তারপর গেট বন্ধ করে নিজের ঘোড়ায় চেপে অনুসরণ করল অন্যদের। দুলকি চালে ঘোড়া ছুটিয়ে স্টিভ হারকারের পাশে চলে এল।

ছেলেটার অন্ধ ভক্তি বিতৃষ্ণা ধরিয়ে দিল বেনের মনে। একটা বিষধর কেউটেকে মানুষ ভয় পেতে পারে, কিন্তু সমীহ বোধ করে না কেউ। করলেই সেটা অস্বাভাবিক, আনমনে ভাবল ও।

'আমি আর আমার ছায়া,' বিড়বিড় করে স্বগতোক্তি করল বেন, স্থির দৃষ্টিতে দেখছে জেফরি ব্রেনেলকে।

ঠিক বিশ ফুট দূরে এসে ঘোড়া থামাল ওরা।

'হাউডি,' সম্ভাষণ জানাল বেন।

স্টিভ হারকার আর কিনলে নড করলেও এক চুল নড়ল না জেফরি। শীতল মাপা চাহনিতে নিরীখ করছে বেনকে।

'তোমাদের জন্যে কি করতে পারি?' তিনজনকে ছাড়িয়ে রিও ফ্রিয়োর দুই তীরে চলে গেল বেনের দৃষ্টি, নদীর ধারে কটনউড আর উইলোর সারির ফাঁকে লুকিয়ে থাকা কোন কাঠামো খুঁজছে—লোকটার হাতে হয়তো একটা রাইফেল দেখা যাবে।

'পেছনে নেই কেউ,' শান্ত স্বরে বলল স্টিভ হারকার।

'তোমার কি ধারণা পেছনে কাউকে দরকার আছে আমাদের?' বিদ্রূপের স্বরে জানতে চাইল জেফরি, কণ্ঠে স্পষ্ট চ্যালেঞ্জ।

আমাদের? আনমনে হাসল বেন। 'গাট-হূক ক্রুদের সঙ্গে রাইড করছ তুমি এখন, জেফ?'

'যেখানে বা যার সঙ্গে খুশি রাইড করি আমি!'

'বেশ তো, তোমার যেমন ইচ্ছে।'

'মিস্টার নোলান পাঠিয়েছে আমাদের,' বলল হারকার, আর কিছু যোগ করল না।

'মিসেস ব্রেনেলের জিনিসপত্র নিতে এসেছ?'

ক্ষীণ নড করল লেমি-এন র‍্যামরড। তারপর কিছুটা সামনে ঝুঁকে এল সে, পমেলে একটা কনুইয়ের ভর চাপিয়েছে। 'আরও একটা কারণ অবশ্য আছে, স্লেজেল।'

'বলে যাও।'

'মেয়ের গায়ে কেউ হাত তুলবে ব্যাপারটা বরদাস্ত করতে রাজি নয় মি. নোলান।'

স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকল বেন, ঠোঁট থেকে সিগারেট সরিয়ে ছাই ঝাড়ল। 'উঁহুঁ, ভুল শুনেছ। কোন পুরুষ পেটায়নি ওকে। ননদের সঙ্গে খানিকটা বাতচিৎ করছিল অ্যাগি, কিন্তু আচমকা আবিষ্কার করে বসেছে ভুলে বাঘের লেজ ধরে ফেলেছে। নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে হয়তো খানিকটা ঝামেলাই পোহাতে হয়েছে ওর।'

'বুঝতে পেরেছি,' শুকনো স্বরে বলল স্টিভ হারকার, মুখে পাথুরে নির্লিপ্ততা। 'এবার বিল ব্রেনেলকে নিয়ে এসো এখানে, স্লেজেল!'

'কেন?'

বাতাসে ঘুরতে শুরু করল উইন্ডমিল, গম্ভীর অদ্ভুত শব্দটা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে সবাই। বাড়ির ভেতরে কোথাও সশব্দে বন্ধ হলো একটা দরজা।

স্থির দৃষ্টিতে বেনকে দেখছে লেমি-এন র‍্যামরড। প্রশ্ন করার ধরন কিংবা খোদ প্রশ্নটাই পছন্দ হয়নি তার, কারণটাও পরিষ্কার–স্টিভ হারকারের মত লোক কাউকে ব্যাখ্যা দিতে পছন্দ করে না, অন্তত বেন স্লেজেলকে তো নয়ই। সম্ভবত একমাত্র টম নোলানকে জমা-খরচ দিয়ে চলে লোকটি। এটাই স্বাভাবিক, আনমনে ভাবল বেন, ব্যক্তিগত বেপরোয়া স্বভাব বাদ দিলেও, অন্যদের ওপর হুকুমদারি করার মত উপযুক্ত একটা পরিবেশে থাকে সে–বেসিনের সবচেয়ে টাফ আউটফিটের ফোরম্যান!

তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে একটা কাঁধ উঁচাল স্টিভ হারকার, যেন নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে কারণটা ব্যাখ্যা করছে। 'ওকে ডেকে আনো, স্লেজেল। কিছু কথা বলব। স্ত্রীর সঙ্গে যে ধরনের আচরণ করেছে সে, কথাগুলো না বললেই নয়।'

'বললাম তো, মিরিয়াম আর অ্যাগনেসের মধ্যে ঝগড়া হয়েছিল। বিল তখন ছিলই না এখানে।'

নিতান্ত আলস্য ভরে থুথু ফেলল লেযি-এন র‍্যামরড, কিন্তু মুখে অধৈর্যের চিহ্ন ফুটে উঠেছে। 'জলদি!' চাপা স্বরে গর্জে উঠল সে। 'ব্রেনেলকে নিয়ে এসো এখানে, স্লেজেল। *প্রন্তো!*'

'এখনও মাতাল হয়ে আছে ও, হারকার।'

'মাতাল আর পাগল যাই হোক, ওকে সামনে দেখতে চাই আমি!'

ধৈর্য হারাল বেন, তলে তলে শীতল বিতৃষ্ণা বোধ করছে। 'এটা ডাবল-বি, হারকার, নিশ্চয়ই ভুলে যাওনি? তোমার দুই সাইড-কিককে নিয়ে চলে যাও এখান থেকে। অন্তত যতক্ষণ না কারও সঙ্গে কথা বলার মত সংযত হয় বিল, কারও সঙ্গে দেখা হবে না ওর। ও সামলে নেয়ার পর, কোন একসময় এসে সত্যটা জেনে নিয়ো ওর কাছ থেকে।'

নিষ্ঠুর হাসি ফুটে উঠল স্টিভ হারকারের ঠোঁটে। 'ডাবল-বির জমি থেকে আমাদের তাড়াবে কে, স্লেজেল?'

নিরুদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে বেনকে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে আসলে যথেষ্ট বিচলিত। পরিস্থিতিটা পছন্দ হচ্ছে না ওর। জানে যে কোন উসিলায় ওকে উস্কে দিতে চাইছে হারকার, পিস্তলে হাত দিতে বাধ্য করতে চায়; কিন্তু মনে-প্রাণে সেটা চাইছে না বেন, অন্তত এখন। নিশ্চিত জানে অন্তত দু'জন ওর চেয়ে ফাস্ট, তারপরও এদের যে কারও মুখোমুখি হওয়ার সাহস আছে ওর, কিন্তু একসঙ্গে তিনজনের মোকাবিলা করতে যাওয়া চরম বোকামি হবে। ডড কিনলেকে জানা নেই ওর, হতে পারে অন্য দু'জনের মত সেও ফাস্টগান।

ছেঁচড়ে স্যাডল ছাড়ল জেফরি, তারপর দ্রুত পা ফেলে পোর্চের দিকে এগোল। 'বিলকে নিয়ে আসছি আমি, স্টিভ,' বলল সে।

'দাঁড়াও!' বাধা দিল বেন। 'দেখো, বাছা, এদের কারও সঙ্গে তোমার কোন সম্পর্ক নেই। অ্যাগনেসকে স্পর্শও করেনি তোমার ভাই।'

'অ্যাগনেস কিন্তু এ কথা বলেনি আমাকে।'

'মিথ্যে বলেছে ও, জেফ।'

'কি বললে তুমি, স্লেজেল?' উস্কানির স্বরে জানতে চাইল হারকার।

সরাসরি তার চোখে চোখ রাখল বেন। 'ঠিকই শুনেছ তুমি, হারকার, গতরাতের ঘটনা নিয়ে তোমাদের মিথ্যে বলেছে অ্যাগনেস ব্রেনেল।'

'আমার সঙ্গে মিথ্যে বলতে পারে না ও!' তপ্ত স্বরে দাবি করল জেফরি।

'টেকোসের মৃত্যুর কি ব্যাখ্যা দিয়েছে ও তোমাকে, জেফরি–নিশ্চয়ই বলেছে তাকে খুন করেছ তুমি?'

উত্তর দিল না জেফরি, পোর্চের সিঁড়ির গোড়ায় চলে এসেছে।

'ফিরে যাও, বাছা,' কোমল স্বরে বলল বেন।

জেফরি ব্রেনেলের গাঢ় নীল চোখ জোড়া স্থির হলো বেনের মুখে। 'শুরুটা যেভাবেই হোক, একজনকে খুন করেছি আমি,' কাটা কাটা স্বরে বলল সে, দম্ভ

ঝরে পড়ছে বলার সুরে। 'দ্বিতীয় লোকটাকে খুন করতেও হাত কাঁপবে না আমার। বিশ্বাস করো, বেন, একটুও কাঁপবে না!'

'অযথা বড়াই করছ, বাছা। হার্ট অ্যাটাকের কারণে মারা গেছে টেকোস, তোমার গুলিতে মারা যায়নি। যদি তোমার গুলিতেও মারা যেত, তারপরও বলা যায় স্রেফ দুর্ঘটনা ছিল সেটা।'

মুহূর্তে কুঁচকে গেল জেফরির মুখ, অবিশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে আছে বেনের দিকে। খ্যাতি চায় সে, চায় অন্যরা ফাস্টগান হিসেবে সমীহ করুক ওকে, কিন্তু তাড়াটা বড় বেশি। সেজন্যে যে সময় আর ধৈর্য লাগে, সেটা বেমালুম বিস্মৃত হয়েছে।

স্যাডল ছাড়ল স্টিভ হারকার। 'তোমার ভাইকে নিয়ে এসো, কিড!' প্রায় নির্দেশ দিল সে।

তিনটে সিঁড়ি ভাঙল জেফরি। কিন্তু বেনের চোখের দৃষ্টি দেখে থমকে দাঁড়াল। অনিশ্চয়তা ফুটে উঠেছে চোখে।

'যাও, বাছা!' পেছন থেকে উৎসাহ দিল লেথি-এন র‍্যামরড।

'আমার পথ থেকে সরে দাঁড়াও, বেন!' ত্যক্ত স্বরে বলল জেফরি, স্টিভ হারকারের তাগাদায় আবারও নিজেকে ফিরে পেয়েছে।

'না।'

বিপজ্জনক নীরবতা নেমে এল। নিজের ঘোড়ার কাছ থেকে কিছুটা দূরে সরে গেছে স্টিভ হারকার, দুই পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে, বাম হাতের দস্তানার উল্টো পিঠ ডলছে সে অন্য হাতে। হ্যাটের ব্রিম নিচু হয়ে গেছে, কিন্তু চোখ দুটো দেখা যাচ্ছে–শীতল তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি ফুঁড়ে যাচ্ছে বেন স্লেজেলকে।

'আবারও বলছি,' খেপা সুরে তড়পে উঠল জেফরি। 'আমার পথ ছাড়ো!'

'দেখো, বাছা। তোমাকে ব্যবহার করছে ওরা। অ্যাগনেস মিথ্যে বলেছে তোমাকে! এই যেমন তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আছি আমি, ঠিক ততটাই সত্য যে অ্যাগনেস তোমাকে মিথ্যে বলেছে।'

'কথাটা বোলো না আবার!'

'মিথ্যে বলেছে ও!'

স্থির দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা। নীরব, উদ্বেগ ভরা কিছু মুহূর্ত পেরিয়ে গেল। বেনের আশঙ্কা হচ্ছে হয়তো খেপে গিয়ে সত্যিই ড্র করবে জেফরি। পরিস্থিতিটা মনে-প্রাণে ঘৃণা করছে ও, কারণ তাহলে প্রাণ বাঁচাতে ওকেও ড্র করতে হবে।

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়ল জেফরি, দৃষ্টি সরিয়ে নিল।

আলগোছে ডান দিকে দু'পা সরে এল বেন, স্টিভ হারকার আর নিজের মধ্যে ফেলল জেফরিকে, একই সঙ্গে মাথা থেকে হাতে তুলে নিয়েছে হ্যাট। চোখের পলকে সক্রিয় হলো ও–এক পা এগিয়ে জেফরির মুখে হ্যাটটা চেপে ধরল,

তারপর সপাটে ঘুসি হাঁকাল তরুণের চিবুক লক্ষ্য করে।

টলে উঠল ছেলেটা। যন্ত্রণার চেয়ে বিস্ময় আর হতাশার ছাপ বেশি পড়ল মুখে। মুহূর্তের মধ্যে জ্বলে উঠল চোখ দুটো, বেন বুঝল এবার পাল্টা আঘাত হানবে জেফরি। একটা ঘুসি শারীরিক ভাবে যতটা না আঘাত করেছে ওকে, প্রতিক্রিয়াটা হলো আরও গভীর এবং তেতে ওঠা কোণঠাসা মানুষের মত—আত্মসম্মান বোধ আর মিথ্যে অহমিকায় লেগেছে যেন ঘুসিটা!

কিন্তু হিসেবে ভুল করেছে ও, পাল্টা আঘাত করল না জেফরি, বরং পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল।

জেফরিকে সামলে নেয়ার বা চড়াও হওয়ার সুযোগ দিল না বেন। বাম হাতে ওর কব্জি চেপে ধরল, ততক্ষণে কক্ করা পিস্তল হোলস্টার থেকে বের করে ফেলেছে জেফরি। এক লহমায় ডান হাতে নিজের পিস্তল বের করে ফেলল বেন। সজোরে পিস্তলের বাঁট দিয়ে জেফরির পেটে আঘাত করল। বাতাসের অভাব অনুভব করতে টলমল পায়ে দু'পা পিছিয়ে গেল জেফরি, মুখ হাঁ হয়ে গেছে।

পুরো ব্যাপারটাই ঘটেছে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে। জেফরির পেটের সঙ্গে কোল্টের নল চেপে ধরেছে বেন। 'এবার কি করবে, জেফ?' তরুণের বিস্ফারিত চোখে চোখ রেখে শীতল স্বরে জানতে চাইল ও।

অক্ষম রাগে ঘুরে দাঁড়িয়েছে স্টিভ হারকার, চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেল বেন। দু'পা পিছিয়ে এল ও। কোল্টের নল স্থির হলো নিজেকে সামলে নিতে ব্যস্ত জেফরি আর হারকারের মাঝামাঝি। শীতল দৃষ্টিতে লেযি-এন ফোরম্যানকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিল ও। 'একটু আগেও বলেছি, হারকার, এটা ডাবল-বি, তোমার গাট-হূক র‍্যাঞ্চ হাউস নয়। এবার জলদি বিদায় হও এখান থেকে!'

নিস্পৃহ দৃষ্টিতে পিস্তলের নগ্ন নলটা দেখল গানম্যান, তারপর দৃষ্টিটা উঠে গিয়ে বেনের মুখে স্থির হলো। 'যথেষ্ট কারিশমা দেখিয়েছ তুমি, বেন স্লেজেল!' শীতল নিরুত্তাপ স্বরে বলল সে। 'ফিরে যাচ্ছি আমরা। কিন্তু শোধ-বোধটা বাকি থাকল। কি বলো?'

'ভাগো!'

র‍্যাঞ্চ হাউসের দরজা খুলে গেল এসময়। টলমল পায়ে ছুটে এল বিল ব্রেনেল। 'কোন্ শালা চায় আমাকে?' জড়ানো স্বরে জানতে চাইল সে।

'ভেতরে যাও, বিল!' কোল্ট হোলস্টারে পুরে নির্দেশ দিল বেন।

'গোল্লায় যাও তুমি! আমার বউকে নিয়ে গেছে ওরা! অ্যাগনেসকে ফিরিয়ে আনতে যাচ্ছি আমি!'

'বাড়ির ভেতরে চলে যাও!'

এতক্ষণে যেন নিজেকে সামলে নিয়েছে জেফরি। 'তোমার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলাম আমরা, বিল। বেনের সঙ্গে কোন ব্যবসা নেই আমাদের।'

'পেয়ে গেছ আমাকে! ঝামেলা খুঁজছ তুমি? দেখাচ্ছি তোমাকে ঝামেলা কাকে

বলে!' বলেই আচমকা ড্র করল সে।

লাফিয়ে পিছিয়ে গেল জেফরি, ছোবল মেরেছে হোলস্টারে। স্খলিত পায়ে তার দিকে এগোল বিল, কাঁপা হাতে নিশানা করার চেষ্টা করছে। বিলের হাতের আঙুল ট্রিগারে চেপে বসতে যাচ্ছে দেখে পিস্তলটা ছিনিয়ে নিতে হাত বাড়াল বেন।

কিন্তু দেরি হয়ে গেছে ততক্ষণে। বিল ব্রেনেলেরটা নয়, বরং অন্য একটা পিস্তল গর্জে উঠল।

অস্ফুট শব্দ করল বিল, যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে গেছে মুখ। দু'চোখে অবিশ্বাস নিয়ে পেটের দিকে তাকাল। চরকির মত আধ-পাক ঘুরল সে, তারপর ধড়াস করে সিঁড়ির ওপর পড়ে গেল।

ঝটিতি ঘুরে দাঁড়াল বেন। ত্রিশ ফুট দূরে দাঁড়িয়ে আছে স্টিভ হারকার, উদ্যত সিক্সগানের মাজল থেকে ধোঁয়া উঠছে। বরফের মত শীতল দেখাচ্ছে নীল চোখ দুটো, এবং আবারও গুলি করার জন্যে তৈরি সে।

প্রায় অসুস্থ বোধ করছে বেন। লোয়ি-এন র‍্যামরডের চোখে শীতল বিদ্বেষ দেখতে পেল—খুনের নেশায় পেয়ে বসেছে তাকে। যে কোন মুহূর্তে গুলি করবে লোকটা! অথচ কিছুই করার নেই, ওর পিস্তল হোলস্টারে আর এদিকে স্রেফ ট্রিগার টেনে দেবে হারকার। জানে জেফরি বা কিনলে কেউই গুলি করবে না, এবং ওর পায়ের কাছে পড়ে থেকে মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করছে বিল ব্রেনেল।

ভারী ক্যালিবারের গুলির গর্জনে ভেঙে গেল নীরবতা। বেন ভেবেছিল শরীরে প্রচণ্ড একটা ধাক্কা অনুভব করবে, কিন্তু কিছুই হলো না। সংবিৎ ফিরে পেয়ে দেখল স্টিভ হারকার গুলি করেনি এবার। বরং বাড়ির ভেতর থেকে গর্জে উঠেছে একটা রাইফেল।

ঘুরে দাঁড়িয়ে মিরিয়ামকে জানালায় দেখতে পেল ও। একটা উইনচেস্টার মেয়েটার হাতে।

'তোমাদের চলে যেতে বলেছে বেন,' ঠাণ্ডা নির্লিপ্ত স্বরে অতিথিদের বলল মেয়েটা।

নড়ে উঠল স্টিভ হারকার, পড়ে যাওয়া পিস্তল তুলে নেবে।

'উঁহুঁ, ওখানেই থাকুক ওটা,' চড়া স্বরে নির্দেশ দিল মিরিয়াম। 'জেফ, বাড়ির ভেতরে যাও!'

নীরবে মাথা নাড়ল তরুণ।

স্যাডলে চাপল স্টিভ হারকার।

তার দিকে তাকাল ডড কিনলে, বরাবরের মত নির্বিকার দেখাচ্ছে স্টক ডিটেকটিভকে। 'এইমাত্র একজনকে খুন করেছ তুমি, হারকার!'

'সবাই জানে কোথায় পাওয়া যাবে আমাকে,' দম্ভ ভরা কণ্ঠে বলল গানম্যান। ঘোড়া ঘুরিয়ে গেটের দিকে এগোল সে, অনুসরণ করল জেফরি।

'ওকে যেতে দাও,' তিক্ত স্বরে বলল বেন, ঝুঁকে বসে পড়ল বিলের পাশে। 'ঠিকই বলেছে ও, আমরা জানি কোথায় পাওয়া যাবে ওকে।'

সীমাহীন যন্ত্রণা ফুটে উঠেছে বিল ব্রেনেলের চোখে-মুখে, এক হাতে পেটের ক্ষতটা চেপে ধরেছে সে। 'আমার সময় শেষ, বেন!'

'কিছুই হবে না তোমার, বিল।'

'উঁহুঁ, জায়গামত লেগেছে গুলিটা। সবকিছু লেজে-গোবরে করে ফেলেছি। আমি নাক গলানো পর্যন্ত ঠিকই ওদের সামলে নিয়েছিলে। মাথার ঠিক ছিল না, বেন।'

ডড কিনলের দিকে ফিরল বেন, দেখল নীরবে মাথা নাড়ছে সে। এদিকে কাঁদতে শুরু করেছে মিরিয়াম।

আচমকা নিঃশ্বাস আটকে গেল বিলের, রক্ত উঠে এসেছে মুখে। 'দুঃখ নেই আমার, বেন, খুশি মনেই যাচ্ছি,' যন্ত্রণায় দুমড়ানো কাগজের মত কুঁকড়ে গেল মুখটা, কোত্থেকে কথা বলার শক্তি পাচ্ছে কে জানে। 'অ্যাগনেস আমাকে ছেড়ে চলে গেছে, আর জেফরি তো ঘৃণাই করে আমাকে! ডাবল-বিকেও হারিয়েছি আমি, তোমাদের জন্যে কিছুই বাকি থাকল না,' ক্ষীণ তিক্ত হাসি দেখা গেল তার ঠোঁটের কোণে। 'আমি এমনকি কয়েকটা বছর ধরে মিথ্যে বড়াই করেছি, সিরেনোর ওই গানফাইটের নায়ক দাবি করেছি নিজেকে,' ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে এল কণ্ঠ, একটা হাত নাড়ল সে। 'দুঃখ একটাই, বাবার খুনীর পরিচয় জানতে পারিনি। লোকটাকে খুঁজে বের করবে, বেন? প্রতিশ্রুতি দাও আমাকে!'

'তাই করব আমি, বিল।'

বেনের দিকে ফিরল ডড কিনলে, তারপর বিলের মুখে স্থির হলো স্টক ডিটেকটিভের কৌতূহলী দৃষ্টি।

'যেই খুনটা করেছে, বাবার অভ্যাস সম্পর্কে ধারণা ছিল লোকটার, সেজন্যেই সহজে ড্রাই গাল্‌শ করতে পেরেছে। লোকটাকে খুঁজে বের করবে, বেন?'

'নিশ্চয়ই, বিল!'

আচমকা থরথর করে কেঁপে উঠল বিল ব্রেনেলের শরীর, খিঁচুনি দিয়েই স্থির হয়ে গেল। নিষ্প্রাণ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে খোলা আকাশের দিকে, কিন্তু কিছুই দেখছে না। মারা গেছে বিল ব্রেনেল।

উঠে দাঁড়িয়ে নদীর দিকে তাকাল বেন। রিও ফ্রিয়োর ওপাড়ে উইলোর কিনারে দেখা যাচ্ছে দুটো ঘোড়া, নদী পেরিয়ে লেযি-এনের জমিতে পা রেখেছে স্টিভ হারকার আর জেফরি ব্রেনেল।

'ওদের পিছু নেবে নাকি, স্লেজেল?' জানতে চাইল ডড কিনলে।

'হ্যাঁ।'

'ওরা তোমাকে খুন করবে।'

'হয়তো।'

'তাই করবে,' মাথায় হ্যাট চাপিয়ে ঘোড়ার দিকে এগোল সে, তারপর পমেল আঁকড়ে ধরেও ঘুরে দাঁড়িয়ে ফিরল বেনের দিকে। 'এক কাজ করা যাক। কিছুটা সময় দাও আমাকে। টম নোলানের সঙ্গে কথা বলব আমি। সে হয়তো হারকারকে আইনের হাতে তুলে দেবে।'

'সন্দেহ আছে আমার।'

শ্রাগ করল ডিটেকটিভ। 'চেষ্টা করতে তো দোষ নেই।'

'তোমার ভূমিকাটা কি, কিনলে? এসবের সঙ্গে...'

'টম নোলানের হয়ে কাজ করছি আমি,' স্মিত হেসে ওকে থামিয়ে দিল সে। 'কিন্তু ওর ভাড়াটে খুনী নই। নিশ্চিত থাকতে পারো, দুই বাথানের ঝামেলার মধ্যে পাবে না আমাকে। দুটো কারণে আমাকে ভাড়া করেছে র‍্যাঞ্চার, তার একটা হচ্ছে কার্ল ব্রেনেলের খুনীর পরিচয় জানা।'

বিস্ময় নিয়ে লোকটার দিকে তাকিয়ে থাকল বেন। 'অন্য কারণ?'

'তোমাকে বলতে বাধ্য নই আমি, অন্তত এখন,' নিস্পৃহ স্বরে বলল সে, স্যাডলে চেপে আবারও ফিরল বেনের দিকে। পকেট থেকে দুমড়ানো একটা সিগার বের করে সময় নিয়ে ধরাল। 'স্বীকার করতেই হবে পরিস্থিতি ঘোলাটে হয়ে গেছে। আমার পরামর্শ শোনো, স্লেজেল, বাথান ছেড়ে যেখানেই যাও, দয়া করে লেযি-এনের ধারে-কাছেও যেয়ো না। ভাবছি টম নোলানের সঙ্গে কথা বলব, দেখি বুড়োকে রাজি করাতে পারি কিনা, দরকার হলে আমি নিজেই স্টিভ হারকারকে শেরিফের কাছে নিয়ে যাব।'

'কিন্তু সে যদি রাজি না হয়?'

গাঢ় নীল চোখে বেনকে নিরীখ করল ডড কিনলে। 'তাহলে ব্যাপারটা শেরিফের ওপর নির্ভর করবে, তাই না? হুট করে কোন কিছু করার আগে তাকেই সামলাতে দাও।'

'গাট-হুক করিডায় কোন খুনীকে গ্রেফতার করতে যাবে না এ্ডলে ভার্ন।'

'হয়তো,' স্যাডলে নড়েচড়ে বসল বিশালদেহী মানুষটা। 'এসবের জন্যে দুঃখিত আমি, স্লেজেল।'

দু'জনকে মৃত ভাইয়ের কাছে রেখে রিও ফ্রিয়োর দিকে এগোল সে।

এগারো

বাইরে হালকা ঝিরঝিরে বৃষ্টি হচ্ছে। র‍্যাঞ্চ হাউসের ছাদে ছন্দ তুলছে বৃষ্টির ফোঁটা। লিভিংরুমে বসে আছে বেন, ফায়ারপ্লেসে আগুনের শিখার নাচন দেখছে পলকহীন দৃষ্টিতে, মনের গভীরে কাঁটার মত বিঁধতে থাকা প্রশ্নগুলোর উত্তর

খোঁজার চেষ্টা করছে।

কার্ল ব্রেনেলের খুনী কে? কি উদ্দেশে তাকে খুন করা হয়েছে?

হারলো আর কারাপ্পোকে ওর পিছনে লাগিয়েছে কে? বছরকে বছর ধরে দুটো বাথানের শত্রুতা, অথচ হঠাৎ করে যেন মরিয়া হয়ে উঠেছে লেযি-এন? কি এমন ঘটল যে ডাবল-বি করায়ত্ত করার জন্যে খেপে উঠেছে টম নোলান? কার্ল ব্রেনেলকে খুন করার মাধ্যমে এর শুরু?

আর যে-ই করুক, বেন অন্তত বিশ্বাস করে না কার্ল ব্রেনেলের খুনের পেছনে কোন ভূমিকা আছে লেযি-এন মালিকের। মানুষটা নিষ্ঠুর বা চরমপন্থী হতে পারে, কিন্তু মোটেই কাপুরুষ নয়; বুক ফুলিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে শত্রুর শেষ দেখবে, এটাই মানায় টম নোলানকে। অথচ নির্মম, নীচ একজন খুনীর অসাধারণ দক্ষতায় মারা গেছে মানুষটা, যে ছিল ডাবল-বি বাথানের প্রাণ! তার মৃত্যুর পর সাজানো একটা সংসার তছনছ হয়ে গেছে, প্রতিটি মানুষের ভবিষ্যৎ হয়ে গেছে অনিশ্চিত। খোদ ডাবল-বির অস্তিত্বই এখন প্রশ্নের সম্মুখীন।

পদশব্দে মুখ তুলে দরজার দিকে তাকাল বেন। দীর্ঘদেহী ডেপুটি শেরিফ পল লিন্ডলেকে কামরায় ঢুকতে দেখে খানিকটা অবাক হলো।

দৃঢ় পায়ে ভেতরে এসে একটা চেয়ার দখল করল সে, নির্বিকার মুখে দেখল বেনকে। পকেট থেকে তামাক আর কাগজ বের করে সিগারেট রোল করল। 'আমি দুঃখিত, বেন,' আন্তরিক স্বরে বলল সে। 'বিলের জন্যে দুঃখই হচ্ছে। আর যাই হোক, এভাবে ওর মত লোকের মৃত্যু কাম্য হতে পারে না।'

নীরবে নড করল বেন। 'কার কাছ থেকে খবর পেলে?'

'শহরে গিয়েছিল ডড কিনলে।'

সিগার ধরিয়ে অপেক্ষায় থাকল ও।

'মি. কিনলের কাছ থেকে যা শুনেছি, তাতে অনায়াসে দোষী সাব্যস্ত করা যায় স্টিভ হারকারকে। খুনের অভিযোগে ওর নামে একটা ওয়ারেন্ট ইস্যু করেছি আমি।'

'ভার্ন কোথায়?'

'ডরোটিও নাভারেজের খবর পেয়ে বেরিয়ে গেছে ও। দক্ষিণে রেলরোডের কাছে নাকি দেখা গেছে নাভারেজকে। ভার্ন বেশ আত্মবিশ্বাসী যে খুনীটাকে ধরতে পারবে এবার। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে গেছে।'

'কিন্তু তার আগে নিশ্চয়ই বিলের খুন হওয়ার খবর শুনেছে?' শুকনো স্বরে জানতে চাইল বেন।

'অযথাই ওর ওপর নাখোশ হচ্ছ, বেন, ঠিক হচ্ছে সেটা?'

'কিন্তু এটাই সত্যি। এডলে ভার্নকে ভাল করে চিনি আমি, বহু বছর ধরে দেখছি। স্টিভ হারকার দূরে থাক, লেযি-এনের অন্য যে কোন ক্রুকেও পাকড়াও করতে গাট-হূক র‍্যাঞ্চে যাবে না সে।'

'একেবারে ঠাণ্ডা মাথায় খুন,' মন্তব্যের সুরে বলল পল লিন্ডলে।

ধীরে ধীরে ডেপুটির দিকে ফিরল বেন। 'তোমার কাছ থেকে রায় শুনতে চাইনি আমি। লেযি-এনে যাচ্ছ তুমি, স্টিভ হারকারকে পাকড়াও করতে?'

খানিকটা বিব্রত দেখাল ডেপুটিকে, তবে মুহূর্তের মধ্যে সামলে নিল সে। 'উঁহুঁ, তা কিন্তু বলিনি আমি। এডলে আমাকে নির্দেশ দিয়েছে সারাক্ষণ যেন সিরেনো কর্নারের ধারে-কাছে থাকি, প্রয়োজনের সময় আমাকে যাতে পায় ও। সুতরাং…বুঝতেই পারছ, স্টিভ হারকারের পিছু নেওয়ার ইচ্ছে থাকলেও আপাতত সেটা সম্ভব হচ্ছে না।' সরল ব্যাখ্যা দিলেও অজান্তে লালচে হয়ে গেল ডেপুটির মুখ। 'যাক্‌গে, এডলে কিন্তু একটা ব্যাপার পরিষ্কার বলে দিয়েছে, দরকার হলে যেন ডেপুটি হিসেবে তোমাকে শপথ করিয়ে নিই…' শ্রাগ করল সে, তারপর বেনের চোখে প্রশ্ন ফুটে উঠতে দেখে দ্রুত যোগ করল: 'যদি স্টিভ হারকারের পিছু নিতে চাও তুমি।'

মুহূর্ত খানেক ভাবল বেন, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে ডান হাত তুলল। 'মত বদলে ফেলার আগেই শপথ করাও আমাকে, পল!'

মিনিট কয়েকের মধ্যে আনুষ্ঠানিকতা সেরে ফেলল পল লিন্ডলে। বেনের জ্যাকেটে একটা টিনের তারা আটকে দিয়েছে সে, হাতে একটা ওয়ারেন্ট ধরিয়ে দিয়েছে। পকেটে সেটা রেখেছে বেন। ডেপুটির তাড়াহুড়োর কারণ স্পষ্ট বুঝতে পারছে, পালাতে পারলেই যেন বাঁচে সে। সিরেনোর চৌহদ্দিতে টম নোলানের অবস্থান এতটাই উঁচুতে যে তাকে ঘাঁটানোর সাহস করতে পারছে না এডলে ভার্ন, কিন্তু বেনকে ব্যবহার করে নিজের অক্ষমতা পুষিয়ে নিতে চাইছে।

ডেপুটি বিদায় নেওয়ার পর লিভিংরূমে একা হয়ে গেল বেন। জানালার কাছে এসে দাঁড়াল, দেখল বাইরে আন্ডারটেকার সহ বিলের মৃতদেহ ওয়্যাগনে তুলে নিল ডেপুটি, তারপর নিজের ঘোড়ায় চেপে বসল। বৃষ্টির ছাঁট উপেক্ষা করে এগোল রিও ফ্রিয়োর দিকে, নদীর মুখে বাঁক ঘুরে শহরের ট্রেইল ধরবে। সযত্নে লেযি-এনের জমি এড়িয়ে যাচ্ছে ওরা, ওয়্যাগন আর নিঃসঙ্গ রাইডারের অস্পষ্ট অবয়বের দিকে তাকিয়ে ভাবল বেন, ঘুরপথে অতিরিক্ত ছয় মাইল পাড়ি দিতেও কুণ্ঠা বোধ করছে না।

মিরিয়াম ঢুকল কামরায়। এখনও শোক সামলে উঠতে পারেনি, মুখটা থমথমে দেখাচ্ছে। বেনের শার্টে আঁটা তারাটা দেখে মুহূর্তের মধ্যে নিষ্প্রাণ দৃষ্টি বদলে গিয়ে সচকিত হয়ে উঠল। ঠোঁট কামড়ে ধরে বোধহয় ওটার গুরুত্ব আর প্রয়োজনীয়তা বিচার করল মনে মনে। তারপর ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল। 'এ তো স্রেফ পাগলামি, বেন!' শেষে অসন্তোষের সুরে মন্তব্য করল মেয়েটি। 'তোমাকে দেখেই গুলি করবে ওরা!'

'হয়তো এছাড়া আর কোন উপায়ও নেই। এডলে বা ওর ডেপুটি, কেউই লেযি-এনে গিয়ে হারকারকে গ্রেফতার করার সাহস করতে পারছে না।'

'সেই দায়িত্ব তাহলে তোমাকে দিয়েছে ওরা? এডলে ভার্ন বোধহয় সত্যিই বুড়ো হয়ে গেছে, নইলে কিভাবে নিজে সরে থেকে তোমাকে বিপদের মুখে ঠেলে দেয় কিংবা দায়িত্ব অস্বীকার করে? রিও ফ্রিয়োর লোকজনকে দেখছি এখনও চেনা বাকি রয়ে গেছে আমার, বেন!' বিতৃষ্ণা ফুটে উঠল মেয়েটির কণ্ঠে, হতাশায় কাঁধ নুয়ে পড়ল। 'কিন্তু বেন…লেযি-এন র‍্যাঞ্চ হাউসের ধারে-কাছেও যেতে পারবে না তুমি। নিজেদের জমিতে রাসলার বা ড্রিফটারদের খোঁজে পাহারা দেয় ওরা, এখন তো জানেই যে বিলের খুনের প্রতিশোধ নিতে ওখানে যাবে তুমি। পথে যদি খুন না-ও হও, নির্ঘাত র‍্যাঞ্চ হাউসে ঢোকার আগেই তোমার লাশ ফেলে দেবে ওরা।'

'স্টিভ হারকারকে চাই আমি, মিরিয়াম।'

'একটা তারা পরেছ তুমি, বেন। নিজের ইচ্ছেমত এখন আর কিছু করতে পারবে না, যেহেতু আইনের প্রতিনিধিত্ব করছ। ব্যক্তিগত বিদ্বেষ বা ক্ষোভ…আসলে আমার চেয়ে তুমিই ভাল বোঝো এসব। আমি যা বলতে চাই…স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করবে না সে। হয়তো অস্ত্র ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু তুমি খুন হয়ে গেলে? কোন কিছুরই সুরাহা হবে না, বেন!'

'ঝুঁকিটা নেওয়া ছাড়া উপায় দেখছি না।'

'হারকারকে না হয় বাদ দিলাম! অন্যরাও কি ছেড়ে দেবে তোমাকে? যেমন ফ্রেড মোরিস, কারাঞ্জো…স্বয়ং জেফরিও তোমার বিরুদ্ধে পিস্তল তুলতে পারে!'

ক্ষীণ, তিক্ত হাসি ফুটে উঠল বেনের ঠোঁটে। 'জেফরি কিন্তু আগের মত অতটা আত্মবিশ্বাসী নেই আর,' থেমে আগুনের দিকে তাকাল ও। 'তাছাড়া, অন্য একটা আইডিয়া এসেছে মাথায়, ডড কিনলের একটা কথা শোনার পর থেকে ভাবছি…'

'কি?' উদ্বেগে বড় বড় হয়ে গেছে মিরিয়ামের চোখ।

'শুনেছ তো কি বলেছে ও। কার্ল ব্রেনেলের খুনের কিনারা করার জন্যে ওকে ভাড়া করেছে টম নোলান, এটা একটা কারণ।'

'কিন্তু তাতে কি?'

'কেন করবে সে কাজটা?'

'জানি না। তুমি জানো?'

বোতল থেকে গ্লাসে ড্রিঙ্ক ঢালল বেন। টম নোলানের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর আলাপের প্রসঙ্গগুলো মনে পড়ছে। 'টম নোলান নিজেই বলেছে কার্ল ব্রেনেলকে খুন করার কোন সঙ্গত কারণ নেই ওর। সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে, চোখের দিকে তাকিয়ে বাবার শরীরে একটা বুলেট ঢুকিয়ে দেয়ার সাহস বা ইচ্ছে ছিল, কিন্তু ড্রাই-গাল্শ করার ইচ্ছে বিন্দুমাত্র ছিল না তার।'

হেসে উঠল মিরিয়াম, কিন্তু আনন্দের ছিটেফোঁটাও নেই তাতে। 'তুমি ওর কথা বিশ্বাস করেছ?'

নড করল বেন। 'টম নোলান কঠিন মানুষ, সন্দেহ নেই অন্যায় সুযোগ

নিতেও দ্বিধা করে না সে, কিন্তু খুনী নয় লোকটা। এটা সত্যি যে লেযি-এন রেঞ্জে অনেক লোক খুন হয়েছে, এর কারণ রেঞ্জটাকে নিজের সাম্রাজ্য মনে করে সে, এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রাসলিং ঠেকানোর জন্যে এ কাজ করেছে ওর ভ্যাকুয়েরোরা। এভাবে হয়তো বেসিনের কিছুটা উপকারই করেছে সে, সীমান্তের কাছাকাছি হলেও সিরেনোর আশপাশে রাসলিং কিন্তু কখনোই বড় সমস্যা হয়ে দেখা দেয়নি।'

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল মিরিয়াম, নিরীখ করছে ওকে। 'তুমি বোধহয় বদলে গেছ, বেন।'

'হয়তো।'

'স্টিভ হারকারকে তখন হাতে গুলি না করে বুকে বা মাথায় গুলি করলেই বোধহয় ভাল হত,' অনুশোচনা মিরিয়ামের কণ্ঠে। 'তখন যদি জানতাম বিল ওর গুলিতে মারা যাবে···নিশ্চয়ই বুকেই করতাম গুলিটা!'

'একজন খুনীর সঙ্গে সাধারণ মানুষের পার্থক্য এখানেই,' ক্ষীণ হেসে শ্রাগ করল বেন, ড্রিঙ্ক গলায় ঢেলে ফের গ্লাস ভরে নিল, জানে নীতি-কথা বা এমনকি হুইস্কিতেও হতাশা ঘুচবে না ওর। মিরিয়ামের ক্ষেত্রেও তাই সত্যি। 'দেরি করে লাভ কি, কাজটা যখন করতেই হবে!' বিড়বিড় করে স্বগতোক্তি করল ও।

'রিও ফ্রিয়োর ওপাশে যাবে না তুমি, বেন!' আচমকা তীক্ষ্ণ স্বরে বলল মিরিয়াম।

'কে বলল লেযি-এন র‍্যাঞ্চ হাউসে যাচ্ছি আমি, কিংবা ভদ্রলোকের মত স্টিভ হারকারকে আইনের হাতে আত্মসমর্পণ করতে বলব?'

'তাহলে কি করবে?'

দাঁত বের করে হাসল বেন, নীরব চোখের চাহনিতে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করল মেয়েটাকে। 'লেযি-এনের মেরুদণ্ড ভেঙে দিতে হবে। কাউকে না কাউকে তো কাজটা করতে হবে, তাই না? হারি বা জিতি, নিজস্ব রীতিতে কাজটা করার চেষ্টা করব আমি।'

'মাথা খারাপ হয়ে গেছে তোমার!'

'কিন্তু এছাড়া উপায় দেখছি না। তুমি কি বুঝতে পারছ না?'

পলকহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মিরিয়াম, শক্ত হয়ে চেপে বসা ঠোঁট জোড়ায় রহস্যময় কাঁপন দেখা গেল, কিন্তু দৃষ্টিতে অদম্য অভিমান নিয়ে তাকিয়ে থাকল বেনের দিকে। শঙ্কা আর আশাহতের যন্ত্রণার ঝড় বইছে ওর মনে। ক্লান্ত ভঙ্গিতে মাথা দোলাল শেষে, দুলে উঠল কাঁধ জোড়া। প্রায় অস্ফুট স্বরে বলা প্রশ্নটা কামরার নীরবতাকে ছাপিয়ে উঠল: 'কিন্তু আমার কি হবে, বেন?'

নিজের শঙ্কা বা নিরাপত্তার কথা বোঝাতে চায়নি মিরিয়াম, বরং হঠাৎ করেই মনের গভীর আবেগের কথা বলে ফেলেছে। পালক-ভাই হিসেবে একসঙ্গে বড় হয়েছে বেন স্লেজেল, কিন্তু মিরিয়ামের কাছে সে ওর মনের মানুষ, প্রিয়

মানুষ—এই মুহূর্তে একমাত্র অবলম্বন। এই লোকটিকে হারানোর ইচ্ছে নেই ওর।

'মিরিয়াম!'

'তুমি নিশ্চয়ই আমাকে করুণা করবে এখন!' মাথা নিচু হয়ে গেল মেয়েটার, তারপর আচমকা চোখ তুলে তাকাল, গভীর দৃষ্টি চোখে; বেনের চোখে চোখ রাখল মেয়েটি। 'হ্যাঁ, তুমি যাই ভাবো না কেন, আমি তোমাকে ভালবাসি। নীরবে ভালবেসেছি এতদিন, এখান থেকে চলে যাওয়ার আগে দেখেছি অ্যাগনেসকে নিয়ে ভাবতে তুমি। ছোট ছিলাম আমি, বুঝিনি কতটা তোমাকে চাই, কিন্তু তুমি চলে যাওয়ার পর বুঝেছি...'

এগিয়ে গেল বেন। লজ্জায় নিচু হয়ে গেছে মিরিয়ামের মুখ, বেন ওর কাঁধে হাত রাখতে কেঁপে উঠল মেয়েটা। মিরিয়ামের চিবুক তুলে চোখে দৃষ্টি রাখল বেন। 'এটাই কি সকালের প্রশ্নের সরাসরি উত্তর?' স্মিত হেসে জানতে চাইল ও।

আরক্ত হয়ে গেল মিরিয়ামের মুখ, আয়ত চোখ জোড়ায় খুশির ঝিলিক; জানে ওর প্রতীক্ষার প্রহর শেষ হয়েছে। দাবি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এবং সানন্দে, কৃতজ্ঞ চিত্তে সেটা মেনে নিয়েছে পুরুষটি।

কোমর চেপে ধরে মেয়েটিকে কাছে টানল বেন। ওর বুকের সঙ্গে সেঁটে এল মিরিয়াম—আশ্রয় আর ভরসা চাইছে যেন।

পাইনের সুবাস মাখা মৃদু হাওয়া ভেসে আসছে পাহাড়শ্রেণী থেকে, সঙ্গে বৃষ্টির সোঁদা গন্ধ। পোর্চে দাঁড়িয়ে বিস্তীর্ণ জমিতে বিছিয়ে থাকা গোধূলির আবছা অন্ধকারের দিকে তাকাল বেন স্লেজেল। বাইরে ব্র্যান্ডিং পেনে ডাকছে একটা বাছুর। ফেন্স করালের ওপাশে বিরাট পন্ডেরেসোর গায়ে ঠোকর মারছে একটা কাঠঠোকরা।

দু'হাত পকেটে ঢুকিয়ে আকাশের ঘনায়মান অন্ধকারের দিকে তাকাল ও। রিও ফ্রিয়োর উচ্ছল প্রবাহকে ঘোলাটে একটা ক্রীকের মত দেখাচ্ছে এখান থেকে, উইলো আর কটনউডের সারিতে শীতল বাতাস বইছে, পাহাড়ের আনাচে-কানাচে ঘাপটি মেরে আছে রহস্যময় অন্ধকার।

জায়গাটা সত্যি সুন্দর, বিষণ্ণ মনে ভাবল ও। ডাবল-বির অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ রীতিমত পীড়া দিচ্ছে ওকে। বেপরোয়া হয়ে উঠতে চাইছে মন, কিন্তু একইসঙ্গে অনিবার্য এক পিছুটানও অনুভব করছে—মিরিয়াম ব্রেনেল। স্বল্পভাষী মেয়েটি হঠাৎ করে নিজের ভাগ্যের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়েছে ওকে। বেনকে মনে করিয়ে দিয়েছে হৃদয়ের গভীরে কোথাও স্থায়ী একটা অংশ জুড়ে ছিল মেয়েটি, কিন্তু জানা হয়নি এতদিন।

ভাবনা বাদ দিয়ে স্টেবলের দিকে এগোল বেন। ধীরে সুস্থে একটা সোরেলের পিঠে স্যাডল চাপাল, আচমকা বাইরে মৃদু পদশব্দ শুনতে পেল। পিছিয়ে এসে একটা স্টলে ঢুকে পড়ল ও, হাতে কোল্ট চলে এসেছে।

দরজায় গাঢ় একটা ছায়া দেখা গেল। 'স্লেজেল?'

কণ্ঠটা চেনা মনে হলেও উত্তর দিল না বেন। অতিমাত্রায় সতর্ক ও, বহুবার দেখেছে সামান্য শব্দ শুনেই নিখুঁত নিশানায় গুলি করতে সক্ষম কিছু মানুষ। পশ্চিমে টিকে থাকতে হলে এই যোগ্যতা অর্জন করতেই হয়।

কাঁধের ওপর হাত তুলল ডড কিনলে, বোঝাতে চাইছে হাতে অস্ত্র নেই। 'স্লেজেল?' ফের ডাকল সে।

'ভেতরে এসো।'

ধীর পায়ে ভেতরে ঢুকল ডিটেকটিভ। 'তুমি দেখছি দারুণ সতর্ক, আমাকেও বিশ্বাস করছ না!' খানিকটা বিস্ময়ের সুরে বলল সে।

'ওই জিনিসটার কারণেই এখনও বেঁচে আছি।'

সমঝদারের ভঙ্গিতে নড করল সে। 'সিগার চলবে?' উত্তরের অপেক্ষায় থাকল না কিনলে, একটা কেস এগিয়ে ধরল বেনের দিকে। ম্লান আলোয় বেনের বুকের তারাটা চোখে পড়ল তার, খানিকটা উজ্জ্বল হলো চোখের চাহনি। 'তাহলে ঠিকই শুনেছি?'

নীরবে মাথা ঝাঁকাল বেন।

'খবরটা কিন্তু লেযি-এন পর্যন্ত পৌঁছে গেছে, ওখান থেকেই জেনেছি আমি।'

'জানতাম এমন কিছুই হবে।'

সিগারের প্রান্তে লেপ্টে আছে ডড কিনলের দৃষ্টি, আসলে কি যেন ভাবছে সে। 'লোকটা তুমি যথেষ্ট বুদ্ধিমান, এবং মাথা গুলিয়ে যায়নি বলেই আমার বিশ্বাস। নিশ্চয়ই মাথা গরম করে লেযি-এনে হানা দিতে যাচ্ছ না? দারুণ বোকামি হবে সেটা। তবে হারকারকে ধরার অন্য কোন উপায়ও বোধহয় নেই,' একটা পোস্টের সঙ্গে হেলান দিয়ে এবার বেনের দিকে ফিরল সে। 'কিন্তু তোমার প্রতিপক্ষ শক্তপাল্লা, স্লেজেল। হারকার একাই একশো, তাছাড়া কারাঞ্জো, ফ্রেড মোরিস, স্লিম, কার্লি তো আছেই। এমনকি তোমার ভাইও তোমার বিপক্ষে অস্ত্র ধরবে।'

'রক্তের সম্পর্কের ভাই নয়,' শুধরে দিল বেন।

'কিছু যায়-আসে না তাতে। ছেলেটাকে পছন্দ করো তুমি। ওকে হয়তো হারিয়ে দিতে পারবে। কিন্তু অন্যদের···একটা কথা না বলে পারছি না, এত নিঃশব্দে চলাফেরা করো কিভাবে? কাউকে এত ক্ষিপ্র হতে দেখিনি আমি!'

'হয়তো সেজন্যেই বেঁচে আছি।'

'হ্যাঁ, লিয়ন সিটিতে অন্তত সেটা প্রমাণ করেছ তুমি,' চিন্তিত স্বরে বলল ডিটেকটিভ। 'হর্সহেড ক্রসিঙের ঘটনায় প্রমাণ হয়েছে কতটা ক্ষিপ্র তুমি।'

আবছা অন্ধকারে লোকটিকে নিরীখ করছে বেন, কিন্তু ভাবলেশহীন দেখাচ্ছে ডড কিনলের মুখ। হর্সহেড ক্রসিঙে এ লোক উপস্থিত ছিল না, নিশ্চিত জানে ও, হয়তো কারও কাছে ওখানকার ঘটনা শুনেছে।

'টাসকোসার বাররুমের ঘটনাটাকে কি বলবে? সে-রাতে ক'জন লোক মারা গেছে, স্লেজেল?'

'মনে হচ্ছে সংখ্যাটা তুমিও জানো, কিনলে।'

'পাঁচজন, আমার ধারণা। এদের দু'জন তোমার গুলিতে মারা গিয়েছিল।'

'এ নিয়ে দুঃখ বা অনুশোচনা নেই আমার।'

'থাকাও উচিত নয়। কিন্তু তোমার সম্পর্কে আরও কিছু খবর জানি আমি।'

'কে তোমাকে এসবে জড়িয়েছে, কিনলে? টম নোলান?'

'এক হিসেবে তাই বলা যায়। যদিও এ ব্যাপারে তেমন কিছু জানে না সে।'

'তাহলে আমার ওপর নজর রাখতে চাইছে সে, তাই না?'

'অযথা নিজেকে প্রলুব্ধ কোরো না! এতদিন তোমাকে মনে রাখার কোন কারণ ছিল না ওর, কিন্তু ফিরে এসে লেযি-এন রেঞ্জে যখন পা রেখেছ, সঙ্গে সঙ্গেই তোমার ব্যাপারে সচেতন হয়েছে সে, কারণ বেন স্লেজেলের মত লোককে কখনোই উপেক্ষা করা যায় না। বাধ্য হয়েই তোমার ওপর নজর রাখছে টম নোলান।'

'জানি।'

সিগারে পাফ করল কিনলে, ফুঁ দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে একটা চাকতি তৈরি করল বাতাসে। 'বুড়ো ভাল মজুরি দেয়, স্লেজেল,' দার্শনিক সুরে খেই ধরল সে। 'আমাকে ভাড়া করার একটা কারণ বলেছি তোমাকে, আরেকটা কারণ কিন্তু বলিনি। অন্যদের সামনে বলার ইচ্ছে ছিল না, এবার বোধহয় বলা যেতে পারে।'

'আমাকে বলতে চাইছ কেন?'

'খুব একটা নিশ্চিত নই আমি। তুমি কি জানতে চাও না?'

'কিন্তু বলার জন্যে তোমাকেই বেশি আগ্রহী মনে হচ্ছে।'

নড করল ডিটেকটিভ। 'মিসেস নোলান সম্পর্কে কতটা জানো?'

'ক্যাস্টানেডা পরিবারের বড় মেয়ে ছিল মহিলা, লূয, ডলোরেস ক্যাস্টানেডার বড় বোন। কখনও মহিলার সঙ্গে পরিচয় হয়নি আমার। মহিলা যখন এখান থেকে চলে যায় একেবারে বাচ্চা ছিলাম আমি। সত্যি কথা বলতে কি, মিসেস ব্রেনেলকেও ঠিকমত মনে নেই। জেফরিকে জন্ম দেয়ার সময় মারা যায় ডলোরেস ব্রেনেল। সবাই তো বলে দারুণ সুন্দরী ছিল মহিলা, কার্ল ব্রেনেল ওর কথা কখনোই ভুলতে পারেনি।'

নিভে যাওয়া সিগার আবার ধরাল কিনলে, আগুনের শিখার ওপর দিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জরিপ করছে বেনকে। 'লূয নোলান কখনও ফিরে আসেনি বেসিনে, তাই না?'

'হ্যাঁ। লোকজনের কাছে শুনেছি দক্ষিণের কোন এক শহরে মদাসক্ত হয়ে শেষে মারা গেছে মহিলা। তুমি কি মনে করো, কিনলে, টম নোলানের সঙ্গে বাস করা কি খুব স্বাস্থ্যকর ব্যাপার?' ক্ষীণ হাসল বেন। 'আমার তো মনে হয় গাট-হূক

বুড়োর সঙ্গে থাকতে গেলে মদ বা কোন একটা অবলম্বন আঁকড়ে ধরা ছাড়া উপায় নেই।'

বেনের সূক্ষ্ম বিদ্রূপ গ্রাহ্য করল না ডিটেকটিভ। 'মজার ব্যাপার কি জানো, একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত টম নোলান আর কার্ল ব্রেনেলের মধ্যে সদ্ভাব ছিল। দুটো র‍্যাঞ্চের শত্রুতার শুরু কিন্তু ডলোরেসের বিয়েতে যৌতুক হিসেবে দেওয়া জমি নিয়ে।'

নড করল বেন। 'শোনা কথা সব। টেরিটরি সরকারের অনুমোদিত হলেও ক্যাস্টানেডাদের দলিল কিন্তু পুরোপুরি নির্ভেজাল নয়, অন্তত আইনের দিক থেকে। দুই বোনই একমত ছিল এ ব্যাপারে। বড় বোন হিসেবে রিও ফ্রিয়োর পুব অংশটা দাবি করে লুয ক্যাস্টানেডা, আর ডলোরেস পায় পশ্চিম অংশ। লুয সেরা জমি পেলেও পাহাড়ী এলাকাটা জোটে ডলোরেসের ভাগ্যে। টম নোলানের তাতেই সন্তুষ্ট হওয়া উচিত ছিল।'

মাথা নাড়ল ডড কিনলে। 'কিন্তু কখনোই সন্তুষ্ট ছিল না সে, কিংবা দুই বোনও ছিল না। ব্যাপারটা সত্যিই বিস্ময়কর, ব্যক্তিগত অসন্তোষ আর ঈর্ষা রোগের মত সংক্রমিত হচ্ছিল ওদের মধ্যে—অন্তত টম নোলানের ক্ষেত্রে এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। অথচ সেরা জমিটা পেয়েছে সে, সমৃদ্ধিও জীবনে কম আসেনি তার। তারপরও কি এক অতৃপ্তিতে যেন পেয়ে বসেছে মানুষটাকে। এখনও প্রায় সাধারণ জীবন যাপন করে সে, প্রায়ই জাঁকাল র‍্যাঞ্চ হাউস ছেড়ে খোলা প্রান্তরে গিয়ে ঘুমায়। সাধারণ মাংস আর বীনই পছন্দ করে।'

'আসলে কি চায় সে, এতদিন পর হিসেব মেলানোর দরকার পড়ল কেন?'

চোখ তুলে তাকাল ডিটেকটিভ। 'স্ত্রীর সঙ্গে কখনোই সদাচারণ করেনি নোলান, নিজেই স্বীকার করেছে। অপরাধবোধ তাড়া করছে ওকে। মিসেস নোলানের শেষ জীবনের দিনগুলি কেমন কেটেছে, কোথায় কেটেছে জানতে চাইছে লেযি-এন কস্। আমাকে সেই দায়িত্ব দিয়েছে। ঠিকই বলেছ তুমি। অ্যালকোহলে আসক্ত হয়ে পড়ে মিসেস নোলান, এখান থেকে এল পাসোতে চলে যায় মহিলা।'

'শুনে সত্যিই খারাপ লাগছে।'

'মৃত্যুর আগে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল লুয নোলান। যে নার্স ওর সেবা করেছিল, মেয়েটার সঙ্গে কথা বলেছি আমি। মরার আগে অদ্ভুত এক গল্প বলেছে ওকে মিসেস নোলান, শেষ মুহূর্তের স্বীকারোক্তি বলতে পারো। মেয়ে নয়, সন্তান হিসেবে একটা ছেলে প্রত্যাশা করেছিল টম নোলান, যাতে ওর সাম্রাজ্যের হাল ধরে রাখতে পারে সে—আরেকজন নোলান হতে পারে!'

'টম নোলানের পক্ষে এটাই স্বাভাবিক।'

'কিন্তু সন্তান জন্ম নেয়ার সময় র‍্যাঞ্চের কাজে বাইরে ছিল সে। ওখানেই খবরটা পায়—একটা মেয়ের জন্ম হয়েছে।'

শ্রাগ করল বেন। 'ওর প্রত্যাশা অ্যাগনেস যে একেবারে পূরণ করেনি তা বলা যাবে না।'

'টম নোলান কিন্তু মোটেই খুশি হয়নি তখন। সন্তানকে মেনে নিয়েছিল সে, কিন্তু লূয নোলানকে মেনে নেয়নি। বছর ঘোরার আগেই তাকে ছেড়ে চলে যায় মহিলা, অ্যালকোহলে আসক্ত হয়ে আত্মাহুতি দিয়েছে।

'একটু আগে বলেছি, মহিলার নার্সটির সঙ্গে কথা হয়েছে আমার। শেষ দিকে বিকারগ্রস্ত ছিল মিসেস নোলান, পাগলের মত হাসত। বলত উচিত শিক্ষা দিয়েছে টম নোলানকে, প্রতিশোধ নিয়েছে। মহিলা দাবি করত একটা অভিশাপ রেখে গেছে টম নোলানের জন্যে। সব শুনে সত্যিই আগ্রহী হয়ে উঠি আমি, ভুলেই গিয়েছিলাম টম নোলানের হয়ে কাজ করছি।

'কয়েকটা সূত্র বাকি রয়ে গেছে এখনও। কিছু রেকর্ড যাচাই করার জন্যে কাউন্টি অফিসে যাচ্ছি আমি। কিন্তু তোমাকে একটা কাজ দিয়ে যাব, দয়া করে কাজটা করে দেবে?'

'বলো।'

'আমার ফিরে আসা পর্যন্ত লেযি-এন থেকে দূরে থেকো।'

তৎক্ষণাৎ মাথা নাড়ল বেন।

'কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর জেনেই ফিরে আসব আমি।'

'ঠাণ্ডা মাথায় আমার ভাইকে খুন করেছে হারকার। ওকে চাই আমার, এবং অন্য ভাইটাকেও নিয়ে আসতে চাই, কারণ এখানেই থাকার কথা ওর।'

'যৌক্তিক দাবি, কিন্তু দুটো দিন দেরি করলে এমন কিছু যাবে-আসবে না।'

'দেখো, কিনলে, তুমি নিজেই বলেছ দুটো উদ্দেশ্য নিয়ে টম নোলানের হয়ে কাজ করছ। একটা হচ্ছে কার্ল ব্রেনেলের খুনীর পরিচয় জানা, আরেকটা কাজ মিসেস নোলানকে ট্রেস করা। দ্বিতীয় কাজটা সাফল্যের সঙ্গে করেছ, কিন্তু প্রথমটার ব্যাপারে, সত্যি কথা বলতে কি, তোমাকে খুব একটা আগ্রহী মনে হচ্ছে না। সুতরাং দায়িত্বটা আমাকেই নিতে হচ্ছে, কারণ মাথা যার, ব্যথাও তার!'

'হয়তো দুটো কারণই পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত, কখনও কি ভেবেছ তুমি?'

'না।'

'আমার ধারণা কিন্তু সেরকমই,' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বেনকে দেখছে কিনলে, নীল চোখে প্রত্যাশা ফুটে উঠল। 'এবার দয়া করে আমি ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো। করবে?'

'না।'

শ্রাগ করল ডিটেকটিভ। 'যত দ্রুত সম্ভব কাউন্টিতে পৌঁছার চেষ্টা করব, খোদার কাছে প্রার্থনা করছি আমার সন্দেহই যেন সত্যি হয়। আশা করছি রক্তপাত শুরু হওয়ার আগেই ফিরে আসতে পারব।'

'তাতে কি হবে?' তাচ্ছিল্যের হাসি বেনের ঠোঁটে। 'টম নোলান ভাল মানুষ

হয়ে যাবে? আজীবন ডাবল-বি কিংবা অন্যান্য বাথানের ওপর যেসব অন্যায় করেছে, সেজন্যে হাতজোড় করে ক্ষমা চাইবে?'

গম্ভীর হয়ে গেল ডড কিনলে, সরু চোখে দেখল বেনকে। 'অতীতের কথা জানি না, কিন্তু টম নোলান এখন ভিন্ন একজন মানুষ। কে জানে, কার্ল ব্রেনেলের মৃত্যুও একটা কারণ হতে পারে। এটা তো ঠিক, একসময় ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল দু'জন। নিজের হাত পরিষ্কার রাখতে চাইছে নোলান, ওর ধারণা ব্রেনেলের মৃত্যু রহস্যের কিনারা না হওয়া পর্যন্ত বেসিনের পরিস্থিতি আরও খারাপ হবে, রক্তারক্তি বেধে যেতে পারে। সেটাই এড়াতে চাইছে কেউ।'

'মা-র চেয়ে মাসীর দরদ বেশি দেখছি!'

'কারণও আছে। টম নোলানের ধারণা তৃতীয় একটা পক্ষ আছে এসবে—দুই বাথানের শত্রুতার ফায়দা লুটতে চাইছে সে।'

আনমনে মাথা নাড়ল বেন, নিজের মনে উল্টে-পাল্টে দেখল ধারণাটা, তারপর বাতিল করে দিল। 'হতে পারে, এ নিয়ে ভাবার বিলাসিতা নেই আমার। সারা জীবন যা দেখেছি, সেটাই বিশ্বাস করব আমি। অন্যরাও তাই করবে।'

'তুমি কি বিশ্বাস করো কার্ল ব্রেনেলকে খুন করিয়েছে নোলান?'

এবার ভাবতে হলো বেনকে। 'নিজে সে করেনি কাজটা, কে জানে হয়তো ওর কোন ক্রু করেছে—ভাড়াটে লোকের অভাব নেই এ দেশে।'

'উঁহুঁ, টম নোলান এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র জানে না। ক্রুদের কাউকে নির্দেশ দেয়নি সে, এবং কার্ল ব্রেনেলের মৃত্যুর পর সব ক্রুকে ডেকে জিজ্ঞেস করেছিল—কেউ স্বীকার করেনি। প্রত্যেকের অ্যালিবাই যাচাই করেছি আমি। সেদিন রিও ফ্রিয়োর ধারে-কাছেও ছিল না এদের কেউ।'

'তাতে কি প্রমাণ হলো?'

'আরও একটা পক্ষ আছে বেসিনে, খুবই ধুরন্ধর কোন লোক আছে এসবের পেছনে। কার্ল ব্রেনেলের মৃত্যুর কারণে অশান্ত হয়ে ওঠা পরিস্থিতিকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করতে চাইছে সে। বিল ব্রেনেলের মৃত্যু স্রেফ এর জের মাত্র।'

'একটু পর হয়তো বলবে স্টিভ হারকারও নির্দোষ!' বিদ্রূপের সুরে অসন্তোষ প্রকাশ করল বেন।

'ডাবল-বি বা লেযি-এন স্রেফ দাবার ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। গত কয়েক বছরে দুই আউটফিটের মধ্যে তেমন কোন রক্তপাতের ঘটনা ঘটেনি; পরিস্থিতি মোটামুটি শান্তই ছিল। কার্ল ব্রেনেলের মৃত্যু দিয়ে শুরু, প্রায় নখ-দন্তহীন হয়ে পড়ল ডাবল-বি। তুমি আসায় আবারও শুরু হলো সংঘর্ষ...'

'সেজন্যে শুধু লেযি-এনকেই দায়ী করা যায়,' ডিটেকটিভের মুখের কথা কেড়ে নিল বেন।

'হয়তো, কিন্তু এসবের পেছনে টম নোলানের কোন মদদ নেই। নিজের মুখে স্বীকার করেছে সে, কিছু কিছু ঘটনা ওর নির্দেশ ছাড়াই ঘটছে।'

'তার মানে ঘরেও শত্রু আছে তার, তাই তো বলতে চাইছ?'

'ব্যাপারটা ওরকমই দাঁড়াচ্ছে।'

নীরব হয়ে গেল দু'জনেই। আনমনে সম্ভাবনাটা বিচার করছে বেন, প্রায় অসম্ভব হলেও ধারণাটা একেবারে উপেক্ষা করা যাচ্ছে না। জ্যাক হারলোর কথায়ও এরকম একটা ইঙ্গিত ছিল। তাহলে লেযি-এন বস্ এখন আর ক্রুদের সামলে রাখতে পারছে না? কে এদের নিয়ন্ত্রণ করছে, স্টিভ হারকার?

সম্ভব। কিন্তু নিশ্চিত বলা যাবে না। টম নোলান চরমপন্থী ও নিষ্ঠুর বটে, কিন্তু চাতুরি বা হীন কৌশল প্রয়োগ করা ধাতে নেই তার, আজীবন তাই দেখে এসেছে বেন। বুড়ো বয়সে এসে মানুষটার অধঃপতন হয়েছে, ভাবতে বাধছে ওর। কিন্তু ডাবল-বি বন্ধকী রাখল কেন? এ ব্যাপারটাই খটকা জাগায়।

'রাজি আছ আমার প্রস্তাবে?' উদ্বিগ্ন স্বরে জানতে চাইল কিনলে।

মাথা নাড়ল বেন। 'স্টিভ হারকারকে ধরে আনব আমি, কিনলে, এটাই হচ্ছে আসল কথা। তবে আরও একটা কাজ করব, সরাসরি কথা বলব টম নোলানের সঙ্গে। হারকারকে যদি বিনা শর্তে আইনের কাছে সোপর্দ করে, তাহলে বুঝব সত্যিই আন্তরিক সে—বেসিনে অশান্তি চায় না, কিংবা কার্ল ব্রেনেলের খুনের কিনারা হোক দেখতে চায়। যাই ঘটুক, শিগ্‌গিরই লেযি-এনে বাথানে যাচ্ছি আমি!'

শ্রাগ করল ডড কিনলে, কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেছিল, কিন্তু শেষ মুহূর্তে নিবৃত্ত করে নিল নিজেকে। বেন স্লেজেলের মুখের দৃঢ় পেশী আর চোয়াল দেখেই বোঝা যাচ্ছে নিজের সিদ্ধান্ত থেকে টলানো যাবে না জেদী, একগুঁয়ে লোকটিকে।

একটা হাত বাড়িয়ে দিল বেন। 'এখানে আসার জন্যে ধন্যবাদ।'

'ভুলে যাও। আশা করছি তোমাকে সাহায্য করতে পারব। হয়তো ফিরে এসে দেখব দেরি হয়ে যায়নি তখনও।'

'হতে পারে, *অ্যামিগো।*'

'*ভ্যায়া কন ডিওস* (ঈশ্বর তোমার সহায় হোন), স্লেজেল।'

'*ভ্যায়া কন ডিওস।*'

ঘোড়া হাঁটিয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল বেন, একটু পর দক্ষিণের প্রেয়ারিতে হারিয়ে গেল ওর ঘোড়া।

নতুন একটা সিগার ধরাল ডড কিনলে। কুঁচকে উঠেছে জোড়া ভুরু। চিন্তিত মনে স্টেবল থেকে বেরিয়ে এসে ঘোড়ায় চড়ল। স্পার দাবাল সে, তারপর উত্তরের পাহাড়সারির দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। জানে ঘোড়াটার ওপর দিয়ে ধকল যাবে, কিন্তু উপায় নেই। বেসিনের অশান্তি চিরতরে মিটিয়ে দেয়ার জন্যে কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর জানা জরুরী হয়ে পড়েছে, এবং ষাট মাইল দূরের কাউন্টি অফিসের রেকর্ড ঘেঁটে গোপন তথ্য জানতে হবে ওকে। যত দ্রুত সম্ভব ফিরে আসতে হবে, বেন স্লেজেল বেপরোয়া হয়ে লেযি-এনের ওপর চড়াও হওয়ার আগেই।

টম নোলানের মুখোমুখি দাঁড়ানোর সুযোগ কি পাবে বেন স্লেজেল? আনমনে ভাবল কিনলে, মনে হয় না। সম্ভবত তার আগেই খুন হয়ে যাবে স্টিভ হারকারের হাতে, কিংবা কারাঞ্চো বা মোরিসের হাতে।

প্রথমে দক্ষিণে এগোলেও মাঝরাতের পর দিক বদলে ঠিক উল্টোদিকে এগোল বেন স্লেজেল, পাহাড়সারির সমান্তরালে এগিয়ে ব্রাভো ক্রীকের ফোর্ড পেরিয়ে লেযি-এন জমিতে পা রাখল। ক্রীকের বাঁকের মুখে একটা লাইন ক্যাম্প এড়িয়ে গেল ও, তারপর নিচু পাহাড়ী এলাকা ধরে দক্ষিণ-পুবে এগোল। পাহাড় বা ট্রেইলে আড়াল পাওয়ার মত পরিবেশ নেই, খানিকটা হলেও উদ্বিগ্ন মনে এগোতে হচ্ছে ওকে। অনায়াসে যে কারও চোখে পড়ে যেতে পারে, কারণ নিজের সীমানায় কয়েকটা লাইন ক্যাম্পে পাহারা বসিয়েছে টম নোলান। এভাবেই রাসলার আর অনাকাঙ্ক্ষিত রাইডারদের অনুপ্রবেশ ঠেকিয়েছে সে।

ঘণ্টা দুই টানা চলার পর নিরাপদে ম্যালপেই ভ্যালিতে পৌঁছল ও। সবে ভোর হচ্ছে তখন, পুব আকাশের কোলে গোলাপী বিছানায় আড়মোড়া ভাঙছে সূর্য। পর্যাপ্ত পানি আর ঘাস আছে এমন একটা অগভীর ড্র-তে ঘোড়া রেখে রীমের ওপর উঠে এল বেন। কিনারে এসে মাটির ওপর শুয়ে পড়ল, হাতে কার্ল ব্রেনেলের জার্মান ফিল্ড গ্লাস। লেযি-এন হেডকোয়ার্টারের ওপর নজর রাখছে।

জায়গাটাকে ক্যাটক্লু, অ্যাকাসিয়া আর বুনো ঝোপের নরক বলা চলে। তীক্ষ্ণ সুচাল শরীরের পাথর, বোল্ডার আর বুনো কাঁটা ঝোপ জাতীয় গাছ তো রয়েছেই; বেশিরভাগ গাছ শুকিয়ে মরে গেছে, কিন্তু খোঁচা খোঁচা দাড়ির মত মাটির ওপর বেরিয়ে আছে ওগুলোর মূল। অবস্থা এমন যে জায়গাটা পার হওয়া প্রায় অসম্ভব, নেহাত প্রয়োজন ছাড়া এখানে আসে না কেউ। কিন্তু এত অসুবিধের পাশাপাশি বিরাট একটা সুবিধাও আছে। ম্যালপেই ভ্যালির কিনারা থেকে দুই মাইল দূরে অবস্থিত লেযি-এন হেডকোয়ার্টারের পুরোটাই স্পষ্ট চোখে পড়ে।

কাজটা সত্যিই কঠিন হবে। ঝুঁকি নিতে হবে। হারকার, মোরিস, স্লিম, কার্লি, কারাঞ্চো, এবং সম্ভবত জেফরির মুখোমুখি হতে হবে। চোখ বন্ধ করে ঠাণ্ডা মাথায় ভাবার চেষ্টা করল বেন, শীতল অনুভূতি হচ্ছে, অস্বীকার করার উপায় নেই এতগুলো বিপজ্জনক লোকের মুখোমুখি হওয়ার চিন্তাটাই অস্বস্তিকর।

ক্ষৌরিহীন চিবুকে হাত ঘষল বেন। ধারণাটা মন্দ নয়, কিন্তু স্থান-কাল-পাত্র ভেদে পরিস্থিতি বদলে যেতে পারে, সমস্যাটা এখানেই। হয়তো দেখা যাবে কাজের কাজ কিছু হবে না, স্রেফ ধরা পড়ে যাবে ও। নিজের সাম্রাজ্যে টম নোলান সত্যিই বেপরোয়া, হিংসুটে ইন্ডিয়ানদের মত সবকিছু আগলে রাখে সে। যে কোন কিছু। গাট-হুক রেঞ্জ থেকে এ পর্যন্ত কেউ কিছু ছিনিয়ে আনতে পারেনি, যদি না নোলান নিজে সুযোগ দিয়ে থাকে। একাধিক লোক সেই চেষ্টা করেছিল, কিন্তু মাথা হারিয়ে সেই ভুলের মাশুল দিয়েছে। চড়া বেতনের বিনিময়ে ক্রুদের কাছ

থেকে দুটো জিনিস আদায় করেছে টম নোলান: মারকুটে স্বভাব আর বিশ্বস্ততা।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা পেরিয়ে গেল। সূর্য একসময় মাথার ওপর উঠে এল, পিঠ তাতাচ্ছে এখন। কিন্তু অনড় পড়ে আছে বেন, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছে লেযি-এন হেডকোয়ার্টার।

দিনের বেলায় কিছু করতে যাওয়া বোকামি হবে, সামান্য সম্ভাবনাও নেই ওর। রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বেন, তারপর নিজের খেলা খেলবে। গাট-হূক ক্রুরা জানে বুকে একটা টিনের তারা ঝুলিয়েছে ও, এবং ওকে আশা করছে লোকগুলো। কি ধরনের অভ্যর্থনার আয়োজন করেছে কে জানে, কিন্তু সেটা যে ওর জন্যে সুখকর কিছু হবে না সেটা নিশ্চিত।

পরিণতিতে হারুক বা জিতুক, খেলাটা খেলতেই হবে ওকে।

বারো

ধীরে ধীরে অন্ধকার নামল প্রেয়ারিতে। ম্যালপেই রীজের ঢাল বেয়ে নেমে এল গাঢ় একটা ছায়া। দীর্ঘ আঁচড়ের মত আড়াআড়ি চলে যাওয়া অগভীর অ্যারোয়ো ধরে এগোল, নরম মাটিতে স্বতঃস্ফূর্ত পা ফেলছে। ব্রাভো ক্রীকের দক্ষিণ শাখার কাছে শেষ হয়েছে অ্যারোয়োটা, আর ব্রাভো ক্রীকের মূল শাখা ঘুরপথে লেযি-এন র‍্যাঞ্চ হাউসের পেছন দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

টম নোলানের পরিকল্পনায় কোন খুঁত নেই। আশপাশের জমি থেকে বেশ উঁচুতে হেডকোয়ার্টার তৈরি করেছে। বেন প্রায়ই ভাবত বাড়িটা তৈরি করার সময় বুড়োর মনে কি ছিল, কারণ বাড়িটার অবস্থান এমন যে ইচ্ছে করলে যে কেউ হামলা করতে পারবে; এবং এও সত্যি সেই হামলা ঠেকানোর উপযুক্ত ব্যবস্থাও রেখেছে লেযি-এন বস্। প্রচুর খাবার-পানি, লোকবল, পর্যাপ্ত অ্যামুনিশন···কিসের অভাব আছে এখানে? বিশাল অ্যাডোবি দালানে হানা দিয়ে সফল হতে বোধহয় দানবীয় শক্তি দরকার, একমাত্র কোন আর্টিলারির পক্ষেই সম্ভব। কিন্তু এখন মাত্র একজন লোক সেই কাজটা করতে যাচ্ছে।

ব্রাভো ক্রীকের কাছে এসে অ্যারোয়ো ছেড়ে উঠে এল ও, পশ্চিম পাড় ধরে এগোল এবার। কিছুক্ষণের মধ্যে বাঙ্ক হাউসের কাছাকাছি পৌঁছে গেল, সেটাকে পাশ কাটিয়ে মূল দালানের দিকে এগোল। জানালায় হলুদ আলো চোখে পড়ছে। কাছে গিয়ে দেয়ালের সঙ্গে মিশে গেল, তারপর সন্তর্পণে সরে এল একটা জানালার কাছে, উঁকি দিল ভেতরে।

স্টোভের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে তিনজন লোক। স্লিম, কার্লি আর অপরিচিত এক লোক। পোশাক আর ভাবভঙ্গি দেখে অনায়াসে পরিচয় বোঝা যাচ্ছে: লেযি-এন ভ্যাকুয়েরো।

জানালাটা আধ-খোলা। তিনজনের কথাবার্তা শোনার জন্যে কিছুটা ঝুঁকতে হলো ওকে।

'চাঁদ ওঠার পর কারাঞ্চোকে সঙ্গে নিয়ে ম্যালপেই ভ্যালিতে চক্কর দিতে বলেছে স্টিভ,' বলছে অপরিচিত লোকটা। 'ওর সন্দেহ...'

সশব্দে স্টোভে থুথু ফেলল কার্লি। 'ও ভাবছে ওখানেই আছে স্লেজেল, তাই না, রেড?'

শ্রাগ করল লোকটা। 'তাই তো মনে হচ্ছে। বোঝো অবস্থা, এমনিতে দিনের বেলায় জায়গাটা পছন্দ হয় না আমার, তারওপর সঙ্গে একটা র‍্যাটলকে নিয়ে যেতে হবে! ওর সঙ্গে চলতে গেলে যে কারও পেটে শিরশিরে অনুভূতি হবে।'

সমঝদারের ভঙ্গিতে নড করল স্লিম। 'স্লেজেলের জন্যে করুণাই হচ্ছে আমার। কঠিন এক শত্রু তৈরি করেছে ও, আর যেই হোক কারাঞ্চো অন্তত সেদিনের কথা ভুলবে না। হারলোর মত কারাঞ্চোকেও খুন করা উচিত ছিল ওর। একে তো ওকে বাঁচিয়ে রেখেছে, তারওপর ন্যাংটা করে ফেরত পাঠিয়েছে এখানে। একজন ইন্ডিয়ানের জন্যে এটাই সবচেয়ে বড় অপমান। তাছাড়া কারাঞ্চো পুরো ইন্ডিয়ানও নয়, দো-আঁশলা হওয়ায় ওর রক্তে তেজও বেশি।'

রাইফেল তুলে নিয়ে দরজার দিকে এগোল রেড। 'বাড়িতে আছে কে?'

মুখ তুলে তাকাল কার্লি। 'বুড়ো, স্টিভ, ফ্রেড আর ওই ছেলেটা।'

জানালা থেকে সরে গেল বেন, কিছুটা দূরে এসে দরজার ওপর চোখ রাখল। বেরিয়ে এসে পেছনে দরজা ভিড়িয়ে দিল রেড। পোর্চে দাঁড়িয়ে দূরে ম্যালপেই ভ্যালির দিকে তাকাল সে, ঘুণাক্ষরেও টের পেল না দু'হাত দূরে চলে এসেছে বেন। জ্ঞান হারানোর আগেও তার মগজে রুক্ষ কঠিন জায়গাটার স্মৃতিই জমা থাকল, বাম কানের পেছনে রাইফেলের বাঁটের আঘাতে মুহূর্তের মধ্যে চেতনা হারাল সে।

দুই কব্জি চেপে ধরে টেনে রেডের অজ্ঞান দেহ বার্নে নিয়ে এল বেন। মুখে ব্যান্ডানা গুঁজে দিয়ে বাঁধল তাকে, তারপর খড়ের গাদায় ফেলে রেখে বেরিয়ে এল। তবে তার আগে লোকটার হোলস্টার থেকে কোল্ট বের করে নিজের বেল্টে গুঁজে নিয়েছে। দরজার কাছে এসে থমকে দাঁড়াল ও, দেখল অস্পষ্ট একটা ছায়া নড়ছে দরজার কাছে।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না ওকে। ছুটে এল গাঢ় ছায়াটা, প্রায় নিঃশব্দে। খানিকটা নিচু হয়ে গেল বেন, কাঁধ দিয়ে আঘাত করল ছুটে আসা শরীরটাকে। বেমক্কা আঘাত পেয়ে হুঁক করে পেটের সব বাতাস ছেড়ে দিল লোকটা, ককিয়ে উঠল যন্ত্রণায়। লোকটা কারাঞ্চো, হাতে ভয়াল দর্শন একটা চুচিলো, এক পোঁচে বেনের গলা কেটে ফেলার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে।

সজোরে কারাঞ্চোকে ঠেলে দিল বেন, একটা পোস্টের সঙ্গে সংঘর্ষ হলো হাফ-ব্রীডের। কিন্তু এরই মধ্যে ছুরি চালিয়েছে সে, বেনের জ্যাকেটে আদুরে স্পর্শ

ঝুলিয়ে চলে গেল ধারাল ফলা। অজান্তে কিছুটা পিছিয়ে এল বেন, দেখল এবার বুনো আক্রোশে এগিয়ে আসছে লোকটা। বাতাসে কয়েকবার ছুরি চালাল, যেন বুঝিয়ে দিল একটু পর এভাবেই কচুকাটা করবে ওকে।

পিছাচ্ছে বেন, দ্রুত লয়ে শ্বাস ফেলায় কর্কশ শব্দ হচ্ছে। এদিকে একেবারেই নিরুদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে কারাঞ্চোকে। শিকার কোণঠাসা হয়ে গেছে বুঝতে পেরে রীতিমত উল্লাস বোধ করছে।

গুলি করে কাজটা শেষ করে ফেলার ইচ্ছে অদম্য হয়ে উঠছে বেনের মনে, কিন্তু বহু কষ্টে নিজেকে সামলে রাখল। গুলির শব্দে সমস্ত পরিকল্পনাই ভেস্তে যাবে। সুতরাং খালি হাতে হাফ-ব্রীডকে মোকাবিলা করতে হবে।

দেয়ালে ঠেকে গেল ওর পিঠ, ঠিক সেসময় ছুটে এল কারাঞ্চো। এড়ানোর উপায় নেই দেখে আগেই হামলা করা মনস্থ করল বেন, এক পা এগিয়ে লাথি হাঁকাল হাফ-ব্রীডের শরীরের ডান পাশে, একইসঙ্গে হাত বাড়িয়ে কারাঞ্চোর ডান কব্জি চেপে ধরল। শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে এবার ওপর-নিচে টান দিল। অস্ফুট শব্দে ককিয়ে উঠল দো-আঁশলা, এই প্রথম কোন শব্দ বেরোল মুখ দিয়ে। সপাটে লোকটার মুখে ঘুসি হাঁকাল বেন, থ্যাচ করে শব্দ হলো হাতের গাঁটের সঙ্গে ঘর্মাক্ত মুখের সংঘর্ষে। দু'পা পিছিয়ে গেল কারাঞ্চো, টলমল করছে। তাকে সুযোগ দিল না বেন, চটজলদি একটা হুক কষাল হাফ-ব্রীডের চিবুকে। উড়ে গিয়ে মাটিতে পড়ল সে, কিন্তু ওঠার সুযোগ পেল না। ততক্ষণে তার পিঠের ওপর চেপে বসেছে বেন, হাতে কারাঞ্চোর ছুরি। নিষ্ঠুর আক্রোশে ছুরি চালাল ও, অনুভব করল আড়ষ্ট হয়ে গেছে লোকটার দেহ, কয়েকটা খিঁচুনি দিয়েই স্থির হয়ে গেল।

উঠে দাঁড়াল বেন। ঘাম জমেছে মুখে, হাতের চেটো দিয়ে ঘাম মুছল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে। ইশ্‌শ্‌, আরেকটু হলে গেছিল আজ!

কয়েকটা বস্তার পেছনে টেনে নিয়ে এল কারাঞ্চোর লাশ, তারপর ফিরে এসে মেঝে থেকে রক্তের দাগ মুছে ফেলল। বস্তার ফাঁকে ছুরিটা ছুঁড়ে ফেলল। কারাঞ্চোকে নিয়ে ম্যালপেই রীজে যাওয়ার কথা রেডের, মনে হয় না আগামী কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ওদের খোঁজ করবে কেউ। মানুষ শিকার করতে গিয়ে নিজেই শিকার হয়ে গেছে কারাঞ্চো, আর আরেকজন জ্ঞান হারিয়ে পড়ে আছে সবচেয়ে ঘৃণ্য লোকটির পাশে!

বাঙ্ক হাউসের কাছে ফিরে এল বেন, জানালা দিয়ে চোখ রাখল আবার। এখনও স্টোভের পাশেই রয়েছে স্লিম আর কার্লি। দেয়ালের লাগোয়া মই বেয়ে ছাদে উঠে এল ও, চিমনির দিকে এগোচ্ছে। ব্যান্ডানা আর বার্ন থেকে আনা চটের বস্তা দিয়ে চিমনির মুখ মুড়ে দিল। দেখল ছাদে শুকাতে দেয়া হয়েছে বেশ কিছু কাঠের চেলা। ওগুলোর পেছনে এসে অবস্থান নিল ও। বাঙ্ক হাউসের ভেতরে খিস্তি করল কেউ, অস্পষ্ট ভাবে শুনতে পেল বেন। চিমনির মুখ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় নগদ ফলাফল শুরু হয়েছে।

মিনিট খানেক পর মই বেয়ে উঠে এল এক লোক। পরিষ্কার আকাশের বিপরীতে স্লিমের দেহ স্পষ্ট ফুটে উঠল। চিমনির দিকে এগোচ্ছে লোকটা। বন্ধ চিমনির ওপর ঝুঁকে পড়ল সে, ঠিক তখনই কানের পাশে কোল্টের শীতল নলের অস্তিত্ব অনুভব করল। অজান্তে কেঁপে উঠল লোকটার দেহ।

অজ্ঞান করে তাকেও বাঁধল বেন, মুখে কাপড় ঢুকিয়ে দিয়েছে। হেঁটে ছাদের অন্য কিনারে চলে এল ও, তারপর কিনারা ধরে শরীর ঝুলিয়ে দিল। ছোট্ট লাফে নেমে এল নরম মাটির ওপর। বাঙ্ক হাউসের চারপাশে এক চক্কর দিয়ে দরজার পাশে এসে দাঁড়াল। খোলা দরজা দিয়ে ধোঁয়ার মেঘ বেরিয়ে আসছে।

'নিকুচি করি তোমার, স্লিম!' খেপা স্বরে চিৎকার করল কার্লি। 'করছটা কি? এখনও চিমনির মুখ পরিষ্কার করতে পারোনি?'

উত্তর এল না।

কিছুক্ষণ পর রেগেমেগে বেরিয়ে এল কার্লি।

আঘাত করল বেন। কিন্তু যুৎসই হয়নি মারটা। হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল কার্লি। 'আরে! হচ্ছেটা কি…!' সবিস্ময়ে বলে উঠল সে, কিন্তু বেনের বুটের লাথি চিবুকে এসে পড়তে প্রশ্নটা আর করা হলো না।

অন্যদের মত কার্লিরও গতি করল বেন, বাঙ্ক হাউস থেকে দূরে সরিয়ে নিল তাকে। তারপর ছাদে উঠে ব্যান্ডানা আর চটের বস্তা সরিয়ে দিল চিমনি থেকে, মই বেয়ে নেমে এল মাটিতে। মই সরিয়ে বাঙ্ক-হাউসের দরজা বন্ধ করে দিল।

চাঁদের আলোয় চারপাশ আলোকিত হয়ে ওঠার আগেই মূল বাড়িতে ঢুকতে হবে। সময় কম। কিন্তু বেন এখনও নিশ্চিত জানে না ভেতরে স্টিভ হারকার আছে কিনা। নিচু হয়ে খিঁচে দৌড় দিল ও, গেট পেরিয়ে বাগানে ঢুকে পড়ল। বাড়ির দক্ষিণ অংশে ফুলের বাগান। এখনও অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে আছে বাগানটা, কিন্তু একটু পরেই চাঁদের আলোয় ভেসে যাবে সবকিছু। প্রশস্ত ব্যালকনি থেকে অনায়াসে যে কারও চোখে পড়ে যাবে ও।

গেটের হুড়কো খুলতে যেতে আচমকা পদশব্দ শুনতে পেল বেন। ঝটিতি ঘুরে দাঁড়াল। পাঁচ ফুট দূরে ক্ষীণ একটা কাঠামো দেখা যাচ্ছে। স্রেফ রিফ্লেক্সের বশে পিস্তল বের করে ফেলেছিল, কিন্তু লোকটাকে চিনতে পেরে নিজেকে সামলে নিল। জেফরি ব্রেনেল।

'বেন!'

কষে যেন চড় মেরেছে ওকে কেউ, নিখাদ বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে থাকল বেন। জেফরি যেন মেয়েলি কণ্ঠে কথা বলছে, কারণ স্বরটা ওর নিজের বোনের—মিরিয়ামের।

'আমি, বেন!'

হাত বাড়িয়ে মেয়েটাকে নিজের দিকে টেনে আনল বেন, গেটের আড়ালে দাঁড়াল। 'আরেকটু হলে তোমাকে গুলি করে ফেলেছিলাম!' অস্ফুট স্বরে বলল ও।

'জেফরির পোশাক পরেছি আমি, দূর থেকে দেখলে হয়তো...'

'এখানে কি করছ?'

ওর চোখে চোখ রাখল মেয়েটা। 'একা এসেছ তুমি, কারও না কারও সাহায্য তো তোমার দরকার হতেই পারে।'

'ঈশ্বরের কৃপা দরকার, আর কিছু নয়!' বিড়বিড় করে অসন্তোষ প্রকাশ করল বেন।

জ্যাকেট খামচে ধরে নিজের দিকে বেনকে ফেরাল মিরিয়াম। 'না, বেন! এভাবে বিপদের মধ্যে তোমাকে যেতে দেব না আমি!'

একটা শব্দও উচ্চারণ করল না বেন, ঝুঁকে মিরিয়ামের কপালে ঠোঁটের আলতো স্পর্শ বুলিয়ে দিয়েই ঘুরে দাঁড়াল। নিঃশব্দে হুড়কো সরিয়ে গেটের পাল্লা সরিয়ে দিল। ভেতরে ঢুকে পড়ল ও, পেছনে তাকাল না। জানে অনুসরণ করছে মেয়েটা। ছায়াঘেরা গাছের আড়ালে পৌঁছে ফিরে তাকাল ও, পাশে এসে দাঁড়ানো মিরিয়ামের দিকে ফিরল এবার। 'এখানেই থাকো,' চাপা স্বরে নির্দেশ দিয়ে বাড়ির দিকে এগোল ও। দেয়াল টপকে বাগানের নরম মাটিতে পা রাখল। চোখ তুলে দেখল দোতলায় টম নোলানের স্টাডিতে বাতি জ্বলছে।

বাগানের দেয়াল থেকে দোতলার ব্যালকনিতে উঠতে সমস্যা হওয়ার কথা নয়। নিচু রেলিং-এ উঠে এসে থেমে কান পাতল বেন। ওর বামে আলোকিত একটা জানালা দেখা যাচ্ছে, সম্ভবত অ্যাগনেসের কামরা। নিচে বাগানের দিকে তাকাল, অস্পষ্ট ভাবে স্ট্রবেরির শাখা দেখা যাচ্ছে। মিরিয়ামকে দেখা যাবে না। মেয়েটির সঙ্গে যে চালাকি করেছে, সেটা মনে পড়তে আনমনে হাসল বেন। স্টিভ হারকারকে ধরা পর্যন্ত মেয়েটা ওখানে থাকলেই স্বস্তি বোধ করবে।

ব্যালকনি ধরে এগোল ও, অ্যাগনেসের কামরার জানালার নিচে এসে দাঁড়াল। চৌকাঠ ধরে জানালা গলে ভেতরে ঢুকল। দেখল নরম কার্পেটে পায়চারি করছে মেয়েটা, লো-কাট গলার একটা ড্রেস পরনে, রেশমী চুলের গোছা তুলে রেখেছে মাথার ওপর। মুখে কালসিটে দাগ থাকার পরও, সত্যিই সুন্দর দেখাচ্ছে অ্যাগনেসকে, যে কোন লোকের কাছেই কাঙ্ক্ষিত মনে হবে, যদি না বেন স্লেজেলের মত একে চেনে সে।

জানালার কাছে এসে থমকে দাঁড়াল মেয়েটা, একটা সিগারেট ধরাল। তারপর ঘুরে আবার পায়চারি শুরু করল। পেছনে নীল ধোঁয়ার মেঘ ছুটছে। অন্য কেউ হলে হয়তো ভাবত অনুশোচনায় পুড়ছে মেয়েটা, কিন্তু অ্যাগনেস ব্রেনেলের মধ্যে জিনিসটা নেই, জানে বেন। কোন একটা পরিকল্পনা করছে নোলান-কন্যা, এবং সেটা নিশ্চয়ই ভাল কিছু নয়।

দেয়ালের সঙ্গে ঠেস দিয়ে রাখা ওয়ার্ডরোবের পাশে এসে দাঁড়াল বেন। দ্রুত সময় পেরিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু উদ্দিষ্ট লোকটাকে এখনও খুঁজে পায়নি। জানালা পথে চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত প্রেয়ারি চোখে পড়ছে। ওর পাশেই দরজা খুলে গেল,

ব্যালকনিতে বেরিয়ে এল অ্যাগনেস ব্রেনেল। রেলিং-এ হাতের ভর রেখে বাগানের দিকে তাকাল সে। গভীর চিন্তায় কুঁচকে আছে ভুরু দুটো। আচমকা কি যেন দেখতে পেল মেয়েটা, চিৎকার করার জন্যে মুখ হাঁ হয়ে গেছে।

'অ্যাগি?' বাধ্য হয়েই ডাকল বেন, বাগান থেকে অ্যাগনেসের মনোযোগ সরিয়ে নেওয়ার ইচ্ছে।

চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল অ্যাগনেস, চোখ সরু হয়ে গেছে। 'বেন! কি করছ এখানে?'

ক্ষীণ হাসল ও। 'সেদিন জানতে চেয়েছিলে কেন ডাবল-বি ছাড়ছি না, মনে আছে? একটা প্রস্তাবও দিয়েছিলে, তোমার বাপের সঙ্গে যাতে হাত মেলাই।'

ওকে নিরীখ করছে মেয়েটা। 'মিথ্যে বলছ, বেন? যদি তাই করে থাকো, খোদার কসম,' কিছুক্ষণের মধ্যে ধরে ফেলব আমি এবং চিৎকার করব। স্টিভ হারকার, ফ্রেড মোরিস আর জেফরি ব্রেনেল মুহূর্তের মধ্যে নিচ থেকে চলে আসবে।'

গ্রেসিয়াস, ভাবল বেন, *ওদের অবস্থান আমাকে জানিয়ে দিয়েছ তুমি।* কিন্তু নিচে যাওয়ার আগে সামনের মূর্তিমান আপদ টপকে যেতে হবে। এক হিসেবে মেয়েটা সত্যিই ভয়ঙ্কর, হয়তো স্টিভ হারকারের চেয়েও ভয়ঙ্কর।

'দেখো, অ্যাগি,' দ্রুত বলল ও। 'জানি ডাবল-বি শেষ হয়ে গেছে। ফুটো পয়সাও ওদের কাছ থেকে পাব না। বিল মারা গেছে, তোমাদের পক্ষে যোগ দিয়েছে জেফরি। কিছু দিনের মধ্যে ডাবল-বির দখল নিয়ে নেবে তোমার বাবা, দুটো বাথান মিলে নিউ মেক্সিকোর সেরা বাথান হয়ে যাবে এটা। যে কোন লোক এখানে রাজার মতই বাস করবে, অ্যাগি।'

সিগারেটের ছাই ঝাড়ল অ্যাগনেস, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। 'ভেতরে এসো,' শেষে নিস্পৃহ স্বরে আমন্ত্রণ জানাল ওকে।

ভেতরে ঢোকার আগে আড়চোখে বাগানের দিকে তাকাল বেন। মিরিয়ামের টিকিটিও দেখা যাচ্ছে না।

দরজা আটকে পর্দা নামিয়ে দিল অ্যাগনেস। দুটো সিগারেট জ্বালিয়ে একটা বেনের ঠোঁটে তুলে দিল, তারপর বেন যে-চেয়ারে বসেছে তার হাতলে বসল। 'আরও কিছু বলো, এত সহজে সন্দেহ যাবে না আমার,' মৃদু স্বরে বলল মেয়েটা, এক আঙুলে আলতো টোকা দিল বেনের বুকের তারায়। 'এটা কি ধরনের বোকামি?'

'হারকার বিলকে খুন করেছে, শুনেছ নিশ্চয়ই?'

অ্যাগনেসের সুন্দর মুখে বিষাদ বা বেদনার কোন চিহ্ন নেই। 'বিল বরাবরই মাথামোটা ছিল, সহজ জিনিসটাও ধরতে সময় লাগত ওর। খারাপ লাগলেও বলতে হচ্ছে, এমন কিছুই প্যাওনা ছিল ওর। সবকিছু আমাকে খুলে বলেছে জেফরি,' ক্ষীণ হাসল নোলান-কন্যা। 'তুমি সত্যিই ভাগ্যবান, বেন, নইলে বেঁচে

গেলে কিভাবে! হারকার অনায়াসে তোমাকে ফেলে দিতে পারত!'

'পুরো রিও ফ্রিয়ো উপত্যকার মালিক হতে যাচ্ছে টম নোলান, তুমিই বলেছ। তখন অবিশ্বাস্য মনে হয়েছিল ব্যাপারটা, কিন্তু কালই জানতে পারলাম কার কাছে ডাবল-বি বন্ধক রেখেছে বিল। কোনভাবেই দেনার টাকা শোধ দিতে পারবে না ওরা।'

ওর দিকে ফিরে তাকাল অ্যাগনেস, চোখে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি। 'বন্ধকের কথা কার কাছ থেকে শুনেছ?'

'মিরিয়াম বলেছে।'

বাতাসে একটা রিং তৈরি করল মেয়েটা। 'ব্যাপারটা এমন ভাবে ঘটেছে যে বাবাকে জানানোর সুযোগ হয়নি···এখনও জানে না।'

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল বেন। 'কি বলতে চাইছ?'

আরেকটা রিং তৈরি করল অ্যাগনেস। 'আমি নিজেই রফা করেছি। মদ্যপ স্বামীকে ধার দিয়েছি এবং বন্ধক হিসেবে ডাবল-বিকে রেখেছি। বিল যেহেতু বেঁচে নেই এবং ওর উত্তরাধিকারীদের যথেষ্ট টাকা নেই, ডাবল-বি এখন আমার।'

'এমনিতেও ডাবল-বির একটা অংশ তোমার, অ্যাগি, তুমি যেহেতু বিলের স্ত্রী।'

তীক্ষ্ণ হয়ে গেল চাহনি। 'তখন কিন্তু এভাবে ভাবিনি! যাক্‌গে, আসল কথা হচ্ছে, এখন পুরো বাথানটাই আমার।'

'কাজটা নোংরা হয়ে গেল না?'

বিতৃষ্ণায় নাক সিটকাল অ্যাগনেস, শেষে স্মিত হাসল। 'বিলের মদ কেনার টাকা জোগান দেয়ার বিনিময়ে কিছু একটা তো পাওনা ছিল আমার, তাই না?'

'সবকিছু কখন তোমার বাবাকে জানাবে?'

ফের হাসল মেয়েটি। 'যখন সময় আর ইচ্ছে হবে আমার। এবার কিন্তু বাবাকে একহাত দেখিয়ে দিয়েছি আমি! বহু বছর ধরে ডাবল-বিকে হাতের মুঠোয় পেতে চাইছে সে, চেষ্টাও কম করেনি। শেষপর্যন্ত কি হলো? তার মেয়ে ছোট্ট অ্যাগিই কিন্তু সফল হলো।'

টম নোলানের চেষ্টায় গাফিলতি ছিল না, জানে বেন, কিন্তু মেয়ের মত নোংরা কোন কৌশল খাটায়নি সে; হয়তো সেজন্যেই সফল হতে পারেনি। নিজের মুখে ফুটে ওঠা বিতৃষ্ণা আর অসন্তোষ ঢেকে রাখতে ব্যর্থ হলো বেন, অ্যাগনেস যাতে দেখতে না পায় দৃষ্টি সরিয়ে জানালার দিকে তাকাল।

এক পাশে মাথা কাত করল অ্যাগনেস। 'স্টিভ হারকারকে সত্যিই চাও, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'ধরো, ওকে তোমার হাতে তুলে দিলাম আমি। এমনিতে সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে কখনোই ওকে হারাতে পারবে না তুমি, বেন। তুমি নিজেও সেটা ভাল

করে জানো।'

'কিন্তু চান্সটা নেব বলেই এসেছি আমি।'

হেসে উঠল নোলান-কন্যা। 'নিচের লিভিংরুমে আছে ওরা। যাও, পারলে ধরো তোমার পছন্দের লোকটাকে, বেন···যদি সত্যিই বোকা হও, চেষ্টা করতে পারো।'

'তুমি বোধহয় অন্য আয়োজন করে রেখেছ ওখানে, অ্যাগি।'

পুরুষ্টু ঠোঁটে তামাকের কণা দেখা যাচ্ছে, সেদিকেই তাকিয়ে আছে মেয়েটা। 'তুমি চাইলে ওকে এখানে নিয়ে আসতে পারি আমি, তোমার হাতে তুলে দেব।'

কিভাবে কাজটা করবে মেয়েটা, জিজ্ঞেস করার দরকার হলো না বেনের। একেবারে সহজ উপায়।

'বরাবরই আমার ওপর আগ্রহ ছিল ওর, বেন, এখনও আছে। কিন্তু বাবার কারণে আমার কাছাকাছি হওয়ার দুঃসাহস করেনি।'

'বিশ্বস্ততা নাকি ভয়, অ্যাগি?'

স্মিত হাসল অ্যাগনেস। 'নিজেই বুঝে নাও।'

'বিনিময়ে কি দিতে হবে তোমাকে?'

চেয়ারের হাতলে বসল মেয়েটা। 'আগেও বলেছি তোমার বিরুদ্ধে ক্ষোভ নেই আমার। আমি যখন লেযি-এনের কর্তৃত্ব পাব, পাশে যোগ্য এবং সত্যিকার টাফ একজন লোকের দরকার হবে আমার। তুমিই সেই লোক।'

'*গ্রেসিয়াস,*' শুকনো স্বরে বলল বেন।

'তাহলে রাজি তুমি?'

নড করল বেন।

উঠে দাঁড়াল অ্যাগনেস, গাউনের ভাঁজ ঠিক করে দরজার দিকে এগোল। 'ব্যালকনিতে অপেক্ষা করো,' বাঁকা স্বরে বলল ও। 'পাঁচ মিনিট সময় দাও আমাকে, ওকে এমন অবস্থানে নিয়ে যাব যে ড্র করতে পারবে না। বাজি ধরতে পারো তুমি।' দরজা খুলে বেরিয়ে গেল মেয়েটা, পেছনে পাল্লা দুটো ভিড়িয়ে দিল।

'এমনিতেই পারব আমি, বাজি ধরছি,' নিচু স্বরে স্বগতোক্তি করল বেন। ব্যালকনির দিকে এগোতে গিয়ে বুটের তলায় কিছু একটা পড়তে হোঁচট খেল ও। সামলে নিয়ে জিনিসটা দেখল। এক জোড়া ছোট্ট বুট। নিপুণ ভাবে তৈরি, কারুকাজ করা। টেক্সাসের রূপালী স্পার লাগানো। অ্যাগনেসের বুট, বলে দিতে হলো না কাউকে। ডাবল-বি ছেড়ে আসার রাতে মেয়েটির পায়ে বুট জোড়া দেখেছে বেন।

পা বাড়িয়েও থমকে দাঁড়াল ও। কি যেন নেই একটা বুটে। বাম পায়ের বুটের দিকে তাকাল। রূপার একটা জ্যাংলার আছে ওটায়, কিন্তু অন্য বুটে নেই।

তৎক্ষণাৎ জ্যাকেটের পকেট হাতড়ে জিনিসটা বের করল বেন। ধুলো-মাখা

এই জ্যাংলারটা খুঁজে পেয়েছিল রিও ফ্রিয়োর পাড়ে, কার্ল ব্রেনেলের খুনী যেখানে অপেক্ষা করেছে বহুক্ষণ, অন্তত ডজন খানেক সিগারেট ফুঁকেছে সে।

হুবহু একই জিনিস। হাঁটু মুড়ে কার্পেটের ওপর বসে পড়ল বেন, অজান্তে জিভ চালিয়ে শুকনো ঠোঁট ভিজিয়ে নিল। দুটো জিনিস পাশাপাশি রেখে তুলনা করল। দারুণ ম্যাচ করছে। শীতল একটা শিহরণ বয়ে গেল ওর মেরুদণ্ডে। মার্কসম্যান লোকটার হাত সত্যিই অসাধারণ ছিল, তিনশো গজ দূরে নিচু জমিতে নিখুঁত নিশানায় গুলি করেছে, তাও চাঁদের আলোয়; কার্ল ব্রেনেলের ঠিক মাথার পেছনে লেগেছে বুলেটটা।

উঠে দাঁড়াল বেন। টুকরো টুকরো কিছু স্মৃতি মনের পর্দায় দোলা দিচ্ছে, ডাবল-বি র‍্যাঞ্চ হাউসের লিভিংরুমে অ্যাগনেসের সঙ্গে একাকী কাটানো কিছু মুহূর্ত মনে পড়ছে। ও নিজেই অস্ত্রে অ্যাগনেসের দক্ষতার কথা বলছিল, রাইফেল বা পিস্তলে লেযি-এন ভ্যাকুয়েরোদের অনায়াসে হারিয়ে দিত অ্যাগনেস। কিছুটা তাচ্ছিল্য করতেও দ্বিধা করেনি তখন, কিন্তু সত্যিই কি অ্যাগনেসের কৃতিত্বকে ছোট করা যায়, নাকি ভ্যাকুয়েরোদের বদান্যতাই সব?

'খোদার দয়া!' বিড়বিড় করে স্বগতোক্তি করল ও। অসম্ভব মনে হচ্ছে, কিন্তু প্রমাণ দেখেও কিভাবে অস্বীকার করবে? এবার সিরেনোয় ফিরে এসে আগ্রাসী, হিংসুটে এবং স্বেচ্ছাচারী অ্যাগনেস ব্রেনেলকে আবিষ্কার করেছে ও। দরকার হলে সবচেয়ে জঘন্য কাজটাও করতে পারবে এই মেয়ে।

প্রশস্ত হলওয়েতে কয়েকজনের কণ্ঠ শুনতে পেল বেন। দরজা গলে দ্রুত ব্যালকনিতে সরে এল ও, দেখল পেছনে স্টিভ হারকারের উদ্দেশে হাসছে অ্যাগনেস। কামরার দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে গানম্যান, হাতে হ্যাট।

কথা রেখেছে মেয়েটা।

এক পা পিছিয়ে এল বেন, কোল্টের দিকে হাত বাড়াল। স্টিভ হারকার যাই করুক কিংবা যে-কাজেই ব্যস্ত থাকুক না কেন খোলা পিস্তল হাতে কামরায় ঢুকতে হবে ওকে। দু'জনকেই চাই ওর। একজন খুনের আসামী, আরেকজন খুনের সম্ভাব্য আসামী; দু'জনকেই ধরতে হবে। কাজটা হয়তো নোংরা হবে, কিন্তু প্রতিপক্ষ যখন নোংরা জিনিস নিয়ে খেলে, জিনিসটা হাতে না লাগালে কাজ উদ্ধার হয় কিভাবে?

পিস্তলটা সবে হোলস্টার মুক্ত করেছে বেন, ঠিক তখনই পেছনে শীতল হুমকি শুনতে পেয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেল শরীর।

'হ্যাঁ, বের করো ওটা, স্লেজেল, তারপর পোর্চে ফেলে দাও,' শীতল স্বরের হুমকি এল পেছন থেকে। 'জিনিসটার দরকার হবে না তোমার।' শক্ত গোলাকার কিছু একটা দিয়ে ওর পিঠে গুঁতো মারল লোকটা।

হাতের কোল্ট ফেলে দিল বেন। জানে যে কোন ছুতোয় ওর লাশ ফেলে দেবে ফ্রেড মোরিস।

দরজায় লাথি হাঁকাল সে। মুহূর্ত পরই দরজা খুলল লেযি-এন র‍্যামরড। '*বুয়েনস নচেস*, স্লেজেল,' শীতল স্বরে সম্ভাষণ জানাল সে। 'ভাবছিলাম কখন তোমার চাঁদমুখ দেখতে পাব।'

গানম্যানের কাঁধের ওপর দিয়ে অ্যাগনেস ব্রেনেলের শান্ত, নিরুদ্বিগ্ন মুখের দিকে তাকাল বেন। 'বিশ্বাসঘাতিনী!'

কোল্টের ব্যারেল নির্দয় ভাবে ওর মাথায় নামিয়ে আনল ফ্রেড মোরিস। টলে উঠল বেন, স্খলিত পায়ে দু'পা এগিয়ে শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করল। অনুভব করল চাঁদি বেয়ে নেমে আসছে উষ্ণ রক্তের ধারা, স্থির দৃষ্টিতে অ্যাগনেসের দিকে তাকিয়ে থাকল ও। মেয়েটির সুন্দর মুখে ক্ষীণ তাচ্ছিল্যের হাসি, কিন্তু আয়ত চোখে নিষ্ঠুরতা।

'বুড়োর কাছে নিয়ে যাব ওকে?' জানতে চাইল মোরিস।

অ্যাগনেসের দিকে ফিরল হারকার। কিন্তু মাথা নাড়ল নোলান-কন্যা। 'এখন নয়। আগে বাবার সঙ্গে কথা বলব। পছন্দ না করলেও বেনকে সমীহ করে সে, হয়তো ওর মাথায় অন্য কোন চিন্তা খেলে যেতে পারে। বুঝতে পেরেছ, স্টিভ? লিভিংরুমে নিয়ে যাও ওকে। ওখানে বসে পালক-ভাইয়ের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করতে দাও ওকে।'

তেরো

বিশাল লিভিংরুমের টেবিলে বসে আছে ছেলেটা, বাম হাতে একটা ছোট গ্লাস। টেবিলের ওপর রাখা হুইস্কির বোতল দেখছে শূন্য দৃষ্টিতে। বেন স্লেজেলকে ঠেলে কামরায় ঢুকিয়ে দিতে চোখ তুলে তাকাল সে।

'এখান থেকে দূরে থাকার বুদ্ধিটুকুও কি হারিয়ে ফেলেছ, বেন?' উষ্মা ভরে জানতে চাইল জেফরি।

'একই প্রশ্ন তো আমারও, জেফ।'

হাসল সে, যেন ভেঙচি কাটল। শূন্য গ্লাস ভরে নিল মুখ খোলার আগে। 'বিল আমাকে খুনই করে ফেলত, তুমিও জানো সেটা।'

'আসলেই কি কোন চান্স ছিল ওর? মাতাল বা পুরো সুস্থির থাকুক, কখনোই তোমার সঙ্গে পারত না ও। ওর চেয়ে অনেক ফাস্ট তুমি, জেফ, নিশানাও দারুণ। তোমার ধারে-কাছেও যেতে পারত না বিল।'

গাঢ় চোখে বেনকে নিরীখ করছে ছেলেটা। 'তাহলে ওটা একটা দুর্ঘটনা, তাই না?'

আড়চোখে স্টিভ হারকারকে দেখল বেন। ছেলেটার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছে গানম্যান। অ্যাগনেস আর র‍্যামরডের উপস্থিতিতে অসহায় হয়ে আছে জেফরি,

ওকে কোন সাহায্যই করতে পারবে না। তাছাড়া ফ্রেড মোরিস তো আছেই। এদের মতই নোংরা হয়ে গেছে জেফরির হাত, হয়তো তারচেয়েও বেশি, কারণ নিজের রক্তের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে সে।

'ঠিক বলেছি না, বেন?' তাগাদা দিল ছেলেটা।

'বলো ওকে, স্লেজেল,' শীতল স্বরে নির্দেশ দিল হারকার।

জেফরির দিকে ফিরল বেন। 'বিলের শরীরে যেখানে ইচ্ছে বুলেট লাগাতে পারত স্টিভ হারকার। বিলের হাতে বুলেটটা লাগিয়ে নিরস্ত্র করতে পারত ওকে, কিন্তু বদলে ওকে খুন করেছে সে।'

বরফের ন্যায় শীতল নীল চোখ জোড়া বিদ্ধ করল বেনকে, তাচ্ছিল্য আর উষ্মা ঝরে পড়ছে র‍্যামরডের চাহনিতে। দৃষ্টি সরে গিয়ে মুহূর্তের জন্যে বেনের বুকের তারায় স্থির হলো। 'সেদিন স্রেফ ভাগ্যের জোরে বেঁচে গেছ, বেন। আজ কিন্তু তোমার মরণ ঠেকাতে পারবে না কেউ, ওই তারাটাও পারবে না!'

'দেরি করছ কেন?' পাল্টা উষ্মা প্রকাশ করল বেন।

'এত তাড়ার কি আছে? ধীরে ধীরে, সবই হবে,' কুৎসিত হাসি ফুটে উঠল হারকারের ঠোঁটে। 'ওপরে বাপের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে গেছে অ্যাগনেস। রিও ফ্রিয়ো উপত্যকার ইতিহাসে আজ অন্য একটা দিন—এখন থেকে লেযি-এন কিংবা উপত্যকায় কর্তৃত্ব করবে অ্যাগনেস নোলান!'

'টম নোলান সেটা মেনে নেবে?'

'আলবৎ! না মেনে উপায় থাকবে না। বয়সের একটা ধর্ম আছে, সেটা মেনে নিতে হয় সবাইকে—একসময় নতুনদের জায়গা ছেড়ে দিতে হয়!'

'জোর করে বাপের কাছ থেকে কর্তৃত্ব কেড়ে নেবে অ্যাগনেস?'

'সেটা পাওনা হয়েছে ওর।'

আড়চোখে জেফরিকে দেখল বেন, খানিকটা বিস্ময় লেগে আছে তরুণের চোখে। 'টম নোলানকে যতটা চিনি,' র‍্যামরডের দিকে ফিরে খেই ধরল বেন। 'মনে হয় না মেনে নেবে সে।'

নিতান্ত অবজ্ঞার সঙ্গে বাতাসে একটা হাত নাড়ল হারকার, যেন এভাবেই বসের সমস্ত আপত্তি বা অসন্তোষ নিমেষে বাতিল হয়ে যাবে। 'নেবে। অ্যাগনেসকে এখনও ঠিক চিনতে পারোনি তুমি, স্লেজেল। প্রত্যাশিত জিনিসটা পেয়ে অভ্যস্ত ও, প্রয়োজনে আদায় করে নেয়; আর এভাবেই ওকে বড় করেছে নোলান। আর টম নোলানের ক্ষেত্রে বলতে হয়···বয়স হয়েছে, এবং বেসিনে কর্তৃত্ব করার মত দৃঢ়তা হারিয়ে ফেলেছে মানুষটা। এমন বোঝা দরকার নেই লেযি-এনের।'

লেযি-এন মালিক এখানে উপস্থিত থাকলে বোধহয় খাবি খেত, বিস্ময় বা চমকের চেয়ে বোধহয় হতাশাই বেশি আহত করত তাকে। শুধু অধীন লোকেরাই নয়, সম্ভবত নিজের মেয়েও বিশ্বাসঘাতকতা করছে তার সঙ্গে। ডড কিনলের

ধারণা অনুযায়ী, এরাই কি তৃতীয় পক্ষ?

সিঁড়িতে অ্যাগনেস ব্রেনেলের পায়ের শব্দ শোনা গেল, কিছুক্ষণ পর দরজায় এসে দাঁড়াল মেয়েটি। নির্লিপ্ততার একটা মুখোশ পরেছে যেন, বিন্দুমাত্র ভাবান্তর নেই। 'জলদি ঝামেলা চুকিয়ে ফেলতে হবে,' দ্রুত বলল নোলান-কন্যা।

'বুড়ো?' জানতে চাইল মোরিস।

'নিকুচি করি তোমার! বেনের কথা বলছি আমি!' বিরক্তি প্রকাশ করল অ্যাগনেস। 'বুড়োকে নিয়ে ভাবতে হবে না তোমাদের! ঝামেলা চুকিয়ে ফেলেছি।'

'কি করেছ?' উৎসুক স্বরে জানতে চাইল হারকার, স্রেফ কৌতূহল প্রকাশ করছে সে, উদ্বেগ বা সহানুভূতির ছোঁয়াও নেই কণ্ঠে।

'অফিস-কামরায় আটকে রেখেছি ওকে। কিছুক্ষণ ওখানে কাটাক, এদিকে সবকিছু গুছিয়ে নেব আমরা।'

দাঁত বের করে হাসল ফ্রেড মোরিস। 'একে একে সবার পালা আসবে, এক ভাইকে দিয়ে শুরু করি...'

'চুপ করো!' দাবড়ানি দিল হারকার।

এক চুমুকে গ্লাসের পানীয় শেষ করে ফেলল জেফরি ব্রেনেল। 'কি বলছে ও, অ্যাগনেস?'

এগিয়ে গিয়ে ছেলেটার কাঁধে একটা হাত রাখল অ্যাগনেস। 'তুমি কি বুঝতে পারছ না, ডিয়ার? এখানে থাকলেই ঝামেলা করবে বেন, লেযি-এনের ধারে-কাছেও ওকে চাই না আমরা। চাই?'

'না।'

'তাহলে কি চাও তুমি, জেফরি?' কর্কশ স্বরে জানতে চাইল বেন।

ওর দিকে ফিরল জেফরি, কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেছিল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ বন্ধ হয়ে গেল। অসহায় দৃষ্টি ফুটে উঠল চোখে, পরিস্থিতির পরিবর্তন পুরোপুরি উপলব্ধি করতে না পারলেও সন্দেহ আর বিপদের আশঙ্কা ঠিকই তটস্থ করে তুলেছে ওকে। ধীরে ধীরে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে, সরাসরি তাকাল অ্যাগনেসের দিকে। 'এসব পছন্দ হচ্ছে না আমার! হয়তো খুব বেশি তাড়াহুড়ো করছ তুমি। তাছাড়া...'

'এতে জড়িয়ে গেছ তুমি, কিড,' কর্তৃত্বের স্বরে মনে করিয়ে দিল হারকার। 'যা বলা হয়েছে তাই করবে তুমি!'

পিঠে পিস্তলের নলের খোঁচা অনুভব করল বেন, মূল দরজার দিকে ওকে এগোতে বাধ্য করল ফ্রেড মোরিস।

'ওকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছ তোমরা?' বয়স্ক, দৃঢ় একটা কণ্ঠ শোনা গেল।

চরকির মত ঘুরল মোরিস। সিঁড়ি ভেঙে ধীর গতিতে নেমে আসছে টম নোলান। মাথায় হ্যাট নেই, নিরস্ত্র সে, এবং ঠিক পেছনে মিরিয়াম ব্রেনেল। সবাই যখন ব্যস্ত, দেয়াল টপকে বেনের মতই ব্যালকনিতে উঠে টম নোলানের অফিসে

চলে যায় মিরিয়াম; দরজায় তালা ছিল না, স্রেফ হুড়কো তুলে দেয়া হয়েছিল, তাই খুলতে কোন সমস্যাই হয়নি ওর।

নিষ্ঠুর অহঙ্কারী বলে কুখ্যাতি আছে টম নোলানের, কিন্তু ভদ্রলোক বলেও সুখ্যাতি আছে তার, অন্তত কোন মহিলার সঙ্গে কখনও অসৎ আচরণ করেনি সে। মিরিয়ামের সঙ্গে তেমন কোন কথাই বলেনি, স্রেফ হাতের ইশারায় সঙ্গে আসতে বলেছে। মেয়ের ওপর দারুণ নাখোশ হয়ে আছে সে।

বুড়োর দিকে ফিরে তাকাল সবাই। কঠোর দেখাচ্ছে টম নোলানের মুখ, মানুষটা যে দৃঢ়চেতা তাতে কোন সন্দেহ নেই; এই বয়সেও অধীন লোকদের সমীহ আর শ্রদ্ধার পাত্র—লেযি-এন ক্রুদের চোখে সন্ত্রস্ত দৃষ্টি দেখে বোঝা যাচ্ছে। ঠায় দাঁড়িয়ে থাকল ফ্রেড মোরিস, এমনকি স্টিভ হারকারও খানিকটা ভড়কে গেছে। স্বভাবসুলভ আত্মবিশ্বাস আর ঔদ্ধত্যের ঘাটতি দেখা গেল গানম্যানের মধ্যে, নিচু স্বরে সাফাই গাইল সে, লেযি-এন বস্ প্রশ্ন করার আগেই: 'আমাকে ধরতে এসেছিল ও, মি. নোলান।'

'কারণ ডাবল-বিতে বিল ব্রেনেলকে গুলি করে হত্যা করেছ তুমি?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে বরং ওর সঙ্গে যাওয়াই উচিত হবে তোমার, হারকার।'

নীরবতা নেমে এল কামরায়, মিনিট খানেক কেউই কিছু বলল না।

'না,' মৃদু স্বরে শেষে বলল র‍্যামরড।

'এখানে নির্দেশ আমি দেই!' তীক্ষ্ণ স্বরে বলল লেযি-এন মালিক, তারপর কিছুটা কোমল হয়ে এল কণ্ঠ। 'চিন্তা কোরো না, তোমার জন্যে কাউন্টির সেরা ল-ইয়ার ভাড়া করব আমি।'

'না, মি. নোলান,' সসম্ভ্রমে বলল হারকার।

আরও কয়েকটা ধাপ নেমে এল টম নোলান। 'স্লেজেলের সঙ্গে যাবে তুমি!'

'নিকুচি করি! কোথাও যাব না আমি!'

রাগে লাল হয়ে গেল বুড়োর মুখ। 'তাহলে তো দেখছি অন্য ছেলেদের ডাকতে হয়, দেখি ওরা তোমাকে সিরেনোয় পৌঁছে দেয় কিনা।'

টম নোলানের প্রভাব অস্বীকার বা অতিক্রম করার স্পর্ধা বোধহয় একমাত্র তার মেয়েরই আছে। তাই প্রমাণ হলো আবারও। হেসে উঠল অ্যাগনেস। 'কোন্ ছেলেরা?' বিদ্রূপের স্বরে জানতে চাইল ও। 'এরা তোমার ক্রু, বাবা?'

কঠিন দৃষ্টিতে মেয়েকে দেখল নোলান, র‍্যামরড আর মোরিসকে দেখল একনজর, তারপর অ্যাগনেসের দিকে ফিরল। একেবারে নির্বিকার দেখাচ্ছে তার মুখ। 'আমার ক্রু? মনে হচ্ছে, তা আর নেই এখন, তোমার অনুগত হয়ে গেছে ওরা।'

'বেন স্লেজেলের সঙ্গে কোথাও যাচ্ছে না স্টিভ।'

এক হাতে সিঁড়ির রেলিং চেপে ধরল টম নোলান। 'এখানে আমি নির্দেশ

দেই, অ্যাগনেস!'

হেসে উঠল মেয়েটা। 'তুমি অবসর নিচ্ছ না কেন, বাবা? অনেক তো হলো, এবার বিশ্রাম নাও। এখন থেকে লেযি-এন আর ডাবল-বি আমিই চালাব।'

নড করল বুড়ো, দু'একটা কথায় বুঝে নিয়েছে আসল পরিস্থিতি। 'ডাবল-বির সঙ্গে তোমার ব্যবসা বা রফা যাই বলো, কানে এসেছে আমার। নিজের চেয়েও বেশি শিক্ষিত করেছি আমি তোমাকে, অথচ মেয়ে হয়েও পুরুষদের নোংরা খেলায় যোগ দিয়েছ তুমি। আমার জাতশত্রুও বলতে পারবে না সারা জীবনে এমন কোন নোংরা খেলা খেলেছে টম নোলান। ছি! তোমাকে মেয়ে বলতেও বাধছে আমার!' ক্ষণিকের জন্যে থামল নোলান, অন্যদের কিছু বলার সুযোগ দিল না, বেনের দিকে ফিরে সহানুভূতি আর দুঃখ প্রকাশ করল নিচু কণ্ঠে: 'এ ব্যাপারে কিছুই জানতাম না আমি, বেন।'

নড করল বেন। 'জানি আমি।'

বাপের কথায় বিকার নেই অ্যাগনেসের, মৃদু তাচ্ছিল্যের হাসি ওর মুখে। নিজের ক্ষমতা উপভোগ করতে শুরু করেছে। রিও ফ্রিয়ো উপত্যকার সবচেয়ে প্রভাবশালী মানুষটিও এখন ওর করুণার পাত্র!

'স্লেজেলকে যেতে দাও, হারকার,' নির্দেশ নয়, বরং অনুরোধের মত শোনাল টম নোলানের কণ্ঠ। 'ঠিক আছে, এখন থেকে তোমাদের কথায় চলবে এই বাথান, কিন্তু স্লেজেলকে যেতে দাও। নিজের চোখের সামনে ছেলেটাকে মরতে দেখার ইচ্ছে নেই আমার। ইতোমধ্যে যথেষ্ট রক্তপাত হয়েছে।'

'শোনো বুড়োর কথা!' বিদ্রূপ করল ফ্রেড মোরিস।

'ফ্রেড?' ডাকল হারকার। 'যাও তো, অন্য ছেলেদের ডেকে নিয়ে এসো। দলে হালকা হয়ে গেছি আমরা, শক্তি বাড়ানো দরকার।'

সপাটে খুলে গেল সামনের দরজা, প্রত্যেকটা চোখ ঘুরে গেল সেদিকে। দরজায় দাঁড়িয়ে আছে ডড কিনলে। ফ্রেড মোরিসের হাতের নগ্ন পিস্তল দেখল সে নির্বিকার মুখে, তারপর বেনের দিকে তাকাল। 'জানতাম এই হবে,' হেসে বলল সে। 'কিন্তু খোদার দয়া যে সময়মত পৌঁছতে পেরেছি।'

এগিয়ে আসছে ডিটেকটিভ, দেখতে পেল পিস্তল বের করছে স্টিভ হারকার, কিন্তু গ্রাহ্য করল না সে। সিঁড়ির গোড়ায় এসে দাঁড়াল। 'কাউন্টি থেকে এইমাত্র ফিরেছি আমি, মি. নোলান। অবিশ্বাস্য একটা তথ্য জানতে পেরেছি, কিন্তু সেটাই সত্যি। মিসেস নোলানের খোঁজ নিতে গিয়ে এতটাই আগ্রহী হয়ে উঠেছিলাম যে আমার প্রথম কাজ, কার্ল ব্রেনেলের খুনীর পরিচয় যে বের করতে হবে, বেমালুম ভুলে গিয়েছিলাম।'

'বলে যাও।'

ঘুরে দাঁড়াল ডিটেকটিভ। 'অ্যালকোহলে আসক্ত হয়ে এল পাসোয় মারা গেছে লূয নোলান, কিন্তু মরার আগে এমন এক সত্যের স্বীকারোক্তি দিয়ে গেছে,

প্রায় পঁচিশ বছর চাপা পড়ে ছিল তথ্যটা। স্বামীকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করত মহিলা, জানত যে সন্তান হিসেবে ছেলেই কামনা করত মি. নোলান, কিন্তু বদলে একটা মেয়ে উপহার দেয় সে।'

অ্যাগনেসের দিকে ফিরল টম নোলান, কিন্তু দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল মেয়েটা।

আঙুল চালিয়ে হ্যাট পেছনে ঠেলে দিল কিনলে। 'যা বলছিলাম, টম নোলানকে লেযি-এনের সম্পত্তির দলিল দিয়ে যায় সে, কিন্তু কিছুটা কারসাজি করেছে তাতে। রিও ফ্রিয়োর মূল অংশ নিয়ে দুটো বাথানের মধ্যে বিবাদ, এই দলিল তাতে আরও ইন্ধন জোগাল। কারণ দুটো বাথানই রিও ফ্রিয়োকে নিজের বলে দাবি করে আসছে। অথচ রিও ফ্রিয়োর মূল অংশের মালিকানা আসলে ডাবল-বির। ইচ্ছে করেই কাজটা করেছে লূয নোলান, টম নোলানকে চিরস্থায়ী এক সংঘর্ষের পথে নিয়ে যেতে চেয়েছিল।'

'মানে?' কর্কশ স্বরে জানতে চাইল অ্যাগনেস।

টম নোলানের দিকে ফিরল ডিটেকটিভ। 'লূয নোলান সত্যিই এক হাত দেখিয়েছে তোমাকে, মি. নোলান, দুটো বাথানের মধ্যে চিরশত্রুতার পথ তৈরি করে দিয়ে গেছে বেসিন ছাড়ার আগে। জানত দলিল অনুযায়ী রিও ফ্রিয়োর ওই অংশ দাবি করবে তুমি, কার্ল ব্রেনেলও সেটা মেনে নেবে না কারণ আদপে আসল মালিক তো সে-ই। ফলাফলঃ দুই বাথানের শত্রুতা। তাই হলো দুই যুগ ধরে!'

'তাহলে অযথাই ডাবল-বির সঙ্গে এতদিন···' ক্ষীণ হয়ে গেল বুড়োর স্বর, অনুশোচনা আর হতাশা প্রকাশ পেল কণ্ঠে।

'দুঃখজনক হলেও, এভাবেই তোমার ওপর শোধ নিতে চেয়েছিল মিসেস নোলান,' বলল কিনলে। 'শেষ দিকে বোধহয় অনুশোচনায় পুড়ছিল সে, তাই মারা যাওয়ার আগে নার্স মহিলার কাছে স্বীকার করে গেছে সব।'

মুহূর্তের মধ্যে যেন টম নোলানের বয়স দশ বছর বেড়ে গেছে। শূন্য দৃষ্টিতে ডিটেকটিভের দিকে তাকাল সে, তারপর বেনের ওপর স্থির হলো দৃষ্টি। 'খোদা,' ম্লান স্বরে বিড়বিড় করল। 'সত্যিই আমাকে ঘৃণা করত ও!'

'কেন নয়?' মুখিয়ে উঠল অ্যাগনেস। 'এবার আমার কথা শোনো! সবকিছু শুনতে মন্দ লাগেনি আমাদের। ভুয়া দলিলে কিছুই যাবে-আসবে না আমার। লেযি-এনের কর্তৃত্ব আমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছ তুমি, এবং ডাবল-বির মালিকানা শিগ্‌গিরই পেয়ে যাব। বন্ধকের টাকা কোন ভাবেই জোগাড় করতে পারবে না ওরা। এই বেসিনে কর্তৃত্ব করবে অ্যাগনেস নোলান।'

'তোমাকে নিজের মেয়ে বলে স্বীকার করতে বাধছে আমার!'

'তাই নাকি? ঠিক আছে, স্বীকার কোরো না!' চাঁছাছোলা স্বরে জবাব দিল নোলান-কন্যা। 'কিন্তু কাগজপত্রে স্বাক্ষর করা পর্যন্ত না হয় স্বীকার করো, তারপর যেখানে ইচ্ছে চলে যেতে পারো তুমি, কিংবা থাকতেও পারো, আপত্তি নেই আমার, কিন্তু মনে রেখো, আমার কথায় চলবে লেযি-এন।'

‘এখনও কোন বাথানেরই মালিকানা পাওনি তুমি!’ নিখাদ বিতৃষ্ণা প্রকাশ করল লেযি-এন মালিক। ‘পাবেও না। অন্তত আমি যতক্ষণ বেঁচে আছি...’

সরু চোখে বাপের দিকে তাকাল অ্যাগনেস, কুৎসিত দেখাচ্ছে মুখটা। ‘ঢাল-তলোয়ারহীন নিধিরাম সর্দার? বাবা, হাসাচ্ছ আমাদের! যথেষ্ট হয়েছে, আর নয়। স্রেফ খানিকটা নাটক করার জন্যে এতকিছু করিনি আমি। ঘাম ঝরাতে হয়েছে এই দিনটির জন্যে। এবার আমার সবকিছু বুঝে নেওয়ার পালা।’ স্টিভ হারকারের দিকে ফিরল মেয়েটা। ‘এবার তোমার খেল দেখানোর সময়, স্টিভ। সবকিছু হারানোর ঝুঁকি নিতে পারি না আমরা, কিংবা তীরে এসে তরীও ডোবাতে পারি না!’

নড করল গানম্যান। একে একে বেন, কিনলে, মিরিয়াম এবং সবশেষে টম নোলানের ওপর স্থির হলো তার দৃষ্টি। ‘মরা মানুষ কথা বলতে পারে না,’ মৃদু, দার্শনিক সুরে বলল সে।

মিরিয়ামের সঙ্গে চোখাচোখি হলো বেনের।

‘বেন!’ চাপা স্বরে বেনের মনোযোগ আকর্ষণ করল মেয়েটা, একটা কোল্ট দেখা যাচ্ছে হাতে। কোল্টটা ছুঁড়ে দিল। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই সেটা লুফে নিল বেন।

‘ওর দিকে চোখ রাখো!’ চিৎকার করল ফ্রেড মোরিস।

ঘুরেই স্টিভ হারকারের চাঁদিতে কোল্টের ব্যারেল নামিয়ে আনল বেন। টলমল পায়ে পিছিয়ে গেল লেযি-এন র‍্যামরড, দু'হাতে মাথা চেপে ধরেছে; অস্ফুট স্বরে কাতরে উঠল, চোখে বিস্ময়।

সবার আগে তৎপর হয়ে উঠল মোরিস। খোলা পিস্তল ছিল তার হাতে, চোখের নিমেষে গুলি করল। কিন্তু তাড়াহুড়ো করলে যা হয়, ফস্কে গেল গুলি। মাথা নিচু করে ফেলল বেন, একইসঙ্গে কমলা আগুন ওগরাল ওর পিস্তল। বুলেটের ধাক্কায় পেছনে উড়ে গেল মোরিসের দেহ, রিফ্লেক্সের বশে আঙুলের চাপ পড়ে গেল ট্রিগারে। একের পর এক গুলি বিদ্ধ হলো ছাদে।

চরকির মত আধ-পাক ঘুরে দাঁড়িয়েছে ডড কিনলে। ঘূর্ণনের মধ্যে স্টিভ হারকারের পিস্তল থেকে আসা গুলিটা লাগল তার কাঁধে। হুড়মুড় করে মেঝেয় আছড়ে পড়ল বিশালদেহ।

‘ধরো ওকে, জেফরি!’ চিৎকার করে নির্দেশ দিল অ্যাগনেস।

স্টিভ হারকার আর বেনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে তরুণ, কি করবে বুঝতে পারছে না। বেনের দিকে ফিরল সে।

‘ফেলে দাও ওকে!’

‘সামনে থেকে সরে দাঁড়াও, কিড!’ দাবড়ানি দিল স্টিভ হারকার।

ঘুরে দাঁড়াল ছেলেটা। ‘করো গুলি, নিকুচি করি তোমার!’

স্টিভ হারকার ভাল মতই বুঝতে পারছে পাশার দান উল্টে গেছে। পিস্তল

তুলল সে, কিন্তু ছেলেটা আরও···অনেক বেশি ক্ষিপ্র। নিমেষে হাতে উঠেছে জোড়া পিস্তল, কেশে উঠল ভয়াল দর্শন কোল্ট। পরপর কয়েকবার ট্রিগার টানল জেফরি ব্রেনেল, শব্দ শুনে মনে হলো মাত্র দুটো গুলি করেছে। কিন্তু ফলাফলটা তৎক্ষণাৎ দেখতে পেল অন্যরা। স্টিভ হারকারের বুকে অন্তত তিনটা গুলি বিঁধেছে। মেঝেতে পড়ে আছে গানম্যানের নিষ্প্রাণ দেহ।

জেফরির দিকে ফিরল বেন। ছেলেটার অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতায় বিহ্বল হয়ে পড়েছে। খোলা পিস্তল ছিল স্টিভ হারকারের হাতে, কিন্তু সুযোগই পায়নি বেচারা। একটা গুলিও করতে পারেনি র‍্যামরড, তার আগেই পিস্তল ড্র করে তিনটা গুলি করেছে জেফরি।

পাক খেয়ে সিলিংয়ের দিকে উঠে যাচ্ছে গান পাউডারের ধোঁয়া। কটু গন্ধে কেশে উঠল মিরিয়াম আর টম নোলান। রক্তের পুকুরের মধ্যে পড়ে আছে দুটো লাশ। যন্ত্রণায় ককাচ্ছে ডড কিনলে। তাকে সাহায্য করতে ছুটে গেল মিরিয়াম।

বেনের দিকে ফিরল জেফরি। এই প্রথম, শান্ত নিরুদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে ছেলেটাকে, দৃষ্টিতে তাচ্ছিল্য বা চ্যালেঞ্জ নেই। 'আমি দুঃখিত, বেন,' মৃদু আন্তরিক স্বরে বলল সে।

'কেন দুঃখ হবে তোমার? এই মাত্র আমার জীবন বাঁচিয়েছ তুমি!'

হারকারের দিকে তাকাল জেফরি, ঘৃণায় কুঁচকে গেছে মুখটা। 'আমার ভাইকে খুন করেছে ও,' নিস্পৃহ স্বরে বলল সে। ধীরে ধীরে গানবেল্ট খুলে মেঝেয় ফেলে দিল। 'আর কখনও পিস্তল ছোঁব না আমি, বেন, কক্ষনো না!'

অ্যাগনেসের দিকে ফিরল টম নোলান। 'তো?'

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মেয়েটা, পরিস্থিতির পরিবর্তনে বিহ্বল, হতচকিত। 'বাঙ্ক হাউসে আছে ওরা···' ভাষা খুঁজে পেল অ্যাগনেস। 'কারাঞ্চো, স্লিম···গুলির শব্দ শুনে চলে আসবে ওরা এখনই···'

'আসবে না,' বাধা দিল বেন। 'এখানে যাতে না আসতে পারে সেটা নিশ্চিত করেই বাড়িতে ঢুকেছি আমি।'

শূন্য দৃষ্টি দেখা গেল মেয়েটির চোখে, কাঁধ ঝুলে পড়েছে। কিন্তু এখনও পিঠ টানটান করে দাঁড়িয়ে আছে, পরাজয় মেনে নেয়নি। 'ঠিক আছে, তোমরাই জিতলে! কিন্তু ডাবল-বির মালিকানা আমার হাতে আসছে। এখানে থাকব না আমি, ডাবল-বিতে গিয়ে উঠব!'

বাঁকা হাসি খেলে গেল টম নোলানের মুখে। 'মেয়ে জাতটাকে চিনতে পারি বলে গর্ব করতাম আমি। কিন্তু এখন দেখছি ওদের সম্পর্কে আমার অনেক ধারণাই ভুল। হয়তো অন্যায় করেছি আমি তোমার মা-র ওপর, আর তোমার সঙ্গে ভাল আচরণ করে তারচেয়েও বড় অন্যায় করেছি। দুধ দিয়ে আসলে একটা জাতসাপ পুষেছি এতদিন! বাপকে চোখ রাঙাবে এমন কোন মেয়ে দরকার নেই আমার, অ্যাগনেস! আর কোন ভুল করতে চাই না। এক্ষুণি বেরিয়ে যাবে তুমি!'

কিছু বলতে যাচ্ছিল অ্যাগনেস, কিন্তু হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিল বুড়ো। ‘উঁহুঁ, কোন কথাই শুনব না তোমার। প্রয়োজনের চেয়ে বেশি বলে ফেলেছ। আমার অজান্তে কূটকৌশল খাটিয়েছ, নাছোড়বান্দা কিছু শত্রু তৈরি করেছ তুমি। যথেষ্ট হয়েছে, আর নয়! আর...ডাবল-বিও পাবে না তুমি। ব্রেনেলদের হয়ে আমিই তোমার দেনা শোধ করে দেব। অযথা রিও ফ্রিয়োর দখল নিয়ে ওদের সঙ্গে শত্রুতা তৈরি করেছি আমি, তার খেসারত না হয় এভাবেই দেব! যাক্‌গে, কত পাওনা তোমার? বিলের স্ত্রী হিসেবে একটা অংশ পাওনা তুমি, ওটার জন্যে কত চাও? সব মিলিয়ে...’

অবিশ্বাসের সঙ্গে বাপকে দেখছে অ্যাগনেস। ‘বাবা, আমাকে এভাবে তাড়িয়ে দেবে তুমি?’

‘একটু আগে কিন্তু আমাকে তাড়াতে একটুও বাধেনি তোমার!’

‘ঠিক আছে। ঠিকই নিজের পথ খুঁজে নেব আমি। ডাবল-বির বন্ধক বাবদ বিশ হাজার...’

‘কিন্তু ডাবল-বির কাছে তোমার একটা দেনা রয়ে গেছে যে?’ মৃদু স্বরে জানতে চাইল বেন।

ঝট করে ওর দিকে ফিরল অ্যাগনেস। ‘কিসের দেনা?’

অ্যাগনেসের দিকে এগোল ও। ‘কাউন্টির ডেপুটি শেরিফ হিসেবে খুনের সম্ভাব্য আসামী সন্দেহে তোমাকে গ্রেফতার করছি আমি।’

আঁতকে ওঠে দু’পা পিছিয়ে গেল মেয়েটা। ‘কি বলতে চাও?’

নির্বিকার সুন্দর মুখটা নিরীখ করল বেন। ‘কার্ল ব্রেনেল যে রাতে খুন হয়, রিও ফ্রিয়োর ধারে ওর অপেক্ষায় ছিলে তুমি। ফর্টি-ফোর রাইফেল দিয়ে ওকে গুলি করেছ তুমি। কেবল এভাবেই তাকে সরাতে পারতে। নিজে কাজটা করা ছাড়া উপায় ছিল না তোমার, অ্যাগি, কারণ কাউকে বিশ্বাস করোনি তুমি ব্ল্যাকমেলিংয়ের ভয়ে।’

দ্রুত মূল দরজার দিকে পিছিয়ে গেল মেয়েটা। ‘প্রমাণ করতে পারবে না।’

‘পারব, অ্যাগি। তোমার সব খেলাই শেষ হয়ে গেছে।’

ঝটিতি হাত বাড়িয়ে দরজার হাতল চেপে ধরল অ্যাগনেস, এক টানে কবাট মেলে ধরল। বিশাল দরজা খুলেই বেরিয়ে গেল। এক পশলা বৃষ্টি ছুটে এসে পড়ল সুন্দর সোনালী চুলের রাশিতে, ভিজিয়ে দিল ছিপছিপে শরীরটা; তারপরই হারিয়ে গেল মেয়েটা। বৃষ্টির ধোঁয়াটে পর্দার জন্যে আর দেখা গেল না, কেবল দৌড়ানোর শব্দ শোনা যাচ্ছে।

‘ধরো ওকে!’ চিৎকার করল ডড কিনলে।

মাথা নাড়ল বেন। ‘কোথায় পালাবে, কি মনে হয় তোমার, কতদূর যেতে পারবে?’

ধীর পায়ে এগিয়ে এল টম নোলান। বেনের একটা হাত চেপে ধরল।

'ধন্যবাদ, বেন,' গম্ভীর স্বরে বলল সে। 'আর···এতদিনের সমস্ত অসন্তোষ আর বিদ্বেষের জন্যে দুঃখ প্রকাশ করছি, যদিও জানি তাতে কিছুই হবে না। মিরিয়াম, আমি সত্যিই দুঃখিত!' দু'পা পিছিয়ে গেল মানুষটা, তারপর ঘুরে হাঁটতে শুরু করল সিঁড়ির দিকে। 'কিছুক্ষণ একা থাকতে চাই আমি, বেন। আর···আজ থেকে লেযি-এনের দুয়ার তোমাদের জন্যে সবসময়ই খোলা থাকল, যে কোন সময় আসবে তোমরা, সাদর অভ্যর্থনা পাবে!'

সিঁড়ি টপকে ওঠা শুরু করল সে, পেছন থেকে দেখল ওরা। দৃঢ় ভঙ্গি, অহঙ্কার বিসর্জন দেয়নি মানুষটা, কিংবা পরাজয়ের ক্লান্তি চেপে বসেনি। মেয়েকে হারানোর শোকও কাবু করতে পারেনি তাকে। নিঃসঙ্গ কিন্তু অহঙ্কারী আত্মমর্যাদা সচেতন একজন মানুষ।

উঠে দাঁড়িয়েছে ডড কিনলে, যন্ত্রণায় মৃদু গোঙাচ্ছে, কিন্তু মুখে স্বস্তি। 'ওহ্, ঝানু গোয়েন্দাকেও দেখছি হার মানিয়েছ তুমি, বেন!' সপ্রশংস দৃষ্টি ঝরে পড়ল তার চোখে। 'কোত্থেকে জানলে যে অ্যাগনেস নোলানই খুন করেছে কার্ল ব্রেনেলকে?'

ডিটেকটিভকে দোতলায় নিয়ে যাওয়ার সময় ব্যাখ্যা করল বেন। কাঁধে লেগেছে গুলিটা, তেমন মারাত্মক জখম নয়। ক'টা দিন হয়তো বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে। কিনলেকে গেস্টরূমে নিয়ে এল ওরা। ক্ষতের শুশ্রূষায় তখনই ব্যস্ত হয়ে পড়ল মিরিয়াম।

'বাথানে যাচ্ছি আমি,' বলল জেফরি, পেছন পেছন চলে এসেছে।

ঘাড় ফিরিয়ে ভাইকে দেখল মিরিয়াম। 'নিচ থেকে লাশ দুটো সরিয়ে নিয়ে যাবে, জেফ? ওগুলো দেখলেই অস্বস্তি লাগছে আমার!'

মাথা ঝাঁকাল সে, তারপর বেরিয়ে গেল।

নিচে নেমে এল বেন, জেফরিকে সঙ্গে নিয়ে লাশ দুটো সরিয়ে রাখল বারান্দায়। 'আমার মনে হয় শহরেই যাওয়া উচিত,' বলল জেফরি। 'আন্ডারটেকার আর শেরিফকে খবর দিতে হবে। তাছাড়া ডাক্তারও নিয়ে আসতে হবে। মি. কিনলের চিকিৎসা দরকার।'

মাথা ঝাঁকাল বেন। 'বৃষ্টির মধ্যে যেতে পারবে তো?'

'নিশ্চয়ই।'

ওপরে চলে এল বেন। কার্লি, স্লিম আর অন্যান্য ক্রুদের কথা মনে পড়ল। শেরিফ আসার পরই না হয় এদের মুক্তি দেয়া যাবে, ভাবল ও। গেস্টরূমের দিকে এগোল। পুরো বাড়িটাই শূন্য লাগছে, দোতলার অফিসরূমে আছে টম নোলান, সম্ভবত বোতলের মধ্যে ডুবে থাকবে সে আগামী কয়েকটা দিন। বাড়ির অন্দরমহলে ভৃত্যরা আছে বটে, কিন্তু কেউই দরকার না পড়লে এদিকে আসছে না।

শূন্য একটা প্রাসাদ। নিরানন্দ, নিঃসঙ্গ পরিবেশ।

করিডরে মিরিয়ামের দেখা পেল ও।
'ঘুমাচ্ছে ও,' জানাল মিরিয়াম।
বারান্দায় দাঁড়াল ওরা। বাইরে মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। বহু রক্তপাত ধুয়ে-মুছে নিঃশেষ করে দিতে বোধহয় এমন বৃষ্টিই দরকার। শুধু বিদ্বেষ আর শত্রুতার স্মৃতিই মুছে দেবে না, বরং সতেজ উর্বর করে তুলবে এখানকার মাটি; তাজা ঘাস গজিয়ে উঠবে, মনোরম হয়ে উঠবে তৃণভূমি।
'এবার কি, বেন?'
পাশ ফিরে মিরিয়ামকে দেখল বেন, তারপর কাছে টেনে নিল মেয়েটিকে। 'ডাবল-বির বর্তমান মালিক কি ভাবছে, সেটা তো জানা হলো না আমার!'
রহস্যময় হাসি দেখা গেল মিরিয়ামের ঠোঁটে। 'প্রথম দিনই তো বলেছি–তুমি ছাড়া ডাবল-বি চালাতে পারবে না কেউ! এটা তোমার পাওনা, বেন, কারণ ডাবল-বির সবকিছুই নিজের মত করে দেখেছ। ঝামেলার সময় কাঁধে দায়িত্ব তুলে নিয়েছ, নিজের স্বার্থ বিসর্জন দিয়েছ। আমাদের মধ্যে তোমাকেই বেশি গুরুত্ব দিত বাবা, যেন জানত সত্যিকার উত্তরসূরী কে হবে, বিপদে কে ভরাডুবি ঠেকাবে।'
'বুঝলাম, কার্ল ব্রেনেলের হৃদয়ে স্থায়ী একটা আসন ছিল আমার। কিন্তু ওর লাজুক মেয়ে যে এমন নির্লজ্জ ভাবে পালক-ভাইকে দখল করে নেবে···বলো তো, অরিগনের মেয়েগুলোর কি হবে, আমার পথ চেয়ে বসে আছে যারা?'
দুম করে কিল বসিয়ে দিল মিরিয়াম, চোখে আগুন, এদিকে রক্তিম হয়ে গেছে মুখ। 'নির্লজ্জ ভাবে বা জোর করে নয়, আপসে এবং পূর্ণ সম্মতির সঙ্গে,' অর্থপূর্ণ স্বরে শুধরে দিল মেয়েটি। 'অরিগনের মেয়েরা বসে থাকুক না অপেক্ষায়, আমার কি! আজীবন আইবুড়ো হয়ে না থাকতে চাইলে কারও না কারও গলায় ঝুলে পড়া উচিত ওদের! কিন্তু বেন স্লেজেলকে পাবে না ওরা, আগামী রোববারেই তার গায়ে ব্র্যান্ড বসিয়ে দেব আমি!'
হেসে উঠল বেন। 'এত তাড়াতাড়ি?'
'উহুঁ, কোন ঝুঁকি নিতে রাজি নই আমি। কোন্ দিন আবার ট্রেইলে বেরিয়ে পড়ো, কে জানে! পুরুষ মানুষকে বেশিদিন অপেক্ষা করিয়ে রাখতে নেই, বিগড়ে যায় তাহলে।'
'আরিব্বাপ্‌স, এত জ্ঞান পেলে কোত্থেকে? যেন কয়েকটা পুরুষের গায়ে ব্র্যান্ড বসিয়েছ আগে?'
'আমার পুরুষ একজনই। ছয় বছর আগেই যদি ব্র্যান্ড বসাতাম, তাহলে বেসিন ছেড়ে যেতে হত না তাকে। এবার আর ভুল করতে রাজি নই!'
'বেঁচে থাকলে কার্ল ব্রেনেল নিশ্চয়ই এখন চাবকাত আমাকে!'
'নিশ্চয়ই!' দুষ্টু হাসি দেখা গেল মিরিয়ামের ঠোঁটে। 'রাজি না হলে!'
***

ওয়েস্টার্ন

[তিনটি বই একত্রে]

প্রতিযোগী/কাজী শাহনূর হোসেন

বাবার মৃত্যুর পর বক্স ডব্লিউ র‍্যাঞ্চের ফোরম্যান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছে সলটার। সেটা ছ'বছর আগের কথা। এ-যাবৎ বাবার মৃত্যু-রহস্যের কিনারা হয়নি। যাকে ভালবাসে সে সরে গেছে অনেক দূরে। অন্য লোকের সঙ্গে এখন মেলামেশা তার। মালিক জর্জ ওয়াগনারের সঙ্গে ছেলে জোহান ওয়াগনারের বিবাদ লেগেই রয়েছে। সেই সঙ্গে শুরু হয়েছে রাসলারদের উৎপাত। রুখে দাঁড়াল রয় সলটার। একে একে সমাধান করবে সব রহস্যের।

কূটচাল/কাজী মায়মুর হোসেন

টুইন স্প্রিংস শহরে খবর ছড়াল, বিপুল পরিমাণ সোনা পাওয়া গেছে। সোনালী স্বপ্নে বিভোর হয়ে শহর খালি করে দলে দলে লোক গেল সোনার খোঁজে। শহরে ঢুকল দস্যুদল। পরিণতি: দু'জন নিরীহ মানুষের মৃত্যু। ফেঁসে গেল বেনন আর ব্যাগলে। মার্শাল ওদের কথা শুনতে নারাজ। প্রভাবশালী র‍্যাঞ্চার চাইছে ওদের ফাঁসি দিতে। গায়ের জোরে বন্ধুর র‍্যাঞ্চ দখল করে নেবে লোকটা। দুর্বলের পক্ষ নিল বেনন আর ব্যাগলে, জড়িয়ে গেল দুই র‍্যাঞ্চারের ব্যক্তিগত বিরোধে।

মাশুল/গোলাম মাওলা নঈম

ছয় বছর আগে সিরেনো ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় বেন স্লেজেল শপথ করেছিল কখনও আর ফিরে আসবে না। কিন্তু অ্যাম্বুশে বাবার মৃত্যুর খবর পেয়ে ঠিকই ফিরতে হলো ওকে। খুনীকে মাশুল দিতেই হবে। কিন্তু বেসিনে ফিরে এসেই হাড়ে হাড়ে ভুলটা বুঝতে পারল বেন। বিন্দুমাত্র বদলায়নি টম নোলান, নিজের রেঞ্জে পিস্তলের আইন চালু করেছে সে। নেহাত ঝামেলা এড়াতে চলে গিয়েছিল বেন, কিন্তু কেউই ভুলে যায়নি ওকে—না টম নোলান, না বিদ্বেষী ফ্রেড মোরিস। গন্তব্যে পৌঁছার আগেই ওর পিছু নিয়েছে শত্রুরা। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে বাবার মতই অ্যাম্বুশের শিকার হতে যাচ্ছে ও।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০